সেক্সপিয়র

(প্রথম ভাগ)

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত সঙ্কলিত

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

প্রকাশক—শ্রীবিপিনবিহারী রক্ষিত,
মজিলপুর, ২৪ পরগণা।

আষাঢ়, ১৩০৫।

মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।

কলিকাতা,

১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন, "কালিকাযন্ত্রে"
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

There are men, oceans in reality.

These waves, this ebb and flow, this terrible go-and-come, this noise of every gust, these lights and shadows, these vegetations belonging to the gulf; this democracy of clouds in full hurricane, these eagles in the foam, these wonderful gatherings of stars reflected in one knows not what mysterious crowd by millions of luminous specks, heads confused with the innumerable, those grand errant lightnings which seem to watch, these huge sobs, these monsters glimpsed at, this roaring, disturbing these nights of darkness, these furies, these frenzies, these tempests, these rocks, these shipwrecks, these fleets crushing each other, these human thunders mixed with divine thunders, this blood in the abyss; then these graces, these sweetnesses, these fêtes, these gay white veils, these fishing-boats, these songs in the uproar, these splendid ports, this smoke of the earth, these towns in the horizon, this deep blue of water and sky, this useful sharpness, this bitterness which renders the universe wholesome, this rough salt without which all would putrefy; these angers and assuagings, this whole in one, this unexpected in the immutable, this vast marvel of monotony inexhaustibly varied, this level after that earthquake, these hells and these paradises of immensity eternally agitated, this infinite, this unfathomable, all this can exist in one spirit, and then this spirit is called genius, and you have Æschylus, you have Isaiah, you have Juvenal, you have Dante, you have Michael Angelo, you have Shakespeare, and looking at these minds is the same thing as to look at the Ocean.

—VICTOR HUGO.

আত্মকথা।

দুই বৎসর পরে সেক্সপিয়র প্রথম ভাগের দ্বিতীয় সংস্করণ হইল। দরিদ্র বঙ্গদেশে, বাঙ্গলা গ্রন্থের নূতন সংস্করণ, একরূপ অভাবনীয় ব্যাপার। সেই হিসাবে, এই ক্ষুদ্র লেখকের পক্ষে, ইহা সৌভাগ্য ও শ্লাঘার বিষয়, সন্দেহ নাই।

কিন্তু এই সৌভাগ্য ও শ্লাঘার মূল কারণ অথবা প্রকৃত মালিক যিনি,—যাঁহার অনুগ্রহে আমি চিরদিন সাহিত্য-সেবায় নিযুক্ত আছি ও থাকিব,—অধিক কি, যাঁহার উৎসাহ ও উপদেশ না পাইলে, সেক্সপিয়র প্রকাশে আমি কখনই সাহসী হইতাম না,—এবং এত ঘন ঘন অন্যান্য বইও লিখিতে পারিতাম না,—সর্ব্বাগ্রে, কৃতজ্ঞ অন্তরে ও ভক্তিভরে, আমি তাঁহার চরণে প্রণাম করি। যাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া আমি এই কথা গুলি বলিলাম,—সাহিত্যে ও সংসারে তিনি আমার প্রধান সহায়; অনেক ভদ্র গৃহস্থ ব্যক্তির তিনি প্রতিপালক ও রক্ষক; এবং এই দরিদ্র বঙ্গদেশে সাধারণের পাঠোপযোগী সরল সাহিত্যপ্রচারের তিনিই পথ-প্রদর্শক।——তাঁহার কৃপায়, আজ বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতা নানা বিষয়িণী রচনা পাঠ করিতে পাইতেছে।——এক্ষণে নানাকারণে তাঁহার হিংসায় অনেকেই জ্বলিয়া মরিতেছেন জানি; তাঁহার গুণকীর্ত্তনে, এই অকৃতী অধমকেও অনেকে জাহান্নবে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন, তাহাও বুঝি;—তথাপি সত্যের অনুরোধে, তাঁহার প্রতি সমুচিত কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শনে, আমি ধর্ম্মতঃ বাধ্য।——আমার একান্ত ভক্তিভাজন, পরম পূজনীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুজ মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া আমি এই কথা গুলি বলিলাম;—বলিয়া আমার কৃতজ্ঞ হৃদয়ের ভার কতকটা লাঘব করিলাম।——

আত্মকৃতিত্ব-গোপনেচ্ছু, উদারচেতা, আড়ম্বরহীন কর্ম্মযোগী এবং কর্ত্তব্যব্রত, একাগ্রচিত্ত, সংযমশীল যোগেন্দ্রচন্দ্র,—তদীয় ভক্তের এই হৃদয়-অভিব্যক্তি,—দূষ্যবোধ করিলেও, ক্ষমা করিবেন,—ইহাই প্রার্থনা।

বর্ত্তমান সংস্করণে, এই গ্রন্থ সংশোধিত এবং স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিবর্ত্তিতও হইয়াছে। তবে প্রুফ্ ভুল,—ও বাঙ্গলা গ্রন্থের অঙ্গ,—পাঠক সে অপরাধ লইবেন না।

আমার সহৃদয় পাঠক পাঠিকাকে একটি শুভসংবাদ দিয়া রাখি,—এতদিনে তাঁহারা সেক্সপিয়র তৃতীয় ভাগ দেখিতে পাইবেন। ঐ গ্রন্থের মুদ্রণাদির উদ্যোগ-আয়োজন সমস্তই হইয়াছে। যদি কোনরূপ দৈববিভ্রাট না হয়, তাহা হইলে আগামী শ্রাবণের শেষে বা ভাদ্রের প্রথমেই, উহা নিশ্চিত প্রকাশিত হইবে।

কলিকাতা,
১৯ শে আষাঢ়, ১৩০৫। } শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত দাস।

ভূমিকা।

সেক্সপিয়রের গ্রন্থাবলী বাঙ্গলায় অনুবাদ করিতে বসিয়া তাঁহার অমানুষী প্রতিভার কথা কিছু আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি। কি গুণে তিনি সমগ্র জগতের মহাকবি বলিয়া বরণীয় হইয়া আছেন;—শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, তাঁহার কীর্ত্তি কি গুণে অবিনশ্বর হইয়া জগতের শিক্ষাস্থানীয় হইয়া রহিয়াছে;—এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া যাইবে, তথাপি তাঁহার সে অপূর্ব্ব কীর্ত্তি অপূর্ব্ব মহিমায় কেন চিরসমুজ্জ্বল রহিবে;—পরিবর্ত্তনশীল কালের হস্তে সকলই মলিন হইয়া যায়, কিন্তু তিনি যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, কালের হস্তে দিন দিন কেন তাহা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতেছে;—এক দিন যে অমূল্য মণি-মাণিক্যের সন্ধান কেহ পায় নাই, এবং পাইয়াও তাহার সম্যক্ আদর করিতে জানে নাই,—বহুকাল পরে শুভক্ষণে সেই অমূল্য রত্নরাজীর আদর ও গৌরব কেন আজ এত বর্দ্ধিত হইয়াছে;—সমগ্র জগৎ নির্নিমেষনয়নে অবাক্ হইয়া কেন তাহার প্রতি চাহিয়া আছে,—এখানে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারি কথা বলা আবশ্যক মনে করি।

বিজ্ঞানে ও বাণিজ্যে, ঐশ্বর্য্যে ও অধ্যবসায়ে,—ইংলণ্ড অপূর্ব্ব গৌরবে গৌরবান্বিত; কিন্তু একা সেক্সপিয়র এক দিকে, আর সমগ্র ইংলণ্ড এক দিকে! ইংলণ্ড হইতে সেক্সপিয়রকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে, বুঝি ইংলণ্ডের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যায়! এই ক্ষণজন্মা পুরুষসিংহ যে অক্ষর ও অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনায়, এক হিসাবে, ইংলণ্ডের আর সকল সম্পদ অতি তুচ্ছ ও হীন। একা এই মহাপুরুষকে লইয়া, যে কোনও দেশ কৃতার্থ ও ধন্য হইয়া, যুগ যুগান্তর ধরিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

যে মহতী প্রতিভাগুণে সেক্সপিয়র জগতে এইরূপ চিরপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করিতে ইউরোপীয় সাহিত্যক্ষেত্রে রাশি রাশি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এবং আজিও প্রতিভাবান্ কবি ও দার্শনিকের হস্তে শত প্রকারে সেক্সপিয়রের গ্রন্থরাশির সমালোচনা ও সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যাত হইতেছে।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের একটা নিয়ম এই যে, তুষার-হিমজল উত্তপ্ত করিতে শতাংশিক নিয়মে একশত ডিক্রী উত্তাপের প্রয়োজন। ইহাই ইহার নির্দ্দিষ্ট সীমা। মনুষ্যের প্রতিভার যে সম্যক বিকাশ, তাহারও এইরূপ একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। সেই সীমাই তাহার চরম। যে মহাপুরুষ প্রতিভার এই চরম সীমায় আপনাকে উন্নীত করিতে পারেন, তিনি সাহিত্য-জগতের চিরবরণীয় হইয়া অমরত্বলাভ করিতে সক্ষম হন।

বলা বাহুল্য, সকল দেশে, সকল সময়ে, এইরূপ প্রতিভাবান্ মহাপুরুষ জন্ম-গ্রহণ করেন না।

সেক্সপিয়র প্রতিভার এই চরম সীমা অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার যে কোনও গ্রন্থ ইহার সাক্ষ্য দিবে।—কোথাও প্রতিভার সম্যক স্ফূর্ত্তি, কোথাও তাহার ঈষৎ বিকাশ; কোথাও তাহার মধুর মোহনমূর্ত্তি, কোথাও তাহার অতি ভীষণ ভয়াবহ প্রতিকৃতি; কোথাও মহাসমুদ্রের মহাগর্জ্জন, কোথাও মহা-প্রলয়ের বিরাট দৃশ্য; কোথাও স্নিগ্ধ মধুর রাত্রির নির্ম্মল চন্দ্রকিরণ, কোথাও দ্বাদশরবি-সমুত্থিত বিশ্ব-বিধ্বংসকারী মহা তেজোরাশি।—ইহাই সেক্সপিয়রের সেক্সপিয়রত্ব। এইরূপ জগতের দুই মেরু একত্রিত করিতে, সাহিত্যক্ষেত্রে সেক্সপিয়রের ন্যায় মহাকবির প্রয়োজন। যিনি এক হস্তে লেডী ম্যাক্‌বেথ, এবং অন্য হস্তে টিটানিয়ার ছবি আঁকিতে পারেন, সে প্রতিভা নিতান্তই অসাধারণ। সমুদ্র ও নন্দনকানন,—এই দু'য়ের অপূর্ব্ব সংযোগ সেক্সপিয়রই দেখাইতে পারেন। এবং এই রূপ অপূর্ব্ব সৃষ্টি বিশ্বসৃষ্টিরই অনুরূপ। সুতরাং এই হিসাবে, বিশ্বস্রষ্টার ন্যায়, এই রূপ মহাকাব্যের কবিও জগতের পূজনীয়।

প্রতিভার সম্পূর্ণ বিকাশ যেখানে, তাহার মূলে এবং শিরোভাগে চরম আদর্শ বিদ্যমান। ঈশ্বরের পূর্ণসত্ত্বাকে অবলম্বন করিয়া এই আদর্শ অবস্থিত।

ক্ষণজন্মা কবি সেইখানেই পঁহুছিতে চাহেন, এবং সেই চরম আদর্শই তাঁহার লক্ষ্য। এই মহাদর্শের মহামিলন যিনি দেখাইতে পারেন, কেবল সেই মহাপুরুষই,—হে সেক্সপিয়র! তোমারই তুলনীয়।

আকাশের গায়ে যেমন রামধনু, কবির মানসপটেও সেইরূপ বিচিত্র রামধনু।—কত বর্ণ, কত শোভা, কত আলো! তুমি ধরিতে পারো আর নাই পারো, রামধনু চিরদিনই তোমার নয়নসমক্ষে প্রতিভাত হইবে।—কবি চির-দিনই তোমাকে সেই চরম আদর্শে উন্নীত হইতে ইঙ্গিত করিবেন।

প্রতিযুগে তিন কি চারি জন এই শ্রেণীর কবি বা মহাপুরুষ এইরূপ আদর্শে উপনীত হইয়া থাকেন। অনন্ত গগনে উঠিয়া কখন তাঁহারা মেঘের মধ্যে লুকাইতেছেন; কখন চঞ্চল বিদ্যুল্লতা ধরিয়া ক্রীড়া করিতেছেন; কখন গগনস্পর্শী পর্ব্বত শিখরে শিখরে ছুটাছুটি করিয়া একেবারে অতলে—অনন্ত সাগরবক্ষে ঝাঁপ দিতেছেন; আবার কখন বা অমরপ্রার্থিত অলকার রত্নরাজী লইয়া চন্দ্রকিরণ-উদ্ভাসিত মন্দাকিনীতটে নিক্ষিপ্ত করিতেছেন! যেন মর্ত্তের দেবতা অনন্ত ব্যোমপথে উঠিয়া লীলা করিতেছেন, আর মর্ত্তবাসী নরনারী বিস্ময়ে নির্নিমেষ নয়নে তাঁহাদের পানে চাহিয়া আছে। সেই মহাপুরুষগণ যে পথে বিচরণ করেন, তাহা সাধারণ লোকের পক্ষে বড়ই দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল। অশ্রান্ত শ্রম ও কঠোর সাধনা ভিন্ন সে পথে কেহ লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারে না। কিন্তু মহাপুরুষগণ যখন এই পথে চলিতে থাকেন, তখন তাঁহারা একরূপ অমৃতোপম মদিরাপানে বিভোর;—তাঁহারা দ্রুতপাদবিক্ষেপে চলিতে থাকেন এবং চলিতে চলিতেই দেখিতে পান,—আকাশ নির্ম্মল, পবন ধূলিশূন্য, পথ কুসুমাবৃত।

সকলেই সে সীমায় পঁহুছিতে পারে না,—অর্দ্ধপথেই কাহারও পতন হইয়াছে; কেহ বা যাইব মনে করিয়া, ভাবিতে ভাবিতেই জীবলীলা শেষ করিয়াছে;—আর কেহ বা কক্ষভ্রষ্ট গ্রহের ন্যায় বিপাকে বিঘোরে পড়িয়া লক্ষ্যচ্যুত হইয়াছে। কিন্তু যে মহাপুরুষ বহু পুণ্যফলে সেখানে পঁহুছিতে পারেন, সেই মহাত্মাই,—হে সেক্সপিয়র! তোমারই তুলনীয়।

সেক্সপিয়র ইংলণ্ডের শিরোমণি! ইংলণ্ডের সর্ব্ব বিভাগেই কোন না কোন মহা প্রতিভাবান্ ব্যক্তি বিদ্যমান।—রাজনীতিতে ক্রমওয়েল কত মহৎ; দর্শনে বেকন কত উচ্চ; প্রকৃতিবিজ্ঞানে নিউটন কত উন্নত!—প্রতিভাগুণে সকলেই জনসাধারণের প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি পাইয়া আসিতেছেন। কিন্তু দেখ, সেই ক্রমওয়েলের রাজনীতি ক্রমে কত পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে; সেই বেকনের দর্শনও কালসহকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে; সেই নিউটন—সেই মহাপণ্ডিত,—তাঁহারও বিজ্ঞান আজ পরিবর্ত্তনের অধীন; কিন্তু মহাকবি সেক্সপিয়র চির অপরিবর্ত্তনীয়।

আবার দেখ,—তেমন যে মহাপণ্ডিত নিউটন, তাঁহারও উপর কোপার্নিকস্; তেমন যে বেকন, তাঁহারও উপর ডেকার্ট ও কাণ্ট; তেমন যে ক্রমওয়েল, তাঁহারও উপর বোনাপার্ট।—কিন্তু সেক্সপিয়রের উপর কে?

সেক্সপিয়রের সমতুল্য থাকিতে পারেন,—তাঁহার উপরে কেহ নাই।

পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে কেহই যে সেক্সপিয়রকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই, ইহার হেতু কি? হেতু আর কিছুই নহে,—এক সেক্সপিয়রই সর্ব্বভেদী প্রতিভা-বলে সৃষ্টির মুখাবরণ খুলিয়া চারিদিক হইতে তন্ন তন্ন করিয়া এতই জিনিস দেখিয়াছেন যে, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়।

দেশ কাল পাত্র ভুলিয়া,—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান বিস্মৃত হইয়া,—মনুষ্য-জীবনের প্রহেলিকা চিরদিনের জন্য লোকশিক্ষার বিষয়ীভূত করিতে যে মহতী প্রতিভার আবশ্যক,—এক সেক্সপিয়র ভিন্ন, সে প্রতিভার পথে তেমন করিয়া আর কেহ অগ্রসর হইতে পারেন নাই। অধিক কি, আজ পর্য্যন্ত সমগ্র ইউরোপ খণ্ডে দ্বিতীয় সেক্সপিয়র কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। পক্ষান্তরে, সেক্সপিয়রকে অনুকরণ করিতেও কেহ সক্ষম হয় নাই।

সক্ষম হইবে কিরূপে? কবি আপনার জীবন হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমেই জগতের দিকেই অগ্রসর হইয়া থাকেন, এবং শেষে অনন্ত জগতে আপনাকে হারাইয়া দেশ কাল পাত্র সকলই ভুলিয়া যান। অনন্ত সমুদ্রতুল্য যে হৃদয়, অন্য কাহারও তেমনই ধারণাশক্তি বা সর্ব্বভেদিনী প্রতিভা না থাকিলে, কেমন করিয়া তাহার অনুকরণ করিবে? আরও এক কথা,—সেক্সপিয়রের গ্রন্থরাশির মধ্যে যে টুকু সেক্সপিয়রের ব্যক্তিগত বিশেষত্ব, তাহা অতি উচ্চ ও অসাধারণ। এই টুকু বুঝিতে হইলে, তাঁহার যে কোন গ্রন্থ খুলিয়া দেখ, ইহার পরিচয় পাইবে। তারপর তাঁহার লেখার আন্তরিকতা ও তন্ময়তা অতি অদ্ভুত।—তিনি যখন যে চরিত্রটির অবতারণা করিয়াছেন, তখন নিজেই যেন সেই চরিত্র-টির সঙ্গে অভেদরূপে মিশিয়া গিয়াছেন।—যখন তিনি রাজ-চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তখন যেন রাজা হইয়াছেন; যখন বিচারক বা ধর্ম্মবেত্তার চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তখন যেন বিচারক ও ধর্ম্মবেত্তা হইয়াছেন। পক্ষান্তরে যখন খল, অসাধু ও চোরের চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তখন যেন খল, অসাধু ও চোর হইয়াছেন।—এমন কি, যখন একটি মুচি বা জাহাজের খালাসীর চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তখন মহাকবি ঠিক যেন সেই মুচী বা খালাসী হইয়াছেন!—সকল চরিত্রেই তিনি যেন অভেদরূপে মিশিয়া গিয়াছেন;—সুতরাং সকল চরিত্রেই তিনি নিজে বিদ্যমান! এমন আত্মসংমিশ্রণ, এমন অন্তর্লীনতা ছিল বলিয়াই না সেক্সপিয়র 'জগতের কবি'?

পক্ষান্তরে, স্বাভাবিকতায় সেক্সপিয়র অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়। তাঁহার প্রায় সকল গ্রন্থই ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ। তাঁহার ট্রইলাস্ ও ক্রেসিডা,—কি সুন্দর স্বাভাবিক অভিব্যক্তি! তাঁহার মাচ আড়ু মর্ম্মান্তিক দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়াও কত উচ্চ-হাস্যে পরিসমাপ্ত! আবার এদিকে উদ্দাম কল্পনার অদ্ভুত ক্রিয়া যদি দেখিতে চাও, ত তাঁহার টেম্পেষ্ট ও সিম্বেলিনের কথা ভাবিয়া দেখ। নাটকের কার্য্যাবলী মধ্যে মানুষকে তিনি এমনই ভাবে সাজাইয়াছেন, যেন ঘটনার ভিতর দিয়াই নাটকীয় পাত্রের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তাঁহার সিম্বেলিন্, উইন্টার্সটেল, মেসার ফর মেসার, পেরিক্লিস্,—ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ। অন্যত্র—ম্যাকবেথ, হামলেট, ওথেলো ও লিয়রে,—তাঁহার প্রগাঢ় চিন্তাশীলতা ও অসাধারণ অন্তর্লীনতা বিদ্যমান। মনুষ্যচরিত্রের পূর্ণ অভিজ্ঞতা সেক্সপিয়রের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে বিদ্যমান।—একদিকে স্বপ্নরাজ্য, অন্যদিকে কঠোর কার্য্যক্ষেত্র।

প্রতিভাবান্ ব্যক্তির কার্য্যাবলী চিরদিনই অনুকরণের অতীত। কারণ তাঁহাদিগের মধ্যে এমনই দুর্ব্বোধ রহস্য জড়িত আছে যে, তাহা সম্যক উপলব্ধি করা একান্ত দুঃসাধ্য। তাই বলিয়াছি, সেক্সপিয়রকে অনুকরণ বা অতিক্রম করা একরূপ অসম্ভব।

সেক্সপিয়রের "নিজস্ব" বলিয়া দেখাইবার জিনিস যথেষ্ট আছে। তাঁহার প্রায় সকল নাটকের গল্প অন্যত্র হইতে গৃহীত হইলেও, তাহাতে মৌলিকতার অভাব নাই। কাহাকেও তিনি আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করেন নাই;—সে হিসাবে তিনি নিজেই নিজের আদর্শ।

মহাবীর নেপোলিয়নের শেষ জীবনে, সেণ্ট হেলেনায় একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আপনি যখন প্রসিয়া অধিকার করিলেন, ফ্রেডারিকের তরবারি খানি আনিলেন না কেন?" মহাপুরুষ আপনার তরবারি দেখাইয়া উত্তর দিলেন, "আমার নিজের তরবারি নিজের হস্তেই আছে।" সেক্সপিয়রকে যদি জিজ্ঞাসা কয়া যায়, "হে মহাকবি! তুমি কাহার আদর্শে এ অপূর্ব্ব সৃষ্টি করিলে?" আমার বোধ হয়, সেক্সপিয়র তখন নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়া রহিবেন, এবং তাহাতে আমরা বুঝিব, তাঁহার সেই নীরব ভাষার অর্থ আর কিছুই নহে,—তাঁহার সৃষ্টিতে তিনি নিজেই বিদ্যমান!

সেক্সপিয়রের এই মৌলিকত্ব বা অপূর্ব্বত্ব আর এক দিক দিয়া দেখা যাক।

সাধারণ মনুষ্যের অনতিক্রমণীয় পথে মহাকবির মহতী প্রতিভা চলিতে থাকে। সেই প্রতিভা মর্ত্তলোক ছাড়িয়া অনন্ত গগনে বিলীন হইয়া যায় যাউক;—মায়ামন্ত্রে স্বপ্নরাজ্যে বিভোর হইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকে থাকুক;—কল্পনা-রথে চড়িয়া দেশ দেশান্তরে, লোক লোকান্তরে বিচরণ করে করুক;—তাহা-তেই সেই প্রতিভার সম্যক স্ফূর্ত্তি হইতে পারে। কিন্তু সেই প্রতিভাকে আবার মনুষ্যসমাজে ফিরিতে হইবে। উষার স্নিগ্ধ আলোকে আপন কুলায় ছাড়িয়া যে পক্ষী অনন্ত গগনে উঠিয়া অমরসঙ্গীতে জগৎ প্লাবিত করিয়াছে; সন্ধ্যার স্নিগ্ধমধুর ছায়ায় তাহাকে আবার মানিতে হইবে।—চির অদৃশ্য হওয়াই বাঞ্ছনীয় নহে। চির অদৃশ্য হইলে লোকে বুঝিতে, চিনিতে এবং জানিতে পারে না। আমরা যেন বুঝিতে পারি, সেই প্রতিভাবান্ মহাপুরুষ আমাদেরই কেহ। দর্শনে বা বিজ্ঞানে, কাব্যে বা সাহিত্যে, ধর্ম্মে বা সমাজে—যেখানেই তিনি থাকুন, আমরা যেন জানিতে পারি, তিনি আমাদেরই একজন। দূরে বা উর্দ্ধে, লক্ষ্যে বা অলক্ষ্যে,—যেখানেই তিনি থাকুন,—এই পৃথিবীই যে তাঁহার লীলাক্ষেত্র, এ কথা যেন আমরা বুঝিতে পারি। আমাদের চিন্তা, বুদ্ধি কার্য্য, সকলেরই অতীত সীমায় গিয়াও যেন তিনি দেখাইতে পারেন,—তিনি আমাদেরই একজন। এইরূপ মানবীয় এবং অমানবীয় গুণের অপূর্ব্ব সমন্বয়েই কবির জীবন। সম্পূর্ণ মনুষ্যবুদ্ধির সুদূর অবস্থান,—যোগী বা তত্ত্বজ্ঞানীর লক্ষণ হইতে পারে,—কবির লক্ষণ তাহা নহে।

সেক্সপিয়রের গ্রন্থে এই মানবীয় এবং অমানবীয় গুণেরই সমন্বয়। কল্পনার উচ্চশিখরে উঠিয়া, মনুষ্যজীবনের মহৎ আদর্শ দেখাইতে বসিয়া, মানবীয় দুর্ব্বলতা টুকু এমনই কৌশলে তিনি তাহাতে ঢালিয়া দিয়াছেন, যেন সেটুকু না থাকিলে সেই চরিত্রটিকে আমরা 'আমাদের মধ্যে কেহ' বলিয়া গ্রহণ করিতেই পারিতাম না। এই ক্ষমতা প্রতিভার অন্যতম বিশিষ্ট লক্ষণ। সেক্সপিয়রে এই লক্ষণটি বিশিষ্টরূপে প্রকটিত।

সেক্সপিয়রের গ্রন্থ নিচয় নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করো, বুঝিবে, মনুষ্য যেন কোন নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তে আপনার কার্য্য আপনি করিয়া যাইতেছে।—সে আপন মনে তাহার কার্য্য করিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু ওদিকে নাটকের যে টুকু প্রকৃত নাটকত্ব, কবির যাহা প্রধান লক্ষ্য, তাহা অলক্ষ্যে বিদ্যমান রহিয়া যাইতেছে।

বাহিরে যেন কোন সময় বিশেষের একটা ঘটনাই বিবৃত হইল, কিন্তু চিন্তাশীল পাঠক অন্তরের অন্তরে বুঝিতে পারিলেন, সেই একটি সামান্য রেখাপাত হইতে মনুষ্যের মন, বুদ্ধি, চিন্তা, হৃদয়,—এমন কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত অপূর্ব্ব রহস্যে চিত্রিত হইয়া গেল!

জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের এক এক খানি জীবন্ত ফটো যেন সেক্সপিয়রের গ্রন্থাবলীর মধ্যে নিহিত হইয়াছে। গৃহে সূর্য্যকিরণ আনিয়া কাচবিশেষের সাহায্যে তাহার পরীক্ষা করো, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ পরিলক্ষিত হইবে। কিন্তু সেই বিভিন্ন কিরণ গুলির একত্র সমাবেশেই তেমন একটিমাত্র উজ্জ্বল কিরণ দেখা যায়। সেক্সপিয়রের গ্রন্থেও তেমনই ভিন্ন ভিন্ন চিন্তার অপূর্ব্ব সমন্বয়।

কোন কোন কবি এক হইতে আরম্ভ করিয়া এক শত দেখাইয়া থাকেন; আর কেহ বা এক শত হইতে আরম্ভ করিয়া কেবল একই দেখাইতে প্রয়াস পান। কেহ বা সাধারণ নিয়ম হইতে বিশেষত্বে উপনীত হন, এবং কেহ বা বিশেষত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণত্বে গিয়া থাকেন। সেক্সপিয়র সাধারণ হইতে আরম্ভ করিয়া বিশেষত্বই দেখাইয়া গিয়াছেন। ইহাতেও তাঁহার অনাড়ম্বর লিপি-নৈপুণ্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। দর্পণের প্রতিবিম্বের ন্যায় তাঁহার সকল গ্রন্থেই মনুষ্যের জীবন এবং জগৎ,—উভয়েরই চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রতিভার বিচার করিতে হইলে কেবল মাত্র প্রতিভার দিকই দেখিতে হয়। সাধারণ মনুষ্যের আদর্শ যেরূপই হউক না কেন, প্রতিভা যে পথে চলিবে বা চলিয়াছে, তাহাই দেখিয়া তাহার বিচার করিতে হয়। পর্ব্বতের ঐ আঁকাবাঁকা গগনস্পর্শী বিরাট মূর্ত্তি দেখিয়া পর্ব্বতের বিচার করিতে হয় করো, নহিলে তাহার কথা না তোলাই ভাল। ঐ উচ্ছৃঙ্খল বিরাট দৃশ্যের মধ্যেই যে সৌন্দর্য্য আছে, তাহাই পর্ব্বতের সৌন্দর্য্য। কিন্তু দুঃখ এই, কোন কোন বেশী বুদ্ধিমান,—হিমালয়ের প্রতি-শিলাখণ্ড নাড়িয়া চাড়িয়া বিচার করিতে চাহেন! তাঁহারা এই সোজা কথাটা বুঝেন না যে, যাহা কিছু পর্ব্বতের সৌন্দর্য্যের হানিকর বলিয়া অনুমিত হয়, তাহারও অস্তিত্বের কারণ আছে। পর্ব্বতে যদি ছায়া থাকে, তবে ইহা নিশ্চিত যে, তাহার এক দিক আলোকে উদ্ভাসিত; এবং সেই আলো ও ছায়া দু'য়ে মিশিয়া পর্ব্বতের সৌন্দর্য্য

বৃদ্ধি করে। এইরূপ,—পর্ব্বতের যে ধূম, তাহাতেও সৌন্দর্য্য আছে। কারণ ঐ ধূম,—ভীষণ সৌন্দর্য্যাধার অগ্নিসমুত্থিত। এইরূপ,—পর্ব্বতের যে গভীরত্ব, তাহাও পর্ব্বতের উচ্চতার পরিচায়ক—এরূপ বিরাট উচ্চতাই পর্ব্বতের সৌন্দর্য্য। অতএব পর্ব্বতের সকল অংশ লইয়াই পর্ব্বতের সৌন্দর্য্য। কিন্তু তুমি যদি প্রতি হাতে এমনি করিয়া খুটি-নাটি ধরিয়া পার্ব্বতীয় দ্রব্যের বিচার-বিশ্লেষণ করিতে থাকো, তবে সম্পূর্ণরূপে সৌন্দর্য্যোপভোগ তোমার ভাগ্যে ঘটিবে না।

সেক্সপিয়রের গ্রন্থ আলোচনা করিয়া দোষের উল্লেখ করিতে হয় করো,—নজীরও অনেক পাইবে। কেহ বলিয়াছেন, তিনি হাসিতে জানেন না, কেবল কাঁদিতে জানেন। কেহ বলেন, তিনি কাঁদিতেই জানেন না, হাসিতে জানেন। আবার অনেক বুদ্ধিমান বলিয়া থাকেন, তিনি হাসিতেও জানেন না, কাঁদিতেও জানেন না।—যে টুকু তাঁহার কান্না তাহা ঘোরতর কৃত্রিম, বরং যে টুকু তাঁহার হাসি, তাহা কতকটা স্বাভাবিক। আবার কেহ কেহ বলেন, সেক্সপিয়র একজন 'সাহিত্যিক তস্কর,'—একজন অনুকরণকারী মাত্র। বড় পণ্ডিতেও বলিয়া থাকেন, সেক্সপিয়র সাধারণ লোকের কথা সাধারণ ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন।

হামলেটের লেখক সাধারণ লোকের কথাই লিখিয়া গিয়াছেন!

তাহাই হউক। তাহাতেই মহত্ব। সাধারণ লোকের কথাই কবির বুঝাইবার জিনিস। সাধারণের জন্য আর কে দাঁড়াইবে? সাধারণের জন্য আর কে কাঁদিবে? অরুন্তুদ ক্রন্দনই সাধারণের সম্বল; করুণরস কবিরও সম্বল। হে কবি! চিরদিন তুমি সাধারণের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকো।—মর্ম্মভেদী করুণ স্বরে তাহাদের বিলাপ-কাহিনী গায়িতে থাক।—সেই গান শুনিতে শুনিতে কালে একদিন পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হইবে।

দোষের উল্লেখ করিতে হয় করো,—কিন্তু জানিও, দেসদিমনার ক্রন্দনে কৃত্রিমতা নাই, বরং জগতের প্রতি-করুণকণ্ঠ তাহাতেই শুনা যায়। হামলেটের উন্মত্ততা বিকৃত মস্তিষ্কের পরিচায়ক নহে,—মানবপ্রকৃতির অতি প্রগাঢ় রহস্য তাহাতেই প্রকটিত।

কবি গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কাব্য আছে। সেক্সপিয়র গিয়াছেন, এখন তাঁহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে!

কেহ জীব-লীলা সাঙ্গ করে,—কোলাহলময়ী পৃথিবীর দূরে গিয়া বিশ্রামলাভ করিতে; আর কেহ মরিয়াও বিশ্রামলাভ করিতে পারে না,—কার্য্য তখনও চলিতে থাকে। ক্ষুদ্র ও মহতের মৃত্যুতেও এই প্রভেদ!

চিতাভস্মের সঙ্গে সঙ্গে সকল কার্য্যের অবসান!—মিথ্যা কথা। তখনই জীবন, তখনই কার্য্যের আরম্ভ। তখনই মানুষ জানিতে চাহে, বুঝিতে চাহে। তখনই, পূর্ব্বে মানুষ যাহা বুঝিতে পারে নাই বা নানা কারণে বুঝিতে চাহে নাই, তাহাই বুঝিতে থাকে। মৃতব্যক্তি জীবিতের ন্যায় তখনই মানুষের অধিক চিন্তা ও আলোচনার বিষয়।

সেক্সপিয়র গিয়াছেন কোথায়? চক্ষের অদৃশ্য হইয়াও হন নাই,—মানস-চক্ষে তাঁহার প্রতিকৃতি চির সমুজ্জ্বল। তিনি অমর; তাঁহার কীর্ত্তি অবিনশ্বর। কারণ তিনি সৌন্দর্য্যের উপাসক।

আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন লইয়া আমরা জড়দেহ ধারণ করি মাত্র, কিন্তু অনাবিল সৌন্দর্য্য বা আদর্শ লইয়াই বাঁচিয়া থাকি।

ঘটনামূলক,—কড়াক্রান্তিহিসাববিশিষ্ট স্থূল সাহিত্য,—সমাজের ও বিষয়ী লোকের প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু আত্মার পরিপুষ্টির জন্য কাব্যের প্রয়োজন। কারণ প্রকৃত কাব্যই মানুষকে দেবতার হৃদয় প্রদান করিতে সমর্থ। কাব্য,—সৌন্দর্য্যে ও আদর্শে পূর্ণ,—চিরনূতনত্বময়;—সুতরাং প্রকৃত কবিত্বই আত্মার নিত্য আকাঙ্ক্ষণীয়।

সেক্সপিয়র এই তত্ত্ব বুঝিয়াই, কবিত্বের চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। তাই আজিও তিনি মরিয়া বাঁচিয়া আছেন এবং চিরদিন বাঁচিয়া থাকিবেন।

এখানে আদর্শ সম্বন্ধে একটা কথা বলিব। স্বাভাবিক গুণের চরম উৎকর্ষকেই আমি আদর্শ বলি। এবং সেই হিসাবেই আমি সেক্সপিয়রকে আদর্শমূলক কাব্যের কবি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। নচেৎ তাঁহাতে প্রকৃতির অবিকৃত ভাবই, অধিক বিদ্যমান। এবং এই হিসাবে 'প্রকৃতির কবি' বলিয়াই তাঁহার প্রসিদ্ধি।

আপনাকে লইয়া থাকাই মনুষ্যত্ব নহে। যাহা নিকৃষ্ট জীবের লক্ষ্য, মনুষ্যেরও লক্ষ্য তাহাই নহে। মনুষ্যকে তাহার লক্ষ্য বুঝাইতে, তাহার অন্তরে জ্ঞানশিখা প্রজ্বালিত করিতে, এবং রক্তমাংসের শরীর ভুলাইয়া চিন্তা ও বুদ্ধির সর্ব্ব প্রথম অধিকার দিতে,—এক কথায়, দেহকে ছাড়িয়া মনকে বুঝিতে শিক্ষা দেওয়াই,—কবির কাজ। সর্ব্বথা, প্রতিভাবান্ কবি তাহাই করিয়া থাকেন।

আত্মার পরিপুষ্টি করিতে যে উচ্চ আদর্শের প্রয়োজন, তাহা বলিয়াছি ; কিন্তু তাহা কোথায় পাইব?—মহাকবির কাব্য-আলেখ্যেই তাহা পাইব। বিশ্বপ্রকৃতির জাগ্রত জীবন্ত ভাব দেখিয়া সেই আদর্শের সৃষ্টি,—তাহা ভাবিতে ভাবিতে বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া পড়িতে হয়, এবং প্রাণের আবেগে বলিতে হয়—'হে কবি! কোথায় তুমি? হে প্রকৃতি! তুমি কে?—কবি কে?'—সেক্সপিয়র সেই চরম আদর্শ ও অমূল্য কবিত্বধনের অধিকারী হইয়াই জগতে অমূল্য মণিমাণিক্য রাখিয়া গিয়াছেন। আজি চারিদিকের ভক্তবৃন্দ তাহারই অলৌকিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছে।

এই গুণে সেক্সপিয়র কবিকুল শিরোমণি। এবং এই গুণেই এই শ্রেণীর কবি জগতের সর্ব্বপ্রধান শিক্ষক।

এই জন্য সেক্সপিয়র নানা দেশে নানা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া প্রচারিত। বাঙ্গলাতেও এই জন্য ইহার অনুবাদের প্রয়োজন।

কিন্তু এ পর্য্যন্ত এই মহদনুষ্ঠানে সম্যকরূপে কেহ অগ্রসর হন নাই।—সমগ্র সেক্সপিয়র ভাষান্তরিত করিয়া, কেহ বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকাকে উপহার দেন নাই। ক্ষুদ্র লেখক আমি,—সেই কঠিন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। পরন্তু এ কথা ঠিক যে, যোগ্যতর ব্যক্তি এ ভার গ্রহণ করিলে ভালো হইত। কিয়ৎপরিমাণে সেই মহাকবিকে বুঝিতে প্রয়াস পাইয়াছি মাত্র। ভ্রম-ত্রুটি থাকিবার ষোল আনাই সম্ভাবনা।

মহাকবির সেই অপূর্ব্ব নাটকাবলীর মর্ম্মানুবাদ আমি উপন্যাসাকারে গ্রথিত করিয়াছি। সকল স্থলে মূলের অনুসরণ করিতে পারি নাই। সে সকল স্থলে ল্যাম্বের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছি।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

সূচীপত্র।

সেক্সপিয়র

ওথেলো

(OTHELO)

(১)

ভেনিস্ নগরের বিচার-সভার সভ্য, অতুল ঐশ্বর্য্যশালী, ব্রাবান্সিও নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির, দেস্‌দিমনা নাম্নী পরম রূপবতী ও গুণবতী এক কন্যা ছিল। একাধারে রূপ, গুণ ও অর্থের আধিক্য দেখিয়া, বহু বহু রূপবান্ যুবক, ঐ অনুপমা কুমারীর পাণিগ্রহণে অভিলাষী হন। কিন্তু সর্ব্বজনবাঞ্ছিতা দেস্‌দিমনা সুন্দরী, স্বজাতীয় সম্ভ্রান্ত যুবকবৃন্দের রূপ-মোহে অভিভূতা হন নাই। কারণ তিনি, মানুষের বাহ্যশোভা অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ গুণরাজিকে অধিক মূল্যবান্ বোধ করিতেন। এ গুণের প্রশংসা করাটা যত সহজ, অনুকরণ করাটা তত সহজ নয়। দেস্‌দিমনা অশেষগুণে গুণবতী,—তাই বাহ্য-সৌন্দর্য্য-শোভার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, আন্তরিক প্রণয়ানুরোধে, এক ঘোর কৃষ্ণকায় কাফ্‌রিকে পতিত্বে মনোনীত করিলেন। দেস্‌দিমনার পিতা ঐ কাফ্‌রিকে স্নেহ-চক্ষে দেখিতেন, কাফ্‌রিও প্রতিনিয়ত তাঁহার বাটীতে আসিত।

কুরূপ কদাকার কাফ্‌রি হইলেও, দেস্‌দিমনা অপাত্রে প্রণয়স্থাপন করেন নাই। কাফ্‌রি ওথেলোর এমন কোন সদ্‌গুণের অভাব ছিল না, যাহাতে তিনি

উন্নত-হৃদয়া দেস্‌দিমনার প্রণয়-পাত্র হইতে না পারেন। ওথেলো একজন সাহসী সৈনিক-পুরুষ ছিলেন। প্রধান সেনাপতি-পদে অধিষ্ঠিত হইয়া, তুরকী-সমরে, কতবার তিনি অদ্ভুত নির্ভীকতা ও প্রভূত বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন। রাজ-পদস্থ যাবতীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহাকে বিশেষ সম্মান ও একান্ত বিশ্বাস করিতেন।

---

(২)

মহাবীর ওথেলো কেবলই যে, একজন সমরকুশল বীর-পুরুষ ছিলেন, এমন নহে,—দেশ-পর্য্যটনেও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। সে অনুরাগের পরিচয়,—তন্ন তন্ন করিয়া, ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল বিষয়ে দৃষ্টি,—তাহা হইতে প্রভূত অভিজ্ঞতা লাভ,—এবং সর্ব্বোপরি সেই পর্য্যটনকাহিনী অতি সরল ও বিশদভাবে এবং প্রীতিপ্রদ প্রণালীতে অপরের নিকট বর্ণন। বস্তুতঃ, গুছাইয়া গল্প বলিতে পারে অতি অল্প লোক। গল্প বলিয়া শ্রোতাকে মোহিত করা, একটা কম ক্ষমতা নয়। ওথেলোর এই ক্ষমতাটি যথেষ্ট ছিল। শুধু ভ্রমণবৃত্তান্ত কেন, আত্মজীবন-বৃত্তান্তও তিনি সুন্দররূপ বলিতে পারিতেন। বুঝি, কেবল এই গুণেই, একদিন তিনি সেই অপূর্ব্ব সুন্দরী, অশেষগুণে-গুণবতী, সর্ব্বজন-বাঞ্ছিতা দেস্‌দিমনাকে পত্নীরূপে লাভ করিতে সমর্থ হন।

কুমারী দেস্‌দিমনা, স্ত্রীজাতি-স্বভাব-সুলভ, গল্প শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। অহর্নিশ ওথেলোর কাছে বসিয়া, একাগ্রমনে গল্প শুনিতেন। গল্প শুনিবার সাধ আর তাঁহার মিটিত না। ওথেলো-ও অতি বিশদভাবে তাঁহার আশৈশব মনোহর জীবন-বৃত্তান্ত ও পর্য্যটন-কাহিনী বর্ণন করিতেন।—কিরূপে তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন; কিরূপে যুদ্ধ জয় করেন; কিরূপে মহা বিপদে পতিত হন; জল-পথে এবং স্থল-পথে কিরূপেই বা তাঁহাকে বিপর্য্যস্ত হইতে হইয়াছিল;—একে একে সকল কথা বলিতেন। কখন বা কামানের মুখে পড়িয়াছেন,—প্রাণ যায়-যায় হইয়াছে; কখন বা শত্রুকর্ত্তৃক বন্দী হইয়াছেন;—দাসত্বরূপে আত্মবিক্রয় করিয়াছেন; এবং পরিশেষে কি উপায়ে নিষ্কৃতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন,—পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলিয়া যাইতেন। ইহা ব্যতীত দেশ-বিদেশের অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনা এবং বিচিত্র দৃশ্যাবলীও বর্ণন করিতেন।—

ভীমপরাক্রম-ভীষণ-সিংহ-ব্যাঘ্রাদি-বেষ্টিত মহারণ্য, সৌন্দর্য্যময় গগনস্পর্শী পর্ব্বত, অতল জলধি, পার্ব্বতীয় অসভ্য জাতি, মনুষ্য-ভক্ষক নর-রাক্ষস, আফ্রিকাস্থ অপরূপ মনুষ্য,—বিবিধ রহস্যপূর্ণ উপাখ্যানের অবতারণায়, ওথেলো, দেস্‌দিমনাকে মোহিত করিতেন। দেস্‌দিমনা এরূপ তন্ময়ী হইয়া এই সকল গল্প শুনিতেন যে, আহার নিদ্রা বা গৃহস্থালী কাজ-কর্ম্মের কথা একেবারে ভুলিয়া যাইতেন। গৃহস্থালীর কোন বিষয়ের জন্য যদি কেহ কখন তাঁহাকে ডাকিত, তিনি অতি সত্বর সে কাজ সমাধা করিয়া আসিতেন এবং সমধিক উৎসুকতার সহিত 'তারপর' বলিয়া আবার গল্প শুনিতে বসিতেন।

---

(৩)

এইরূপ এক এক করিয়া, খুঁটিয়া খুঁটিয়া, অনেক দিন ধরিয়া, ওথেলো দেস্‌দিমনাকে আত্মজীবন-বৃত্তান্ত শুনাইলেন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে প্রণয়সঞ্চার হইল। উভয়েই উভয়ের নিকট আত্মবিক্রয় করিলেন। একদিন দেস্‌দিমনা কহিলেন, "প্রিয়তম! তোমার এই মনোহর সুদীর্ঘ জীবন-বৃত্তান্ত তুমি অংশে অংশে আমাকে বলিয়া আসিয়াছ,—আমার একান্ত ইচ্ছা, একদিন তুমি উপন্যাসের মত আনুপূর্ব্বিক আমাকে শোনাও। তোমার এই বিবিধ ঘটনাময় জীবন-কাহিনী অতি শিক্ষাপ্রদ। প্রার্থনা করি, একদিন আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ করো।"

ওথেলো, প্রণয়িনীর মনোরথ পূর্ণ করিলেন। কিন্তু যখন তিনি যৌবনের বিষাদময় কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন, সে সময় দেস্‌দিমনা অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারিলেন না।

ওথেলোর আত্মকাহিনীবর্ণন শেষ হইলে, দেস্‌দিমনা বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। পরে সবিষাদে কহিলেন, "প্রিয়তম, তোমার এ জীবন-কাহিনীর অধিকাংশ অতি বিস্ময় ও করুণরসে পূর্ণ। এ দুঃখময় কাহিনী না শোনাই ভালো ছিল। যাই হোক, ভগবান যদি আমাকে রমণী না করিয়া তোমার মত বীর-পুরুষ করিতেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে পরম সৌভাগ্য-বতী বোধ করিতাম। ধন্য তুমি! তোমার বাক্-চাতুরীও ধন্য! হে প্রিয়তম!

যদি তোমার কোন বন্ধু আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে অভিলাষী হন, তিনি যেন তোমার মত সুরসিক ও বাক্‌পটু হন। তাহা হইলে অতি সহজে এবং অনায়াসে আমি তাঁহার প্রেমপাশে বদ্ধ হইব।”

প্রেমময়ী দেস্‌দিমনার এরূপ সরল প্রেমের আভাস পাইয়া, ওথেলো একেবারে আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। তখন পরম পুলকিত চিত্তে, মুক্ত-অন্তরে কহিলেন, “প্রাণাধিকে! আজ আমি কৃতার্থ হইলাম। তোমার আশ্বাসবাক্যে আজ আমার প্রাণ শীতল হইল। এখন বলো প্রাণেশ্বরি! তুমি আমার হইবে?”

দেস্‌দিমনা আর আত্মগোপন করিতে পারিলেন না,—ওথেলোকে পতিত্বে বরণ করিতে সম্মত হইলেন।

---

(৪)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শারীরিক সৌন্দর্য্যে ওথেলো কাঙ্গাল ছিলেন। তারপর, দেস্‌দিমনার পিতার তুলনায়, বিষয়-বৈভবও তাঁহার অতি অল্পই ছিল। এ অবস্থায়, ধন-কুবের ব্রাবান্‌সিও একমাত্র কন্যারত্নকে ওথেলোর হস্তে সমর্পণ করিতে কিছুতেই সম্মত হইবেন না। তিনি কন্যাকে স্বাধীন অবস্থায় রাখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার আশা ছিল, দেস্‌দিমনা যথাসময়ে, জাতীয়-ধর্ম্ম-অনুসারে, তাঁহারই যোগ্য রূপবান্, গুণবান্ ও সমৃদ্ধিশালী যুবাকে নায়করূপে মনোনীত করিবেন। কিন্তু বৃদ্ধের সে বড়-আশায় ছাই পড়িল! কৃষ্ণকায় কুরূপ হইলেও, ওথেলোর আভ্যন্তরীণ গুণে মুগ্ধ হইয়া, দেস্‌দিমনা তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ভেনিস্ নগরের যাবতীয় বিবাহার্থী রূপ-গুণ-সম্ভ্রম-সমন্বিত যুবাকে, ওথেলোর তুলনায়, তিনি কুরূপ, কদাকার ও হীনবোধ করিলেন।

যথাসময়ে, সঙ্গোপনে, উভয়ের উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল। বিবাহ গোপনে হইল বটে, কিন্তু কথাটা অধিক দিন গোপন রহিল না। ব্রাবান্‌সিওর কাণে এ কথা উঠিল। তখন তিনি কোপ-প্রজ্বলিত হইয়া, উপায়ান্তর না দেখিয়া, প্রতিহিংসাবশে, একেবারে ওথেলোর নামে মহাসভায় অভিযোগ করিলেন।

অভিযোগের মর্ম্ম এই,—ওথেলো ত তাঁহার কোনরূপ অনুমতি লয়ই নাই,—অধিকন্তু অতি কৃতঘ্নের ন্যায় তাঁহার কন্যা দেস্‌দিমনাকে যাদুমন্ত্রে মুগ্ধ করিয়া বিবাহ করিয়াছে!

---

(৫)

দৈবক্রমে এই সময়ে ভেনিস্-রাজকীয়-কার্য্যে, মহাবীর ওথেলোর সাহায্য বিশেষ আবশ্যক হইল। সংবাদ আসিল, দুর্দ্ধর্ষ তুরকীসেনা বিপুল বল-বিক্রমে, ভেনিস্-অধিকারভুক্ত সাইপ্রস দ্বীপ আক্রমণ করিতে আসিতেছে। উপস্থিত বিপদে অতিমাত্র উৎকণ্ঠিত হইয়া, ভেনিস্-রাজসভা একমাত্র ওথেলোর মুখ চাহিতেছিলেন। কারণ—সুদক্ষ, রণকুশল, অসীম সাহসী, মহাবীর ওথেলো ব্যতীত, এই বিপদে পরিত্রাণ পাইবার আর উপায় নাই। ওথেলো যথাসময়ে বিচার-সভায় আনীত হইলেন। তাঁহার উপর এককালে দুইটি গুরুতর দায় পড়িল ;—একদিকে ব্রাবান্‌সিওর অভিযোগ, অন্যদিকে রাজকীয় যুদ্ধব্যাপারে লিপ্ত হওন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রাবান্‌সিও মহা সমৃদ্ধিশালী, সম্ভ্রান্ত ও এই বিচারসভার অন্যতম সভ্য। বিচার-সভা বিশেষ বিচক্ষণতা ও ধীরতার সহিত বৃদ্ধ ব্রাবান্‌সিওর আবেদন শুনিতে লাগিলেন।

বিচারপতি ডিউক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওথেলো, তোমার বিরুদ্ধে এই যে অভিযোগ আসিয়াছে, ইহাতে তুমি কি বলিতে চাও?"

ওথেলো বিশেষ সম্মানের সহিত সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

"ভালো করিয়া, মধুর ভাষায় কথা কহিতে আমি সমর্থ নহি। উত্তমরূপে আমার পক্ষ সমর্থন করিয়া, আমি যে নিষ্পাপ, হয়ত এ কথা আমি বুঝাইতে পারিব না। আমার জীবনব্যাপী সংগ্রামের মধ্যে আমার দুঃখ ও বিপদের ভাগই অধিক।—এই অভিযোগের বিশেষ প্রতিবাদ আমি আর কি করিব? তবুও আপনাদের অনুমতিক্রমে কিছু বলিতে আমি বাধ্য। কিন্তু সে কথা বলিবার পূর্ব্বে, আপনারাই বিচার করুন,—কি ঔষধে, কোন্ মন্ত্রে, কোন্ যাদুবিদ্যায়, সুন্দরী দেস্‌দিমনাকে আমি বশীভূত করিয়াছি।

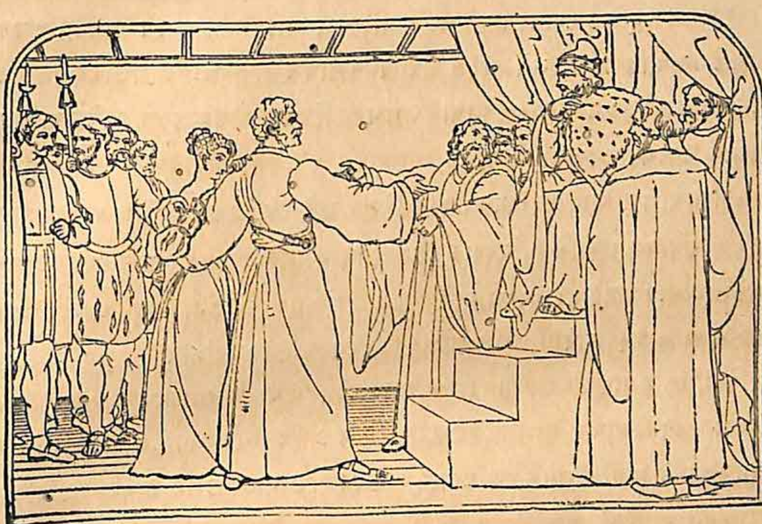
ব্রাবান্‌সিও। আমার কন্যা অতি ভীরু ও লজ্জাবতী,—পুরুষোচিত সাহস তাহার কখন দেখি নাই ;—অতি ধীর ও শান্তস্বভাব,—আপন গৌরবে আপনি গৌরবময়ী ;—কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব, কোন যাদুমন্ত্রে না ভুলিলে, সে, সমস্তই উপেক্ষা করিয়া,—এমন কদাকার, কুৎসিত, নরাধমকে আত্মসমর্পণ করিয়াছে! যাহাকে দেখিলে আতঙ্ক হয়, সে তাহাকে কেমন করিয়া ভাল বাসিয়া আনন্দ পাইবে? আমার স্থির বিশ্বাস, এই পাপিষ্ঠ এমন কোন ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছে, যাহা তাহার শোণিতে শোণিতে মিশ্রিত হইয়া তাহার শান্ত স্বভাবকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে!

ডিউক ও অন্যান্য সভ্যগণ। ওথেলো, তুমি সত্য করিয়া সকল কথা বলো। —তুমি কোন অবৈধ উপায়ে ইহাঁর কন্যাকে লাভ করিয়াছ, কিংবা ঐকান্তিক অনুরোধে ও বিনীত প্রার্থনায় তাঁহাকে আপন বশে আনিয়াছ?

তখন ওথেলো আত্মপ্রণয়কাহিনী সর্ব্বসমক্ষে বিবৃত করিলেন। যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা হইতে দেশ-বিদেশ ভ্রমণ, সেই সকল ভ্রমণের সহিত তাঁহার জীবনের সম্বন্ধ, তাঁহার জীবনের সুখ দুঃখ,—একে একে সকল কথা বলিতে লাগিলেন। তারপর বলিলেন, সেই সকল কাহিনী শুনিতে শুনিতে দেস্‌দিমনা কেমন আত্মহারা হইতেন,—তাঁহার করুণ নয়ন হইতে স্নেহবারি স্বতই উচ্ছ্বসিত হইত, কোমল হৃদয়ে আঘাত লাগায় মাঝে মাঝে তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেন।—সেই অবস্থার মধ্যে আত্মসংবরণের চেষ্টা করিয়াও, তিনি নিতান্ত মুগ্ধ হৃদয়ে, সযত্নে-লুক্কায়িত আপন হৃদয়স্থ স্বর্গীয় প্রেম ও পবিত্র প্রণয় ব্যক্ত করিতেন,—ওথেলো একে একে সেই সকল কাহিনী বলিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে, ওথেলোর কথামত দেস্‌দিমনাও বিচারসভায় আনীত হইয়াছিলেন।

ওথেলোর এই আত্ম-বিবরণ-কাহিনী শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলেন। সকলেই বুঝিলেন, যদি কিছু যাদুমন্ত্র থাকে, তবে তাহা এই কাহিনীতে,—কাহিনীর এই অতি-মধুর বর্ণনা-প্রণালীতে। তারপর ওথেলো বলিলেন, "এখন আপনারা বিচার করুন,—আমার অপরাধ কি? যে সহস্র বিপদের মধ্যে আমার জীবন পরিচালিত হইয়াছে, তাহাই শুনিয়া দেস্‌দিমনা আমাকে ভাল বাসিয়াছেন এবং আমিও তাঁহাকে প্রাণের সমান ভাল বাসিয়াছি।—কেবল মাত্র ইহাই



আমার যাদুমন্ত্র!——এই ত দেস্‌দিমনা এখানে উপস্থিত আছেন, ইহাঁকেই না হয় জিজ্ঞাসা করুন।"

ডিউক। এরূপ কাহিনী শুনিলে আমার কন্যাও মুগ্ধ হইত। (ব্রাবান্‌-সিওর প্রতি) মহাশয়, এ বিষয় লইয়া আর বাড়াবাড়িতে কাজ নাই।

ওথেলো বিনয়-নম্র-বচনে, এমন সরলভাবে আদ্যোপান্ত বিবরণ বলিলেন যে, প্রধান বিচারপতি ও সভ্যগণের সহজেই তাহা বিশ্বাস হইল। বিশ্বাস হইল যে, ওথেলো সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ;—দেস্‌দিমনা উপন্যাস শ্রবণে মোহিত হইয়াই তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। সকলেই বুঝিলেন,—ওথেলো গুণবান্‌, দেস্‌দিমনাও অতি গুণবতী; নায়কের আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্য দেখিলে নায়িকা সহজেই মুগ্ধ হয়; এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে;—কুহক বা ইন্দ্রজাল,—ও একটা কথার-কথা।

সরলা, পতিগতপ্রাণা, সত্যবাদিনী দেস্‌দিমনাও মুক্তকণ্ঠে স্বামিবাক্যের পোষকতা করিলেন। কহিলেন, "পিতার ঋণ অপরিশোধনীয়। জন্মদান, শিক্ষা ও আজন্ম প্রতিপালন হেতু, সন্তান চিরদিন পিতার নিকট বাধ্য। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও আমার মহৎ কর্ত্তব্য-কর্ম্ম আছে। স্বামীর অনুগত থাকাই সতী-স্ত্রীর ধর্ম্ম। আমি এখন সেই ধর্ম্ম পালন করিব। আমার জননীও এক-দিন এইরূপ সতী-ধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন।"

বৃদ্ধ ব্রাবান্সিও দেখিলেন, আর কথা-কাটাকাটি করা বৃথা। মিথ্যা ওজর-আপত্তিতে আর কোন ফল নাই। তখন নিরুপায় হইয়া, অগত্যা তিনি অতি ক্ষুণ্ণ মনে, ব্যথিত হৃদয়ে, কন্যার আশা ত্যাগ করিলেন। কিন্তু সেই বিচারালয়ে, সর্ব্বজন সমক্ষে, মুক্তকণ্ঠে বলিলেন,

"কি বলিব, আইনে এমন কোন বিধি নাই যে, কন্যাকে নিজ ক্ষমতাধীনে রাখি। যদি তাহা থাকিত, তাহা হইলে আমি কখনই এরূপ পাত্রে কন্যা-সম্প্রদান করিতাম না। যাই হোক, আমার পরম সৌভাগ্যের কথা যে, আমার আর পুত্র-কন্যা নাই! যদি থাকিত, তাহা হইলে এই অভাগিনী কন্যার আচরণ দেখিয়া, ঠেকিয়া-শিখিয়া, না জানি, তাহাদের উপর পিশাচবৎ কতই নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতাম!—আর ওথেলো, তুমিও জানিয়া রাখিও, দেস্‌দিমনা যখন আমাকে প্রতারিত করিয়াছে, তখন তোমাকেও একদিন প্রতারিত করিতে পারে!"

---

(৬)

ওথেলো এই সমূহ বিপদে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া, তুরকী-যুদ্ধে, অধিনায়করূপে মনোনীত হইলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই যাত্রার সকল আয়োজন হইল। পতিপ্রাণা দেস্‌দিমনা, রমণী-স্বভাব-সুলভ, নব-বিবাহিত স্বামীকে লইয়া, এ ক্ষেত্রে আমোদ-উল্লাসে মত্ত হইলেন না, কিংবা যুদ্ধের নামে ভয় পাইয়া কোনরূপ আবদার বা 'বায়না' করিলেন না,—সন্তুষ্টচিত্তে স্বামীর মতে মত দিলেন;—অধিকন্তু নিজেও স্বামি-সমভিব্যাহারিণী হইতে ইচ্ছা করিলেন।

তাহাই স্থির হইল। অনতিবিলম্বে সৈন্যসামন্ত লইয়া, ওথেলো সস্ত্রীক সাইপ্রস দ্বীপে যাত্রা করিলেন। গন্তব্যস্থানে পঁহুছিয়াই শুনিলেন যে, প্রবল ঝড়-বৃষ্টি-ঝঞ্ঝাবাতে, বিপক্ষ-পক্ষ তুরকী-সৈন্য, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং সহসা তাহাদের আক্রমণের আর কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু হায়, নিষ্ঠুর ভবিতব্য!—ওথেলো বহিঃশত্রু তুরকীর আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে একটা ঘোরতর সংগ্রামের সূত্রপাত হইল। বহিঃশত্রুর পার আছে; কিন্তু অন্তর্শত্রুর তীব্রদংশন অসহনীয়! ওথেলো এখন সেই

অন্তর্শক্রর করতলগত হইতে চলিলেন। তিনি অকারণে, মিথ্যা সন্দেহে, আপন মনে অশান্তি আনিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই পতিপ্রাণা, নিষ্কলঙ্ক চরিত্রা, দেস্‌দিমনারও সর্ব্বনাশ করিতে বসিলেন। কে, কি ভাবে বিষ ঢালিল, পাঠক, ক্রমেই তাহা দেখিতে পাইবেন।

---

(৭)

সেনাপতি ওথেলোর যতগুলি সৈনিক-বন্ধু ছিলেন, ফ্লোরেন্স-দেশীয় মাই-কেল ক্যাসিও তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিশ্বাসী ও প্রিয়পাত্র। এই সৈনিক-যুবক অতি সচ্চরিত্র, রূপবান্, মিষ্টভাষী ও সুরসিক। রমণীগণের মন হরণ করিবার শক্তি তাঁহার যথেষ্ট ছিল। সুতরাং সেনানিগণের মধ্যে কাহারও পত্নীর চরিত্রের প্রতি সন্দেহ হইলে, অগ্রে ক্যাসিওর উপর অবিশ্বাস হইবারই কথা। কিন্তু উদার-স্বভাব মহামতি ওথেলো কাহারও উপর সন্দেহ করিতেন না। নীচবিষয়ে তাঁহার নিজের যেমন বিতৃষ্ণা, অন্য ব্যক্তিরও সেইরূপ,—ইহাই তিনি বিবেচনা করিতেন।

প্রীতিভাজন ক্যাসিওকে তিনি, দেস্‌দিমনার সহিত প্রণয়-ব্যাপারে মধ্যস্থ-স্বরূপ রাখিলেন। অর্থাৎ ঐ যুবকই দম্পতিযুগলের দাম্পত্যপ্রেমের বন্ধন দৃঢ় করিতে নিযুক্ত হইলেন। কারণ, ওথেলো প্রণয়ি-জনোচিত মনোহর মধুর ভাষায় কথা কহিতে পারিতেন না। নায়িকাগণ যে সব কথায় সুখী হন, তাহা তিনি জানিতেন না। সুতরাং অনুনয়-বিনয়-মান-সোহাগ প্রকাশের নিমিত্ত, তিনি বিশ্বস্ত ক্যাসিওকে, পত্নীর নিকট পাঠাইতেন। ক্যাসিও-ও, নিষ্পাপহৃদয়ে, দেস্‌দিমনার মনোরঞ্জনার্থ সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন। ইহাতে উদারহৃদয়, মহামতি ওথেলোর চরিত্র অধিকতর উজ্জ্বল হইতে লাগিল। অপিচ, সেই সরলতার মূর্ত্তিমতী প্রতিমা, সদাশয়া দেস্‌দিমনাও, ক্যাসিওকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতে লাগিলেন। স্বামী যাহাকে ভালবাসে ও বিশ্বাস করে, স্ত্রীও যে তাহাকে ভালবাসিবে ও বিশ্বাস করিবে, তাহার আর বিচিত্র কি? ক্যাসিও সর্ব্বদাই দেস্‌দিমনার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন এবং নানাপ্রকার নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদ করিয়া, গাল-গল্প ও উপকথা কহিয়া, তাঁহাকে

সন্তুষ্ট রাখিতেন। ওথেলো ও দেস্‌দিমনা কিছুদিন খুব মনের সুখে কাল কাটাইলেন।

---

(৮)

কিন্তু এইবার বিষ ধরিবার সূত্রপাত হইল। কার্য্যের সুবিধার জন্য ওথেলো, বিশ্বাসভাজন মাইকেল্ ক্যাসিওকে আপন সহকারিপদে নিযুক্ত করিলেন। ইয়াগো নামক এক ব্যক্তি অনেক দিন হইতে ঐ পদের আশা করিয়া আসিতেছিল। ক্যাসিও অপেক্ষা সে, বয়োঃজ্যেষ্ঠ।—শুধু বয়োজ্যেষ্ঠ নহে,—ওথেলোর অধীনে সেনানিপদেও সে, ক্যাসিওর পূর্ব্বে নিযুক্ত হইয়াছিল। অধিকন্তু তাহার বিশ্বাস, ক্যাসিও অপেক্ষা সে, অধিক কৃতী। সুতরাং ইয়াগো বুঝিত, প্রধান সেনাপতির সহকারি-পদ অগ্রে তাহারই প্রাপ্য। কিন্তু অদৃষ্ট প্রতিকূল!—ইয়াগোর সে মুখের গ্রাস ক্যাসিও কাড়িয়া লইল। আর যায় কোথায়?—যতটা আক্রোশ, যতটা ক্ষোভ, যতটা হিংসা, যতটা ক্রোধ,—সবগুলা একত্রিত করিয়া, পাপিষ্ঠ ইয়াগো ক্যাসিওর সর্ব্বনাশসাধনে প্রবৃত্ত হইল। প্রথম প্রথম রহস্যের অছিলায় ক্যাসিওর প্রতি মর্ম্মভেদী শ্লেষোক্তি,—যার-তার নিকট 'ক্যাসিও অতি অপদার্থ'—এই টুকু প্রমাণ করিবার চেষ্টা,—শেষ সয়তানের মুখ দিয়া বিষবহ্নি উদ্গীরণ! পাপিষ্ঠ ইয়াগোর সে কূট-বুদ্ধির পরিচয়, পাঠক ক্রমেই পাইবেন।

ইয়াগো যেখানে সেখানে, যার তার কাছে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল,—"ক্যাসিও ত একজন মেয়ে-মানুষের মধ্যে! রমণী-সমাজে তাহার মান-সম্ভ্রম আদর-প্রতিপত্তি শোভা পায় বটে! কিন্তু যুদ্ধ-বিষয়ে সে কি জানে, কি বুঝে? কেমন করিয়া সৈন্য সাজাইতে হয়, কিরূপ কৌশলে ব্যূহরচনা করিতে হয়, ক্যাসিও তাহার কি ধার ধারে? এ সকল বীরোচিত কার্য্যে, তাহাকে আমি একটি বালিকার অধিক কৃতী মনে করি না।"

দুষ্টবুদ্ধি ইয়াগো এইরূপে গায়ের-ঝাল ঝাড়িতে লাগিল। সেনাপতি ওথেলো ক্যাসিওকে ভাল বাসিতেন, সে তাহা সহিতে পারিত না। অধিকন্তু তাহার একটা ভুল বিশ্বাস ছিল যে, তাহার স্ত্রী দুশ্চরিত্রা, এবং সে বিষয়ে সে,

ওথেলোকেই সন্দেহ করিত। এই কারণে ওথেলো তাহার ঘৃণার পাত্র হইয়াছিলেন। একাধারে প্রতিহিংসা, পরশ্রীকাতরতা, ক্ষোভ, রোষ, অশান্তি ও পাপে উন্মত্ত হইয়া, মহাপাপী ইয়াগো এমন এক প্রাণঘাতী ভীষণ ষড়যন্ত্র করিল যে, সে ফাঁদে পড়িয়া ওথেলো, দেস্‌দিমনা এবং ক্যাসিও,—তিন জনেরই মহা সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে।

ক্রূরমতি ইয়াগো অতি ধূর্ত্ত ও কূট-বুদ্ধি-জীবী। সে মনুষ্যপ্রকৃতির অতি অন্তরতম নিভৃত স্থানে প্রবেশ করিয়া, তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে জানে। কোথায়, কি ভাবে আঘাত করিলে, কোন্ ফল হয়, তাহা তাহার সুপরিজ্ঞাত। ফল কথা, ইয়াগো মনুষ্য-চরিত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ। পাপিষ্ঠ এটা বেশ বুঝে যে, দৈহিক-যন্ত্রণা যতই গুরুতর হউক না কেন, আঁতের-ঘা অপেক্ষা গুরুতর নহে,—তাহার শতাংশের একাংশও নহে! ইয়াগো এখন সেই 'আঁতের ঘা'র উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। যদি কোন ক্রমে একবার ক্যাসিওর প্রতি ওথেলোর ভালবাসার পরিবর্ত্তে হিংসা উৎপাদন করিতে পারে, তবে তাহার প্রতিহিংসাবৃত্তি চূড়ান্তরূপে চরিতার্থ হয়। সে বিষের-আগুনে নিশ্চয়ই ক্যাসিও কিংবা ওথেলো পুড়িয়া মরিবে। চাই কি, দু'জনেও মরিতে পারে। সয়তান ইয়াগোর তাহাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি কি?

মনের মধ্যে এই কালানল সঞ্চিত করিয়া, মহাপাপী ইয়াগো কালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

---

(৯)

সাইপ্রস দ্বীপে সেনাপতির সস্ত্রীক আগমন ও বিপক্ষ-পক্ষ তুরকী-সৈন্যের আকস্মিক ছত্রভঙ্গ,—এই দুই কারণে সেনা-নিবাসে একদিন এক আনন্দোৎসব হইল। সকলেই সুস্বাদু পানাহার ও আমোদ উল্লাস করিতে লাগিল। সেনানিবাসে সুরার স্রোত বহিল,—সকলেই প্রভু ও প্রভু-পত্নীর 'জয়-জয়কার' করিতে লাগিল।

রাত্রিকাল। আজিকার রাত্রে মাইকেল ক্যাসিও সেনানিবাসের শান্তিরক্ষার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। সেনাপতি ওথেলো তাঁহাকে আদেশ দিয়া-

ছেন যে, "সৈনিকগণের মধ্যে কেহ যেন অধিক মাত্রায় সুরাপান না করে, হল্লা-কোলাহল করিয়া না বেড়ায় ;—অপিচ তাহাদের উপদ্রবে স্থানীয় অধিবাসিবর্গ যেন ভীত বা উত্ত্যক্ত না হয়।"

পাপিষ্ঠ ইয়াগো আজ তাহার সেই ভীষণ দুরভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিবার সঙ্কল্প করিল। রাত্রি একটু অধিক হইলে, সে কপট ভক্তি ও ভালবাসার ভাণ করিয়া, প্রথমতঃ সেনাপতি ওথেলোর খুব প্রশংসা করিতে লাগিল। অতঃপর 'আজিকার আমোদের দিনে একটু সুরাপান না করিলে ভালো দেখায় না'—বার বার এই কথা বলিয়া, ক্যাসিওর প্রবৃত্তি উদ্রিক্ত করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, শান্তিরক্ষণ-কার্য্যের সময় সুরাপান মহা অপরাধ বলিয়া গণ্য। ক্যাসিও প্রথমতঃ ইহাতে আপত্তি করিলেন এবং ইয়াগোর অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিবেন না বলিয়া দুঃখিত, ইহাও জানাইলেন। কিন্তু কেমন গ্রহের ফের, অথবা দ্রব্যের মোহিনী শক্তি যে, ইয়াগোকে আর অধিকক্ষণ কষ্ট পাইতে হইল না ;—সময় বশে আর অদৃষ্টের দোষে, ক্যাসিও আপনার পায়ে আপনি কুঠারাঘাত করিলেন ;—সাধ করিয়া কালসর্প হৃদয়ে ধারণ করিলেন। "এই—এইটুকু খাও" বলিয়া ইয়াগো সুরাপাত্র পূর্ণ করে, আর ক্যাসিও-ও অমনি কলের পুতুলটির-মত ঢক করিয়া সেটুকু গলাধঃকরণ করিয়া ফেলেন। এইরূপ একটুর-পর-একটু, এক-গেলাসের-পর আর-এক-গেলাস করিয়া 'মাত্রা' বিলক্ষণ চড়িতে লাগিল ; এদিকে সুরও বেশ জমিয়া আসিল। ইয়াগোর উৎসাহবাক্যে ও প্রমত্তসঙ্গীতে সমধিক উৎসাহিত হইয়া, ক্যাসিও বারংবার মুক্তকণ্ঠে দেস্‌দিমনার গুণগান করিতে লাগিলেন। এইরূপে চৈতন্য হারাইয়া আপন কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলেন। শেষ, অতি ঘোরতর মাতাল হইয়া পড়িলেন।

পাপিষ্ঠ ইয়াগো বুঝিল, এই ঠিক সন্ধিস্থান! সয়তান, তাহার সয়তান-ধর্ম্ম পালন করিল। জ্বলন্ত আগুনে ইন্ধন দিবার অভিপ্রায়ে, এই সময়ে সে এক ব্যক্তিকে ইঙ্গিতাভাষে কি জানাইল। সে আসিয়া, ক্যাসিওকে অকস্মাৎ ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করিল। আগুন গর্জ্জিয়া উঠিল। ক্রোধোন্মত্ত ক্যাসিও শাণিত কৃপাণ-হস্তে ভর্ৎসনাকারীকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। সুতরাং সৈন্যগণের মধ্যে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। মণ্টানো নামক জনৈক প্রবীণ

ও বিশিষ্ট কর্ম্মচারী মধ্যস্থভাবে এই গোলযোগ মিটাইতে আসিয়া, অস্ত্রাহত হইলেন। খুব একটা সোরগোল পড়িয়া গেল।

---

(১০)

দুরাত্মা ইয়াগো,—যে, এই সকল অনর্থের মূল,—সেই পাপিষ্ঠ ঘটনাটিকে অতি গুরুতর প্রমাণ করিবার উদ্দেশে, ভয়সূচক গভীর ঘণ্টা-নিনাদ আরম্ভ করিয়া দিল। অকস্মাৎ কোন ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, এই সঙ্কেত-সূচক দুর্গ-ঘণ্টা নিনাদিত হয়; কিন্তু খলমতি ইয়াগো সামান্য কলহকে গুরু-পাকে তুলিবার জন্য এই পন্থা অবলম্বন করিল। তাহার ফল হইল এই যে, সেনাপতি ওথেলো সেই ভয়সূচক ঘণ্টা-নিনাদে জাগ্রত হইয়া, তৎক্ষণাৎ বীরবেশে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং বিশেষ ব্যাকুলভাবে ক্যাসিওকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

ওথেলোকে সম্মুখে দেখিয়া, ভয়ে ও লজ্জায় ক্যাসিওর মত্ততার কিছু হ্রাস হইল। তিনি প্রকৃতিস্থ হইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু আত্মবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া, লজ্জায় কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। সয়তান ইয়াগো এই অবসরে স্বধর্ম্ম পালন করিল। উপস্থিত গোলযোগের আমূল বৃত্তান্ত এরূপ ভাব-ভঙ্গীতে বর্ণন করিল যে, তাহা আসল অপেক্ষা অতি ভয়ানক গুরুপাকে দাঁড়াইল! অথচ মুখে এমন ভাবের কথা বলিল, যেন ঘটনাটা এমন-কিছু গুরুতর নয়, আর সে ইচ্ছা করিয়াও ক্যাসিওর দোষ উল্লেখ করিতেছে না,—তবে সেনাপতির প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় বলিয়া দিতেছে। বলা বাহুল্য, পাপিষ্ঠ আত্মদোষটা বে-মালুম চাপা দিল;—সকল দোষ—সকল অনর্থ, বাক্‌ভঙ্গি-কৌশলে, অতিরঞ্জিতভাবে, দুর্ভাগ্য ক্যাসিওর ঘাড়ে চাপাইল। ক্যাসিওর তখন আর কথা কহিবার ক্ষমতা নাই। গম্ভীরপ্রকৃতি, কর্ত্তব্য-কর্ম্মে দৃঢ়চিত্ত সেনাপতি ওথেলো, তৎক্ষণাৎ ক্যাসিওকে পদচ্যুত করিলেন।

পাপিষ্ঠ ইয়াগো, এইরূপে তাহার প্রথম দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিল। সরল-প্রকৃতি ক্যাসিওর সর্ব্বনাশসাধন করিয়া, খল এই কালরাত্রিতে তাহার ভবিষ্যৎ বিষম ষড়যন্ত্রের উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল।

---

(১১)

ক্ষোভে-দুঃখে-অপমানে-মৃতপ্রায় হতভাগ্য ক্যাসিও, সম্ভ্রমজনক সহকারি-সেনাপতির পদ হারাইয়া, শোকাকুলচিত্তে, সেই কপট বন্ধু, পাপিষ্ঠ ইয়াগোর নিকট আত্মদুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কহিলেন, "হায়, আমি নির্ব্বোধ! ক্ষণিক সুখে উন্মত্ত হইয়া, আপনার চিরদিনের উন্নতিমূলে কুঠারাঘাত করিলাম! কয়েক মুহূর্ত্তের পাপেই আমার এই সর্ব্বনাশ ঘটিল। আমি চিরদিনের মত অধঃপাতে গেলাম। আর কোন্ মুখে সেনাপতির নিকট গিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিব, এবং কিরূপে বলিব যে, আমাকে পুনরায় পদস্থ করুন। সেনাপতি ক্রোধে ও ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া বলিবেন,—'এই সেই মদ্যপায়ী পিশাচটা আসিল!' হায়, আমার দুঃখের কি সীমা আছে?"

ক্যাসিও এবংবিধ অনুতাপ করিতে লাগিলেন। ধূর্ত্ত ইয়াগো, এই অবসরে আর এক চাল চালিল। কৃত্রিম সমবেদনা প্রকাশ করিয়া কহিল, "ভায়া হে! এমন পা পিছলায় অনেকের! আমোদ করিয়া একটু মদ্যপান করিয়াছিলে,—এই না তোমার অপরাধ? তা এজন্য আর এত অনুশোচনা কেন? সময়বিশেষে একটু-আধটু মদ খাওয়ায় দোষ কি?"

তারপর আবার কহিল, "যা হউক, তুমি এখন এক কাজ করো। দেখ, সেনাপতি এখন সহধর্ম্মিণীর কিছু অধিক অনুরক্ত। সুশীলা দেস্‌দিমনাকে তিনি প্রাণাধিক ভাল বাসেন। দেস্‌দিমনাই এখন সকল বিষয়ের কর্ত্রী। সত্য কথা বলিতে গেলে, তিনিই এখন আমাদের কর্ত্তা বা "জেনারেল,"—ওথেলো নাম মাত্র। তা দেখ, দেস্‌দিমনাকে ধরিতে পারিলে, তোমার আর কোন ক্ষোভ থাকিবে না। সেনাপতি, প্রিয়তমা পত্নীর কথা কখনই ঠেলিতে পারিবেন না। তুমি গিয়া কাঁদিয়া-কাটিয়া স্নেহময়ী দেস্‌দিমনাকে ধরো। তিনি নিশ্চয়ই তোমার জন্য স্বামীর কাছে অনুনয়-বিনয় করিবেন এবং ওথেলো-ও নিশ্চয়ই এ যাত্রা তোমাকে ক্ষমা করিয়া, পুনঃপদস্থ করিবেন। এ কথা তোমায় স্বরূপ বলিলাম।"

বস্তুতঃ, কথাটা স্বরূপ বটে;—সরল ভাবে লইলে ইয়াগোর এই যুক্তিটা যে খুব মূল্যবান্, তাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু হইলে কি হয়,—খলের হৃদয়

যে বিষে ভরা আছে;—এই সুযুক্তির মধ্যেও যে, সে তাহার দুষ্ট অভিসন্ধি ঠিক করিয়া রাখিয়াছে!

---

(১২)

ইয়াগোর পরামর্শ-মত, ক্যাসিও, প্রভু-পত্নী দেস্‌দিমনার নিকট আত্ম-অপরাধ স্বীকার করিয়া, পুনঃ পদপ্রাপ্তির প্রার্থনা করিলেন। সদাশয়া দেস্‌দিমনাও অঙ্গীকার করিলেন যে, তাঁহার জন্য স্বামীর নিকট বিশেষ অনুনয়-বিনয় করিবেন। যথা সময়ে তিনি কথা-মত কাজও করিলেন;—ওথেলোকে বিশেষ আগ্রহসহকারে অনুরোধ করিয়া কহিলেন, "ক্যাসিওকে এবারকার মত ক্ষমা করিতে হইবে। সে যথেষ্ট অনুতপ্ত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। আমার অনুরোধ, পুনরায় তাহাকে পদস্থ করো।"

ন্যায়পরায়ণ ওথেলো উত্তর করিলেন, "তাহা কিরূপে হইতে পারে? ক্যাসিওর অপরাধ সামান্য নহে;—এত শীঘ্র কিরূপে তাহাকে মার্জ্জনা করি।

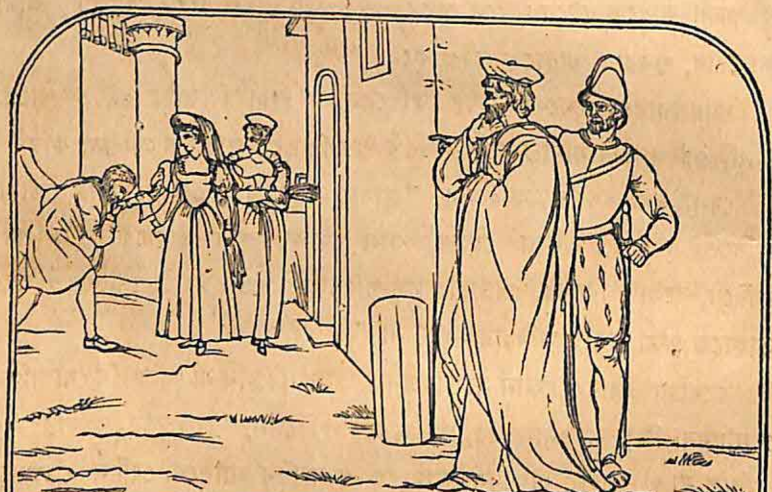
দেস্‌দিমনা তথাপি কহিলেন, "আমার অনুরোধ! এ অনুরোধটি তোমায় রাখিতেই হইবে। আজ হোক, কাল হোক, কবে তাহাকে পুনঃ পদস্থ করিবে, বলো? বিশেষ, বেচারীর লঘু-পাপে গুরু-দণ্ড হইয়াছে;—এমত স্থলে তাহাকে ক্ষমা করায় অবিচার হইবে না।"

ওথেলো এবারও কোন সন্তোষজনক উত্তর দিলেন না। স্বামি-সোহাগিনী দেস্‌দিমনা কিছু অভিমানভরে, ক্ষুণ্ণ-অন্তরে কহিলেন, "তবে তুমি আমার কথা রাখিলে না? আচ্ছা, একদিন আমারও এমন দিন আসিবে, যেদিন তোমাকে ইহা অপেক্ষাও গুরুতর অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু দেখ, ক্যাসিও আমাদের বড় অনুগত; বিশেষ তোমার বড় ভক্ত। এমন কত দিন হইয়াছে,—কথাচ্ছলে, প্রণয়প্রসঙ্গে আমি তোমার কোন নিন্দা করায়, ক্যাসিও অন্তরের সহিত তোমার পক্ষসমর্থন করিয়াছেন। আহা! এমন ভালো লোককে সামান্য একটা কারণে পদচ্যুত করা উচিত নয়।"

এবার আর ওথেলো প্রণয়িনীর কথা ঠেলিতে পারিলেন না,—কহিলেন, "আচ্ছা, তোমার অনুরোধে আমি স্বীকার করিলাম, উপযুক্ত সময় বুঝিয়া ক্যাসিওকে পুনঃপদস্থ করিব।"

(১৩)

বিধির নির্ব্বন্ধ!—এদিকে এমন এক ঘটনার সূত্রপাত হইল, যাহাতে অচিরাৎ নরকের আগুন জ্বলিয়া উঠিল! একদিন ক্যাসিও, প্রভু-পত্নী দেস্‌দিমনার নিকট অতি বিনীতভাবে পুনঃ পদপ্রাপ্তির প্রার্থনা করিয়া প্রস্থান করিতেছেন, এমন সময় অকস্মাৎ গৃহের অপর পার্শ্ব দিয়া ইয়াগো-সমভিব্যাহারে ওথেলো তথায় উপস্থিত হইলেন। দেশ-কাল-পাত্র,—ত্রিযোগমিলন; অমনি সুযোগ বুঝিয়া সয়তানের স্বধর্ম্মপালন! খলের মুখ দিয়া বিষ-বহ্নি উদ্গীরণ হইল,—"আমি এ সব ভালবাসি না!" স্বর খুব মৃদু; কিন্তু হইলে কি হয়,—ঐটুকু স্বরেই যে, সমুদ্রপ্রমাণ বিষ! পাপিষ্ঠ ইয়াগো প্রাণঘাতী বিষের-বাতি জ্বালিল।



মহামতি ওথেলো, কথাটা শুনিয়াও শুনিলেন না। আর যদিই বা শুনিলেন, তাঁহার আর মনেও রহিল না। মনে-রহিবার-মত কথা নয় বলিয়াই রহিল না। কিন্তু কি জানি কেন, তাহাই আবার অবিলম্বে বিষের-বাতির মত উজ্জ্বলরূপে জ্বলিয়া উঠিল। দেস্‌দিমনা কার্য্যানুরোধে তথা হইতে প্রস্থান করিলে পর, পাপিষ্ঠ ইয়াগো যেন কৌতূহলবশে ওথেলোকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়! আপনাদের বিবাহের পূর্ব্বে কি ক্যাসিও আপনাদের গুপ্ত-প্রণয়ের কথা জানিত?"

ওথেলো উত্তর দিলেন, "হাঁ, জানিত বৈ কি! ক্যাসিওই মধ্যস্থ হইয়া আমাদের পরস্পরের প্রীতিবর্দ্ধন করিয়া দেয়।——কেন বলো দেখি?"

সয়তান অমনি একটিবার মাত্র ভ্রূকুটী-ভঙ্গি করিল ও সেই সঙ্গে একটিমাত্র "হুঁ" শব্দ করিল!

বাস্! ঐ এক ভ্রূকুটী ও "হুঁ" শব্দেই সয়তানের সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল।

হঠাৎ যেন ওথেলোর চমক ভাঙ্গিল। তিনি যেন কিছু নূতন দেখিলেন! আর হঠাৎ তাঁহার বোধ হইল, ইয়াগো যেন তাঁহাকে আরও কিছু নূতন দেখাইবে!

অকস্মাৎ ওথেলোর মনে পতিব্রতা দেস্‌দিমনা-সংক্রান্ত কিছু দেখা দিল।— "আচ্ছা, ইতিপূর্ব্বে না ইয়াগো আপনা-আপনি কি বলিতেছিল? বলিতেছিল না, 'আমি এ সব ভালবাসি না!'—ইয়াগো কি ভালবাসে না?"

বিষ ধরিয়াছে, আর রক্ষা নাই! ওথেলো আবার ভাবিলেন, "আচ্ছা, এই মাত্র না আমি ও ইয়াগো ঘরে আসিতে ক্যাসিও চলিয়া গেল? দেস্‌দিমনার সহিত ত তার—"

অমনি মনে হইল, "এইজন্যই বুঝি ইয়াগো তখন আপনা আপনি বিরক্তি-ভাবে বলিতেছিল, "আমি এসব ভাল বাসি না!"

ধীরে ধীরে, সংশয়-তিমিরে, ওথেলোর মন আচ্ছন্ন হইতেছে। দুষ্টমতি ইয়াগো তাহা বুঝিল। বুঝিল যে, এই সন্ধিস্থান। এইবার তাল ঠিক রাখিতে পারিলেই মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

ওথেলোর মনে হইল, 'ইয়াগো অতি সজ্জন, তাহার মনে কোনরূপ কপটতা নাই,—বোধ হয়, কেবল ভদ্রতার খাতিরে সে, তাহার অন্তর্নিহিত অশুভ-বার্ত্তা আমার গোচর করিতেছে না!' এই ভাবিয়া তিনি প্রকাশ্যে কহিলেন, "আচ্ছা ইয়াগো! সত্য করিয়া বলো দেখি, তোমার মনে কি কোন প্রকার কুভাবের উদয় হইয়াছে?"

পাপিষ্ঠ অমনি কৃত্রিম ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বিনীতভাবে উত্তর করিল,

"আপনাকে আর সে কথা শুনিয়া কাজ নাই। আমার মনে যদি কোন অশুভ-চিন্তা দেখা দিয়া থাকে, তাহা আমাতেই থাক্।—কিন্তু যিনি যত বড় লোকই হউন না কেন, সময়বিশেষে, এমন চিন্তা সকলেরই মনে উদয় হয়।"

একসঙ্গেই নিজের কৈফিয়ৎ ও নিজের সাফাই গাহিয়া, পাপিষ্ঠ আরও বিনীতভাবে কহিল, "এই দেখুন মহাশয়, মন্দ-কথা না শোনাই ভালো! বিশেষ, আমার যেরূপ ধারণা, চাই কি, তাহা ঠিক না হইতেও পারে। আমার মনের কথা শুনিলে আপনার কোনরূপ ইষ্ট বা আনন্দ নাই। (একটু থামিয়া) কিন্তু তাহাও বলি, গুণী ব্যক্তির চরিত্রের মহত্ত্ব, সামান্য একটা সন্দেহসূচক বাক্যে মলিন হয় না।"

এইরূপ ইঙ্গিত-আভাষে, দুর্ম্মতি-পরায়ণ ইয়াগো, ওথেলোকে উত্তরোত্তর সংশয়াপন্ন ও কৌতূহলী করিতে লাগিল। যখন দেখিল, বিষ বিলক্ষণরূপে ধরিয়া আসিয়াছে, তখন আরও চতুরতার সহিত হাত-মুখের ভঙ্গি করিয়া, বাহিরে দেখাইল, যেন ও কিছু নয়,—ওর জন্য মন খারাপ করিবার প্রয়োজন নাই,—কিন্তু কার্য্যে ওথেলোকে চকিত, বিস্মিত ও ঘোর সন্দেহাকুলিত করিয়া তুলিল। বলিল, "যাহা শুনিতে চা'ন বলিতে পারি, কিন্তু সাবধান, আমার কথা শুনিয়া হঠাৎ স্ত্রীর চরিত্রে সন্দিহান হইবেন না!"

কথাটা ওথেলোর বুকের ভিতর গিয়া বিধিল। তিনি বলিলেন, "আমি জানি, আমার স্ত্রী সুন্দরী, আমোদ-প্রিয়া, নৃত্য-গীত-কৌতুকে বিশেষ পারদর্শিনী এবং লোক-সংসর্গও ভাল বাসে;—মনে পবিত্রতা ও ধর্ম্মভাব থাকিলে, এ গুলি গুণমধ্যে গণ্য হয়, নচেৎ দোষের কথা বটে। আচ্ছা, অগ্রে আমি পরীক্ষা করিয়া দেখি, দেস্‌দিমনা সতী কি কলঙ্কিনী!"

এক-গাল হাসিয়া পাপিষ্ঠ ইয়াগো কহিল, "তা ত বটেই—তা ত বটেই!" কিন্তু ঐ এক-গাল-ভরা "তা ত বটেই"-হাসিতে, ঝলক-ঝলক বিষ বহির্গত হইল।——সয়তানের রঙ্গটা দেখিতেছ?

সয়তান কহিল, "তা ত বটেই!—অগ্রে পরীক্ষা না করিয়া কোন গুরুতর কার্য্যে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়! এই ত কথার-মত কথা। তা ভালো, যদি আপনি সহধর্ম্মিণীকে কোনরূপ পরীক্ষা করিতে চান, তবে যে সময় ক্যাসিও ও তাঁর একত্র থাকিবেন, সেই সময় করিবেন।"

অতঃপর সুরটা অন্যরূপে ধরিয়া কহিল, "কি জানেন মহাশয়, আমি যে, কোনরূপ বিদ্বেষবশে বলিতেছি, তাহা নয়,—আমার কথাটা এই,—স্ত্রীচরিত্রে অধিক বিশ্বাসবান্ হওয়াটা কিছু নয়,—বিশেষ ইটালীয় সুন্দরীগণের প্রতি। আমি

ইটালীদেশ বাসী,—আমি অবশ্যই আপনা অপেক্ষা আমার স্বদেশের বৃত্তান্ত অধিক জানি ; তাই সাহসপূর্ব্বক বলিতেছি, ভেনিস্-সুন্দরীগণ, স্বামীর চ'খে ধূলি দিয়া এমন অনেক লীলা-খেলা করেন, যাহা এক সর্ব্বনিয়ন্তা ভিন্ন আর কাহারও জানিবার যো নাই।"

সয়তানের আকণ্ঠ বিষে ভরা ; যতই নাড়া-চাড়া পাইতে লাগিল, ততই বিষ উদ্গীরণ হইতে লাগিল। অবশেষে চাতুর্য্য সহকারে ইয়াগো বলিল, "দেখুন মহাশয়, বলিতে সাহস হয় না,—পতিব্রতা দেস্‌দিমনা অবশ্যই সতীসাধ্বী ; —কিন্তু এই মজাটা দেখুন, পিতার চ'খে ধূলি দিয়া, তিনি কেমন আপনাকে পতিত্বে বরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন! শেষে আপনিই ঐন্দ্রজালিক খ্যাতি পাইলেন! তাই বলিতেছিলাম, ইটালিয়ান্ সুন্দরীগণকে সহসা বিশ্বাস করাটা কিছু নয়।"

এক মুহূর্ত্তে, এক নিশ্বাসেই, একেবারে সমুদ্র-প্রমাণ বিষ উদ্গীরণ হইল। চারিদিক্ বিষময় হইয়া গেল। বুঝি, বায়ুর গতিও বন্ধ হইল। ক্রোধ, ক্ষোভ, অভিমান, বিস্ময়, মোহে, ধীরপ্রকৃতি ওথেলো এবার অধৈর্য্য হইলেন, হিতাহিত-জ্ঞান হারাইলেন। সয়তানের মর্ম্মভেদী তীক্ষ্ণযুক্তি কেবলই তাঁহার বুকের ভিতর বাজিতে লাগিল,—"ঠিক কথাই ত বটে,—দেস্‌দিমনা যখন অভূতপূর্ব্ব উপায়ে, পিতা-বন্ধু-আত্মীয়-স্বজন সকলের চক্ষেই ধূলি দিতে পারিল, তখন যে, স্বামীর চক্ষেও ধূলি দিতে না পারিবে, তাহার অর্থ কি?"

বুকের ভিতর আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ওথেলো আত্মহারা হইল।

---

(১৪)

অতঃপর ইয়াগো আর এক চাল চালিল। ওথেলোর দুঃখে সমবেদনার ছল করিয়া, একদিন সে কহিল, "দেখুন, আমিই আপনার ক্রোধ ও ক্ষোভের কারণ হইলাম। কিন্তু যতক্ষণ কোনরূপ প্রমাণ না পাইতেছেন, ততক্ষণ মন খারাপ করিবেন না,—ইহাই আমার অনুরোধ।"

ওথেলো কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া কহিলেন, "ইয়াগো, তুমি যদি আমার পত্নী-সম্বন্ধে আরও কোন কথা জানো, ত অকপটেই বলো।"

খল, যেন কাহারও নিন্দাবাদ করিতে একান্ত অনিচ্ছুক, এই ভাবে ক্যাসিওর বিরুদ্ধে নানা কথা পাড়িতে লাগিল। পরে ধাঁ করিয়া কথাটা উল্টাইয়া লইয়া বলিল, "মহাশয়, আপনার পত্নীসম্বন্ধে একটা কথা বলিবার আছে। বিবেচনা করিয়া দেখুন,—ধরিলাম, আপনি গুণবান্; কিন্তু তাহা বলিয়া কি রূপ ও গুণ—দুইটার তুলনায় ভেনিস্ নগরের যাবতীয় যুবক আপনা অপেক্ষা হীন? এইখানেই দেস্‌দিমনা-সুন্দরীর সদসৎ বিবেচনার পরীক্ষা হয়। তাঁহার মনের বলও বুঝা যায়। আমার বিবেচনায়, স্ত্রীলোকের এ রকম স্বেচ্ছাচারিতা, গুণ নয়।"

সয়তান, শতেক রকমে বিনাইয়া-বিনাইয়া সুর ধরিতে লাগিল। ওথেলোকে কহিল, "দেখুন, এইবার আপনি পত্নীকে পরীক্ষা করিতে পারেন। ক্যাসিওর প্রতি, সময়ক্রমে আপনি অনুগ্রহ করিবেন বলিয়াছেন, কিন্তু একটু অপেক্ষা করুন, দেখিতে পাইবেন, দেস্‌দিমনা-সুন্দরী, তাঁহার জন্য কিরূপ আগ্রহসহকারে আপনার কাছে প্রার্থনা করেন!"

খল, এদিকে আর এক ষড়যন্ত্র করিল। তৎক্ষণাৎ ক্যাসিওর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরামর্শ দিল, "দেখ ক্যাসিও, এই সুসময়! এইবার গিয়া করুণহৃদয়া প্রভু-পত্নীকে ধরো,—তোমার সু-রাহা হইবে।"

আবার এদিকে ওথেলোর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিল, "মহাশয়, যতক্ষণ অবধি চূড়ান্তরূপ পরীক্ষা করিতে না পারিতেছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সুশীলা সহধর্ম্মিণীকে নির্দ্দোষ বলিয়াই জানা উচিত।"

কিন্তু মহামতি ওথেলোর হৃদয়ের পরতে পরতে যে বিষের বাতি জ্বলিয়াছে, এখন আর দুটা ফাঁকা কথায় তাহা নির্ব্বাপিত হইবার নহে। তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। বীরহৃদয়, পূর্ব্বে যেরূপ যুদ্ধ-সংক্রান্ত-বিষয়ে আনন্দে মাতিয়া উঠিত, এখন সে আনন্দ-উল্লাস ও মত্ততা এককালে লোপ হইল।

প্রাণাধিকা পত্নীর ব্যভিচারাশঙ্কায় তিনি ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন। কখন মনে হইতে লাগিল, দেস্‌দিমনা নির্দ্দোষ, কলঙ্কশূন্য; কখন বা মনে হইল, না, ইয়াগোর কথাই সত্য, দেস্‌দিমনা কলঙ্কিনী! কখন বা ইয়াগোকে সত্যবাদী—সরলপ্রকৃতি বোধ করিলেন, কখন বা পাপিষ্ঠকে খলবোধে, সকলই মিথ্যাবোধ

করিতে লাগিলেন। সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান হইয়া ধীরমতি ওথেলো মনে মনে ক্ষত-বিক্ষত হইতে লাগিলেন। আপনার সহিত আপনি সংগ্রাম করিয়া শান্তি, সুখ, স্বাস্থ্য সকলই হারাইতে বসিলেন।

মনের এমনই অবস্থায় ওথেলো একদিন ইয়াগোকে বলিলেন, "আচ্ছা, আমার পত্নীর চরিত্র-দোষ সম্বন্ধে কি কি প্রমাণ তুমি অবগত আছ, আজ স্পষ্ট করিয়া বলো।"

অমনি হঠাৎ বুকের ভিতর আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সরলতার মূর্ত্তিমতী প্রতিমা, দেস্‌দিমনার অন্তর্নিহিত প্রগাঢ় প্রেম ও ভালবাসা স্মরণ করিয়া, মহামতি ওথেলো গর্জ্জিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "দেখ্‌ ইয়াগো, যদি তোর কথা মিথ্যা হয়, তবে নিশ্চয় জানিস্‌, অবিলম্বে তোকে ইহলোক হইতে অন্তর্হিত করিব।"

হঠাৎ ওথেলোর এই ভাব দেখিয়া ইয়াগো বিস্মিত হইল। মর্ম্মপীড়িত ওথেলো উদ্‌ভ্রান্তভাবে আবার গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—"দূর হ, আমার সম্মুখে আর আসিস্‌ নে! তুই আমার সর্ব্বনাশ সাধন করিতে বসিয়াছিস্‌! আমি যদি না শুনি, না বুঝি, তবে সে যেমনই হউক না, তাহাতে আমার ক্ষতি কি?"

ইয়াগো। প্রভু, এ কি!

ওথেলো। সে কখন্‌ কি করে, কখন্‌ ক্যাসিওকে লইয়া ঘৃণিত আমোদ-প্রমোদে মত্ত হয়,—আমি ত তাহার কিছুই জানিতাম না। আমি দেখি নাই, ভাবি নাই,—কি ক্ষতি হইয়াছিল? গত রাত্রে সুখে ঘুমাইয়াছি;—কেমন প্রফুল্ল ছিলাম।—আমি ত তাহার ওষ্ঠাধরে ক্যাসিওর চুম্বন দেখি নাই! যাহার রত্ন অপহৃত হইয়াছে, সে যদি রত্নের অভাববোধ না করে, তাহাকে সে কথা জানাইয়া প্রয়োজন কি?—সেও বুঝিবে, তাহার কিছুই অপহৃত হয় নাই!

ইয়াগো। এ সকল কথা শুনিয়া আমি দুঃখিত হইতেছি।

ওথেলো। ওহো! যদি আমার সমভিব্যাহারী সৈন্য-সামন্ত সকলেই দেস্‌দিমনাকে উপভোগ করিত, আর যদি সে কথা আমি না জানিতাম, আমি তাহাতেও সুখী হইতাম। কিন্তু হায়! এখন?—এখন শান্তি, সুখ!—যাও, হৃদয় হইতে তোমরা চিরদিনের জন্য চলিয়া যাও। আনন্দ, বিদায়! বিদায়!

সৈন্য-সামন্ত, যুদ্ধ-বিগ্রহ, আশা-ভরসা, যাও, সব যাও, সকলে বিদায় হও! জয়পতাকা, যুদ্ধাশ্ব, বিজয়-ভেরী-নিনাদ,—যাও, সব বিদায় হও! ওথেলো আর নাই, তোমরাও ওথেলোর কেহ নও! যাও, সব যাও!

কিছুক্ষণ ওথেলো-ও নীরব, খল'ও নীরব। মনে কি ঠাওরাইয়া খল এবার কিছু অভিমানভরে, কৃত্রিম কোপসহকারে কহিল, "বটে! আমি সত্য কথা কহিয়া দোষী হইলাম! আচ্ছা, বলুন দেখি, আপনি কি কখন আপনার পত্নীর হস্তে একখানি বিচিত্র রুমাল দেখিয়াছেন?"

একটা বিকট নিশ্বাস ফেলিয়া, অতি কষ্টে ওথেলো উত্তর করিলেন, "হাঁ, আমিই দেস্‌দিমনাকে একখানি সুদৃশ্য রুমাল দিই। সেখানি আমার প্রথম প্রণয়-উপহার।—কেন বলো দেখি?"

খল, অধিকতর কৌতূহলসহকারে কহিল, "হাঁ, তবে ঠিক-ই হইয়াছে;—সেই সুন্দর রুমালখানি দিয়া আমি একদিন ক্যাসিওকে মুখ মুছিতে দেখিয়াছি!"

এইবার পূর্ণমাত্রায় বিষ ধরিল। সয়তানের সকল সাধ মিটিল। অবিলম্বে নরকের আগুন গর্জ্জিয়া উঠিবে।

গম্ভীরস্বরে, ততোধিক স্থিরপ্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক কঠোর মূর্ত্তিতে, ওথেলো কহিলেন, "ইয়াগো, যদি তোমার এ কথা সত্য হয়, তবে আমার আর কোন সন্দেহ থাকিবে না। নিশ্চয়ই বুঝিব, দেস্‌দিমনা সতী নয়—ঘোর কলঙ্কিনী! পাপিষ্ঠ ক্যাসিওই তাহার——"

মুখ ফুটিয়া সকল কথা বাহির হইল না,—একটা বিকট নিশ্বাসেই তাহা লয় পাইল।

অতঃপর ওথেলো গর্জ্জিয়া কহিল, "যদি তোমার এ কথা সত্য হয়, তবে আজ হইতে তিন দিনের মধ্যে, সেই মহা কৃতঘ্ন, দুর্ম্মতিপরায়ণ ক্যাসিওর প্রাণ-সংহার করিব, আর সেই পাপীয়সী দেস্‌দিমনাকেও কোন উপায়ে ইহলোক হইতে অন্তর্হিত করিব!——তবে আমার প্রাণের জ্বালা জুড়াইবে!"

(১৫)

যখন মানুষ ঘোর প্রতিহিংসা-পরায়ণ হয়, তখন তাহার সকল বিবেচনা এককালে লোপ পায়। তখন মানুষ তিলকে তাল বোধ করে। ওথেলোর ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল। সামান্য একখানা রুমালের কথা শুনিয়া, ধীরমতি ওথেলো দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইলেন। মনে ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিল, দেস্দিমনা কলঙ্কিনী, ক্যাসিওই তাহার উপপতি। একবার মনে এ প্রশ্নটা উদয় হইল না যে, রুমাল রহস্যটা কি, এবং কিরূপেই বা তাহা ক্যাসিওর হস্তগত হইল ? ফলতঃ, ক্যাসিও ও দেস্দিমনা,—উভয়েই নির্দ্দোষ ; কাহারও মনে কোনরূপ কু-অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু বিধিলিপি কে খণ্ডন করিবে ? ঘটনাচক্রে সত্যই মিথ্যা এবং মিথ্যাই সত্য হয়। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। পাপিষ্ঠ ইয়াগো, তাহার পৈশাচিক ষড়যন্ত্র সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে, তৎপত্নী এমিলিয়াকে একদিন বলে, "দেখ, তুমি দেস্দিমনার কাছে গিয়া তাঁহার সেই অপূর্ব্ব রুমালখানা কয়েকদিনের জন্য প্রার্থনা করো। বলিও, তুমি সেই খানি দেখিয়া আর একখানি রুমাল প্রস্তুত করিবে। ইহাতে যদি না পাও, তবে চুরি করিয়াও তাহা আনিবে।" এমিলিয়া তাহাতে সম্মত হয় নাই। কিন্তু এক দিন ঘটনাক্রমে সেই রুমালখানা দেস্দিমনার হস্তচ্যুত হয়। এমিলিয়া সেই অবসরে তাহা কুড়াইয়া লয়। স্বামীর দুরভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া, এমিলিয়া, শুধু স্বামীর মন রক্ষার জন্যই, সরলভাবে তাহা স্বামীকে দিয়াছিল। কিন্তু ধূর্ত্ত ইয়াগো সেই রুমাল লইয়া হতভাগ্য ক্যাসিওর আবাসে রাখিয়া দেয়। সরল ক্যাসিও-ও, কাহার রুমাল, কি বৃত্তান্ত, কোথা হইতে আসিল, অত-শত না ভাবিয়া তাহা ব্যবহার করেন। এখন সেই রুমালই, নরকাগ্নি প্রজ্বালনের 'নিমিত্ত' হইয়া দাঁড়াইল।——সয়তানের কি ভীষণ ষড়যন্ত্র দেখ!

---

(১৬)

মর্ম্মপীড়িত ওথেলো, ইয়াগোর মুখে রুমালবৃত্তান্ত শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ দেস্দিমনার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং শিরঃপীড়ার অছিলা করিয়া কহিলেন, "আমার সেই রুমালখানা একবার দাও দেখি, মাথাটা বাঁধিব।"

পতিব্রতা দেস্‌দিমনা তৎক্ষণাৎ একখানি রুমাল আনিয়া স্বামীর হস্তে দিলেন। তাহা দেখিয়া ওথেলো কহিলেন, "না, না, এ রুমাল নয়,—সেই যে আমি প্রণয়োপহার-স্বরূপ যেখানি তোমাকে দিয়াছিলাম ;—সেই রুমালখানা আন।"

কিন্তু সে রুমাল আর পাওয়া যাইবে কোথায় ? তাহা যে সয়তানের যড়যন্ত্র-সিদ্ধির নিমিত্ত নিয়োজিত হইয়াছে! দেস্‌দিমনা অনেক খুঁজিলেন, কিন্তু কোথাও পাইলেন না। ইহা দেখিয়া ওথেলো, কৃত্রিম বিস্ময়ের সহিত কহিলেন,

"সে কি! বলো কি! তবে যে তুমি আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ! সে ত যে-সে রুমাল নয়!—ইজিপ্টের এক ডাকিনী আমার মাকে সেই রুমাল দিয়াছিল। সেই ডাকিনী মানুষের মনের-কথা বলিতে পারিত। রুমাল দিয়া আমার মাকে সে বলে, 'যত্নপূর্ব্বক ইহা রক্ষা করিও। যতদিন এই রুমাল তোমার কাছে থাকিবে, ততদিন তোমার স্বামী তোমাকে আন্তরিক ভাল বাসিবেন, কিন্তু রুমাল কোনরূপে হারাইলে বা নষ্ট হইলে কিংবা কাহাকে বিলাইয়া দিলে বিপরীত ফল ফলিবে।—তোমার স্বামী তোমাকে যার-পর-নাই বিষ-নেত্রে দেখিবেন।—পূর্ব্বে যতটা অনুরাগ ছিল, ঠিক ততটা বিরাগ আসিবে।' হায়! মা-আমার সেই রুমালখানি সযত্নে আমাকে দিয়া বলিয়া যান, 'বৎস! যখন বিবাহ করিবে, এই বিচিত্র রুমালখানি পত্নীকে উপহার দিও।' এতদিন আমি মাতৃ-আজ্ঞার নিয়ম যথাযথ পালন করিয়া আসিয়াছি ; সেই রুমালখানিকে অমূল্য-রত্নের-মত সযত্নে রক্ষা করিয়াছি ;—এখন তুমি তাহা হারাইলে ?"

সভয়ে, কম্পিত-হৃদয়ে দেস্‌দিমনা কহিলেন, "যাহা বলিলে, ইহা কি সত্য ?"

"সত্য!—রুমালখানি মায়িক,—ইন্দ্রজালের ন্যায়! তুমি জানো না যে, তুমি কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছ! পৃথিবীতে এক ভবিষ্যৎবক্তা দুই শত বৎসর জীবিত ছিলেন ; তিনিই নানারূপ দৈব-কর্ম্ম সাধন করিয়া এই অপরূপ অদ্ভুতশক্তিসম্পন্ন রুমাল প্রস্তুত করেন।"

সরলা দেস্‌দিমনা, রুমালের এই অপূর্ব্ব ইতিবৃত্ত শুনিয়া ভীত, চকিত, স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, "হায়, এ কি করিলাম!—বুঝি, এই রুমাল-অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর স্নেহ-ভালবাসাও অন্তর্হিত হইবে!"

ওথেলো, রুমালের ইতিবৃত্ত কহিয়া, বার বার পত্নীর প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন,—"কোথায় সে রুমাল আছে, বাহির করিয়া আন!"

সরলা দেস্‌দিমনা তখন আর উপায়ান্তর না দেখিয়া, বিধিমতে স্বামীকে সান্ত্বনা ও স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলেন। অতঃপর স্বামীকে প্রসন্ন করিবার আশায়, মধুমাখা কোমলকণ্ঠে কহিলেন, "স্বামিন্! আমি বার বার তোমাকে ক্যাসিওর প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিতে অনুরোধ করি, অথচ তাহাতে তোমার ইচ্ছা নাই,—এই জন্যই কি আমাকে এরূপ ভয়-বিভীষিকা দেখাইতেছ?"

সোহাগভরে স্বামীকে এই কথা বলিয়া, পরদুঃখকাতরা দেস্‌দিমনা পুনরায় ক্যাসিওর পক্ষ সমর্থন করিয়া, তাহার যশোগান আরম্ভ করিয়া দিলেন। জ্বলন্ত আগুনে ইন্ধন পড়িল। ক্যাসিওর প্রতিই ওথেলোর জাতক্রোধ;—এখনই কলঙ্কিনী পত্নীর মুখে আবার সেই পাপিষ্ঠের গুণ-গান শুনিতে হইল?

এবার ওথেলোর সেই স্বাভাবিক গম্ভীর মূর্ত্তি বড়ই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে পরিণত হইল। তিনি ক্রোধোন্মত্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। দেস্‌দিমনা দেখিলেন, ওথেলোর এ ভাব এই নূতন।

পতিব্রতা মনে মনে ভাবিলেন, "আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি, যাহাতে স্বামীর স্নেহে বঞ্চিত হইব? কৈ, অপরাধ ত মনে হয় না। তবে কি ভেনিস্ হইতে রাজকীয় কোন দুঃসংবাদ আসিয়াছে? সেই জন্যই কি স্বামীর-আমার এরূপ চিত্ত-চাঞ্চল্য হইয়াছে? অথবা, মানুষ ত দেবতা নয়, সকল সময় তাহার মতি-গতিও একরূপ থাকে না। বিশেষ পুরুষ, বিবাহের অগ্রে প্রণয়িনীকে যে চক্ষে দেখে, বিবাহের পরে আর সে ভাব থাকে না। আমি হতভাগিনী, আমার কপালে চিরদিন স্বামি-সোহাগ সহিবে কেন?"

সরলা, পতিব্রতা, দেস্‌দিমনা এইরূপ আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলেন।

এদিকে পাপ ইয়াগোর শতপ্রকার পাপচক্রেও ওথেলোর সংশয় বদ্ধমূল হইতেছে না;—আরও প্রমাণ চাই,—নহিলে তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় না। সয়তান ইয়াগো তখন আর এক উপায় উদ্ভাবন করিল। সুবিধামত ক্যাসিওকে নিকটে পাইয়া ওথেলোকে গিয়া বলিল, "আপনি একটু নিভৃতে থাকুন, আমি ক্যাসিওকে দেস্‌দিমনার কথা জিজ্ঞাসা করিব, সেও আপন-মনে সকল কথা ব্যক্ত করিবে, তখন আপনি স্বকর্ণে সব শুনিবেন।" তাহাই

হইল। ক্যাসিও বিয়াঙ্কা নামে এক রমণীতে আসক্ত ছিলেন। ইয়াগো সুযোগ বুঝিয়া তাহারই কথাপ্রসঙ্গে ক্যাসিওর মুখ হইতে বাহির করাইল,—তাহাদের পরস্পরের ভালবাসা কত গভীর। কিন্তু দুর্ভাগ্য ওথেলো অন্তরাল হইতে অন্যরূপ বুঝিল। বুঝিল যে, ক্যাসিওর প্রণয়িনী আর কেহ নহে,—সে, পাপিষ্ঠা দেস্‌দিমনা!—বিশ্বাসঘাতিনী, কপটহৃদয়া দেস্‌দিমনা! ইয়াগোর দুরভিসন্ধি পূর্ণমাত্রায় সিদ্ধ হইল।

এইবার ওথেলোর অবস্থা অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল।—আর প্রমাণের আবশ্যক নাই।

---

(১৭)

মর্ম্মপীড়িত, দুশ্চিন্তা-জর্জ্জরিত ওথেলো, দেস্‌দিমনার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইতে লাগিল। মনের ভাব আর গোপন করিতে না পারিয়া, উদ্বেলিত হৃদয়ে কহিলেন, "দেস্‌দিমনা, সত্য করিয়া বলো, শপথ করিয়া বলো, তুমি অবিশ্বাসিনী নহ!"

দেস্‌দিমনা। ঈশ্বর তাহা জানেন!

ওথেলো। ঈশ্বর জানেন,—তুমি অবিশ্বাসিনী, তুমি দ্বিচারিণী!

দেস্। আমি অবিশ্বাসিনী?—আমি দ্বিচারিণী?

ওথেলো। হাঁ, দেস্‌দিমনা! অ-হ-হ! দূর হও! দূর হও! দূর হও!

দেস্। হায়! কি দুর্দ্দিন! স্বামিন্! কাঁদ কেন? আমিই কি তোমার এ অশ্রুর কারণ?

ওথেলো। হায়! আজ যদি ঈশ্বর আমাকে অনন্ত দুঃখের মাঝে ফেলিয়া দিতেন; আজ যদি শত লোকের নিন্দাবাদ, শতপ্রকার আপদ-বিপদ আমার মাথায় পড়িত; দারিদ্র্যের কষাঘাতে যদি প্রাণত্যাগ হইত; চিরজীবনের জন্য যদি সকল আশা-ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া বন্দী হইতাম;—তথাপি এ হৃদয়ে এমন স্থান পাইতাম, যেখানে এতটুকুও শান্তি মিলিত; এতটুকুর জন্যও প্রাণের জালা জুড়াইতে পারিতাম! কিন্তু হায়! নিশ্চল-মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া থাকিব;—কাল, অঙ্গুলি বাড়াইয়া, ঘৃণাভরে আমার পানে চাহিবে;—তাহাও

সহ্য করিতে পারিতাম! সে কথা যাক্!—কিন্তু যে উদ্যানে এ হৃদয়-তরু রোপণ করিয়াছি; যেখানে থাকিয়া হৃদয়ের স্ফূর্ত্তি বা পরিণতি হইবে, আশা করিয়াছি; যে স্রোতস্বতীতে এ জীবনপ্রবাহ ছুটিয়াছে,—সেখান হইতে, সে পবিত্র হৃদয় হইতে প্রাণের চির-আকাঙ্ক্ষা দূরীভূত,—চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত! অহো! সে হৃদয়ে পাপের আসন!—চঞ্চল হইও না, মুখ বিবর্ণ করিও না!—পারো, নরকের ন্যায় ভীষণ মূর্ত্তিতে চাহিয়া দেখ!

দেস্। স্বামিন্! আমার প্রতি তোমার ধ্রুব বিশ্বাস, ইহাই আমি জানি।

ওথেলো। কি বলিব দেস্‌দিমন্! তুমি যদি জন্মগ্রহণ না করিতে, বুঝি ছিল ভালো!

দেস্। হায়, কি পাপ করিয়াছি, বুঝিতে ত পারিতেছি না!

ওথেলো। কি পাপ করিয়াছ? কেমন করিয়া বলিব? ঈশ্বরও কর্ণ আচ্ছাদন করিবেন! চন্দ্র মলিন হইবে! বাতাস,—যখনই যাহা পায়, তাহাতেই চুম্বন করে;—কিন্তু সে কথা শুনিলে, সে বাতাসও পৃথিবীগর্ভে লুকাইয়া পড়িবে!——দ্বিচারিণি! কি পাপ করিয়াছ, জিজ্ঞাসা করো?

দেস্। ঈশ্বর জানিতেছেন, তুমি মিথ্যা অপবাদ দিতেছ!

ওথেলো। তুমি অবিশ্বাসিনী নহ?

দেস্। যদি এ হৃদয়ে তোমাকে ভিন্ন আর কাহাকে স্থান দিয়া না থাকি,—যদি তোমার চিন্তা ভিন্ন মুহূর্ত্তের জন্য অন্য পুরুষের চিন্তা করিয়া না থাকি,—তবে স্বামিন্! আমি অবিশ্বাসিনী নহি!

ওথেলো। কি, তুমি দ্বিচারিণী নহ?

দেস্। না।

ওথেলো। আমি তোমায় বিশ্বাস করি না!——তুমি অবিশ্বাসিনী, তুমি দ্বিচারিণী, তুমি নরক!——

ক্রোধে ওথেলোর মুখে আর কথা ফুটিল না।—একটা বিকট নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

(১৮)

এইবার এমিলিয়া তথায় প্রবেশ করিল। সরলা দেস্‌দিমনা এমিলিয়াকে বড় ভালবাসিতেন। তাহাকে মনের কথা কহিতেন। এমিলিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া কহিল, "ঠাকুরাণি! এখন কেমন?"

দেস্। সত্য বলিতেছি, আমি অর্দ্ধ নিদ্রিত!

এমিলিয়া। প্রভুর অবস্থা এখন কিরূপ?

দেস্। কাহার?

এমি। কেন, আমার প্রভুর?

দেস্। কে তোমার প্রভু?

এমি। কেন ঠাকুরাণি, যিনি তোমার জীবন-সর্ব্বস্ব, তিনিই ত আমার প্রভু!

গভীর দুঃখে মুখখানি কাঁদ-কাঁদ করিয়া দেস্‌দিমনা কহিলেন,

"না এমিলিয়া, আর আমার কেহ নাই! আমাকে কোন কথা বলিও না। হায়! আমি কাঁদিতেও পারিতেছি না! কিছু উত্তরও দিতে পারিব না। তোমায় একটি মিনতি করি;—এমিলিয়া, আজ রাত্রে, আমার শয্যায়, আমার সেই বিবাহ-বাসরের পরিচ্ছদগুলি রাখিয়া দিও। দেখিও, ভুলিও না।"

এমিলিয়া, প্রভু-পত্নীর মনোভাব কিছু বুঝিতে না পারিয়া, কোন কথা বলিতে সাহস না করিয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিল।

অতঃপর দেস্‌দিমনা মনে মনে কি ভাবিয়া কহিলেন, "আমি যে এইরূপ ব্যবহার পাইব, ইহা ঠিক,—খুবই ঠিক।"

---

(১৯)

কাল রাত্রি। ওথেলো, ইতিমধ্যে একবার দেস্‌দিমনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে। সহধর্ম্মিণীকে অনুমতি করিয়া গিয়াছে, "রাত্রি হইয়াছে, তুমি গিয়া শয়ন করো। আমিও শীঘ্রই সেখানে যাইতেছি। কিন্তু সে গৃহে দাস-দাসী কেহ যেন না থাকে।"

অভাগিনী দেস্‌দিমনা, মনে মনে আকাশ-পাতাল ভাবিতেছেন, এমন সময়

সহচরী এমিলিয়া তথায় উপস্থিত হইল। এমিলিয়া প্রভুপত্নীর সুখ-দুঃখে সমভাগিনী। ব্যথিতহৃদয়ে কহিল, "ঠাকুরাণি, এখন কেমন দেখিলে? বোধ হয়, যেন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা নরম।"

দেস্। তিনি এখনই আমাকে শয়নগৃহে যাইতে বলিয়া গেলেন। আরও বলিয়া গেলেন, সেখানে কেহ থাকিতে পাইবে না।—তুমিও না।

এমিলিয়া কিছু বিস্মিতভাবে কহিল, "আমি থাকিতে পাইব না?"

দেস্। হাঁ এমিলিয়া, তাঁহার আজ্ঞা এইরূপ।—আমার শয়ন-পরিচ্ছদগুলি দাও। এখন তিনি যেরূপ বলিয়া গেলেন, সেই মত কাজ করি।—বিদায় দাও!

এমিলি। আমার মনে হয়, তুমি যদি কখন তাঁহাকে না দেখিতে!

দেস্। না এমিলি, এমন কথা বলিও না।—দাও, এই পরিচ্ছদগুলি খুলিয়া দাও।—তিনি যতই রাগ করুন, যতই ভীষণ মূর্ত্তিতে আমার সম্মুখে দাঁড়ান, তবু এমিলি, তাঁহার সে মূর্ত্তিতেও আমি নূতন সৌন্দর্য্য দেখি!

এমিলি। তোমার আজ্ঞামত, সে পরিচ্ছদগুলি, তোমার শয্যায় রাখিয়া আসিয়াছি।

দেস্। হায়, আমাদের কেমন খারাপ মন! দেখ এমিলি, যদি আমি তোমার অগ্রে মরি, তবে আমার এই অনুরোধ, তুমি সেই পরিচ্ছদে আমার দেহ আবৃত করিয়া দিও।

এমিলিয়া চলিয়া গেল; দেস্‌দিমনাও শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন।

---

(২০)

কাল রাত্রি। পালঙ্কোপরি দেস্‌দিমনা নিদ্রিতা। দীপাধারে দীপ জ্বলিতেছে। অকস্মাৎ উদ্‌ভ্রান্তবেশে, সংহার-মূর্ত্তিতে ওথেলো তথায় উপস্থিত হইল। হৃদয়ের অন্তস্তল ভেদ করিয়া মর্ম্মপীড়িত ওথেলো বলিতে লাগিল,—

"ইহাই কারণ বটে; কিন্তু সে কথা বলিব না! হে পুণ্য-নক্ষত্র-মণ্ডলি! সে কথা তোমাদের শুনিয়া কাজ নাই।—সে কথা আমি বলিতে পারিব না।—ইহাই কারণ বটে।—কিন্তু তথাপি আমি দেস্‌দিমনার শোণিতপাত করিব না;

কিংবা এ তুষার-নিন্দিত দেহ অস্ত্র-চিহ্নিতও করিব না। তবু তাহাকে মরিতেই হইবে! কি জানি, আমি যেমন প্রতারিত হইয়াছি, তেমনি সে, আরও অনেককে প্রতারিত করিতে পারে! অগ্রে আলোক নিবাইয়া দিই,—এবং তারপর,—আগে আলোক নিবাইয়া দিই!—বর্ত্তিকালোক! যদি তোমাকে নিবাইয়া দিই, ইচ্ছামত আবার তোমাতে আলোক সঞ্চার করিতে পারি; কিন্তু—কিন্তু স্বভাব-সুন্দরীর অপূর্ব্বসৃষ্টি,—তুমি দেস্‌দিমন্!—আমি জানি না, সে আগুন কোথায় পাইব, যাহাতে তোমার নির্ব্বাণজীবনে পুনর্ব্বার আলোক সঞ্চার করিতে সমর্থ হইব! যখন তোমাকে বৃন্তচ্যুত করিব, আর তোমায় জীবন দিতে পারিব না,—তোমায় শুকাইতেই হইবে! বৃক্ষে থাকিতে থাকিতে একবার তোমার আঘ্রাণ লই! (মুখচুম্বন) কি অমৃত! কি মদিরা!—এত সুধা! ন্যায়ের দণ্ড চূর্ণীকৃত করিতে ইচ্ছা হয়!—আর একবার, আর একবার!—(মুখচুম্বন) অগ্রে তোমায় মারিয়া ফেলি, তারপর তোমায় ভালবাসিব! আর একবার এবং ইহাই শেষ! (মুখচুম্বন) আ-হা-হা! এত মধুর হইয়াও এত ভীষণ হইল! আমি কাঁদিব, অবশ্যই কাঁদিব,—কিন্তু সে অশ্রু বড় নিষ্ঠুর!——দেস্‌দিমনা জাগ্রত হইয়াছে।”

দেস্‌দিমনা। কে তুমি? স্বামিন্?—তুমি?

ওথেলো। হাঁ, দেস্‌দিমনা।

দেস্। তুমি কি শয়ন করিবে?

ওথেলো। দেস্‌দিমন্, আজ রাত্রে তুমি উপাসনা করিয়াছিলে?

দেস্। হাঁ, স্বামিন্! করিয়াছিলাম।

ওথেলো। যদি তুমি কোন পাপ করিয়া থাক, এবং সে জন্য ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া না থাক, তবে এই অবসর,—এই সময় তাহা করিয়া লও।

দেস্। স্বামিন্! তুমি এ কি কথা বলিতেছ, বুঝিতে পারিতেছি না!

ওথেলো। যাহা বলিলাম, সত্বর করিয়া লও, ততক্ষণ আমি অপেক্ষা করিতেছি। তুমি যদি পাপের জন্য অনুতাপ করিয়া না থাক, তোমার সেরূপ জীবন আমি নষ্ট করিব না। ঈশ্বর করুন, তোমার তেমন জীবন যেন আমার নষ্ট করিতে না হয়।—তুমি প্রার্থনা করিয়া লও।

দেস্। তুমি কি আমায় মারিয়া ফেলিবে?

ওথেলো। হাঁ।

দেস্। ঈশ্বর আমায় রক্ষা করুন!

ওথেলো। আমিও অন্তরের সহিত বলি, ঈশ্বর তোমায় রক্ষা করুন।

দেস্। যখন তুমি এরূপ বলিলে, তখন আমি আশা করিতে পারি, তুমি আমায় হত্যা করিবে না!

ওথেলো। উঁ হুঁ!

দেস্। কি জানি, তবু আমার ভয় হইতেছে! যখন তোমার চক্ষু দুটি এমনিতর ঘুরিতে থাকে, তখনি তোমায় বড় ভীষণ দেখায়! কেন বা ভয় করি, তাও জানি না। কারণ, আমি যে কি পাপ করিয়াছি, তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু তবুও আমার ভয় হইতেছে।

ওথেলো। পাপের কথা এখনও ভাবো?

দেস্। তোমায় ভালবাসি, ইহাই যদি পাপ হয় এবং এই পাপেই যদি মরিতে হয়, তবে সে মৃত্যু নিতান্তই অস্বাভাবিক!—দেখিতেছি, তুমি ওষ্ঠাধর দংশন করিতেছ,—কেন এমন? নিশ্চয়ই কোন ভীষণ ভাব তোমায় এরূপ উত্তেজিত করিতেছে! আমার আতঙ্ক হইতেছে। কিন্তু তবু—তবু আমি আশা করি, আমার কোন ভয় নাই!

ওথেলো। চুপ করো।

দেস্। চুপ করিলাম। কিন্তু বলো, কি হইয়াছে?

ওথেলো। সেই রুমালখানা,—যাহা আমি অত্যন্ত ভালবাসিতাম এবং যাহা তোমায় দিয়াছিলাম,—তুমি সেখানা ক্যাসিওকে দিয়াছ!

দেস্। না,—আমি শপথ করিয়া বলিতেছি,—না, ক্যাসিওকে দিই নাই। তাহাকে বরং ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করো।

ওথেলো। সুচরিতে! সাবধান! তুমি মৃত্যু-শয্যায় আছ,—আর মিথ্যা বলিও না!

দেস্। মৃত্যু-শয্যায় আছি, কিন্তু এখনই কিছু মরিতেছি না।

ওথেলো। হাঁ, এখনই! অতএব পরিষ্কাররূপে, সত্য করিয়া, পাপ স্বীকার করো!—কিছু লুকাইও না! তোমায় এখনই মরিতে হইবে!

দেস্। তবে ঈশ্বর আমায় রক্ষা করুন!

ওথেলো। তাহাই হোক্।

দেস্। এবং তুমিও আমায় অনুগ্রহ করো!—আমি আমার জীবনে কখনও তোমার কাছে কোন দোষ করি নাই,—ক্যাসিওকে কখন তোমার মত ভালবাসি নাই, কিংবা কখনও তাহাকে কোন প্রেম-উপহারও দিই নাই।

ওথেলো। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, ক্যাসিওর হস্তে সেই রুমাল দেখিয়াছি। মিথ্যাবাদিনি, সে কথা অঙ্গীকার করো?

দেস্। হয়ত বা কোন রকমে সে তাহা পাইয়া থাকিবে,—আমি দিই নাই।—এখানে তাহাকে ডাকাও, সে সত্য স্বীকার করুক্।

ওথেলো। সে স্বীকার করিয়াছে।

দেস্। কি, স্বীকার করিয়াছে?

ওথেলো। স্বীকার করিয়াছে,—তুমি তৎকর্ত্তৃক উপভুক্তা হইয়াছ!

দেস্। সে কখনই এরূপ বলিবে না।

ওথেলো। না,—বলিবার সামর্থ্যও তাহার আর নাই।—সাধু ইয়াগো সেরূপ করিবার ভারও পাইয়াছে!

দেস্। কি, ক্যাসিও আর নাই?

ওথেলো। তাহার মাথায় যত চুল, যদি তত অধিক তাহার জীবন হইত, তবে ওথেলোর প্রতিহিংসা-গর্ভে সে সমস্তই বিনষ্ট হইত!

দেস্। হায়, ক্যাসিও-ও প্রতারিত হইয়া প্রাণ হারাইল, আমিও মজিলাম!

ওথেলো। দূর হ' দুশ্চারিণি! আমারই সম্মুখে তাহার জন্য কাঁদিতেছিস্?

দেস্। হায়! আমায় নির্ব্বাসন করো;—প্রাণে মারিও না।

ওথেলো। চুপ কর, দুশ্চারিণি!

দেস্। কাল আমায় মারিও, আজিকার রাত্রিটুকু বাঁচিতে দাও!

ওথেলো। চুপ! যদি এমন করিবে,——"

দেস্। অর্দ্ধ ঘণ্টামাত্র অপেক্ষা করো!

ওথেলো। না,—যখন প্রস্তুত হইয়াছি, আর বিলম্ব নয়।

দেস্। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না একটি প্রার্থনা করি!——

ওথেলো। না,—তাহারও আর সময় নাই! (সবলে চাপিয়া ধরণ)

এমিলিয়া। (গৃহান্তর হইতে)—প্রভু! প্রভু!

ওথেলো। এ কিসের গোলযোগ? এখনও মরে নাই? এতদূর নিষ্ঠুর হইয়াছি, এখনও আবার আমার দয়া? না,—এ যন্ত্রণা তোমায় অধিকক্ষণ ভোগ করিতে দিব না! (আরও চাপিয়া ধরণ)

এমিলিয়া। (পুনর্ব্বার) প্রভু! প্রভু!

ওথেলো। কে তুমি?

এমিলিয়া। প্রভু! আমি!—আমি একটা কথা বলিতে আসিয়াছি!

ওথেলো। হাঁ দেখিতেছি এমিলিয়া!——দেস্‌দিমনা মরিয়াছে!—দেখিতেছি, এমিলিয়া ক্যাসিওর মৃত্যু-সংবাদ আনিয়াছে!—গোলমালটা খুব হইয়াছিল বটে।——হাঁ! আর একটুকুও নড়িতেছে না। একেবারে নিস্তব্ধ!—এমিলিয়া কি এ ঘরে আসিবে? আসিতে দেওয়া কি উচিত? যদি তাহাকে আসিতে দিই, সে আসিয়াই আমার স্ত্রীর সহিত কথা কহিবে। আমার স্ত্রী!—আমার স্ত্রী! আমার আবার স্ত্রী কে? আমার স্ত্রী নাই! ওঃ অসহ্য! অসহ্য! ওঃ! কি ভয়ানক মুহূর্ত্ত!!

এমিলিয়া। (পূর্ব্ববৎ গৃহান্তর হইতে) প্রভু! প্রার্থনা করিতেছি, একটি কথা বলিব।

ওথেলো। ও, আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এস, কি সংবাদ বলো।

(দ্বার খুলিয়া দেওন ও এমিলিয়ার প্রবেশ।)

এমিলিয়া। প্রভু! এইমাত্র একটা ভীষণ হত্যাকাণ্ড ঘটিল।

ওথেলো। কে? ক্যাসিও হত হইয়াছে?

এমিলি। না, ক্যাসিও অন্য একজনকে হত্যা করিয়াছে।

ওথেলো। দেখিতেছি, হত্যাকাণ্ড বিপরীত হইয়াছে! পুনর্ব্বার প্রতিহিংসার আগুন জ্বলিবে!

দেস্। ওঃ! নিরপরাধে হত্যা!

এমিলি। একি! এ কা'র শব্দ শুনি?

ওথেলো। শব্দ? কৈ,—কার?

এমিলি। এ যে আমার ঠাকুরাণীর কণ্ঠস্বর! কে কোথায় আছ, শীঘ্র এস! ঠাকুরাণি! স্নেহময়ী দেস্‌দিমনা! ঠাকুরাণি! কথা কও,—আর একটিবার কথা কও!

দেস্। নিরপরাধে—আমি—মরিলাম!

এমিলি। হায়, কে এ সর্ব্বনাশ করিল?

দেস্। কেহ নয়,—আমি নিজে। বিদায়!—আমার—প্রভুকে—সকল—কথা—বুঝাইয়া—বলিও। বলিও, দেস্‌দিমনা—অসতী নহে!—বি—দা—য়!

(মৃত্যু)

ওথেলো। কে কাহাকে হত্য করিবে?

এমিলি। হায়, কে জানে কে?

ওথেলো। তুমি ত শুনিলে, সে আত্মহত্যা করিয়াছে, আমি তাহাকে বধ করি নাই!

এমিলি। তিনি এইরূপ বলিলেন বটে, কিন্তু ইহা কি সত্য?

ওথেলো। সে মিথ্যাবাদিনী,—জ্বলন্ত নরকে গিয়াছে,—আমিই তাহাকে হত্যা করিয়াছি!

এমিলি। তিনি দেবী,—তুমি নরাধম!

ওথেলো। সে পাপের পথে গিয়াছিল, দুশ্চারিণী হইয়াছিল!

এমিলি। তুমি মিথ্যাবাদী, নরাধম!

ওথেলো। সে বিশ্বাসঘাতিনী!

এমিলি। এরূপ বলিতে মুখে বাধিল না?—তিনি স্বর্গের দেবী!

ওথেলো। ক্যাসিওর নিকট সে দেহ ও রূপ বিক্রয় করিয়াছিল, তোমার স্বামীকে বরং জিজ্ঞাসা করো। ন্যায়তই তাহাকে দণ্ড দিবার জন্য, আমি এই ভীষণ কার্য্য করিয়াছি। তোমার স্বামী এ সমস্তই জানেন।

এমিলি। আমার স্বামী?

ওথেলো। তোমার স্বামী।

এমিলি। আমার স্বামী বলিয়াছে যে, তিনি চরিত্রহীনা?

ওথেলো। হাঁ। ক্যাসিওকে সে অবৈধ ভালবাসা দিয়াছিল। যদি সে ভালো হইত, সুচরিত্রা হইত, পৃথিবী বুঝি আমার স্বর্গ হইত!—এ ভীষণ পরিণামও ঘটিত না।

এমিলি। আমার স্বামী বলিয়াছে?

ওথেলো। তোমারই স্বামী আমাকে সর্ব্বপ্রথমে ইহা বলিয়াছে।—তোমার স্বামী সচ্চরিত্র, পাপে তাঁহার অত্যন্ত ঘৃণা।

এমিলি। আমারই স্বামী বলিয়াছে ?

ওথেলো। বার বার এরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন ? আমি ত বলিতেছি, তোমারই স্বামী বলিয়াছে !

এমিলি। হায়, ঠাকুরাণি ! তোমার অতুল প্রেমের উপর দুষ্টের উপহাস !—আমার স্বামী বলিল, ঠাকুরাণী আমার দুশ্চরিত্রা ?

ওথেলো। তোমারই স্বামী বলিয়াছে! বুঝিলে কি ?—আমার প্রিয়, তোমার স্বামী, সাধু ইয়াগো বলিয়াছে !—বুঝিলে কি ?

এমিলি। যদি আমার স্বামী এরূপ বলিয়া থাকে, তবে সে অত্যন্ত মিথ্যা বলিয়াছে ; সে যেন ইহার সমুচিত প্রতিফল পায়।—হায় ঠাকুরাণি! কি মূর্খের প্রতিই তোমার ভালবাসা ছিল !

ওথেলো। কি !——

এমিলি। যাহা পারো করো !—তুমি কখনই দেস্‌দিমনার উপযুক্ত নও !

ওথেলো। চুপ করো।—তুমি আগে এরূপ ছিলে না !

এমিলি। তুমি আমায় কি করিবে ? তোমার কোন সাধ্য নাই ! মূর্খ, নিষ্ঠুর, ক্রূর তুমি ! কি করিয়াছ, দেখ দেখি !—আমি তোমার ও তরবারির ভয় করি না !—ডাকিব, এ দারুণ হত্যাকাণ্ড সকলকে বলিব ! কে আছ, শীঘ্র এস !—হত্যা ! হত্যা ! হত্যা !—'মূর' আমার ঠাকুরাণীকে হত্যা করিয়াছ।

(ইয়াগোর সহিত অন্যান্যের প্রবেশ)

এমিলি। ইয়াগো ! আসিয়াছ ? তুমি অতি উত্তম কাজই করিয়াছ !—লোকে এ হত্যাকাণ্ড তোমারই ঘাড়ে চাপাইবে !

অন্যান্য সকলে। ব্যাপার কি ?—হইয়াছে কি ?

এমিলি। (ইয়াগোর প্রতি) যদি মানুষ হও, তবে এই হতভাগ্যকে সব বুঝাইয়া দাও। এ বলিতেছে, তুমিই নাকি ইহাকে বলিয়াছ, ইহার স্ত্রী দুশ্চরিত্রা ছিলেন। তুমি এরূপ বলিয়াছ, আমি বিশ্বাস করি না !—তুমি এমন চণ্ডাল হইতে পারো না !

ইয়াগো। আমার যেরূপ মনে হইয়াছিল, সেইরূপই বলিয়াছিলাম,—তার বেশী কিছু বলি নাই।

এমিলি। কিন্তু তুমি কি কখন বলিয়াছ যে, তিনি দুশ্চরিত্রা ছিলেন ?

ইয়াগো। হাঁ, বলিয়াছি।

এমিলি। তুমি মিথ্যা বলিয়াছ,—দারুণ মিথ্যা,—ভয়ানক মিথ্যা বলিয়াছ! ক্যাসিওর সহিত তিনি দুশ্চরিত্রা!—বলিয়াছ কি, ক্যাসিওর সহিত তিনি দুশ্চরিত্রা ?

ইয়াগো। হাঁ, ক্যাসিওর সহিত! যাও, চুপ কর়ো;—এমন করিয়া কথা কহিও না।

এমিলি। না,—চুপ করিব না, আমি নিশ্চয়ই বলিব। আমার ঠাকুরাণী এখানে হত হইয়া পড়িয়া আছেন।

সকলে। ঈশ্বর রক্ষা করুন।

এমিলি। তোমারই কথায় এই হত্যা ঘটিয়াছে!

ওথেলো। আপনারা চমকিত হইবেন না,—ইহা সত্য!

সকলে। এ যে দারুণ সত্য!—অতি ভীষণ সত্য!

এমিলি। কি পাপ! কি প্রতারণা! কি দুষ্ট অভিসন্ধি!—আমি তখনই বুঝিয়াছিলাম!—ওঃ! আমি এ দারুণ দুঃখে আত্মহত্যা করিব! পাপ! পাপ! সয়তানি! চণ্ডালতা!!

ইয়াগো। একি! তুমি পাগল হইয়াছ নাকি ? যাও,—আমি বলিতেছি, গৃহে যাও।

এমিলি। মহাশয়গণ! আমায় বলিতে অনুমতি দিন। ইয়াগোর কথা শুনিতে আমি বাধ্য, কিন্তু এখন নহে! হয়ত—হয়ত ইয়াগো, আর আমি গৃহে ফিরিব না।

ওথেলো। ওঃ! ওঃ! ওঃ! (শয্যায় পতন)

এমিলি। থাকো,—ঐ খানেই শয়ন করিয়া থাকো! আর উঠিও না! মর্ম্মভেদী চীৎকার করিতে থাকো! কি অপার্থিব রত্নই তুমি নষ্ট করিলে!

ওথেলো। (উঠিয়া) না,—সে মিথ্যাবাদিনী, সে দুশ্চরিত্রা! এ দৃশ্য বড় করুণ বটে, কিন্তু ইয়াগো সমস্তই জানে!—জানে যে, ক্যাসিওর সহিত সহস্রবার

কি দারুণ লজ্জাকর ব্যাপার ঘটিয়াছে! ক্যাসিও-ও তাহা স্বীকার করিয়াছে। আবার আমার প্রথম প্রণয়-উপহার, আমি তাহাকে যাহা দিয়াছিলাম, সে তাহা ক্যাসিওকে দিয়াছিল! আমি স্বচক্ষে সেই রুমাল ক্যাসিওর হস্তে দেখিয়াছি!

এমিলি। হে ঈশ্বর! হে দেবতাগণ!——

ইয়াগো। চুপ করো।

এমিলি। ইহা প্রকাশ হইবে,—হইবে,—হইবে! আমি চুপ করিব? না, কখনই না! স্বর্গ, মর্ত্ত্য সকলেই আমাকে ধিক্কার দিক, তবু আমি বলিব!

ইয়াগো। কথা শোন,—চুপ করো,—গৃহে যাও।

এমিলি। না, কখনই না।

(ইয়াগোর, এমিলাকে হত্যা করিবার উদ্যোগ)

সকলে। ধিক্! স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ!

এমিলি। মূর্খ মূর! যে রুমালের কথা বলিতেছ, তাহা দৈবক্রমে আমিই পাই; পাইয়া আমার স্বামীকে দিই। কারণ, সে কতবার কাতরতার সহিত আমায় অনুরোধ করিয়াছিল যে, আমি দেস্‌দিমনার অসাক্ষাতে তাহা চুরি করিয়া লই!

ইয়াগো। মিথ্যাবাদিনী! দুশ্চরিত্রে!——

এমিলি। ঠাকুরাণী ক্যাসিওকে দিয়াছেন?—না! আমিই তাহা পাইয়া আমার স্বামীকে দিয়াছিলাম!

ইয়াগো। তুই মিথ্যা বলিতেছিস্!

এমিলি। (ওথেলোর প্রতি) শপথ করিয়া বলিতেছি, না,—মিথ্যা নহে! —হতভাগ্য স্ত্রী-ঘাতক! তেমন পুণ্যবতী ভার্য্যা লইয়া তুই কি করিবি?

(ইয়াগোর, এমিলিকে আহত করিয়া পলায়ন)

ওথেলো। আকাশে কি বজ্র নাই? রে চণ্ডাল!—

এমিলি। আমি মরি। তোমরা আমায় ঠাকুরাণীর পার্শ্বে রাখিয়া দাও।

অন্যান্যের মধ্যে একজন অপরের প্রতি। ওথেলোর অস্ত্র আমি লইয়াছি। এই লও; তোমারই নিকট রাখিয়া দাও। দ্বার বন্ধ করিয়া রাখ। কোনক্রমে যেন এ হতভাগ্য পলায়ন না করে। পারো, মারিয়া ফেলিও। আমি সেই মহাপাপীকে ধরিয়া আনি। (প্রস্থান)

এমিলি। ঠাকুরাণি! একটিবার কথা কও; আর কি কথা কহিবে না? আমিও চলিলাম। মূর! ঠাকুরাণী-আমার সতী-সাধ্বী। প্রাণের সমান তোমার ভাল বাসিতেন! আমি যাই!—যাই!! (মৃত্যু)

ওথেলো। দেখ, এখনও আমি অস্ত্রশূন্য নহি!—বাধা দিতে আসিও না! বৃথা চেষ্টা!—এমন দিনও আমার গিয়াছে, যে দিন এই বাহু, এই অস্ত্র লইয়া, তোমার মত এমনি শত-গুণ-অধিক বাধা-বিঘ্নের মধ্যে আপনার পথ পরিষ্কার করিয়া লইয়াছে!—কিন্তু হায়, সে অহঙ্কার এখন বৃথা! নিয়তি-ই সর্ব্বত্র বলবতী!—এখন আমার আর সে দিন নাই।—তোমার ভয় নাই, এ অস্ত্র তোমার বিরুদ্ধে ধারণ করি নাই।—এই খানেই আমার জীবন-নাটকের শেষ-দৃশ্য! এই খানেই আমার পর্য্যটনের শেষ!—ভয় কি? ওথেলোর বিরুদ্ধে মনুষ্য তৃণমাত্র। ওথেলো এখন কোথায় যাইবে?——মন্দভাগিনি! তোমায় এখন কেমন দেখাইতেছে! কি মলিন! তোমার এ দৃষ্টির পানে আর চাহিতে পারি না! কি শীতল তোমার দেহ!—আর দেখিতে পারি না! তবু এ দৃশ্য স্বর্গীয়! কিন্তু আমি ইহা দেখিবার কে? প্রেতগণ! আয় তোরা! মার্, মার্, কশাঘাত কর্! এ হতভাগ্যকে এ স্বর্গের ছবি আর দেখিতে দিস্ নে! ঘূর্ণবাতাসে, দে আমাকে উড়াইয়া দে! আগুনে আমায় পোড়াইয়া মার্! তরল অগ্নি-সমুদ্রে,—দে, আমায় ডুবাইয়া দে! ওঃ! দেস্‌দিমন্! জীবন-সর্ব্বস্ব দেস্‌দিমন্! ওঃ! দেস্‌দিমন্ আর নাই!

(অন্যান্য সকলের, ইয়াগোকে বন্দী করিয়া লইয়া ও ক্যাসিওকে চেয়ারে বসাইয়া লইয়া প্রবেশ)

অন্যান্যের একজন। সে হতভাগ্য কোথায়?

ওথেলো। তুমি যার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, সে, এই এখানে।

আর একজন। ক্রূর সর্প হইতেও ভীষণ—সে পাপিষ্ঠ ইয়াগোকে এখানে আনো।

ওথেলো। আমি উহার মুখের পানে চাহিতে পারি না, পায়ের দিকে চাহিতেছি! কিন্তু সে সব রূপকথা বলিয়া মনে হইতেছে! (ইয়াগোর প্রতি) যদি তুমি যথার্থই প্রেত হও, আমি তোমায় মারিতে পারিব না!

(ইয়াগোকে অস্ত্রাঘাত)

আর একজন। উহার অস্ত্র কাড়িয়া লও।

ইয়াগো। আমার শোণিতপাত হইয়াছে মাত্র, আহত হই নাই।

ওথেলো। সে জন্য আমি দুঃখিত নহি। আমি ইচ্ছা করি, তুমি বাঁচিয়াই থাকো!—আমার মনে হয়, মরণই সুখ!

আর একজন। ওথেলো, তোমার গুণ-গরিমা আমাদের কিছুই অবিদিত নাই;—তুমি তেমন হইয়াও এ পাপের সংস্পর্শে এমন হইয়া গেলে! আমরা তোমায় কি বলিব?

ওথেলো। কেন? যাহা ইচ্ছা, বলিতে পারো! বলিও, দেস্‌দিমনাকে হত্যা করিয়াছি! কিন্তু ঘৃণায় করি নাই, তাহাও সম্মানের সহিত করিয়াছি!

আর একজন। তুমি কি ক্যাসিওকে মারিবার জন্য, ইয়াগোকে অনুমতি দিয়াছিলে?

ওথেলো। হাঁ!

ক্যাসিও। প্রভু, দাসের কি অপরাধ?

ওথেলো। সে ভ্রম ঘুচিয়াছে; তুমি আমায় ক্ষমা করো। কিন্তু ক্যাসিও, তুমি ঐ সয়তানকে জিজ্ঞাসা করো দেখি, এমন করিয়া, ও, আমার এ দেহ ও মন কেন মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিল?

ইয়াগো। আমায় আর কিছু জিজ্ঞাসা করিও না। তুমি যাহা জানো, তাহা জানো;—এখন হইতে আমি আর কোন কথা কহিব না।

অন্যান্য। (ইয়াগোকে লক্ষ্য করিয়া) আমরা সমস্তই বুঝিয়াছি। সকল অনর্থের মূল—এই হতভাগ্য মহাপাপী! এও প্রায় সকলই স্বীকার করিয়াছে; কতক এর চিঠা-পত্রে আমরা অবগত হইয়াছি।

ওথেলো। ক্যাসিও, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি;—রুমালখানা তোমার হস্তগত হইয়াছিল কিরূপে?

ক্যাসিও। আমি তাহা আমার গৃহেই পাইয়াছিলাম। ইতিপূর্ব্বে ইয়াগো নিজেই স্বীকার করিয়াছে, কোন বিশেষ কারণে, সে, তাহা আমার গৃহমধ্যে ফেলিয়া দিয়াছিল!

ওথেলো। ওঃ! আমি কি মূর্খ!

অন্যান্য। ওথেলো, এ দেশ হইতে তোমার ক্ষমতা আমরা লইয়াছি।

ক্যাসিও এখন সাইপ্রসের শাসনকর্ত্তা। এই মহাপাপ ইয়াগোর জন্য পৃথিবীতে যে কিছু অতি ভীষণ, অতি কঠিন, অতি কঠোর শাস্তি থাকে, তাহা বিহিত হইবে। আর ওথেলো, যে পর্য্যন্ত না তোমার সমস্ত দোষ ভেনিস্-দরবারে বিচার হয়, সে পর্য্যন্ত তুমি বন্দী থাকিবে!—এস।

ওথেলো। বিলম্ব করো;—একটা কিংবা দু'টা কথা বলিবার আছে। ভেনিসের জন্য আমি যে কিছু করিয়াছি, ভেনিসে তাহা অবিদিত নাই। কিন্তু থাক্, সে কথা আর তুলিব না। তবে যখন তোমরা চিঠি-পত্রে এই সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিবে, আমার অনুরোধ, আমায় যেমন দেখিতেছ, ঠিক এমনই ভাবে আমার কথা লিখিও। কিছু বাড়াইও না, বা কমাইও না; কিংবা হিংসা ও বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া কিছু লিখিও না! লোকের কাছে বলিও, ওথেলো বড় —বড় ভালবাসিত! সে ভালবাসা বড় গভীর! সে ভালবাসা বুদ্ধিমানের ভালবাসা নহে,—হৃদয়বানের ভালবাসা! ওথেলো, একদিন নহে,—দিন দিন, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, সয়তানের—চণ্ডালের—বিশ্বাসঘাতকের উত্তেজনায়, অবিশ্বাস ও সন্দেহকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছিল! বলিও,—অসভ্য, বর্ব্বর, যেমন রত্ন না চিনিয়া, দুই হাতে করিয়া তাহা দূরে নিক্ষেপ করে, ওথেলোও তেমনি না চিনিয়া, না বুঝিয়া, সে অমূল্যরত্ন হেলায় নিক্ষেপ করিয়াছে! বলিও, হতভাগ্যের চক্ষু হইতে অজস্রধারে অশ্রু প্রবাহিত হইয়াছে।—এই সব ঠিক করিয়া লিখিও বা বলিও। আর বলিও যে, হতভাগ্য এত ভালবাসা দিয়া, সেই অপূর্ব্ব সুন্দরীকে, সেই প্রাণের প্রতিমাকে হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল;—শেষ তাহাকে হত্যা ব্যতীত প্রাণের জ্বালা জুড়াইতে, আর কিছু পাইল না! (আপন বক্ষে অস্ত্রাঘাত)

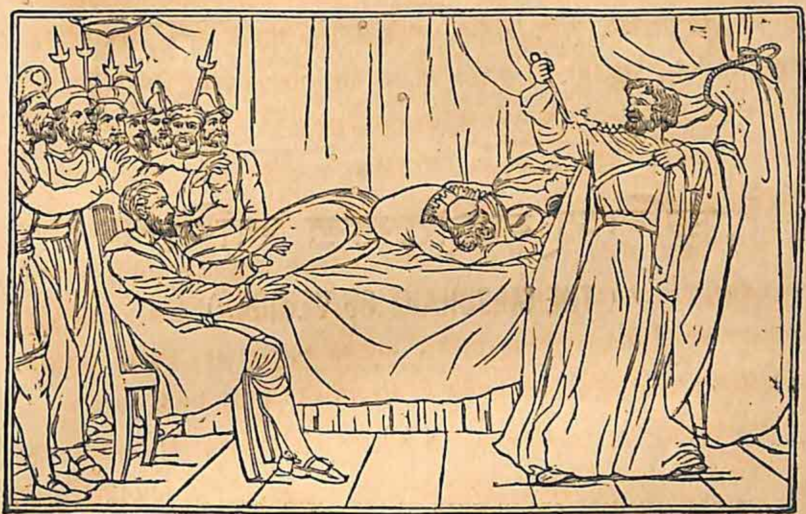
সকলে। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!

ওথেলো। (মৃত দেস্‌দিমনার প্রতি) তোমায় মারিবার পূর্ব্বে, তোমার মুখচুম্বন করিয়াছিলাম, এখনও আর কিছু নয়,—চুম্বন করিয়াই মরি!

(দেস্‌দিমনার দেহোপরি পতন ও মৃত্যু)

ক্যাসিও। এইরূপ যে হইবে, আমি তাহা পূর্ব্বেই আশঙ্কা করিয়াছিলাম। কিন্তু ভাবিয়াছিলাম, উঁহার হস্তে অস্ত্র ছিল না।

অন্যান্য সকলের একজন ইয়াগোর প্রতি। সয়তান! পাপ! চণ্ডাল! দেখ্, চেয়ে দেখ্, এই শয্যার উপর তোর কীর্ত্তি-ধ্বজা! ওঃ! আর দেখা যায়



না! ঢাকিয়া ফেল, ঢালিয়া ফেল, বস্ত্রাবৃত করো! (ক্যাসিওর প্রতি) আপনি এখন এখানকার শাসনকর্ত্তা। এ চণ্ডালকে যে শাস্তি বিহিত হয়, আপনিই দিবেন,—নিশ্চয়ই দিবেন। আমি এখন যাই। ভেনিসে ফিরিয়া গিয়া, এ দুঃখময় কাহিনী, দুঃখপূর্ণ হৃদয়ে প্রকাশ করি!

আমরাও এইখানে ওথেলো-দেস্‌দিমনার জীবন-নাটক সমাপ্ত করিলাম।

ভেনিস্ নগরের বণিক।

(THE MERCHANT OF VENICE.)

(১)

ইটালীর অন্তঃপাতী ভেনিস্ নগরে সাইলক্ নামে এক ইহুদী বাস করিত। সে, একজন ঘোর সুদ-খোর। খৃষ্টান বণিক্‌গণকে অতিরিক্ত সুদে টাকা ধার দিয়া, সে বিস্তর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল। তাহার হৃদয় পাষাণবৎ নিষ্ঠুর ;—দয়া কাহাকে বলে, সে জানিত না। ঋষিগণকে বিধিমতে পীড়ন করাই তাহার ব্রত ছিল। টাকা পরিশোধের সময় উপস্থিত হইলে, পাপিষ্ঠ, কসাইয়ের মত, অধমর্ণদের সহিত ব্যবহার করিত। তাহাদের অবস্থার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সুদসমেত সমস্ত টাকা এককালে আদায় করিয়া লইত। এ কারণ, ভেনিস্ নগরের যাবতীয় ভদ্রলোক তাহাকে আন্তরিক ঘৃণা করিত। বিশেষতঃ উক্ত নগরবাসী আণ্টনিও নামক জনৈক খৃষ্টান বণিক্ তাহাকে দু'-চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। সাইলকও আণ্টনিওকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত। কারণ, এই সদাশয় ধনবান্ বণিক্ আণ্টনিও লোকের আপদ-বিপদের সময় টাকা ধার দিতেন ; কিন্তু কখনও এক কপর্দ্দক সুদ গ্রহণ করিতেন না। আণ্টনিওর কাছে টাকা পাইলে আর কেহ সাইলকের কাছে যাইত না। সুদ-খোর সাইলকের ইহাতে ক্ষতি হইত। কাজেই উভয়ের মধ্যে ঘোর শত্রুতা চলিয়া আসিতেছিল। অর্থপিশাচ সাইলকের চক্ষে, সদাশয় আণ্টনিওর এই সদয় ব্যবহার অসহ্য হইয়া উঠিল। আণ্টনিও বিধিমতে সাইলকের এই পৈশাচিক রীতির বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। বণিকসমাজে সাইলক্‌কে দেখিতে

পাইলেই, আণ্টনিও নানারূপ বিদ্রূপ করিতেন এবং অবজ্ঞাসূচক সম্বোধনে তাহার 'আঁতে ঘা' দিতেন। সাইলক্ উপযুক্ত উত্তরের অভাবে এই অপমান সহ্য করিত। কিন্তু অন্তরে কালানল সঞ্চয় করিয়া রাখিত,—কিরূপে, কোন্ সময়ে, সে, মহাবৈরী আণ্টনিওর সর্ব্বনাশ সাধন করিবে!

---

(২)

আণ্টনিও অতি দয়াশীল, সঙ্গতিপন্ন ও সদাচারপরায়ণ পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। পূর্ব্বতন রোমান্‌দিগের ন্যায় তাঁহার চরিত্র মহত্বে পূর্ণ ছিল। এরূপ মহান্ চরিত্রবান্ পুরুষসিংহ, ইটালীর আর কুত্রাপি পরিলক্ষিত হইত না। নগরবাসী সকলেই তাঁহাকে বিশিষ্টরূপ শ্রদ্ধাভক্তি করিত, তাঁহারও সকলের সহিত সম্প্রীতি ছিল;—বিশেষতঃ, বেসানিও নামক এক সম্ভ্রান্তবংশীয় ভদ্র যুবক তাঁহার প্রিয়তম সুহৃৎ ছিলেন। এই বেসানিও একজন 'ঘরাণাঘরে'র ছেলে বটেন, কিন্তু তেমন সঙ্গতিপন্ন ছিলেন না। যাহা কিছু সামান্য মাত্র পৈতৃক-সম্পত্তি পাইয়াছিলেন, বংশমর্য্যাদার অভিমানে 'চাল' ঠিক রাখিতে না পারিয়া, তাহা অল্প দিন মধ্যে নিঃশেষিত করিয়া ফেলেন; সুতরাং অর্থের আবশ্যক হইলেই বন্ধু আণ্টনিও তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। উভয়ের মধ্যে এরূপ অভিন্ন ভাব দেখিয়া লোকে মনে করিত, বন্ধুদ্বয়ের হৃদয়ই যে কেবল এক, তাহা নহে,—ধনভাণ্ডারও উভয়ের এক বটে।

---

(৩)

বেসানিও এক দিন প্রিয় বন্ধু আণ্টনিওকে কহিলেন,

"ভাই, আমি এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি, তদ্দ্বারা আপন নিঃস্ব অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পারি। এক ধনাঢ্যা কুমারী আছেন, তাঁহাকে বিবাহ করিতে পারিলে, আমার এ দুরবস্থা দূর হয়। ঐ সুন্দরীকে আমি অন্তরের সহিত ভাল বাসি। সম্প্রতি তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইয়াছে এবং সেই সুন্দরী এক্ষণে বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। তাঁহার পিতার জীবিত-দশায় আমি প্রায়ই তাঁহাদের বাটী যাইতাম। সে সময় ঐ সুন্দরী, যদিও আমাকে মুখ ফুটিয়া কোন

কথা কন নাই, তথাপি নয়নভঙ্গি দ্বারা এরূপ অভিলাষ ব্যক্ত করিতেন যে, আমার বোধ হয়, আমাকে পতিত্বে বরণ করিতে পারিলে তিনি সুখী হন। কিন্তু আমার উপস্থিত অবস্থা যেরূপ মলিন, তাহাতে যে, ঐ মনোমোহিনীর সহিত একবার সাক্ষাৎ করি, এমন সৌভাগ্যও নাই। কারণ, নায়কবেশে নায়িকার মন হরণ করিতে যাইলে বিবিধ বেশ-ভূষার আবশ্যক করে। আণ্টনিও, তুমি আমাকে অনেক সময় অনেক রকমে সাহায্য করিয়া আসিতেছ; এ সময় যদি ভাই দয়া করিয়া আমাকে তিন সহস্র মুদ্রা (ডুক্যাট্‌স) ঋণ-স্বরূপ দাও, তাহা হইলে আশা করি, আমার মনোরথ পূর্ণ হইবে।"

সে সময় আণ্টনিওর হাতে টাকা ছিল না যে, প্রিয় বন্ধুকে সাহায্য করেন। কিন্তু তাঁহার আশা ছিল যে, শীঘ্রই তাঁহার বাণিজ্য-জাহাজগুলি পণ্যদ্রব্যে পূর্ণ হইয়া বন্দরে উপনীত হইবে; অতএব কহিলেন,—"ভাই, আমার হাতে ত এখন টাকা নাই, তা চল, সুদ-খোর সাইলকের কাছে যাই; তাহার নিকট হইতে তিন হাজার টাকা কর্জ্জ করিয়া দিতেছি;—বাণিজ্য-জাহাজগুলি আসিয়া পঁহুছিলেই তাহার ঋণ পরিশোধ করিব।"

---

(৪)

এই পরামর্শ স্থির করিয়া, দুই বন্ধুতে সাইলকের নিকট উপস্থিত হইলেন। আণ্টনিও ইহুদী বণিক্‌কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ওহে সাইলক্‌! সম্প্রতি আমাকে তিন হাজার টাকা ধার দিতে পারো? যত সুদ চাও, দিতে প্রস্তুত আছি। আমার বাণিজ্য-জাহাজগুলি এই আসিয়া পঁহুছিল বলিয়া। জাহাজ পঁহুছিলেই সুদ-সমেত তোমার সমস্ত টাকা পরিশোধ করিব।"

এ কথায় সাইলক্‌ মনে মনে ভাবিল,—"এই লোকটাকে একবার হাতে পাইলে হয়! পাপিষ্ঠ, বিধিমতে আমাকে পীড়ন করিয়াছে, প্রাণে বড় 'দাগা' দিয়াছে;—যদি কোন মতে বাছা ধনকে একবার মুঠার মধ্যে পাই, তবে প্রাণের সকল জ্বালা জুড়াই!—অনেক সহ্য করিয়াছি! পাপিষ্ঠ আমার কি না করিয়াছে?—আমার জাত-ভাইকে ঘৃণা করে! বিনা সুদে লোককে টাকা ধার দিয়ে বণিক্‌-সমাজে আমাকে সুদ-খোর, বলিয়া বিধিমতে অপদস্থ করে! অহো!

এ চির-শত্রু পাপিষ্ঠকে হাতে পাইয়া যদি আমি মার্জ্জনা করি, তবে যেন আমার সমস্ত ইহুদী জাতি অভিশপ্ত হয়!

আণ্টনিও সাইলক্‌কে নিরুত্তর অবস্থায় ভাবিতে দেখিয়া, টাকার জন্য অধীরভাবে কহিয়া উঠিলেন,—"ওহে সাইলক্! শুনিলে কি? আমাকে টাকা ধার দিবে?"

সাইলক্ যেন আকাশ হইতে পড়িল। ব্যঙ্গচ্ছলে উত্তর করিল,—

"মহাশয়! আপনি আমাকে বার বার বণিক্-সমাজে অপমান করিয়াছেন? আমার অপরাধ,—আমি সুদ গ্রহণ করি! এই ছল ধরিয়া আপনি আমাকে কি না বলিয়াছেন? কি বলিব, সহিষ্ণুতাই আমাদের জাতিয় ধর্ম্ম; তাই অম্লানবদনে আপনার কৃত অপমান সহ্য করিয়া আসিয়াছি!—আপনি আমাকে অবিশ্বাসী, নাস্তিক, গলা-কাটা ডাকাত প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করিয়াছেন; কতবার অবজ্ঞাপূর্ব্বক আমার ইহুদীয় পরিচ্ছদে থুথু ফেলিয়াছেন,—আর কত-বার আমাকে খেঁকী কুকুরের মত দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন;—সে সব কথা মনে হয় কি মহাশয়? আর আজ আপনার টাকার প্রয়োজন হইয়াছে দেখিতেছি,—তাই অনুগ্রহ করিয়া আমার বাটীতে পদার্পণ করিয়াছেন,—বলিতেছেন,—'সাইলক্! আমাকে টাকা ধার দাও।' হা! কুকুরের কি টাকা থাকে? ইহা কি সম্ভব যে, কুকুরে তিন হাজার টাকা ধার দিতে পারে? এখন কি আমি নতজানু হইয়া বলিব, 'মহাশয়! অমুক দিন আমার গায়ে থুথু দিয়া-ছেন, আর এক দিন আমাকে কুকুর বলিয়া মধুর বাক্যে সম্বোধন করিয়াছেন, সুতরাং এই সদাচারণের প্রতিদান স্বরূপ আজ আপনাকে টাকা ধার দিতেছি; অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করুন?—মহাশয় কি এইরূপ অনুমতি করেন?"

আণ্টনিও সদর্পে উত্তর করিলেন, "হাঁ,তোমাকে আবার ঐরূপ সম্বোধন করিব, আবার গায়ে থুথু দিব, আবার তোমাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইব! যদিও তুমি আমাকে টাকা ধার দাও, মিত্রভাবে দিয়া কাজ নাই,—শত্রুভাবেই দিও! কারণ যদি আমি অঙ্গীকারচ্যুত হই, তাহা হইলে তুমি চক্ষুর্লজ্জার খাতির না করিয়া, খতের সর্ত্তানুসারে আইনের আশ্রয় লইতে পারিবে।"

এ কথায় সাইলক্ প্রকৃত মনের ভাব গোপন করিয়া নরম সুরে কহিল, "মহাশয়, দেখিতেছি, আমার উপর বড়ই চটিয়াছেন! তা আপনি যা মনে

করুন,—সত্য কথা বলিতে কি, আমি আপনার বন্ধুত্বের অভিলাষী ও প্রণয়-প্রার্থী। আপনি আমাকে ইতিপূর্ব্বে বিস্তর অপমান করিয়াছেন, যথেষ্ট লজ্জা দিয়াছেন; কিন্তু সত্য বলিতেছি, আজ হইতে তাহা বিস্মৃত হইব। আর উপস্থিত আমি আপনার অভাব পূর্ণ করিব; অধিকন্তু আমার এ টাকার সুদ আমি চাহি না।"

---

(৫)

আণ্টনিও অকস্মাৎ সেই অর্থ-পিশাচ ইহুদী বণিকের মুখে এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। সাইল্‌ক পুনরায় দয়ার ভাণ করিল এবং সত্য সত্যই যেন আণ্টনিওর সহিত প্রীতিস্থাপন করিতে ইচ্ছুক,—এই ভাবে আবার কহিল,

"মহাশয়! আমি বিনা সুদে আপনাকে তিন সহস্র মুদ্রা ঋণদান করিতেছি। কেবল আপনাকে একবার উকীল-বাড়ীতে যাইতে হইবে এবং কৌতুকস্বরূপ ঋণ-পত্রে এই মর্ম্মে স্বাক্ষর করিতে হইবে যে, যদি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আপনি ঋণ পরিশোধ করিতে না পারেন, তাহা হইলে আমি আপনার দেহের যে কোন স্থান হইতে অর্দ্ধ সের মাংস কাটিয়া লইতে পারিব।"

আণ্টনিও-ও কৌতুক বিবেচনায় হাসিয়া উত্তর করিলেন, "ভালো ভালো, তাহাই হইবে। আমি তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। তুমি ঋণ-পত্র প্রস্তুত করো, আমি এখনই স্বাক্ষর করিয়া দিতেছি। অতঃপর জনসাধারণের নিকট আমি মুক্তকণ্ঠে বলিব,—ইহুদী জাতি দয়াবান বটে।"

বেসানিও এতক্ষণ অবধি চুপ করিয়া ছিলেন, আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সন্দিগ্ধচিত্তে বন্ধুকে কহিলেন, "না না, এমন কাজ হইতে পারে না;—এরূপ বিপদময় ঋণ-জালে আবদ্ধ হওয়া কোন মতে উচিত নহে।"

আণ্টনিও নির্ভীকচিত্তে উত্তর করিলেন, "ভয় কি ভাই? খতের সর্ত্ত যতই গুরুতর হউক, আমাদের আশঙ্কার কোন কারণই নাই। ঋণপরিশোধার্থ তিন মাস সময় লইতেছি; তৎপূর্ব্বেই আমার জাহাজগুলি পণ্যদ্রব্যে পূর্ণ হইয়া বন্দরে পঁহুছিবে; সুতরাং এই সামান্য ঋণের শতগুণ অধিক টাকা তখন আমার হস্তগত হইবে, তাহা তুমি জানো; অতএব ভাবনা বা ভয়ের কারণ কি?"

বন্ধুদ্বয়ের এরূপ বাদ-প্রতিবাদ শুনিয়া ধূর্ত্ত সাইলক্ কহিয়া উঠিল,—"হে পিতঃ এব্রাহম্! দেখ দেখ! খৃষ্টানেরা কি সন্দিগ্ধচিত্ত! ইহারা নিজে যেরূপ কঠিন-হৃদয়, অপরকেও সেই মত ভাবে।"

অতঃপর বেসানিওকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "ভালো, মহাশয়! আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, বলুন দেখি, যদি ইনি খতের লিখিত নির্দ্দিষ্ট দিনে টাকা পরিশোধ করিতে না পারেন, তাহা হইলে আমি ইহাঁর কি করিতে পারি? বলিবেন খতের সর্ত্ত অনুসারে দণ্ডবিধানের ক্ষমতা আমার আছে। তা ভালো;—কিন্তু ভাবিয়া দেখুন দেখি, ইহাতে আমার লাভ কি? মনুষ্যদেহের অর্দ্ধসের মাংসের মূল্য কত? মেষমহিষাদির অর্দ্ধসের মাংসও কি ইহা অপেক্ষা মূল্যবান্ নয়? অতএব বৃথা সন্দেহ দূর করুন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি মহাত্মা আণ্টনিওর কৃপা-প্রার্থী ও তাঁহার সহিত বন্ধুত্বস্থাপনে অভিলাষী;—যদি এতই সন্দেহ হইয়া থাকে, টাকা লইবার আবশ্যক নাই, আপনারা অনুগ্রহ করিয়া বিদায়-গ্রহণ করুন।"

বেসানিও এ কথাতেও নিঃসন্দিগ্ধ-চিত্ত হইতে পারিলেন না। তিনি বারংবার আণ্টনিওকে এই একান্ত বিপদজনক বন্দোবস্তে সম্মত হইতে নিষেধ করিলেন। তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিল, অর্থ-পিশাচ সাইলকের এ সাধুতা, একটা ছলনা মাত্র। কিন্তু আণ্টনিও তথাপি প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না, ইহুদীর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, যথাসময়ে ঋণ-পত্রে স্বাক্ষর করিলেন। তাঁহার মনে ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিল, সাইলকের এ ঋণের সর্ত্ত একটা কৌতুকাবহ রহস্য মাত্র।

---

(৬)

বেসানিও যে রমণীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম পোর্সিয়া। ভেনিসের নিকটেই বেলমণ্ট নগরে তাঁহার বাস। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ও জগৎ-বিখ্যাত যে কেটো-তনয়া ও ব্রুটাস-পত্নী পোর্সিয়ার অসাধারণ রূপলাবণ্য ও গুণ-গ্রামের কথা শুনা যায়, এই পোর্সিয়া তদপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহেন। ফলতঃ পরম রূপবতী ও গুণবতী পোর্সিয়া সকলেরই বরণীয়া ছিলেন। বরণীয়া হইবার আরও একটি কারণ ছিল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে,

পোর্সিয়া বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। সুতরাং একাধারে রূপবতী, গুণবতী ও ধনবতী রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে কাহার না অভিলাষ হয়? কিন্তু পোর্সিয়ার পিতা, কন্যার বিবাহ বিষয়ে বড় একটি কঠিন রহস্যময় উপায় উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি জীবিতকালে তিন ধাতুর তিনটি বাক্স প্রস্তুত করেন। বাক্স তিনটি,—একটি স্বর্ণের, একটি রৌপ্যের, অন্যটি সীসকের। ইহার মধ্যে একটিতে পোর্সিয়ার প্রতিমূর্ত্তি সংরক্ষিত করেন; অন্য দুইটি খালি থাকে। তিনি এইরূপ নিয়ম করিয়া যান যে, যে বাক্সতে পোর্সিয়ার প্রতিমূর্ত্তি রহিল, সেইটি যে ব্যক্তি প্রথম বারেই নির্ব্বাচিত করিতে পারিবে, সেই ই পোর্সিয়ার স্বামী হইবে। পরন্তু যদি কেহই প্রকৃত বাক্স প্রথম বারেই নির্ণয় করিতে না পারে, তবে পোর্সিয়াকে যাবজ্জীবন অবিবাহিত অবস্থায় থাকিতে হইবে। আর সেই বিবাহার্থীকে ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, এই বাক্সসংক্রান্ত কোন কথা কাহাকেও তিনি বলিতে পারিবেন না এবং পোর্সিয়ার সহিত দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি তথা হইতে চলিয়া যাইবেন। পোর্সিয়ার পিতা কন্যার বিবাহ বিষয়ে এই কঠিন নিয়ম সংস্থাপিত করিয়া কন্যাকে সত্যপাশে আবদ্ধ করেন। এই রূপে তিনি মানুষের ভাগ্য-পরীক্ষার সহিত কন্যার উদ্বাহ-ক্রিয়ার সম্বন্ধ বিধিবদ্ধ করিয়া যান। সুতরাং সহজে কেহ সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই।

সর্ব্বগুণান্বিত কন্যা-রত্ন লাভাশায় অবশ্য অনেকেই পরীক্ষা দিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কাহারও আশা ফলবতী হয় নাই। এমন কিছু দিন অতিবাহিত হইলে পর, আর তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তি পোর্সিয়ার বিবাহার্থী হইয়া উপস্থিত হন। প্রথম আসিলেন, মরোক্ক দেশের অধিপতি। মরোক্করাজ অনুচর-সহচর সমভিব্যাহারে মহা ধুম-ধাম করিয়া উপস্থিত। পোর্সিয়া যথারীতি শিষ্টাচার দেখাইয়া, আপন বিবাহসংক্রান্ত কঠিন পণের কথা উল্লেখ করিলেন। পরে যথাসময়ে বাক্স তিনটি রাজ-সমক্ষে আনীত করিয়া কহিলেন, "এই তিনটি বাক্সের কোন্‌টি নির্ব্বাচন করিবেন বলুন? অতঃপর চাবি দিতেছি।"

মরোক্করাজ একে একে বাক্স তিনটি নিরীক্ষণ করিলেন, দেখিলেন, তিনটি বাক্সের বহির্দ্দেশেই এক এক খণ্ড কাগজ সংলগ্ন আছে, এবং ঐ কাগজ-খণ্ডে এক একটি রহস্যময় শ্লোক লিখিত রহিয়াছে।

স্বর্ণময় বাক্সে লিখিত আছে,—

"সংসার যাহার তরে, নিশি দিন ঘুরে মরে,
আমি সে বাঞ্ছিত বস্তু বহুল জনার!"

রৌপ্যময় বাক্সে লিখিত আছে,—

"মনোনীত করিলে আমারে,—
পাবে যোগ্য পুরস্কার, সন্দেহ নাহিক তার,—
উপহার পায় যে যেমন!"

সীসার বাক্সে লিখিত আছে,—

"আমাকে যে করিবে গ্রহণ,—
বিপদ অশান্তি তার, মর্ম্মভেদী হাহাকার,
হবে সার আত্ম-বিসর্জ্জন!"

মরোক্ক-রাজ নিবিষ্ট-চিত্তে শ্লোকগুলি পাঠ করিলেন। সীসার বাক্সকে লক্ষ্য করিয়া মনে মনে ভাবিলেন, "না,—তুচ্ছ সীসার জন্য এতটা ত্যাগ-স্বীকার করিতে পারা যায় না।" অতঃপর রূপার বাক্সের শ্লোকটি বারংবার মনে মনে পাঠ করিয়া কহিলেন, "ইনি বলিতেছেন, 'আমি যোগ্যজনের বাসনা পূর্ণ করি; যে যেমন, সে সেইমত উপহার পায়। 'যোগ্যজন'—আমিই ত সর্ব্বাংশে পোর্সিয়ার যোগ্য; অতএব এই রৌপ্যময় বাক্সটি মনোনীত করিব কি?"

এমন সময় স্বর্ণময় বাক্সের প্রতি তাঁহার মন একান্ত আকৃষ্ট হইল। মনে মনে সেই সোণার বাক্সের শ্লোকটি বার বার আবৃত্তি করিতে লাগিলেন,—

"সংসার যাহার তরে, নিশি দিন ঘুরে মরে,
আমি সে বাঞ্ছিত বস্তু বহুল জনার!"

"হাঁ, এই কথাই ঠিক। অলোকসামান্যা পোর্সিয়া বহুলজনেরই বাঞ্ছনীয় বটে। সকলেই এ কন্যারত্নলাভের অভিলাষী। বিশেষতঃ, পোর্সিয়া সুন্দরীর অনুপমা প্রতিকৃতি রৌপ্য বা সীসক আধারে রক্ষিত হইতে পারে না,—স্বর্ণাধারই ইহার উপযুক্ত। অতএব আমি স্বর্ণময় বাক্সটি মনোনীত করি।"

এই স্থির করিয়া পোর্সিয়াকে কহিলেন, "সুন্দরী! আমি এই স্বর্ণময় বাক্সটিই মনোনীত করিলাম। চাবি দিন,—দেখি, ইহাতে আপনার প্রতিকৃতি আছে কি না।"

কিন্তু মরোক্ক-রাজ পরীক্ষায় বিফলকাম হইলেন। স্বর্ণময় বাক্সটি উন্মোচন করিয়া দেখিলেন, তাহাতে পোর্সিয়ার প্রতিকৃতি নাই,—তথায় কেবল যেন মূর্ত্তিমতী নিরাশা বিরাজ করিতেছে, এবং এক খণ্ড কাগজে নিরাশাময় এই কথাটি লিখিত আছে,—

"যাহারা বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হয়, তাহাদের অদৃষ্টে এই দশাই ঘটে!"

ক্ষুণ্ণমনে, ব্যথিত হৃদয়ে, মরোক্ক-রাজ প্রস্থান করিলেন!

আর একদিন আরাগন-দেশাধিপতি পোর্সিয়ার পাণিগ্রহণাভিলাষে উপস্থিত হইলেন। পোর্সিয়া তাঁহাকেও যথারীতি বিবাহ-পণ জ্ঞাপন করিলেন। আরাগন-রাজ, আশ্বাসিত হৃদয়ে, একে একে বাক্স তিনটি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রথমে সীসক বাক্সটির শ্লোক পাঠ করিয়া উপেক্ষাভাবে কহিলেন, "সীসক! তোমার আস্পর্দ্ধাটা কিছু বেশীরকম দেখিতেছি! তুমি বলিতেছ,—তোমাকে গ্রহণ করিলে তাহার যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে ও একান্ত বিপদ অশান্তিতে পতিত হইতে হইবে! হা! কি দাম্ভিকতাময় উক্তি! সীসক হে! যদি এতটাই উচ্চাভিলাষ করিয়াছিলে, তবে তোমার, অন্ততঃ আরও কিছু উচ্চ হওয়া উচিত ছিল! তুচ্ছ সীসক-পদ পাইয়া তোমার এ গর্ব্ব শোভা পায় না!"

অতঃপর স্বর্ণময় বাক্সের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, তৎসংলগ্ন শ্লোক পাঠ করিয়া কহিলেন, "উঁ হুঁ, ইহাও নয়! 'বহুজনের বাঞ্ছনীয়' ?—'বহু' ?—এ সংসারে বহু লোকই ত নির্ব্বোধ ও অশিক্ষিত; অতএব আমি কখনই সেই 'বহুর' মধ্যে গণ্য হইতে পারি না! সুতরাং ইনিও রহিলেন।"

এইবার একাগ্রমনে রৌপ্যময় বাক্সটি দেখিতে লাগিলেন! পুলকিত হৃদয়ে তৎসংলগ্ন শ্লোকটিও বারংবার আবৃত্তি করিতে লাগিলেন,—

"মনোনীত করিলে আমারে,—
পাবে যোগ্য পুরস্কার, সন্দেহ নাহিক তার,—
উপহার পায় যে যেমন!"

হাঁ, এই ঠিক হইয়াছে। নিশ্চয়ই এই বাক্সতে পোর্সিয়া-সুন্দরীর প্রতিকৃতি আছে! 'পাবে যোগ্য পুরস্কার!' ঠিক-ই ত বটে! অপরূপ রূপবতী কন্যারত্ন কি যার-তার ভাগ্যে মিলিয়া থাকে? যোগ্যজনেই যোগ্য বস্তুর অধিকারী।

"উপহার পায় যে যেমন!" এই কথাই খাঁটী। আমিই সর্ব্বাংশে পোর্সিয়ার যোগ্য। অতএব এই রৌপ্যময় বাক্সটি মনোনীত করি।"

তাহাই হইল। কিন্তু আরাগন-রাজ রৌপ্যময় বাক্সটি উন্মোচন করিয়া দেখিলেন,—একি! বাক্স যে শূন্য! কৈ, ইহাতে ত পোর্সিয়ার প্রতিকৃতি নাই!

নিরাশায় তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। ভগ্ন-হৃদয়ে তিনি দেখিলেন, শূন্য-বাক্সে এক খণ্ড কাগজে কি লেখা আছে। লেখা পাঠ করিলেন,—"হায়! তুমি কি নির্ব্বোধ! বাহিরের চাকৃচিক্য দেখিয়াই তুমি মুগ্ধ হইলে? তুমি কি জানো না যে, কতবার আগুনে 'পোড়' খাইলে তবে রূপা খাঁটি হয়? যদি তুমি বুদ্ধিমান্ হইতে, তাহা হইলে বিশেষ বিবেচনা করিয়া, এ কার্য্যে অগ্রসর হইতে আসিতে!"

বিফল-মনোরথ হইয়া, আরাগন-রাজও স্বদলবলে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

---

(৭)

এইবার বেসানিওর পালা পড়িল। বেসানিও প্রিয়বন্ধু আণ্টনিও-প্রদত্ত অর্থের সাহায্যে বিবিধ বেশ-ভূষায় ভূষিত হইয়া, বেলমণ্ট নগরে, পোর্সিয়া-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। অন্যান্য অনুচর ব্যতীত, সঙ্গে আর একটি ভদ্রলোক সহচররূপে ছিলেন। তাহার নাম—গ্রাসিয়ানো।

বেসানিও, পোর্সিয়ার বিবাহ-পণের কথা শুনিলেন। শুনিয়া অবশ্য একটু উদ্বিগ্ন হইলেন। পাঠক পূর্ব্বেই একটু আভাষ পাইয়াছেন যে, পোর্সিয়া, বেসানিওকে ভালো বাসিতেন। এক্ষণে সেই ভালবাসার পাত্র—প্রিয় বেসানিও বিবাহার্থী হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত,—কিন্তু ইহা পোর্সিয়ার সুখের বিষয় না হইয়া বিষম ভাবনার বিষয় হইল। বিধির নির্ব্বন্ধে যদি প্রিয়তম বেসানিও পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হন?—এত লোক যে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহাতে পোর্সিয়ার আনন্দ বৈ দুঃখ হয় নাই। কিন্তু এবার যে প্রিয়তম বেসানিও পরীক্ষায় উপস্থিত! নানাবিধ আদর আপ্যায়িতের পর, পোর্সিয়া বেসানি-ওকে স্পষ্টই কহিলেন, "প্রিয়তম, তুমি কিছু দিন আমার এখানে অতিথি-

স্বরূপ থাক। তোমার সহিত দুটা প্রাণের কথা কহিয়াও জুড়াইতে পারিব। ঈশ্বর না করুন,—আমার দুরদৃষ্টক্রমে যদি তুমি পরীক্ষায় বিফলকাম হও, তাহা হইলে আমার আর দুঃখের সীমা থাকিবে না।—অতঃপর জন্মাবচ্ছিন্নে তোমাকে একবার চোকের দেখাও দেখিতে পাইব না!"

বেসানিওকে এই কথা বলিয়া, তিনি দারুণ দুশ্চিন্তায় অভিভূতা হইলেন। শেষে পিতার এই কঠিন পণের উপর যার-পর-নাই বিরক্ত হইয়া একবার ভাবিলেন,—"বাক্স-রহস্য প্রকাশ করিয়া দিই,—তাহা হইলে প্রিয়তম বেসানিওকে স্বামীরূপে লাভ করিতে আর কোন অন্তরায় থাকিবে না।" আবার ভাবিলেন, "না, তাহা হইতে পারে না,—পিতৃসত্যলঙ্ঘনে মহাপাপ স্পর্শিবে!"

বেসানিও সমস্ত শুনিলেন, পোর্সিয়ার মনোভাব কি, তাহাও বুঝিলেন। শেষ কহিলেন, "সুন্দরি! অদৃষ্টে যাহা আছে, হইবে। তজ্জন্য ভাবিও না। আমি পরীক্ষায় প্রস্তুত হইলাম।"

এই বলিয়া একে একে বাক্স তিনটী দেখিলেন। বিশেষ প্রণিধান করিয়া শ্লোক গুলি পড়িলেন। পোর্সিয়ার মনের অবস্থা তখন কিরূপ, পাঠক তাহা আপন মন দিয়া বুঝুন। "কি হয় কি হয়"—এই সন্দেহে তাঁহার বুক দুরু দুরু কাঁপিতে লাগিল।

বেসানিও যখন বাক্সগুলি দেখিতে লাগিলেন, পোর্সিয়ার সঙ্গিনীরা এক গান ধরিল। সে গানটি;—

"প্রেমের জনম কোথা, বল তা আমারে।
আঁখির ভিতরে, কিবা হিয়ার মাঝারে!
কেমনে জনম তার, কেমনে সে বাঁচে আর,
—বলো গো—বলো গো মোরে!
সে যে গো রূপেরি মোহ, আঁখি আনে যেই স্নেহ,
আঁখির মিলনে সে যে মিটায় পিয়াস!—
রূপ-মোহ ঘুচে যাবে, প্রেমের মরণ হবে,—
যেখানে জনম তার,—আঁখি শয্যা' পরে।
এস তবে গাহি মোরা রূপেরি মরণ!—

রূপেতে হ'বে না কভু প্রেমের সাধন !
(প্রেম কোথা আছে আর, বিনা হিয়া মাঝারে।”)

গান থামিল। বেসানিওর মনের ভিতরও একটা তাড়িত-প্রবাহ ছুটিয়া গেল। প্রথমে তিনি স্বর্ণময় বাক্সের শ্লোকটি পাঠ করিলেন,—

“সংসার যাহার তরে, নিশি দিন ঘুরে মরে,
আমি সে বাঞ্ছিত বস্তু বহুল জনার !”

পরে আপনা আপনি কহিলেন, “প্রকৃত কথাই বটে। জগৎ সংসার বাহ্য সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ। বাহিরের চটক দেখিয়াই লোকে আত্মহারা হয় ; ভিতরটা যে কি, দেখিতে চায়ও না, তলাইয়া বুঝেও না। ধর্ম্মে দেখি,—বাহিরে মহা ভড়ং,—মুখে কত তত্ত্ব কথা ; কিন্তু ভিতরে ঘোর অন্ধকার। আইনের মধ্যেও দেখি,—‘বজ্র আঁটনির ফস্‌কা গেরো !’ বাহিরে কত ধরা-বাঁধা-মার-কাট, কিন্তু ভিতরটা সব ভূয়া !—দূর হউক, আমার এ আপাত-মনোরম স্বর্ণাধারে কাজ নাই।

অতঃপর রৌপ্যময় বাক্সের শ্লোকটি পাঠ করিলেন,—

“মনোনীত করিলে আমারে,—
পাবে যোগ্য পুরস্কার, সন্দেহ নাহিক তার,—
উপহার পায় যে যেমন !”

কহিলেন, “না রৌপ্য, আমি তোমারও কৃপাপ্রার্থী নহি ! তুমি প্রতিদিন কত জনের হস্তান্তর হও ! ভবের হাটে ক্রয়-বিক্রয় করাই তোমার একমাত্র কার্য্য ! কিন্তু অসামান্যা পোর্সিয়া সুন্দরী, তোমার পণ্যদ্রব্য নহে ! অতএব তোমাতেও আমার আসক্তি নাই।”

এইবার সযত্নে সীসক বাক্সটি ধারণ করিলেন। নিবিষ্টচিত্তে বারংবার তৎসংলগ্ন শ্লোকটি পাঠ করিতে লাগিলেন,—

“আমাকে যে করিবে গ্রহণ,—
বিপদ অশান্তি তার, মর্ম্মভেদী হাহাকার,
হ'বে সার আত্ম-বিসর্জ্জন !”

উদ্বেলিত হৃদয়ে কহিলেন, “হাঁ, এই কথাই ঠিক বটে ! প্রিয় জনের

রাগিনী বেহাগ,—তাল আড়াঠেকায় এই গানটি গীত হইবে।

জন্য আত্মত্যাগ করাই ত ধর্ম্ম; আর আত্মত্যাগ করিতে গেলেই ত অশান্তি, বিপদ, হাহাকার উপস্থিত হইবেই! অতএব এই সীসক বাক্সটিই দেখিতেছি, আমার অভীষ্ট-সিদ্ধির একমাত্র সহায়! আমি এই বাহাড়ম্বরশূন্য সীসক আধারটিই মনোনীত করিলাম।”

পোর্সিয়াও অমনি পরম পুলকিত হৃদয়ে, কম্পিতহস্তে চাবি ফেলিয়া দিলেন। সীসকবাক্স উদ্ঘাটিত হইল। হরি হরি!—ভাগ্যবান্ বেসানিও মুগ্ধনেত্রে দেখিলেন,—সীসকাধারে ভুবনমোহিনী পোর্সিয়া সুন্দরীর অপরূপ প্রতিকৃতি রহিয়াছে! প্রেমের জয় হইল।

---

(৮)

বেসানিও কিছুক্ষণ অবধি সেই অপরূপ আলেখ্য খানি মুগ্ধনেত্রে দেখিতে লাগিলেন। চিত্রকরের শিল্পনৈপুণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া পরিশেষে কহিলেন, “আর আমার এ কৃত্রিম চিত্রপটের প্রয়োজন কি? প্রেমের মূর্ত্তিমতী প্রতিমা আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া,—প্রাণ ভরিয়া এই মোহিনী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করি।”

অতঃপর বেসানিও সেই সীসক বাক্সস্থ লিপিখণ্ড পাঠ করিলেন। তাহাতে লিখিত ছিল,—“ভাগ্যবান্ তুমি,—তাই এই অনুপম স্ত্রী-রত্ন লাভ করিলে! অলীক চাকচিক্যে যে তুমি মুগ্ধ হও নাই, এজন্য তোমায় ধন্যবাদ! ইহাঁকে লইয়া চিরসুখী হও!—আর যেন কখন ‘নূতন প্রেমে’ মজিও না! যাও, তোমার প্রিয়তমা প্রেয়সীকে একটি প্রেম-চুম্বন করো!”

প্রেমিক প্রেমিকা কিছুক্ষণ অতুল আনন্দ উপভোগ করিলেন। এইবার বেসানিও সদুঃখে কহিলেন, “প্রাণাধিকে! তোমাকে লাভ করিয়া ধন্য হইলাম বটে, কিন্তু উপস্থিত আমার আর্থিক অবস্থা বড়ই মন্দ। সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি—এই মাত্র; তদ্ভিন্ন তোমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করি, এমন কোন গুণ আমাতে নাই!”

পোর্সিয়া পূর্ব্ব হইতেই বেসানিওর গুণে মুগ্ধ। বিশেষ, তিনি প্রচুর ধনসম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। স্বামী দরিদ্র, তাহাতে তাঁহার ক্ষতি কি?

অতএব বেসানিওর এ কথায় দুঃখিত হইয়া, সলজ্জ-বিনয়-বচনে উত্তর করিলেন, "এ কি কথা কহিতেছ, প্রিয়তম! তোমা অপেক্ষা কি অর্থই আমার বড় হইল? তুমি অশেষ গুণে গুণবান্,—আমিই তোমার পত্নী নামের অযোগ্য! যদি আমি ইহা অপেক্ষা শত সহস্র গুণে রূপবতী ও ধনবতী হইতাম, তাহা হইলে একদিন তোমার পত্নী বলিয়া সাহস করিতে পারিতাম।—নাথ! তুমিই নিজগুণে দাসীকে গ্রহণ করো।"

অতঃপর আপনাকে অধিকতর হীন প্রতিপন্ন করিয়া আবার কহিলেন, "স্বামিন্! আমি সর্ব্বপ্রকারে অশিক্ষিতা, অনুপদিষ্টা ও অনভিজ্ঞা; তবে আমার শিক্ষার বয়স এখনও অতিক্রম করে নাই। এখন হইতে তুমি যেরূপ শিখাইবে, আমি সেইমত শিখিব। তুমি যে পথে চালাইবে, সেই পথে চলিব। এখন হইতে আমি সম্পূর্ণরূপে তোমার অধীনতা স্বীকার করিলাম। আমি বা আমার-বলিতে-যাহা কিছু আছে, এখন হইতে সে সমস্তই তোমার হইল। আমার এই সুরম্য অট্টালিকা, যাবতীয় ধন-সম্পত্তি, আজ্ঞাবহ দাস দাসী,—সকলই এখন তোমার;—নিঃস্ব বলিয়া দুঃখ করো কেন নাথ? প্রণয়োপহার স্বরূপ, এই অঙ্গুরীয় গ্রহণ করো; এই অঙ্গুরীর সহিত আমার জীবনের যাহা কিছু, সকলই তোমাকে অর্পণ করিলাম!"

এই বলিয়া সুকোমল কর-পল্লব হইতে একটি অঙ্গুরীয়ক উন্মোচন করিয়া, প্রিয়তম বেসানিওর অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিলেন। বেসানিও, স্ত্রী-চরিত্রের এরূপ মহত্ত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। কৃতজ্ঞতায় তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত ও চক্ষু বাষ্পপূর্ণ হইল। হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না। তিনি কিয়ৎক্ষণ নির্নিমেষ নয়নে পোর্সিয়ার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। অতঃপর অসম্পূর্ণ-বাক্যে হৃদয়ের গাঢ় অনুরাগ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। পরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন, "প্রাণাধিকে! সাদরে আমি তোমার এই প্রণয়োপহার গ্রহণ করিলাম। অঙ্গীকার করিতেছি, এই অঙ্গুরীয় আজীবন আমার হস্তে থাকিবে,—কখন ইহা হস্তান্তরিত হইবে না!"

যৎকালে গুণবতী পোর্সিয়া, বেসানিওকে পতিত্বে বরণ করিতে অঙ্গীকার করিলেন, সে সময় বেসানিওর সহচর গ্রাসিয়ানো এবং পোর্সিয়ার সহচরী নরিসা তথায় উপস্থিত ছিল। গ্রাসিয়ানো প্রভুকে সফলকাম

হইতে দেখিয়া; ঐ সময় আপনার বিবাহের নিমিত্ত প্রভুর অনুমতি প্রার্থনা করিল।

মহানুভব বেসানিও অতিমাত্র হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, "গ্রাসিয়ানো! আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বলিতেছি,—যদি তোমার মনোমত প্রণয়িনী মিলিয়া থাকে, তবে এই দণ্ডেই বিবাহ করো।"

গ্রাসিয়ানো বিনীতভাবে উত্তর করিল, "মহাশয়, আমি কর্ত্রীঠাকুরাণীর সহচরী নরিসাকে ভাল বাসিয়াছি এবং নরিসাও আমাকে ভাল বাসিয়াছেন, আর অঙ্গীকার করিয়াছেন, যদি তাঁর কর্ত্রীঠাকুরাণী আপনাকে বিবাহ করেন, তাহা হইলে নরিসাও আমাকে বিবাহ করিবেন।"

পোর্সিয়া, নরিসাকে জিজ্ঞাসিলেন, "এ কথা সত্য কি না?" নরিসা বিনীত-ভাবে উত্তর করিল, "ঠাকুরাণী! হাঁ ইহা সত্য বটে;—তবে আপনার অনুমতি-সাপেক্ষ।"

উন্নতমনা পোর্সিয়া, সানন্দচিত্তে এই শুভকার্য্যে সম্মতিদান করিলেন। বেসানিও-ও আনন্দপ্রকাশ করিয়া কহিলেন, "গ্রাসিয়ানো, ভালো ভালো। —তোমাদের এই শুভ বিবাহোপলক্ষে আমাদের পরিণয়োৎসব বড় সুখের ও আনন্দের হইল।"

---

(৯)

প্রণয়ের এই প্রীতিপদ শুভ মুহূর্ত্তে, এক আকস্মিক অশুভ ঘটনার সূত্রপাত হইল। সকলেই হাসি খুসি ও আমোদ-আহ্লাদ করিতেছে, এমন সময় আণ্টনিওর নিকট হইতে এক বার্ত্তাবহ একখানি পত্র লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। পত্রে এক ভয়াবহ অশুভ সংবাদ লিখিত ছিল। বেসানিও পত্র পাঠ করিয়া, বার-পর-নাই উৎকণ্ঠিত ও ব্যাকুল হইলেন। ভয়ে তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল। পোর্সিয়া, স্বামীকে লিপিপাঠে অকস্মাৎ এরূপ বিমর্ষ দেখিয়া, মনে মনে ভাবিলেন, "হয়ত লিপিমধ্যে স্বামীর-আমার কোন বিশিষ্ট আত্মীয় ব্যক্তির মৃত্যুসংবাদ লিখিত আছে।" এই ভাবিয়া সভয়ে, সন্দিগ্ধচিত্তে কহিলেন, "প্রিয়তম! অকস্মাৎ এরূপ অধীর হইলে কেন? পত্রে কি কোন অমঙ্গল সংবাদ নিহিত আছে?"

বেসানিও সবিষাদে, দীর্ঘনিশ্বাসসহকারে উত্তর করিলেন, "প্রাণাধিকে! সংবাদ যে অতি অশুভ ও ভয়াবহ, তাহার আর সন্দেহ কি! হায়, আমি অতি মন্দভাগ্য! তোমার নিকট আমি হৃদয়ের সকল কথা বলিয়াছি। বলিয়াছি যে, আমি অতিমাত্র নির্দ্ধন ও নিঃসম্বল; কিন্তু আমার আরও বলা উচিত ছিল যে, কেবলই যে আমার কিছু নাই তাহা নহে, অধিকন্তু আমি ঋণগ্রস্থ!"

এই বলিয়া পোর্সিয়া সমীপে একে একে সকল কথা বিবৃত করিলেন। প্রিয়বন্ধু আণ্টনিওর নিকট যে কারণ ঋণ-বাঞ্ছা, তাঁহার নিকট টাকা না থাকায় ইহুদী বণিক্ সাইলকের নিকট গমন ও যে সর্ত্তে সেই পাপিষ্ঠের নিকট আণ্টনিওর ঋণগ্রহণ,—একে একে সকল কথা বলিলেন। তারপর, ঋণগ্রহণের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিলে, পাপিষ্ঠ সাইলক্ যে উপায়ে আণ্টনিওর শরীর হইতে অর্দ্ধ সের মাংস কাটিয়া লইতে পারিবে, তাহাও আনুপূর্ব্বিক প্রকাশ করিলেন। অধিকন্তু বলিলেন যে, তাঁহারই জন্য উদারহৃদয় আণ্টনিওর আজ এই দশা! বেসানিওর ক্ষোভের আর সীমা রহিল না। অতঃপর সবিষাদে, কম্পিতকণ্ঠে তিনি পোর্সিয়াকে প্রিয়বন্ধু আণ্টনিওর পত্র পাঠ করিয়া শুনাইলেন :—"প্রিয় বেসানিও! আমার বাণিজ্য-জাহাজগুলি নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছে। এদিকে ইহুদী বণিকের ঋণ পরিশোধের দিনও উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে! সুতরাং খতের সর্ত্তানুসারে আমার মৃত্যু সন্নিকট! অন্তিমকালে তোমাকে একবার দেখিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু ভাই! তোমার মনে যে ভাবের উদয় হয়, সেই মত কার্য্য করিও।—যদি আমাকে আন্তরিক ভালবাস বলিয়া প্রাণের টানে আসিতে চাও, ত আসিও,—নচেৎ আমার পত্রের অনুরোধে আসিবার আবশ্যক নাই।"

এই লোমহর্ষণ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, পোর্সিয়াও অত্যন্ত উদ্বিগ্না হইলেন। তিনি বেসানিওকে কহিলেন, "প্রিয়তম! তুমি এখনই ইহার প্রতিকার করো। যাও,—ঋণের বিংশতি গুণ মুদ্রা দিয়াও তাঁহাকে উদ্ধার করো! এমন উদারচেতা অকৃত্রিম বন্ধুর এরূপ সর্ব্বনাশ হওয়া ত দূরের কথা,—তাঁহার মস্তকের একগাছি কেশও নষ্ট না হয়, তৎপক্ষে যে-কোনও উপায় উদ্ভাবন করা একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষ, সেই মহাত্মা তোমারই জন্য এই বিপদজালে জড়িত! আহা, এ দুঃখের কি আর সান্ত্বনা আছে?"

দয়াবতী পোর্সিয়া তখনই বেসানিওকে শাস্ত্রসম্মত পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাহার কারণ, উভয়ের পরিণয়কার্য্য সমাধা হইলে, আইনানুসারে পোর্সিয়ার সমস্ত ধন-সম্পত্তি বেসানিওর নিজস্ব বলিয়া গণ্য হইবে;—আর বেসানিও-ও তখন অনায়াসে সেই অর্থসাহায্যে প্রিয়তম বন্ধুকে মুক্ত করিতে পারিবেন। তাহাই স্থির হইল। উপাসনা-মন্দিরে উভয়ের উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। বলা বাহুল্য, প্রভুদ্বয়ের পরিণয়ের সঙ্গে সঙ্গে, গ্রাসিয়ানো ও নরিসারও বিবাহকার্য্য হইয়া গেল।

---

(১০)

বিবাহও হইয়া গেল, আর বেসানিও-ও গ্রাসিয়ানোকে সঙ্গে লইয়া, অতিমাত্র ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া, তৎক্ষণাৎ ভেনিস্ যাত্রা করিলেন। কিন্তু হায়! নিষ্ঠুর ভবিতব্য! তিনি পঁহুছিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার প্রাণ-প্রতিম প্রিয়তম বন্ধু আণ্টনিও, ঋণ-দায়ে কারারুদ্ধ হইয়াছেন!

বিপুল অর্থ সঙ্গে লইয়া, বেসানিও তখন আরও ব্যাকুল অন্তরে সাইলকের নিকট উপস্থিত হইলেন।—"যত ইচ্ছা টাকা লও, বন্ধুকে অব্যাহতি দাও"—এইরূপ বিস্তর কাকুতি-মিনতি করিলেন। কিন্তু পাপিষ্ঠ সাইলকের অন্তর তাহাতে গলিল না। "ঋণ-পরিশোধের মিয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এখন আর টাকা লইব কেন?—খতের সর্ত্তানুসারে আণ্টনিওর দেহ হইতে অর্দ্ধসের মাংস চাই"—চণ্ডাল-প্রকৃতি ইহুদী বণিকের মুখে কেবল এই একই কথা! পাপিষ্ঠ, সে টাকা স্পর্শও করিল না।

বেসানিওর আন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। প্রাণ দুরু দুরু কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু হায়! কি হইবে,—আর উপায় নাই! অতি সভয়ে, প্রাণাঘাতী সংশয়াকুলচিত্তে, তিনি বিচারদিনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ভেনিস্‌রাজের নিকট এই নৃশংস কাণ্ডের বিচার হইবে। বেসানিওর মনের অবস্থা তখন কিরূপ, পাঠক তাহা অনুভবে বুঝিয়া লউন!

---

(১১)

পোর্সিয়া প্রিয়তম বেসানিওকে হাসিমুখে, আশ্বাসবাক্যে বিদায় দিয়া কহিয়াছিলেন, 'এখানে ফিরিবার সময় তোমার প্রিয়বন্ধু আণ্টনিওকে সঙ্গে লইয়া আসিও।' কিন্তু স্বামীর প্রস্থানের পর, একাকিনী হওয়ায়, তিনি বড়ই শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন হইলেন। মনে কেমন একটা 'খট্‌কা' লাগিল। তিনি নিবিষ্টচিত্তে আণ্টনিওর উদ্ধার বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তায় সুফল ফলিল। তিনি মনে মনে এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। কিন্তু ইতি-পূর্ব্বে তিনি স্বামীর নিকট অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, চিরদিন স্বামীর অনুগতা থাকিবেন, স্বেচ্ছায় কোন কাজ করিবেন না ;—এখন তবে এই মনঃসঙ্কল্পিত দুরূহ কাজ করেন কিরূপে ? আবার ভাবিলেন, পতির প্রিয়তম বন্ধু ঘোর বিপদাপন্ন,—তাঁহার প্রাণ সংশয়,—এমন অবস্থায় পতি-বন্ধুর কোন উপকারের জন্য সকলই করা যায়। শেষে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, স্বয়ং ভেনিস্-যাত্রা করিয়া, বিচারালয়ে, আণ্টনিওর পক্ষ সমর্থন করিবেন।

বেলেরিও নামক একজন সুবিজ্ঞ কৌন্সলীর সহিত পোর্সিয়ার কুটুম্বিতা ছিল। পোর্সিয়া তাঁহাকে উপস্থিত বিপদের বিষয় আদ্যোপান্ত লিখিয়া পাঠাই-লেন, এবং আইনের কোন্ যুক্তি অবলম্বনে আণ্টনিওকে মুক্ত করা যায়, সে বিষয়েও তাঁহার পরামর্শ জানিতে চাহিলেন। অধিকন্তু ব্যবস্থাপকের পরিচ্ছদটিও চাহিয়া পাঠাইলেন। যথাসময়ে বেলেরিও সেই পত্রবাহক দ্বারা পোর্সিয়ার পত্রের প্রত্যুত্তর ও ব্যবস্থাপকের পরিচ্ছদ প্রভৃতি পাঠাইয়া দিলেন।

রূপবতী পোর্সিয়া অতি সাবধানে সেই ব্যবস্থাপকের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া পুরুষবেশ ধারণ করিলেন। সহচরী নরিসাও পুরুষবেশ ধারণ করিল। পোর্সিয়া সাজিলেন—পুরুষ কৌন্সলী, আর নরিসা সাজিল—তাঁহার পুরুষ-কেরাণী। এই ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া অনতিবিলম্বে তাঁহারা ভেনিস্‌যাত্রা করিলেন, এবং যথাসময়ে একেবারে বিচারালয়ে উপস্থিত হইলেন।

ভেনিস্-রাজ তখন অমাত্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, সাইলক্-আণ্টনিওর অদ্ভুত মোকদ্দমার বিচার করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। চারিদিক্ লোকে লোকারণ্য। অকস্মাৎ নরিসা-সমভিব্যাহারে পোর্সিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া, ভেনিস্-রাজকে অভিবাদন পূর্ব্বক, একখানি পত্র দিলেন। ঐ পত্র, সুবিজ্ঞ

কৌন্সলী বেলেরিওর লিখিত। বেলেরিও রাজাকে এই মর্ম্মে লিখিতেছেন যে, এই মোকদ্দমায় তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া আণ্টনিওর পক্ষ সমর্থন করিবেন একান্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ তাহা ঘটিয়া উঠিল না। অগত্যা প্রতিনিধি-স্বরূপ এই পত্র-বাহক কৌন্সলী বল্‌থসরকে পাঠাইতেছেন, ইহাঁকে প্রতিবাদীর পক্ষ সমর্থন করিতে দিলে তিনি বাধিত হইবেন।—বল্‌থসর বয়সে যুবা হইলেও ব্যবস্থা-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও অতি বিচক্ষণ।

সুবিজ্ঞ কৌন্সলী বেলেরিওর অনুরোধ লিপি পাঠ করিয়া, ভেনিস্ রাজ আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। যুবা বল্‌থসরকে, প্রতিবাদী আণ্টনিওর পক্ষ সমর্থন করিতে অনুমতি দিলেন। কিন্তু এই অপরিচিত যুবকের মনোহর রূপলাবণ্য দেখিয়া, তাঁহার মনে বিস্ময়ের আবির্ভাব হইতে লাগিল। অধিকতর বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই অতি তরুণবয়স্ক যুবক আইনের কূট তর্কের ভিতর কিরূপে প্রবেশ করিবে?

---

(১২)

তদনন্তর এই গুরুতর অভিযোগের বিচার আরম্ভ হইল। ছদ্মবেশধারিণী পোর্সিয়া আসনে উপবিষ্টা হইয়া, বিচারসভার চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন যে, এক পার্শ্বে নির্দ্দয় ইহুদী, মূর্ত্তিমান্ প্রতিহিংসারূপে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে মূর্ত্তি অতি ভীষণ, অতি ভয়াবহ—স্থির, নিশ্চল, পাষাণবৎ। অন্যদিকে দেখিলেন, বিপন্ন আণ্টনিও প্রতিবাদিরূপে দণ্ডায়মান। পার্শ্বেই তিনি প্রিয়তম বেসানিওকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, প্রাণপাতি প্রিয়বন্ধুর বিপদে অতিমাত্র কাতর হইয়া সভয়ে, ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া আছেন। গ্রাসিয়ানোকেও দেখিতে পাইলেন। বলা বাহুল্য, ব্যবস্থাপকের বেশ পরিধান করায়, অন্যে পরে দূরের কথা, বেসানিও-ও প্রিয়তমা পোর্সিয়াকে চিনিতে পারিলেন না। এখানে বলা আবশ্যক যে, তাৎকালিক কৌন্সলিগণ, আইনের মীমাংসার সহিত নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য্যও করিতেন।

সাইলক্-আণ্টনিওর এই অদ্ভুত মোকদ্দমা দেখিবার জন্য নানাশ্রেণী লোকের সমাগম হইয়াছিল। চারিদিক্ লোকে লোকারণ্য; কিন্তু একটু 'টু'

শব্দও নাই। বিচারসভা নিস্তব্ধ ও গম্ভীর। পোর্সিয়া সম্পূর্ণরূপে সাহসে ভর করিয়া, এই দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। নারীজনোচিত কমনীয়তা, ভয় ও লজ্জা,—এককালে অন্তর হইতে অন্তর্হিত করিলেন। তিনি, বাদী ইহুদী-বণিকের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া গম্ভীরভাবে কহিলেন, "সাইলক্! যতদূর বুঝিলাম, তাহাতে ভরসা করি, আমাকে আর এ মোকদ্দমায় অধিক তর্ক-বিতর্ক করিতে হইবে না। প্রতিবাদী আণ্টনিও, খতের সর্ত্তানুযায়ী, আইনানুসারে অবশ্যই দণ্ড পাইবার যোগ্য। তৎপক্ষে আর কথাটি নাই। যেহেতু, ইহার ঋণ-পরিশোধের মিয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু উপস্থিত আপনাকে এই খতের সর্ত্ত, একেবারে ভুলিয়া যাইতে হইতেছে। কেবল দয়াগুণে, আণ্টনিওকে ক্ষমা করুন। খতের সর্ত্ত, আইনের তর্ক,—এ সব কিছু নয়,—কেবল দয়া।—আপনার দয়া ব্যতীত আণ্টনিওর প্রাণরক্ষা হয় না!"

এই বলিয়া দয়া সম্বন্ধে, অতি মধুরস্বরে, সুললিত ভাষায় একটি বক্তৃতা দিলেন। সে বক্তৃতাটি অতি মনোজ্ঞ;—সকলেরই হৃদয় তাহাতে দ্রব হইল,—দ্রব হইল না কেবল হৃদয়হীন সাইলকের। পাপিষ্ঠের মুখে কেবল সেই একই কথা,—"খতের সর্ত্ত চাই!—আণ্টনিওর দেহ হইতে অর্দ্ধ সের মাংস চাই!"

এবার পোর্সিয়া, সাইলক্‌কে জিজ্ঞাসিলেন, "ভালো, আণ্টনিও কি, ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম?"

বেসানিও অমনি উত্তর করিলেন, "সাইলক্ তাহার আসল টাকার উপর যত গুণ লইয়া সন্তুষ্ট হয়, এখনই তাহা দিতেছি।" কিন্তু প্রতিহিংসা-পরায়ণ, ক্রূরমতি, সাইলক্ তাহাতে কর্ণপাত করিল না;—আণ্টনিওর দেহ হইতে অর্দ্ধ-সের মাংস লইবার বিনিময়ে সে কিছুই চাহিল না। তখন বেসানিও একান্ত কাতর হইলেন, কৌন্সলীকে সানুনয়ে বলিলেন, "আপনি কি কোন প্রকারে এই ক্রূর নীতি পরিবর্ত্তন করিয়া, আমার বন্ধুকে উদ্ধার করিতে পারেন না?"

কৌন্সলি বেশধারিণী পোর্সিয়া, অতি গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "না, তাহা হইতে পারে না। যে নীতি, সকলের সম্মতিক্রমে দেশমধ্যে প্রচলিত,—ভেনিসে এমন ক্ষমতা কাহারও নাই, যে তাহার পরিবর্ত্তনে সমর্থ।"

কৌন্সলীর কথায়, সাইলকের আনন্দ হইল; ভাবিল, কৌন্সলী তাহারই পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। আনন্দের সহিত, সে বলিয়া উঠিল, "আহা!

স্বয়ং ধর্ম্মদেব বিচারস্থলে আসীন! হে তরুণ যুবক! কেমন করিয়া আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধার পরিচয় দিব, বুঝিতে পারিতেছি না। এমন তরুণ বয়সেও, বিচারে আপনি কি প্রবীণ!”

অনন্তর পোর্সিয়া, সাইলকের নিকট হইতে খত খানি দেখিতে চাহিলেন। তাহা পাঠ করিয়া তিনি বলিলেন, “হাঁ, দেখিতেছি, টাকা পরিশোধের দিন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এবং এই খতের সর্ত্ত অনুযায়ী, সাইলক্, আণ্টনিওর দেহ হইতে অর্দ্ধসের মাংস কাটিয়া লইতে পারে।” তারপর তিনি ইহুদীকে বলিলেন, “সাইলক্, অনুগ্রহ করো। তিন গুণ টাকা লও, আণ্টনিওকে অব্যাহতি দাও; আর মন খুলিয়া বলো, আমি এ খত খানি ছিঁড়িয়া ফেলি।”

কিন্তু সাইলকের সেই একই কথা;—সে বলিল, “কিছুতেই তাহা হইবে না; দণ্ডনীতির নিয়ম অনুসারেই আপনি বিচার করিতে বাধ্য। মনুষ্যের এমন ক্ষমতা নাই যে, আমাকে অন্য মত করাইতে পারে,—ইহা আমি শপথ করিয়া বলিতেছি!”

তখন আণ্টনিও বলিলেন, “আমিও আনন্দের সহিত বলিতেছি, বিচারক আপন আজ্ঞা প্রচার করুন।”

পোর্সিয়া। তবে তুমি প্রস্তুত হও,—সাইলক্ তাহার কার্য্য করুক।

সাইলক্ বড় আনন্দেই ছুরীতে ‘শাণ’ দিতে বসিল।

পোর্সিয়া সাইলককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি ত আণ্টনিওর দেহ হইতে মাংসখণ্ড কাটিয়া লইবে, কিন্তু ঠিক ওজন করিয়া লইবার জন্য তুলাদণ্ড আনিয়াছ ত?” সাইলক্ তাহা আনিয়া রাখিয়াছিল। পরে তিনি আবার বলিলেন, “কোন অস্ত্র-চিকিৎসককে এখানে আনিয়া রাখ; কি জানি, মাংস কাটিয়া লইলে অধিক রক্ত বাহির হওয়ায় আণ্টনিওর মৃত্যু ঘটিতে পারে।”

সাইলক। আমার এ খতে কি এমন কোন কথা লেখা আছে?

পোর্সিয়া। তা নাই বটে, কিন্তু নাই বা থাকিল! তোমার কি এ দয়া টুকুও নাই?—এই দয়াটুকুর জন্যই না হয় এইরূপ করিলে!

সাইলক্ সে কথা শুনিল না।

পরে পোর্সিয়া, আণ্টনিওকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আণ্টনিও, তোমার কি কিছুই বলিবার নাই?”

আণ্টনিও ধীরভাবে উত্তর করিলেন, "অতি সামান্যই বলিবার আছে। মৃত্যুর জন্য আমি প্রস্তুত হইয়াছি। প্রিয়বন্ধু বেসানিও, বিদায় দাও তোমারই জন্য আমার এ দশা ঘটিল,—ইহা মনে করিয়া, কখন কষ্ট পাইও না। তোমার প্রিয়তমাকে আমার কথা বলিও। আর বলিও, তোমায় আমায় কি অকৃত্রিম প্রেম-ডোরে বাঁধা ছিলাম! তিনি যখন আমার জীবনের কাহিনী সমস্তই শুনি-বেন, বুঝিতে পারিবেন, বেসানিওকে অন্তরের সহিত আর একজনও কিরূপ ভালবাসিত!"

বন্ধুর সেই চির-বিদায়কালীন কথাগুলি বেসানিওর মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধিল; অতি কাতরভাবেই বেসানিও বলিলেন, "বন্ধু, যাহাকে বিবাহ করিয়াছি, তাহাকে আপন শোণিততুল্য ভালবাসি। কিন্তু সেই প্রিয়তমা পত্নী, আত্ম-জীবন, এমন কি সমস্ত পৃথিবীও তোমার জীবনের নিকট, আমি অতি সামান্যই মনে করি! হায়! সে সমস্তই, এই পাপিষ্ঠকে দিয়াও যদি তোমাকে পাই!

পোর্সিয়া। মহাশয়ের পত্নী এখানে উপস্থিত থাকিলে, বোধ হয়, মহাশয়ের এ দানের প্রশংসা করিতেন না!

গ্রাসিয়ানো, সকল রকমেই প্রভুর অনুকরণপ্রিয় ছিল। সে তখন, পোর্সিয়া-সহচরী, সেই লেখকের বেশধারিণী নরিসার নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিল, "আমারও স্ত্রী আছে, আমিও তাহাকে বড় ভালবাসি। কিন্তু আমার মনে হয়, সে যদি স্বর্গে গিয়া কোন দেবতার কৃপায়, এই কঠিনহৃদয় সাইলকের অন্তরে একটু দয়া দিতে পারে, ত আমি তাহাতে কুণ্ঠিত হই না!"

নরিসা অমনি বলিল, "পিছনে বলিলে, ভালোই করিলে। কিন্তু তোমার স্ত্রীর সাক্ষাতে এরূপ বলিলে, বোধ হয় ঘরে তিষ্ঠান ভার হইত!"

এ 'বাজে' কথাগুলা, সাইলকের ভালো লাগিল না। সে বড়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিল। অধীরভাবে বলিল, "আমরা বৃথা সময় কাটাইতেছি;—ধর্ম্মাধিকরণের আজ্ঞা প্রচার হউক!"

বিচার স্থলে উপস্থিত ব্যক্তিগণ, আণ্টনিওর প্রতি নিদারুণ দণ্ডাজ্ঞা শুনিবার অপেক্ষায়, ভয়ে ও দুঃখে স্থির হইয়া রহিল।

পোর্সিয়া সাইলককে বলিলেন, "আণ্টনিওর দেহের অর্দ্ধসের মাংস তোমার

প্রাপ্য।—তুমি উহার বক্ষঃস্থল হইতে ঐ পরিমাণ মাংস কাটিয়া লইবে,—ইহাই আইন-সঙ্গত বিচার।”

তখন সাইলকের আনন্দ দেখে কে! সে বলিয়া উঠিল, “হে বিচারক বর! তুমি সাক্ষাৎ ধর্ম্মাবতার বটে!” অতঃপর সে, হৃষ্টমনে ছুরিখানা আর একবার শাণ দিয়া লইল, আণ্টনিওর প্রতি চাহিয়া বলিল, “আইস, প্রস্তুত হও!”

তখন পোর্সিয়া বলিলেন, “সাইলক্, একটু অপেক্ষা করো, আর একটা কথা আছে। এই খতে ইহাই স্পষ্ট উল্লিখিত আছে যে, কেবলমাত্র অর্দ্ধসের পরিমিত মাংসই আণ্টনিওর দেহ হইতে তুমি কাটিয়া লইবে;—শোণিত সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। অতএব খতের সর্ত্ত অনুযায়ী মাংসখণ্ডই কাটিয়া লও, কিন্তু দেখিও, যেন একবিন্দুও শোণিতপাত না হয়! মাংস কাটিবার সময় যদি তুমি খৃষ্টানের শোণিতপাত করো, তবে ভেনিস্-নগরীর প্রচলিত আইনমতে, তোমার অর্থরাশি ও সকল সম্পত্তিই রাজ-অধিকার-ভুক্ত হইবে।”

কি সর্ব্বনাশ! বিনা রক্তপাতে, মাংস কাটা কি সম্ভব? অথচ, খতেও লেখা আছে, ‘কেবলমাত্র অর্দ্ধসের মাংস,’—শোণিতের ত কোন কথাই নাই। পোর্সিয়ার এই অভিনব সূক্ষ্ম তর্ক দ্বারাই আণ্টনিওর জীবন রক্ষা হইল। উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী, তরুণ যুবার এই বিচারবুদ্ধি দেখিয়া, ধন্য ধন্য করিতে লাগিল, এবং সে সময় বিচারগৃহ আনন্দ-কোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। গ্রাসিয়ানো আর থাকিতে পারিল না, সাইলকের কথায় বলিয়া উঠিল,—“সাইলক্, দেখ, দেখ, সাক্ষাৎ ধর্ম্মাবতার বিচার-আসনে আসীন!”

সাইলকের বড় আশায় ছাই পড়িল! সে আপন নিষ্ঠুর অভিপ্রায় সাধনে ব্যর্থমনোরথ হইয়া কাতরকণ্ঠে বলিল, “তবে তাহাই হউক,—তিনগুণ টাকা দিতেই আজ্ঞা হয়,—আমি আর কিছু চাহি না।”

আণ্টনিওর জীবন রক্ষা হইল দেখিয়া, বেসানিও অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, এবং ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া, তৎক্ষণাৎ সাইলক্‌কে টাকা দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু পোর্সিয়া তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন, “থামো, এত ব্যস্ত হইও না। সাইলক্ বিচারপ্রার্থনা করে, বিচারই করিব।—সাইলক্,মাংস কাটিয়া লইতে প্রস্তুত হও, কিন্তু মনে রাখিও, যেন একবিন্দু শোণিতপাত না হয়। তার পর, অর্দ্ধসের মাংসের যদি তিলমাত্রও কম-বেশী হয়, এমন কি যদি এক গাছি কেশ

মাণও এদিক-ওদিক হয়, তবে জানিও, ভেনিসের আইনানুসারে তোমার প্রাণদণ্ডও হইবে, ধন-সম্পত্তিও যাইবে।"

ধন-প্রাণে মারা যাইতে হয় দেখিয়া, সাইলক্ বলিল, "আমি সুদ চাহি না, কিছুই চাহি না, আমার আসল টাকাটাই দাও, আমি চলিয়া যাইতেছি।"

বেসানিও। এই লও।

সাইলক্ টাকা লইতে উদ্যত হইয়াছে, পোর্সিয়া আবার বাধা দিলেন, বলিলেন,—

"সাইলক্, বিলম্ব করো ; তোমার বিরুদ্ধে আরও কিছু আছে! ভেনিসের আইন এই যে, যে কেহ, এই দেশবাসী কোন ব্যক্তির জীবননাশের জন্য কোনরূপ প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ উপায় অবলম্বন করিবে, তাহার সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ সেই বাদী পাইবে, অপর অর্দ্ধাংশ রাজ-কোষ-ভুক্ত হইবে। আর তাহার জীবন, রাজার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিবে। এই ব্যাপারে আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি, তুমি আণ্টনিওর প্রাণনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, এই অসদুপায় অবলম্বন করিয়াছিলে। অতএব বুঝিতে পারিতেছ, রাজার অনুগ্রহের উপর এখন তোমার জীবন-মরণ! অতএব নতজানু হইয়া, আপন জীবনের জন্য, দেশাধিপতির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো।"

ভেনিস্-রাজ বলিলেন, "সাইলক্, খৃষ্টানের হৃদয় তোমাদের অপেক্ষা অনেক মহৎ, তুমি না বলিতেই আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়াছি। কিন্তু তোমার সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ—আণ্টনিওর, অপর অর্দ্ধাংশ আমার রাজ্যের।"

উন্নতহৃদয় আণ্টনিও, সাইলকের সম্পত্তির প্রার্থী নহেন। তিনি বলিলেন, "আমি সাইলকের অর্থ চাহি না, আমার এই প্রাপ্য অংশ, তাহার মৃত্যুর পর, তাহার কন্যা ও জামতা পাইবে, এইরূপ সে দানপাত্র লিখিয়া দিউক।"

আণ্টনিও জানিতেন, সাইলকের একমাত্র কন্যা ছিল, তাহার নাম জেসিকা। জেসিকা পিতার অগোচরে, লরেঞ্জো নামক এক খৃষ্টান-যুবকের পাণিগ্রহণ করে। লরেঞ্জো, আণ্টনিওর এক বন্ধু। কন্যার এইরূপ আচরণে, সাইলক্ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল এবং কন্যাকে তাহার সকল সম্পত্তির অধিকারসত্ত্বে বঞ্চিত করিয়াছিল।

ইহুদী অগত্যা আণ্টনিওর প্রস্তাবে সম্মত হইল। একে সে প্রতিহিংসা চরিতার্থতায় বিফল মনোরথ হইল; তারপর তাহার যাবতীয় সম্পত্তি পরহস্তগত হইল দেখিয়া, সে, যার-পর-নাই কাতর ও অস্থির হইয়া পড়িল। শেষ অধীরভাবে ভেনিস্-রাজকে বলিল, আমার শরীর ভালো নাই, আমাকে গৃহে ফিরিতে অনুমতি করুন। দানপত্র প্রস্তুত হইলে, আমার বাড়ীতে পাঠাইতে হুকুম দিবেন,—আমি সেইখানে স্বাক্ষর করিয়া দিব যে, আমার সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ আমার কন্যার।”

রাজা তাহাকে গৃহে ফিরিতে অনুমতি দিলেন, কিন্তু বলিয়া দিলেন, “যদি তুমি তোমার এই নিষ্ঠুর আচরণের জন্য অনুতাপ করো ও আমাদের পবিত্র খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করো, তবে তোমার সম্পত্তির অপর অর্দ্ধাংশও তোমার প্রাপ্য হইবে।”

সাইলক্ গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

---

(১৩)

রাজা আণ্টনিওকে মুক্তি দিলেন এবং বিচার-সভা ভঙ্গ করিলেন। তিনি নবীন কৌন্সলীর বুদ্ধিমত্তার বিস্তর প্রশংসা করিলেন এবং তাঁহাকে মহা সমাদরে আপন গৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন। পাঠক জানেন, পোর্সিয়াই নবীন কৌন্সলী-বেশে এই সব করিতেছিলেন; তিনি জানিতেন, বিচার শেষ হইলেই তাঁহার স্বামী বেসানিও, বেল্‌মণ্টে প্রত্যাগমন করিবেন। তাই পোর্সিয়ার ইচ্ছা যে, স্বামীর পঁহুছিবার অগ্রেই, তিনি বেল্‌মণ্টে পঁহুছেন। এই জন্য, বিশেষ সম্মানের সহিত তিনি রাজাকে বলিলেন, “মহারাজের এই সদয় ব্যবহারে আমি অনুগৃহীত হইয়াছি, কিন্তু শীঘ্রই গৃহে ফিরিবার আমার একান্ত প্রয়োজন।”

রাজা কিছু দুঃখিত হইলেন। আণ্টনিওকে বলিলেন, “তুমি এই যুবার নিকট বিশেষরূপে ঋণী,—ইঁহার সমুচিত পুরস্কার করিও।”

রাজা, লোকজন সমভিব্যাহারে বিচারগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

বেসানিও পোর্সিয়াকে এ পর্য্যন্ত চিনিতে পারেন নাই, এখনও পারিলেন না। তিনি পোর্সিয়াকে বলিলেন, “মহাশয়, আপনারই বিচার-বুদ্ধিতে অদ্য

আমার বন্ধুর প্রাণরক্ষা হইয়াছে। সাইলক্ আমাদের নিকট যে তিন সহস্র মুদ্রা পাইত, তাহা আপনাকে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করিয়া সুখী করুন।"

আণ্টনিও বলিলেন, "এবং ঐ সঙ্গে আমাদের চিরকৃতজ্ঞতা ও হৃদয়ের একান্ত অনুরাগও আপনি গ্রহণ করুন।"

পোর্সিয়া কিছুতেই অর্থ লইতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "এই কার্য্য করিয়া আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি, সন্তোষই আমার পুরস্কার,— অন্য কিছুই আমি চাহি না।"

বেসানিও তথাপি ছাড়িলেন না। বার বার আগ্রহ দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন, "আপনার পরিশ্রমের মূল্যের জন্য কিছুই দিতেছি না, কিংবা তাহাও লইয়া কাজ নাই,—কিন্তু আমাদের কৃতজ্ঞ-হৃদয়ের উপহার, আপনাকে কিছু লইতেই হইবে।"

বার বার এইরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া পোর্সিয়া বলিলেন, "আপনারা দেখিতেছি কিছুতেই ছাড়িবেন না।" তখন তিনি আণ্টনিওর নিকট তাঁহার হস্তের দস্তানা ও বেসানিওর নিকট তাঁহার হস্তের অঙ্গুরীটি প্রার্থনা করিলেন।

চতুরা পোর্সিয়া, বেসানিওর নিকট অঙ্গুরীয় প্রার্থনা করিয়া ভাবিলেন, "ভবিষ্যতে ইহা লইয়া একটু আমোদ করিতে হইবে।"

অঙ্গুরী প্রার্থনা করাতে বেসানিও বড় সঙ্কুচিত ও অপ্রতিভ হইলেন। তাঁহার স্ত্রী, তাঁহার অঙ্গুলিতে এই অঙ্গুরীটি পরাইয়া দিবার সময় বলিয়া দিয়াছিলেন, "দেখিও, ইহা কখন কাহাকে দান করিও না, বিক্রয় করিও না, কিংবা কোন প্রকারে ইহা নষ্ট করিও না।" বেসানিও-ও স্থির করিয়াছিলেন, কখনও ইহা তিনি কোনও কারণে হস্তচ্যুত করিবেন না। কিন্তু এখন উপায়? এখন তিনি কি করেন? বেসানিও বড় বিপদে পড়িলেন।

তিনি বলিলেন, "মহাশয়, আমাকে ক্ষমা করুন, এ অঙ্গুরীটি আমি কিছুতেই দিতে পারিব না। আমি ঘোষণা করিয়া দিতেছি, এই ভেনিস্ নগরের মধ্যে বহুমূল্য ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট যে অঙ্গুরী পাওয়া যাইবে, তাহাই আপনাকে উপহার দিব।"

কিন্তু পোর্সিয়া, এ কথায় সম্মত হইলেন না। তিনি সেই অঙ্গুরটি ব্যতীত অন্য অঙ্গুরী বা আর কিছুই লইতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু যখন তাহা

পাইলেন না, তখন কিছু অসন্তোষের ভাণ করিয়া চলিয়া গেলেন; বলিয়া গেলেন, "মহাশয়, কাহাকে কিরূপে যাচ্ঞা করাইতে হয় এবং যাচ্ঞা করিলে, শেষে তাহাকে কিরূপ উত্তর দিতে হয়, তাহা আপনার নিকট শিখিলাম।"

তখন আণ্টনিও বলিলেন, "ভাই, বেসানিও, অঙ্গুরীটি ইহাঁকে প্রদান করো। আজ ইনি যে উপকার করিয়াছেন, তাহার তুলনায় এই অঙ্গুরীয় অতি তুচ্ছ। বিশেষ, তোমার আমার মধ্যে যে অকৃত্রিম প্রণয়, অন্ততঃ তাহার জন্যও, তোমার প্রিয়তমার বিরক্তির আশঙ্কা ত্যাগ করো।"

বেসানিও কিছু লজ্জিত হইলেন। অঙ্গুরীয়টি গ্রাসিয়ানোর হস্তে প্রদান পূর্ব্বক বলিয়া দিলেন, "যুবক কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছেন, তুমি শীঘ্র গিয়া এই অঙ্গুরীটি তাঁহাকে দিয়া আইস।"

গ্রাসিয়ানো পোর্সিয়াকে, বেসানিও-প্রদত্ত অঙ্গুরীটি প্রদান করিল। তখন নরিসা,—যে পোর্সিয়ার লেখকবেশে বিচারগৃহে উপস্থিত ছিল,—গ্রাসিয়ানোর নিকট তাহার অঙ্গুরীটি প্রার্থনা করিল। গ্রাসিয়ানো,—পাঠকের অবিদিত নহে,—সে সকল প্রকারেই প্রভুর অনুকরণ-তৎপর ছিল,—এ বিষয়েও অনুকরণ করিতে দ্বিধা বোধ করিল না,—অঙ্গুরীয়টি নরিসাকে দান করিল। বলা বাহুল্য, এ অঙ্গুরীয়টি নরিসাই গ্রাসিয়ানোকে দিয়াছিল।

এইরূপে পোর্সিয়া ও নরিসা, কৌশলপূর্ব্বক পরস্পরের স্বামীর অঙ্গুরীয় লাভ করিল। তখন পরস্পরের মধ্যে বড় একটা হাসির লহরী ছুটিল। সুন্দরীদ্বয় পরামর্শ আঁটিলেন,—"গৃহে গিয়া, এই ব্যাপার লইয়া, একটু মজা করিতে হইবে। বলিব, আমাদের প্রণয়ের নিদর্শন—সেই অঙ্গুরীয়ক কোথায় ফেলিলে? কাহাকে দিয়াছ? নিশ্চয়ই অন্য কোন রমণীর প্রেম-ফাঁদে পড়িয়া, তাহাকেই তাহা দান করিয়াছ!"

পোর্সিয়া ও নরিসা গৃহে যাত্রা করিলেন।

---

(১৪)

পোর্সিয়া, সঙ্গিনী নরিসার সহিত গৃহে ফিরিলেন। তাঁহার হৃদয় এখন আনন্দময়। কোন সৎকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া, হৃদয়ে যে বিমল আনন্দ জন্মে,

তৎকালে তিনি সেই আনন্দই উপভোগ করিতেছিলেন। চারিদিক্ চাহিয়া, তিনি যাহা কিছু দেখিতে লাগিলেন, সকলই সুন্দর! চাঁদ সুন্দর, চাঁদের উজ্জ্বল কিরণ আজ তাঁহার চক্ষে যেন আরও উজ্জ্বল বোধ হইল! চন্দ্র মেঘান্তরালে লুকাইল, পোর্সিয়াও স্বীয় ভবনের অতি নিকটবর্ত্তিনী হইলেন; দেখিলেন, তাঁহার গৃহ হইতে দীপ-রশ্মি নির্গত হইয়া অতি দূর পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়াছে। সেই আলোকরশ্মি, প্রেমময়ী পোর্সিয়ার চক্ষে বড় সুন্দর লাগিল। তিনি সঙ্গিনীকে বলিলেন, "দেখ, এই আলোকরেখা আমার গৃহ হইতে বাহির হইয়াছে; ক্ষুদ্র বর্ত্তিকা কতদূর পর্য্যন্ত আপন জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়াছে! সৎ-কর্ম্মের স্নিগ্ধ-জ্যোতিও এমনই করিয়া, এ পাপসংসারে প্রকাশিত হইয়া থাকে।"

নরিসা। যতক্ষণ চন্দ্রের আলোক ছিল, ততক্ষণ আমরা এ বর্ত্তিকালোক দেখিতে পাই নাই।

পোর্সিয়া। সে কথা ঠিক, উজ্জ্বলতর আলোকের মাঝে, ক্ষীণ জ্যোতি নিষ্প্রভ।

এমন সময়ে তিনি শুনিলেন, তাঁহার ভবনে সঙ্গীত হইতেছে। সেই নিস্তব্ধ সময়ে, তেমন প্রফুল্ল অন্তঃকরণে, তিনি শুনিলেন, সে সঙ্গীত বড়ই মনোহর! নরিসাকে বলিলেন, "সখি, দিবসে ত এমন সঙ্গীত কখন শুনি নাই! দিবসের অপেক্ষা রাত্রিতে সঙ্গীত কত মধুর লাগে!"

নরিসা। চারিদিকের নিস্তব্ধতাই এ সঙ্গীত এত মধুর করিয়া তুলিয়াছে।

পোর্সিয়া। দেখ, সঙ্গীতের ভালো মন্দ সঙ্গীতে বড় নাই, শ্রোতার মানসিক অবস্থার উপরই ইহা নির্ভর করিয়া থাকে। শুধু সঙ্গীত কেন,—সকল বিষয়েই এই নিয়ম খাটে। সময়োচিত বস্তুর বিকাশ, সকল সময়েই মধুর।

অনন্তর গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক তিনি বলিলেন, "সঙ্গীত বন্ধ করো; চাঁদ ঘুমাইয়াছে, তাহার ঘুম ভাঙ্গিও না।"

সঙ্গীত থামিল। পোর্সিয়া ও নরিসা শুনিলেন, তাঁহাদের স্ব স্ব স্বামী তখনও আসিয়া পঁহুছেন নাই। তাঁহারা তখন বিচার-গৃহের সে ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া, স্ব স্ব পরিচ্ছদ পরিয়া, স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

---

(১৫)

অল্পক্ষণ পরে, বেসানিও এবং গ্রাসিয়ানো সেখানে উপস্থিত হইলেন। বেসানিও প্রিয়বন্ধু আণ্টনিওকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। তিনি বন্ধুকে স্বীয় প্রিয়তমার সহিত আলপ-পরিচয় করিয়া দিলেন। পোর্সিয়া আণ্টনিওর সহিত মিষ্টালাপ করিতেছেন, এমন সময়ে শুনিলেন, গ্রাসিয়ানো ও নরিসায় কি একটা কলহ বাধিয়াছে। পোর্সিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কলহ করিতেছ কেন?—হইয়াছে কি?"

গ্রাসিয়ানো। ঠাকুরাণি, আপনার নরিসা, বিবাহ সময়ে আমাকে একটা সামান্য আংটী দেন,—সেই আংটীই এই বিবাদের মূল। আংটীতে লেখা ছিল,—'ভাল বেসো, মনে রেখো, ছেড় না আমারে' ইত্যাদি।

নরিসা। অঙ্গুরীর মূল্য কত,—তদুপরি যে পদ লিখিত ছিল, তাহা সামান্য কি অসামান্য,—সে সকল আলোচনায় ফল কি? আমি তোমাকে যখন তাহা দিয়াছিলাম, তুমি কি বলিয়াছিলে? প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক না বলিয়াছিলে, আজীবন তুমি তাহা হস্তে ধারণ করিবে? এখন কিন্তু তুমি বলিতেছ, তাহা কৌন্সলীর লেখককে দিয়াছ! কখনই না,—নিশ্চয়ই তুমি তাহা অন্য কোন রমণীকে দান করিয়াছ।

গ্রাসিয়ানো। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আংটী একটি বালককে দিয়াছি,—সে প্রায় তোমারই মত, তোমা অপেক্ষা উচ্চ হইবে না। যে কৌন্সলীর বুদ্ধি ও বিচার কৌশলে আণ্টনিওর প্রাণ রক্ষা হইয়াছে, বালকটি তাঁহারই সঙ্গে গিয়াছিল। বালক তাহার পরিশ্রমের বেতনস্বরূপ আমার অঙ্গুরীয় প্রার্থনা করাতে, আমি তাহাকে না দিয়া থাকিতে পারি নাই।"

পোর্সিয়া বলিলেন, "গ্রাসিয়ানো, দোষ তোমারই। তোমার প্রিয়তমার প্রথম প্রণয়-উপহার অন্যকে দান করা নিশ্চয়ই ভালো হয় নাই। আমিও আমার প্রিয়তম বেসানিওকে একটি অঙ্গুরীয় দিয়াছি, তিনি, সমগ্র পৃথিবীর বিনিময়েও তাহা পরিত্যাগ করিবেন না,—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। গ্রাসিয়ানো, তুমি তোমার প্রণয়িনীর অন্তরে বড়ই ক্লেশ দিয়াছ; আমি হইলে, বুঝি বা উন্মাদিনী হইতাম।"

তখন গ্রাসিয়ানো, আপন দোষ হইতে মুক্ত হইবার জন্য বলিল, "ঠাকুরাণি, আমার প্রভুও সে আংটীটি কৌন্সলীকে দান করিয়াছেন।"

পোর্সিয়া যাই শুনিলেন যে, তাঁহার স্বামীও তাঁহার সেই অঙ্গুরীয় অন্যকে দান করিয়াছেন, তখন কৃত্রিম কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন, "আমার স্বামীর উপযুক্ত কার্য্য ইহা হয় নাই। নরিসা যেরূপ বলিতেছিল, আমার বোধ হয় সে কথা মিথ্যা নহে,—নিশ্চয়ই সে আংটী অন্য কোন রমণী লাভ করিয়াছে!"

বেসানিও বড় দুঃখিত ও লজ্জিত হইলেন। কাতরভাবে বলিলেন, "সত্য বলিতেছি প্রিয়তমে, কোন রমণীকে তাহা দিই নাই। যদি তুমি জানিতে, কাহাকে সে অঙ্গুরীয় দিয়াছি, কাহার জন্য তাহা দিয়াছি, এবং কিসের জন্য দিয়াছি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তুমি আমার প্রতি এরূপ অসন্তুষ্ট হইতে না।"

পোর্সিয়া। যদি তুমি জানিতে, সে আংটীর কত ক্ষমতা, কিংবা যে তাহা তোমাকে দিয়াছিল, তাহার প্রণয় কতগভীর, অথবা তাহা ধারণ করাতে তোমার গৌরব কত, তবে নিশ্চয়ই তুমি তাহা ত্যাগ করিতে না।"

বেসানিও বড়ই লজ্জিত হইলেন। অনেক করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন,—

"আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, কোন রমণীকে তাহা দিই নাই। যে নবীন কৌন্সলীর বিচারকৌশলে আমার প্রিয়বন্ধুর প্রাণরক্ষা হইয়াছে, আমি তাঁহাকেই সেই প্রিয় অঙ্গুরীটি দিয়াছি। তিন সহস্র মুদ্রা তাঁহাকে দিতে চাহিয়াছিলাম, তাহা তিনি গ্রহণ করিলেন না। তিনি কেবলমাত্র আমার সেই অঙ্গুরীয়কটি প্রার্থনা করিলেন। প্রথমে আমি তাহা দিতে অস্বীকার করিলাম, তাহাতে তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন। প্রাণাধিক! বলো দেখি, সে অবস্থায় আমি কি করিতে পারি?—লজ্জায় পড়িয়া, বিষম দায়ে পড়িয়া, তাঁহাকে তাহা দান করিয়াছি। যাই হোক, এ যাত্রা তুমি আমায় ক্ষমা করো। আমি আর অধিক বলিব কি, যদি তুমি সেখানে উপস্থিত থাকিতে, তাঁহাকে সেই আংটীটি দিবার জন্য, হয় ত তুমি নিজেই আমাকে অনুরোধ করিতে।"

যখন এইরূপ বাদানুবাদ হইতেছে, তখন আণ্টনিও দুঃখিত হৃদয়ে বলিলেন, "হায়! আমিই এই অশান্তি ও কলহের কারণ!"

পোর্সিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক বলিলেন, "আপনি এ বিষয়ে ক্ষোভ-প্রকাশ করিবেন না।"

আণ্টনিও বলিলেন, "একবার আমি আমার বন্ধুর জন্য আমার দেহ বন্ধক দিয়াছিলাম ;——যে কৌন্সলী জন্য এই বিবাদ উপস্থিত, তিনি না থাকিলে, এতক্ষণ আমাকে মরিতে হইত,—সুতরাং আমি পুনর্ব্বার আমার বন্ধুর জন্য আমার দেহ আপনার নিকট বন্ধক রাখিতেছি, এবং সাহস করিয়া বলিতেছি, বন্ধু আর কখন আপনার কোনরূপ অবিশ্বাসের কাজ করিবেন না।"

পোর্সিয়া। তবে মহাশয়, আপনি আপনার বন্ধুর জামিন হইলেন ? আচ্ছা, এই আর একটি অঙ্গুরীয় দিতেছি, আপনার বন্ধুকে ইহা সাবধানে রাখিতে বলিয়া দিন।

বেসানিও অঙ্গুরীয় নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিলেন, এ ত সেই অঙ্গুরীয় ! তিনি নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। একি ! এ অঙ্গুরীয় কিরূপে পোর্সিয়ার হস্তগত হইল !

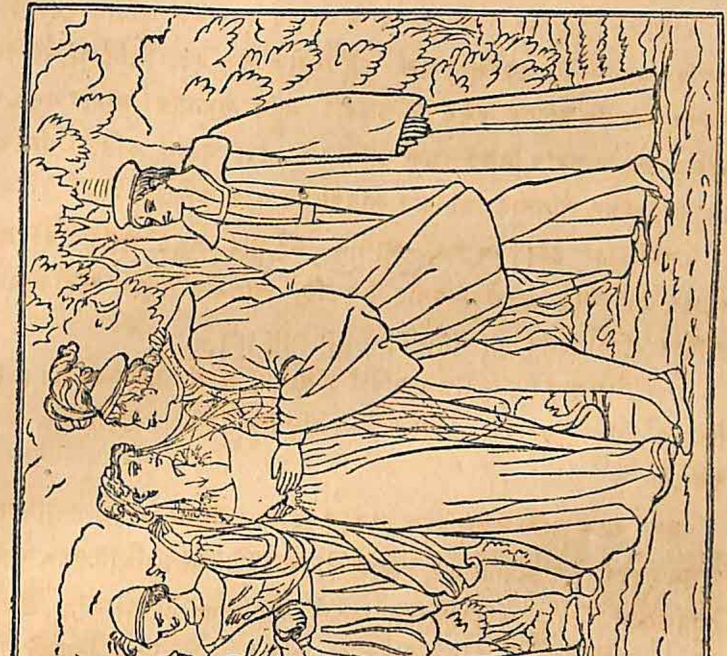
তখন একে একে সকল রহস্য প্রকাশ হইল। কেমন করিয়া পোর্সিয়া সেই নবীন কৌন্সলী সাজিয়াছিলেন, কেমন করিয়া তিনি সঙ্গিনী নরিসাকে আপনার লেখকরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন,—সেই সব কথা আদ্যোপান্ত প্রকাশিত হইল।

তখন বেসানিওর হৃদয়ে আনন্দ ও বিস্ময় যুগপৎ বিরাজ করিতে লাগিল। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার প্রিয়তমার সৎসাহস ও বুদ্ধিবিচারে তাঁহার বন্ধুর প্রাণ-রক্ষা হইয়াছে।

তারপর, পোর্সিয়া আণ্টনিওকে কয়খানি পত্র প্রদান করিলেন। ঘটনাক্রমে পত্রগুলি তাঁহারই হস্তগত হইয়াছিল। আণ্টনিও সেই পত্রপাঠে অবগত হইলেন যে, তাঁহার বাণিজ্যপোতগুলি জলমগ্ন হয় নাই, কিছু বিলম্বে সে গুলি বন্দরে আসিয়া পঁহুছিয়াছে।

এই শুভ সংবাদে সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। বড় সুখে আণ্টনিও ও বেসানিওর পবিত্র প্রণয়ের জয় হইল।

তারপর বেসানিও ও গ্রাসিয়ানো বিচারগৃহে আপন আপন পত্নীকে কেমন চিনিতে পারেন নাই, চাতুরী করিয়া পোর্সিয়া ও নরিসা কেমন তাঁহাদিগের নিকট হইতে অঙ্গুরীয় লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন,—এখন সেই সকল কথা লইয়া খুব হাসি-তামাসার পালা পড়িয়া গেল।



গ্রাসিয়ানো, নরিসার নিকট হইতে পুনর্ব্বার অঙ্গুরীয়ক পাইয়া আনন্দিত হইল; প্রফুল্ল অন্তরে এক কবিতা রচনা করিয়া বলিতে লাগিল,—

"বেঁচে থাকি যতদিন, ভাবিব না কিছু আর,
শঙ্কা মাত্র,—কোথা ফেলি, নরিসার উপহার!"



রোমিও জুলিয়েট।

(ROMEO AND GULIET.)

(১)

ইটালীর অন্তঃপাতী ভেরোনা নগরে দুই ঘর সম্ভ্রান্ত জমিদারের বাস ছিল। ইহাঁরা দুই বিভিন্ন বংশ। এক বংশের নাম—ক্যাপিউলেট, আর এক বংশের নাম—মণ্টেগ্। বহুকাল হইতে এই দুই বংশের মধ্যে বিষম বৈরিভাব চলিয়া আসিতেছিল। কালক্রমে সেই বৈরিভাব এরূপ প্রবল হয় যে, সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ ত দূরের কথা,—দূরবর্ত্তী জ্ঞাতি-কুটম্ব ও অনুচর-ভৃত্যগণও পরস্পর পরস্পরকে বিষনেত্রে দৃষ্টি করিত। এজন্য উভয়পক্ষের লোকজনেরও মুখ-দেখাদেখি একরূপ বন্ধ হয়। আর যদি-ই বা একবার মাত্র চোখোচোখি হইয়াছে,—তবে আর যায় কোথায়!—তখনই একটা-না-একটা 'ছুতা-নতা' ধরিয়া কলহ বাধাইয়া বসিত। ইহার পরিণাম—কখন বা বাক্-বিতণ্ডা-বচসা, কখন বা বিষম রক্তারক্তি ব্যাপার! অগত্যা ভেরোনার রাজপথও নিরুপদ্রব ছিল না। নগর মধ্যে প্রায়ই শান্তিভঙ্গ হইত।

(২)

একদা ক্যাপিউলেট্ দলপতি আপন ভবনে, মহা-সমারোহপূর্ব্বক এক নিশা-ভোজের আয়োজন করেন। এই উপলক্ষে বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্র-মহিলা ও

ভদ্র-মহোদয় নিমন্ত্রিত হন। কেবলমাত্র সেই বিপক্ষ মণ্টেগ্-বংশে নিমন্ত্রণ রহিত হইল। যথাসময়ে ভেরোনা নগরীর যাবতীয় বিখ্যাত সুন্দর-সুন্দরী, ক্যাপিউলেট্-ভোজে আগমন করিলেন! কর্ম্ম-কর্ত্তা সকলকেই যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা-আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। "রূপের হাট ও সৌন্দর্য্যের মেলায়" চারিদিক যেন ঝলসিতে লাগিল।

রোজালিন্ নাম্নী একটি সুন্দরী এই ভোজসভায় আহূতা হন। বিপক্ষ মণ্টেগ্-দলপতির প্রিয়-পুত্র রোমিও এই রমণীর একজন প্রেমপ্রার্থী। কিন্তু রূপ-যৌবন-গর্ব্বিতা রোজালিন্ সুন্দরী, রোমিওকে দেখিতে পারিতেন না,—অধিকন্তু ঘৃণা করিতেন। সরল হৃদয়, প্রেমিক রোমিও কিন্তু তথাপি রোজালিনের আশা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। অহর্নিশ প্রণয়িনীর মোহিনী-মূর্ত্তি ধ্যান করাই তাঁহার ব্রত ছিল। আহার-নিদ্রা লোক-সঙ্গ ত্যাগ করিয়া, বিরলে কেবলই তিনি রোজালিনের কথা ভাবিতেন।

বেন্‌ভোলিও নামে রোমিওর এক বন্ধু ছিলেন। তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও রোমিওর মন ফিরাইতে পারেন নাই। আজ ক্যাপিউলেট্-ভবনে অনেক সুন্দরীর সমাগম হইয়াছে ভাবিয়া, মনে মনে কি স্থির করিয়া কহিলেন, "ভাই রোমিও! আমরা বিপক্ষদলভুক্ত বলিয়া আমাদের নিমন্ত্রণ না হউক, কিন্তু চল, আজ আমরা ছদ্মবেশে ক্যাপিউলেট্-ভবনে যাই; সেখানে কত শত সুন্দরী দেখিবে; দেখিয়া বুঝিবে, তোমার সাধের রোজালিন্, রাজ-হংসীর মাঝে একটি বায়সী বিশেষ!"

বন্ধুর কথা রোমিও বিশ্বাস করিলেন না। কিন্তু তথাপি ক্যাপিউলেট্-ভোজ-সভায় যাইতে সম্মত হইলেন।—সম্মত হইলেন, তথায় প্রণয়িনী রোজালিন্‌কে দেখিতে পাইবেন বলিয়া। অতঃপর রোমিও, বন্ধু বেন্‌ভোলিও ও অন্যতম বন্ধু মার্কুসিওর সহিত ছদ্মবেশে ক্যাপিউলেট্-ভবনে গমন করিলেন।

---

(৩)

ক্যাপিউলেট্-দলপতি সকলকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি ছদ্ম-বেশী চিরশত্রু মণ্টেগ্-বংশীয় রোমিও ও তাঁহার বন্ধুদ্বয়কে চিনিতে পারিলেন

না। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক বোধে, পরম সমাদরে, সমাগত সুন্দরীবৃন্দের সহিত নৃত্যে যোগদান করিতে বলিলেন।

বৃদ্ধ ক্যাপিউলেট্ বড়ই সরল-হৃদয়, সুরসিক ও প্রফুল্ল-চিত্ত। মৃদু-হাস্যে কহিলেন, "আমাদেরও এমন একদিন গিয়াছে, যেদিন তোমাদের মত এইরূপ ছদ্মবেশে সুন্দরী-সভায় সমবেত হইয়া, কমনীয়া কিশোরীর কর্ণকুহরে ধীরে ধীরে প্রেমালাপ করিতাম!"

নৃত্য আরম্ভ হইল। রোমিও অকস্মাৎ এক নৃত্যশীলা ত্রৈলক্য-সুন্দরীর ভুবনমোহিনী রূপ দেখিয়া বিস্মিত ও মোহিত হইলেন। নরলোকে ত এ রূপ সম্ভবে না! রোমিওর বোধ হইল, সুসজ্জিত উজ্জ্বল আলোকমালা, রমণীর এ রূপ-লাবণ্যের নিকট নিষ্প্রভ ও মলিন! রজনীর অন্ধকারে, এ রমণী যেন, কৃষ্ণকায় পুরুষের গলদেশস্থ উজ্জ্বল কোহিনূর! এ সৌন্দর্য্য নিত্য ব্যবহারের নহে,—ইহা পৃথিবীর পরম প্রিয়তম বস্তু! এই রূপসী-মণ্ডল যেন বায়সীর দল, আর তাহারই মধ্যে এই নিরুপমা রমণী যেন অমল-ধবল-উজ্জ্বল কপোতীরূপে বিরাজিতা!

রূপ-সাগরে রোমিও আত্মহারা। মনের ভাব, অজ্ঞাতসারে, মুখে পরিব্যক্ত হইল। সে স্বর একজনের কাণে বাজিল। সে একজন—টাইবল্ট। টাইবল্ট বৃদ্ধ ক্যাপিউলেটের ভ্রাতুষ্পুত্র। টাইবল্ট স্বর বুঝিয়া, ছদ্মবেশী রোমিওকে চিনিতে পারিল। মহা কোপন-প্রকৃতি, অগ্নিমূর্ত্তি টাইবল্টের চক্ষে এ দৃশ্য অসহ্য হইল। চির-বৈরী মণ্টেগ্, ছদ্মবেশে এ ভোজ-সভায় সমাবিষ্ট!—অবশ্যই পাপিষ্ঠদের কোন দুরভিসন্ধি আছে!

ক্রোধোন্মত্ত টাইবল্ট, সভার মাঝে মহামারি ব্যাপার ঘটাইবার উপক্রম করিল,—রোমিওর প্রাণবধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। অগত্যা বৃদ্ধ খুল্লতাত ক্যাপিউলেট্, গুণধর ভ্রাতুষ্পুত্রকে বিধিমতে বুঝাইয়া কহিলেন, "দেখ, সভার মাঝে এ অঘটন ঘটাইও না। তাহাতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সকলেই বিরক্ত হইবেন, এবং তাঁহাদের পানাহার ও আমোদ আহ্লাদেও ব্যাঘাত ঘটিবে। অধিকন্তু, রোমিও এখানে কোন অসৎ ব্যবহার করেন নাই,—ইনি বিনয়ী, ভদ্র, সংযত-চিত্ত ও ঈশ্বর বিশ্বাসী;—ভেরোনার যাবতীয় নর-নারী শত মুখে ইহাঁর যশোগান করিয়া থাকেন; অতএব তুমি ক্রোধ সংবরণ করো।"

টাইবল্ট অগত্যা নিরস্ত হইল। কিন্তু প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক শপথ করিল,—"আর একদিন উপযুক্তরূপে, এই নারকী মণ্টেগের ধৃষ্টতার প্রতিশোধ দিব।"

—

(৪)

যথাসময়ে নৃত্য-লীলার পরিসমাপ্তি হইল। রোমিও স্থিরদৃষ্টিতে, আগ্রহ-সহকারে, সেই নৃত্যশীলা অসমা সুন্দরীর বিশ্রাম-স্থান লক্ষ্য করিতেছিলেন। সুন্দরী উপবেশন করিলে, রোমিও ধীরে ধীরে তাঁহার পার্শ্বে গিয়া বসিলেন। ছদ্মবেশী থাকায়, তাঁহার প্রেমালাপের বড়ই সুবিধা হইল। রোমিও ধীরে ধীরে সুন্দরীর করপদ্ম ধারণ করিলেন। প্রেমপুলকিত চিত্তে কহিলেন, "সুন্দরি! তোমার এ বাহু-লতা পবিত্র তীর্থস্বরূপ। এ অধম যাত্রিকের স্পর্শে কি ইহা অপবিত্র হইল? বলো, তাহা হইলে আমি চুম্বন দ্বারা ইহাকে পবিত্র করি!"

মৃদুহাস্যে সুন্দরী উত্তর করিলেন, "হে তীর্থযাত্রী! দেখিতেছি, তোমার প্রার্থনা অতি সুনীতি-সঙ্গত ও সুরুচি-মার্জ্জিত; কিন্তু তীর্থবাসী পুণ্যাত্মা তপস্বিগণের হাত, তীর্থযাত্রী স্পর্শমাত্র করিতে পারে,—চুম্বন করিবার অধিকার তাহার নাই।"

"তপস্বী ও তীর্থযাত্রিগণের কি ওষ্ঠাধর নাই?"

"থাকিবে না কেন,—সে ওষ্ঠে তাঁহারা প্রার্থনা করিয়া থাকেন!"

আশ্বাসিত-হৃদয়ে রোমিও উত্তর করিলেন,

"তবে—তবে আমার প্রিয় দেবতা! আমার প্রার্থনা শুন, শুনিয়া পূর্ণ করো,—যেন আমাকে নিরাশ করিও না।

এবংবিধ বিবিধ রহস্যময় প্রেমালাপ চলিতেছে, এমন সময়ে সুন্দরীর জননী সুন্দরীকে আহ্বান করিলেন। রোমিও, অনুসন্ধানেচ্ছু হইয়া জানিতে পারিলেন, তিনি যাহার রূপে মুগ্ধ, সে ত্রৈলোক্য-সুন্দরী অন্য কেহ নয়,—স্বয়ং রাজকুমারী শ্রীমতি জুলিয়েট সুন্দরী,—সেই বিষম বৈরী ক্যাপিউলেট্-দুহিতা ও তদীয় উত্তরাধিকারিণী! রোমিওর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, নিজের অনবধানতায়, শত্রুকরে হৃদয় আবদ্ধ হইয়াছে!

যথেষ্ট যন্ত্রণা বোধ হইল, পরিতাপও হইল,—কিন্তু উপায় আর নাই,—

স্বইচ্ছায় কে প্রেমের বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে? জুলিয়েটও অনতিবিলম্বে জানিতে পারিলেন, যাঁহাকে তিনি ভাল বাসিয়াছেন, তিনি অন্য কেহ নহেন,—মণ্টেগ্-দলপতির প্রিয়-পুত্র রোমিও,—ক্যাপিউলেটের পরম শত্রু!

"হায়! কি করিলাম" ভাবিয়া প্রণয়িনীও মনে মনে পরিতাপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সকলই বৃথা। ভাল বাসিয়া আর 'হয়কে' 'নয়' করা যায় না। উভয়েই না বুঝিয়া, শত্রুর প্রেমে মোহিত হইয়াছেন,—শত্রুর নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছেন। এখন পরস্পর পরস্পরের বংশাবলীর হিংসা-বিদ্বেষ ও ভ্রূকুটি ঘৃণা স্মরণ করিতে লাগিলেন, ব্যথিতও হইলেন। কিন্তু শেষে প্রেমেরই জয় হইল!

---

(৫)

রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় রোমিও তাঁহার বন্ধুদ্বয়ের সহিত, ক্যাপিউলেট্-ভোজ-সভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কিন্তু পথিমধ্যে উক্ত বন্ধুদ্বয় রোমিওকে হারাইলেন। যেহেতু, রোমিও ক্যাপিউলেট্-ভবনে আপন হৃদয় ফেলিয়া আসিয়াছেন,—গৃহে প্রত্যাগত হন কিরূপে? প্রেমোন্মত্ত যুবা, বন্ধুদ্বয়ের অগোচরে, প্রণয়িনী জুলিয়েটের গৃহ-সংলগ্ন উদ্যানের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিলেন। এই উদ্যানমধ্যে আসিয়া, নব-অনুরাগে তিনি প্রণয়িনী-চিন্তায় মগ্ন আছেন, এমন সময় জুলিয়েট গবাক্ষদ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দর্শন দিলেন। তদীয় অলোকসামান্য রূপচ্ছটা ঠিক যেন উদয়মান দিনমণির ন্যায় উজ্জলজ্যোতি বিস্তার করিল। এই নব সূর্য্যালোকপ্রকাশে চাঁদের আলো নিষ্প্রভ ও ম্লান-বোধ হইল। সুন্দরী, ভাবনাপ্রযুক্ত গোলাপরাগরঞ্জিত সুকোমল গণ্ডস্থলে করপল্লবখানি ন্যস্ত করিলেন। তাহা দেখিয়া প্রেমিক রোমিও মনে মনে কহিলেন, "কেন আমি হস্তাভরণ হইলাম না,—তাহা হইলে এই দণ্ডেই প্রাণাধিকার গণ্ডস্থল স্পর্শ করিয়া, স্বর্গসুখ অনুভব করিতে পারিতাম।"

জুলিয়েট, আপনাকে একাকিনী ভাবিয়া, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আপনা-আপনি কহিলেন, "অহ-হু! কি দুরদৃষ্ট!"

প্রণয়িনীর এই একটিমাত্র মধুর বাক্যে, রোমিওর হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া

উঠিল। তিনি সুখসাগরে নিমজ্জিত হইয়া, প্রেম-পরিপ্লুত মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন,—"আ মরি মরি! কি মধুর! প্রাণেশ্বরি! আর একটি বার কথা কও! দেবি! আমার কর্ণকুহরে অমৃত বর্ষণ করো!"

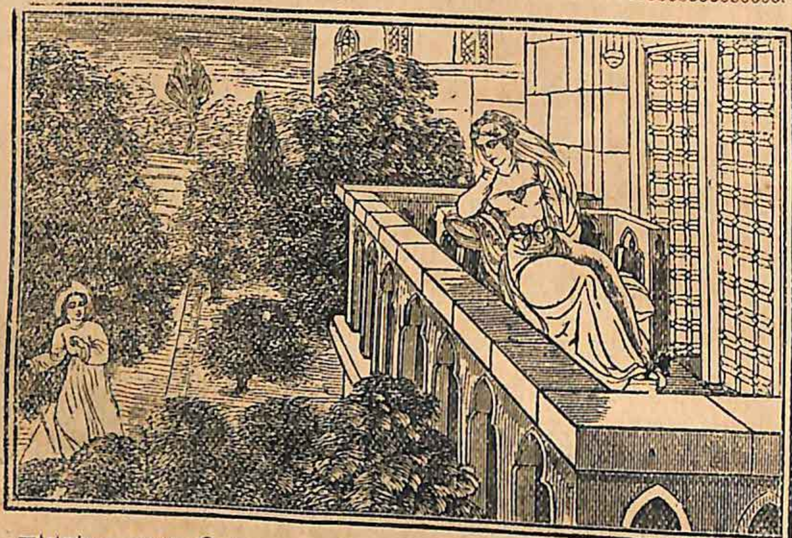
জুলিয়েটও প্রেম-চিন্তায় আত্মহারা। প্রেমময় মধুমাখা মৃদুস্বরে পুনরপি কহিলেন, "রোমিও! রোমিও! আমার প্রাণের রোমিও! প্রাণেশ্বর! কেন তুমি রোমিও হইলে? আমার অনুরোধে তুমি পিতৃ-নাম অস্বীকার করো, অথবা আত্মনাম গোপন করো! যদি তুমি ইহাতে সম্মত না হও,—বলো প্রিয়তম!—শপথ করো, আমার হৃদয়েশ্বর হইবে,—আমি এই দণ্ডে পিতৃবংশ—ক্যাপিউলেট্-কুলে জলাঞ্জলি দিই!"

রোমিও একেবারে আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। কিন্তু এ কথায়ও কোন উত্তর করিলেন না। প্রেমময়ীর প্রেমমুখে আরও প্রেম-কথা শুনিতে সাধ যাইল। নবপ্রেমানুরাগিণী জুলিয়েটও হৃদয়ের কপাট খুলিয়া আবার কহিতে লাগিলেন,—"রোমিও! হায়! তোমার রোমিও নাম কেন হইল? কেন তুমি মণ্টেগ্-বংশে জন্মগ্রহণ করিলে? প্রাণাধিক! মিনতি করি, তুমি তোমার এ হেয় নাম-গোত্র পরিত্যাগ করো,—আমি তোমার দাসী হই।"

রোমিও আর স্থির থাকিতে পারিলেন না,—প্রেম-পুলকিত-চিত্তে আবেগ-ভরে কহিয়া উঠিলেন,—"প্রাণাধিকে! তবে এখন হইতে আমি আর রোমিও নহি;—যাহাতে তোমার বিরক্তি হয়, এমন নাম আমি গ্রহণ করিব না। এখন হইতে তুমি আমাকে "প্রেমিক" বা "ভালবাসা" বলিয়া ডাকো, অথবা যে নামে ইচ্ছা, সম্বোধন করো।

সহসা উদ্যানমধ্যে মনুষ্য-কণ্ঠস্বর শুনিয়া, জুলিয়েট ভীতা হইলেন। রজনীর অন্ধকার-সাহায্যে, গুপ্তভাবে, কে তাঁহার মনের কথা শুনিতে পাইল? ভয়ে তাঁহার হৃৎকম্প হইল। কিন্তু পরক্ষণেই কি ভাবিয়া, তিনি নিরুদ্বেগ হইলেন। নিশ্চয় বুঝিলেন, ইহা প্রিয়তম রোমিওর কণ্ঠস্বর। ইতিপূর্ব্বে, পিতার ভোজসভায়, গুটিকত মাত্র কথাবার্ত্তায়, তিনি প্রিয়তমের কণ্ঠস্বর হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন।

প্রেমময়ী জুলিয়েট, রোমিওর অপরিণামদর্শিতার নিন্দা করিয়া কহিলেন, "ছি! নিশীথে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিয়া



আপনাকে একান্ত বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করা, তোমার ভালো হয় নাই। তুমি কি জানো না, তোমাকে এ অবস্থায় দেখিলে, ক্যাপিউলেট-বংশের যে কোন ব্যক্তি তোমার প্রাণবধ করিতে পারে?"

রোমিও আবেগভরে কহিলেন, "প্রাণাধিকে! শত্রুর অস্ত্রের বল আমি ছার বলিয়া গণ্য করি; কিন্তু তোমার নয়নবাণে যে আমি জীয়ন্তে মরিয়া আছি! প্রেমময়ি! অধীনের প্রতি কৃপা-কটাক্ষ করো,—আমি শত্রুর অস্ত্রাঘাত ভয় করি না! তোমার ভালবাসায় বঞ্চিত হইয়া জীবনধারণ করা অপেক্ষা, শত্রু-হস্তে প্রাণত্যাগ অরা শতগুণে শ্রেয়ঃ।"

জুলিয়েট কহিলেন, "ভালো, তুমি কিরূপে এখানে আসিলে?—কে তোমাকে পথ দেখাইল?"

ঈষৎ হাস্যে রোমিও উত্তর করিলেন, "প্রেমই আমার পথ-প্রদর্শক! সুন্দরি! প্রাচীর লঙ্ঘন ত দূরের কথা,—যদি তুমি সমুদ্র-পারে থাকিতে, তাহা হইলেও, এই প্রেমের বলে, আমি তোমার সঙ্গলাভ করিতে পারিতাম।"

লজ্জায়, জুলিয়েটের স্বাভাবিক রক্তাভ গণ্ডস্থল আরও আরক্তিম হইয়া উঠিল। প্রণয়িনীর অন্তর্নিহিত সকল কথা প্রণয়ী জানিতে পারিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা লজ্জার কথা আর কি হইতে পারে? কিন্তু আর উপায় নাই।

উপায় থাকিলে জুলিয়েট তদ্দণ্ডেই সেই সকল কথার প্রত্যাহরণ করিয়া লই- তেন, এবং স্বভাবতঃ প্রণয়িনীগণ, অন্তরে ভালবাসা থাকিলেও, প্রথমতঃ যেরূপ চাতুরী প্রকাশ করিয়া থাকেন ও প্রণয়িজনকে কষ্ট দেন, তিনিও সেই পন্থার অনুসরণ করিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার পক্ষে এ নিয়মের কোনটিও খাটিল না। ইত্যাকার পাঁচ সাত ভাবিয়া, তিনি রোমিও নামের পরিবর্ত্তে 'প্রিয় মণ্টেগ্' নামে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,

"প্রাণেশ্বর! আমি আপনা হইতে তোমার একান্ত অনুরাগিণী হইয়াছি, কিন্তু তাই বলিয়া লোকের নিকট যেন হাস্যাস্পদ নঃ হই। আমার মনোভাব তুমি সকলই অবগত আছ; যদি কোনরূপ ধৃষ্টতা প্রকাশ পাইয়া থাকে, আমাকে নির্লজ্জা না ভাবিয়া, নিজগুণে ক্ষমা করিও। অন্যান্য রমণীর ন্যায় আমি প্রণয়- চাতুর্য্য দেখাইতে পারিলাম না বটে, কিন্তু আমার ভালবাসা তাহাদের অপেক্ষা অধিক আন্তরিক জানিও।"

এ কথায় রোমিও একান্ত দুঃখিত হইয়া, ঈশ্বরের নামে শপথ করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি কি প্রাণাধিকা প্রিয়তমার নামে কলঙ্ক আরোপ করিতে পারেন? ইহা কি সম্ভব? জুলিয়েট তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া কহিলেন,

"প্রিয়তম! থাক্, আর শপথে প্রয়োজন নাই। আমি তোমাকে জীবনের যথাসর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছি, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় করো!"

অতঃপর প্রণয়িযুগলের অনেক প্রেম-কথা হইল। কথা আর ফুরায় না। এমন সময় জুলিয়েটের ধাত্রী প্রভু-কন্যাকে শয়ন করিবার কথা বলিল। রোমিও কহিলেন, "তবে বলো প্রাণাধিকে! তুমি আমার হইলে?"

জুলিয়েট উত্তর করিলেন, "প্রাণেশ্বর! কেন তুমি বার বার এরূপ অনু- যোগ করিতেছ? তুমি ত স্বকর্ণেই শুনিয়াছ, আমি তোমার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া, পূর্ব্বেই তোমাকে আত্ম-মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি! সত্যই বলিতেছি, তোমার প্রতি আমার ভালবাসা সমুদ্রের ন্যায় গভীর। সুতরাং তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই!"

ধাত্রী আবার প্রভু-কন্যাকে শয়ন করিতে বলিল। জুলিয়েট একবার শয়ন-কক্ষ—একবার গবাক্ষ-দ্বার যাতায়াত করিতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ

ডাকাডাকিতে যখন দেখিলেন, প্রভাত হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই, তখন অগত্যা প্রিয়তম রোমিওকে বিদায় দিয়া সংক্ষেপে এই কথা বলিলেন, "যদি বাস্তবিকই আমাকে গ্রহণ করিয়া তুমি সুখী হও, সুতরাং আমাকে বিবাহ করিতে তোমার অভিলাষ থাকে, তবে বলো, আমি কল্য তোমার নিকট লোক পাঠাইয়া দিব ; তুমি বিবাহের সকল অনুষ্ঠান ঠিক করিয়া রাখিবে। শুভ পরিণয় অন্তে আমি তোমার দাসী হইব এবং আজীবন তোমার পদানুসরণ করিব।"

প্রণয়িযুগল এইরূপ নানা কথা কহিয়া, দুঃখিত মনে পরস্পর পরস্পরের নিকট বিদায় হইলেন।

---

(৬)

প্রেম-চিন্তা-জর্জ্জরিত রোমিওর চক্ষে নিদ্রা নাই। তিনি আপন মনে আকাশ-পাতাল ভাবিতে ভাবিতে তপস্বী লরেন্সের মঠে উপস্থিত হইলেন। আচার্য্য তখন প্রাতঃকৃত্য ঈশ্বর আরাধনা সমাপনপূর্ব্বক তদীয় মহিমা চিন্তা করিতেছিলেন। রোমিওকে দেখিয়া তাঁহার মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে, এই যুবা, যুবজন-সুলভ কোন রমণীর প্রেমে আসক্ত হইয়া সারারাত্রি জাগরণ করিয়াছে। লরেন্স জানিতেন, রোমিও রোজালিন্‌কে ভালবাসেন। সুতরাং তাঁহার ধারণা হইল, রোজালিনই রোমিওর সারারাত্রি জাগরণের কারণ। কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন, ঘটনা অন্যরূপ,—রোমিও, জুলিয়েটের প্রেম-প্রার্থী, তখন প্রথমতঃ কিছু চমৎকৃত হইলেন, পরে একটু উপেক্ষার হাসি হাসিয়া উপহাসচ্ছলে কহিলেন, "ওঃ! বটে! বুঝিলাম, যুবকদিগের ভালবাসা হৃদয়ে স্থান পায় না, কেবলমাত্র চোখের দেখায় তাহারা ক্ষণিক মুগ্ধ হয় মাত্র! রোমিও, ইতিপূর্ব্বে না তুমি রোজালিনের জন্য পাগলপ্রায় হইয়াছিলে?"

রোমিও বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "দেব! আপনি ত জানেন, আমি প্রণয়প্রার্থী হইলেও, রোজালিন্‌ আমাকে আন্তরিক ঘৃণা করে। আপনিই সেজন্য আমাকে কতবার কত তিরস্কার করিয়াছেন! অপিচ, জুলিয়েট স্ব ইচ্ছায় আমাকে ভাল বাসিয়াছেন; আমিও তাঁহার আন্তরিক

ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়াছি। আমরা উভয়ে উভয়ের পাণিগ্রহণে অভিলাষী। অতএব আপনাকে আমাদের এই শুভ-পরিণয়-কার্য্যে সাহায্য করিতে হইবে।"

আচার্য্য, দুই কারণে রোমিওর অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন। প্রথমতঃ তিনি ভাবিলেন, প্রণয়িযুগল পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে; অতএব এ পবিত্র-মিলনে শুভফল উৎপাদন করিতে পারিবে। দ্বিতীয়তঃ, তিনি মণ্টেগ্ ও ক্যাপিউলেট্—দুই বংশেরই বিশেষ শুভানুধ্যায়ী। অনেক সময় অনেক চেষ্টা করিয়াও তিনি তাঁহাদের বিষম মনোমালিন্য দূর করিতে পারেন নাই। এজন্য বড়ই দুঃখিত ছিলেন। এখন ভাবিলেন, দুই পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে, উভয় দলের বহুকালের বদ্ধমূল বৈরি-ভাব বিদূরিত হইয়া যাইবে। অতএব প্রকাশ্যে কহিলেন, "রোমিও! আমি তোমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিব। তোমাদের শুভ পরিণয় কার্য্যের পৌরোহিত্য-ভার আমি গ্রহণ করিলাম।"

লরেন্সের আশ্বাস-বাক্যে রোমিও আনন্দিত হইলেন। এদিকে জুলিয়েট স্ব-প্রেরিত দূতী-মুখে এই শুভ-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, নির্দ্দিষ্ট সময়ে, সংগোপনে, তপস্বী লরেন্সের মঠে উপস্থিত হইলেন।

যথাসময়ে, উভয়ের শুভ উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। তপস্বী লরেন্স, উভয়কে শাস্ত্রবিহিত মন্ত্র পাঠ করাইয়া দাম্পত্য-সূত্রে আবদ্ধ করিলেন। বৃদ্ধ আচার্য্য নব বর-কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রার্থনা করিলেন, "ভগবন্! যেন এই শুভ বিবাহে সকল দিক শুভ হয়!—ইহা হইতে যেন ক্যাপিউলেট্ ও মণ্টেগ্-পরিবারের চির-বৈরানল নির্ব্বাপিত হইয়া যায়।"

বিবাহ সম্পন্ন হইলে, জুলিয়েট আর অধিক বিলম্ব না করিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। গত পূর্ব্ব নিশায় রোমিও যে উদ্যান মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, আজি নিশায়ও সেই স্থানে গিয়া মিলিত হইবেন, অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। জুলিয়েট প্রতি মুহূর্ত্তে দিবাবসানের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দিন আর কাটে না; সময় বড় দীর্ঘবোধ হইতে লাগিল। উৎসবের পূর্ব্বদিন বালক যেমন নববস্ত্রাদি পাইলে আহ্লাদে আটখানা হয়, এবং কতক্ষণে সেই পূর্ব্ব দিনটি অতিবাহিত হইবে ভাবিয়া অধীর হইয়া উঠে, ণমিকা জুলিয়েটও সেইরূপ প্রিয়তমের মিলন-আশায় অধীরা হইলেন।

(৭)

যেদিন এই শুভ-পরিণয়-কার্য্য সমাধা হয়, সেই দিন বেলা দ্বিপ্রহরের সময়, বেনভোলিও ও মার্কুসিও ভেরোনার রাজপথ দিয়া গমন করিতেছিলেন। কোপনপ্রকৃতি টাইবল্টও একদল ক্যাপিউলেট্ সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত ছিল। দুই দলের পরস্পরের সাক্ষাৎ হইল। টাইবল্ট কলহ করিবে বলিয়া প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল। গত নিশায় ক্যাপিউলেট্-ভোজ-সভায় যে কলহের বীজ অঙ্কুরিত হয়, পাঠক তাহা অবগত আছেন। টাইবল্ট অকারণে মার্কুসিওকে লক্ষ্য করিয়া, গালিগালাজ আরম্ভ করিল। মার্কুসিও বলিষ্ঠ ও নির্ভীক; তাহার স্বভাবও উগ্র; সেও যথোচিত উত্তর দিতে ক্ষান্ত হইল না। ধীরস্বভাব বেন্‌ভোলিও বিনীতভাবে উভয়কে শান্ত করিবার চেষ্টা পাইলেন। এমন সময় রোমিও তথায় উপস্থিত হইলেন। রোমিওকে দেখিয়া, টাইবল্টের ক্রোধানল আরও উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে, মার্কুসিওকে ছাড়িয়া রোমিওকে আক্রমণ করিল এবং "দুর্ব্বৃত্ত" "নারকী" প্রভৃতি অকথ্য ভাষায় তাঁহাকে গালি দিতে লাগিল। রোমিও তথাপি তাহা উপেক্ষা করিয়া উড়াইয়া দিলেন;—অধিকন্তু বিবাদ মিটাইবার চেষ্টা পাইলেন। একে তিনি স্বাভাবিক অতি বিনীত ও ভদ্র; তাহার উপর টাইবল্ট তাঁহার "বড় কুটম্ব",—প্রণয়িনী জুলিয়েটের প্রিয়তম ভ্রাতা; সুতরাং ক্রোধের উদয় হইবে কিরূপে? 'ক্যাপিউলেট্' নামে তাঁহার ক্রোধের উদয় হওয়া দূরে থাক,—এ নাম শ্রবণে এখন তাঁর আনন্দ হয়। তাই ক্যাপিউলেট্‌বংশের স্তুতিবাদ করিয়া, টাইবল্টের সহিত সম্প্রীতি করিতে বিধিমতে চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু প্রতিহিংসা-পরায়ণ টাইবল্ট সে স্তুতিবাদে কর্ণপাত করিল না,—মণ্টেগ্‌দিগকে সে, নরকের ন্যায় ঘৃণা করিত,—সুতরাং আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, কোষ হইতে অসি নিষ্কাষণপূর্ব্বক, রোমিওকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল।

মার্কুসিও রোমিওর ভিতরের কথা কিছু অবগত নন;—তিনি, শত্রুর সহিত রোমিওর এরূপ বিনয় ব্যবহার কাপুরুষতার লক্ষণ ভাবিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন এবং বিপুল বিক্রমে টাইবল্টকে আক্রমণ করিলেন। উভয়ে অসি-যুদ্ধ আরম্ভ হইল; শেষে টাইবল্ট, মার্কুসিওর প্রাণবধ করিল।

ক

রোমিও এতক্ষণ অবধি চুপ করিয়া ছিলেন, কিন্তু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। এইবার তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তিনি বন্ধু মার্কুসিওর শেষ অনুরোধ—"প্রতিহিংসা" স্মরণ করিয়া, ক্রোধোন্মত্ত হইয়া, "দুর্ব্বৃত্ত" "নারকী" সম্বোধনে, বিপুল-বিক্রমে, টাইবল্টের সহিত বাহু-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং শেষে অসি-প্রহারে, রুধিরাক্ত কলেবরে, তাহার প্রাণসংহার করিলেন।

---

(৮)

দিবা দ্বিপ্রহরে, প্রকাশ্য রাজপথে, এই ভীষণ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ায়, নগর মধ্যে হুলস্থূল হৈ চৈ পড়িয়া গেল। লোকে লোকারণ্য হইল। বৃদ্ধ ক্যাপিউলেট্ ও মণ্টেগ্, সপরিবারে তথায় উপস্থিত হইলেন। অবিলম্বে স্বয়ং ভেরোনাধিপতিও ঘটনা-স্থলে পঁহুছিলেন।

হতভাগ্য মার্কুসিও ভেরোনা-রাজের জনৈক জ্ঞাতি-কুটুম্ব। সুতরাং রাজার ক্রোধের সীমা রহিল না। অপরাধিগণকে বিশিষ্টরূপ শাস্তি দিতে তিনি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন।

বেন্‌ভোলিও স্বচক্ষে সমস্ত ঘটনা দেখিয়াছেন ও আদ্যোপান্ত সকল অবগত আছেন,—অতএব এই ঘটনার তিনিই প্রধান সাক্ষী। রাজা তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক ঘটনা অকপটে কহিতে অনুমতি করিলেন। বেন্‌ভোলিও কৌশলক্রমে এরূপভাবে সাক্ষ্য দিলেন যে, সত্য কথাও বলা হইল, অথচ তাহাতে রোমিও বা স্বপক্ষগণের কোন দোষ স্পর্শিল না।

ক্যাপিউলেট্-গৃহিণী প্রিয়তম টাইবল্টের রুধিরাক্ত মৃতদেহ দর্শনে ব্যথিতা হইয়া, প্রতিহিংসা পরবশে, বিনয়-ব্যগ্রতা-সহকারে, নৃপতিকে কহিলেন, "মহারাজ! আপনি ন্যায়-বিচার করুন। বেন্‌ভোলিওর কথা বিশ্বাস করিবেন না। এই ব্যক্তি রোমিওর বন্ধু এবং নিজেও একজন মণ্টেগ্।"

ক্যাপিউলেট-গৃহিণী জানিতেন না যে, রোমিও অন্য কেহ নহে,—তাঁহার যত্নের ধন জামাতা,—প্রিয়তমা কন্যা জুলিয়েটের জীবনসর্ব্বস্ব পতি-রত্ন!

পক্ষান্তরে মণ্টেগ-গৃহিণীও স্বীয়-পুত্রের দোষক্ষালনার্থ কহিলেন,—

"মহারাজ! আমার পুত্র কিছুতেই দণ্ড পাইতে পারে না। বিবেচনা

করিয়া দেখুন, নরঘাতী মাত্রেই আইনানুসারে দণ্ডনীয়; টাইবল্ট মাকুর্সিওর প্রাণবধ করায়, আইনানুসারে ত তাহার প্রাণদণ্ড হইতই; তাহার উপর সে, অগ্রে আমার পুত্রকে আক্রমণ করে; সুতরাং বধোদ্যত টাইবল্টের প্রাণবধ করিয়া রোমিও অপরাধী হয় নাই।"

ভেরোনাধিপতি উভয় পক্ষের কোন কথায় বিচলিত-হৃদয় হইলেন না,—বিশেষ বিবেচনা করিয়া, রোমিওর প্রতি, ভেরোনা হইতে নির্ব্বাসনদণ্ড বিধান করিলেন।

---

(৯)

বিধির নির্ব্বন্ধ! যে প্রেমময়ী জুলিয়েট কয়েক দণ্ড পূর্ব্বে নব-বিবাহিতা ক'নে মাত্র ছিলেন, এখন পতির সহিত তাঁহার চিরবিচ্ছেদ ঘটিল। চির প্রফুল্লতার পরিবর্ত্তে চিরবিষাদে তাঁহার হৃদয় আচ্ছন্ন হইল। প্রিয়তম রোমিওর ভেরোনা হইতে নির্ব্বাসন-দণ্ড-বিধানের সংবাদ, তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিল। পক্ষান্তরে, পিতৃব্য-পুত্র প্রিয়তম ভ্রাতা টাইবল্টের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে, তিনি রোমিওর প্রতি কোপাবিষ্টও হইলেন। একদিকে পতিপ্রেম, অন্যদিকে ভ্রাতৃস্নেহ;—জুলিয়েট শোকে ও বিচ্ছেদে জর্জ্জরিত হইতে লাগিলেন। শেষে ভ্রাতৃশোকে অধীরা হইয়া রোমিওর উদ্দেশে কহিলেন, "প্রিয়তম! তোমাকে আমি কি বলিয়া সম্বোধন করিব? তুমি দেবতাসদৃশ সৌন্দর্য্যের আধার, আবার প্রতিহিংসায় দুরাত্মা দানববিশেষ; বাহ্যদৃশ্যে তুমি কোমল-হৃদয় কপোত, অন্তরে ক্রূরপ্রকৃতি কাক-স্বরূপ; বাহিরে তুমি নিরীহ মেষ সদৃশ, কিন্তু অন্তরে ব্যাঘ্র-প্রকৃতি; প্রকাশ্যে তুমি কুসুমস্তবকতুল্য কমনীয়, কিন্তু ভিতরে ঘোর হিংস্রক সর্প-হৃদয়!——প্রিয়তম! তোমাকে আর কত দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখিব?"

শোকবিহ্বলা জুলিয়েট এই ভাবে প্রাণাধিক রোমিওকে সম্বোধন করিতে লাগিলেন। তাঁহার গণ্ডস্থল বহিয়া অজস্র অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল, কিন্তু সেই অশ্রুধারা শেষে আনন্দাশ্রুতে পরিণত হইল। টাইবল্টের প্রাণবধে জীবনসর্ব্বস্ব রোমিওর প্রাণদণ্ড না হইয়া নির্ব্বাসন-দণ্ডাজ্ঞা বিহিত হইয়াছে ভাবিয়া,

তিনি ভ্রাতৃশোক বিস্মৃত হইলেন। কিন্তু প্রাণপতির নির্ব্বাসন, নির্ম্মম বিচ্ছেদ,—ইহা ভাবিয়া আবার অধীরাও হইলেন! মনে মনে কহিলেন, "শুধু টাইবল্ট কেন, শত শত ক্যাপিউলেটের নিধনবার্ত্তাও শুনিতে পারি; কিন্তু প্রাণেশ্বরের নির্ব্বাসন-দণ্ডের কথা, আমার বক্ষে বিষাক্ত শল্যের ন্যায় বিষম বাজিতেছে!"

---

(১০)

এদিকে রোমিও পথিমধ্যে ভীষণ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করিয়া, তপস্বী লরেন্সের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া শুনিলেন, দেশাধিপতির বিচারে তাঁহার নির্ব্বাসন-দণ্ড বিহিত হইয়াছে। এই দারুণ দুঃসংবাদ, তিনি মৃত্যু-যন্ত্রণা অপেক্ষা অধিক ক্লেশকর ও ভয়াবহ বোধ করিলেন। তাঁহার বোধ হইল, ভেরোনার সীমার বাহিরে আর পৃথিবী নাই এবং প্রেমময়ী জুলিয়েটের চাঁদমুখ অদর্শনে জীবনধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। যেথানে জুলিয়েট, সেই স্থানই স্বর্গ; আর যেখানে সেই প্রেম-প্রতিমা হৃদয়েশ্বরী নাই, সে স্থান নরক অপেক্ষাও ক্লেশকর!

ঈশ্বর-বিশ্বাসী, ধর্ম্মাত্মা লরেন্স, নানাবিধ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা রোমিওর চিত্ত-বিনোদন করিতে প্রয়াস পাইলেন; কিন্তু উদ্‌ভ্রান্ত যুবকের কর্ণে সে উপদেশ স্থান পাইল না,—বরং হৃদয়ের জ্বালাময় উত্তাপ আরও বর্দ্ধিত হইল। উদ্‌ভ্রান্ত-ভাবে, বিকল কণ্ঠে, হতাশ-প্রাণ যুবক কহিয়া উঠিল,—"তুমি কি বুঝিবে সন্ন্যাসী, আমার হৃদয়ের কষ্ট! জুলিয়েটকে যে আমি কি চক্ষে দেখিয়াছি, তাহা তুমি কি জানিবে,—সংসারবিরাগী তপস্বী! আমার ভালবাসা সমুদ্রতুল্য গভীর; জীবনসর্ব্বস্ব জুলিয়েট ভিন্ন, সে স্থান কে পূর্ণ করিবে? হায়! নির্ব্বাসনদণ্ড না হইয়া আমার মৃত্যুদণ্ড হইল না কেন?"

শোক, দুঃখ, বিরহ, মর্ম্ম-কাতরতা,—একাধারে সকল কষ্টের আবির্ভাব হইল। প্রেমবিহ্বল যুবার অধীরতা আরও বৃদ্ধি পাইল। তখন তিনি উন্মত্তবৎ শিরে করাঘাত করিয়া, 'হা হতোস্মি' রবে মস্তকের কেশরাশি উৎপাটন করিতে লাগিলেন। অধিকন্তু বীভৎসবেশে, হস্ত পদাদি বিস্তার পূর্ব্বক ধূলিশয্যায় শায়িত হইয়া কহিতে লাগিলেন, "দেখি, আমার সমাধিস্থানের পরিমাণ কত!"

এই মর্ম্মভেদী শোচনীয় অবস্থার সময়ে, জুলিয়েটের নিকট হইতে এক দূতী কি-এক সমাচার লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। প্রিয়তমার কোন সংবাদ বুঝিয়া, রোমিও কথঞ্চিৎ শান্ত হইলেন। পর-হিতাকাঙ্ক্ষী ধর্ম্মপ্রাণ লরেন্সও এই অবসরে তাঁহাকে নানাবিধ প্রবোধ বাক্যে, ঈষৎ ভৎর্সনাচ্ছলে কহিলেন,

"বৎস! অত উতলা হইও না। এ উতলার সময় নয়। তুমি টাইবল্টের প্রাণসংহার করিলে,—এক্ষণে কি আপনার ও প্রিয়তমা পত্নীর প্রাণনাশ করিতেও কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ? শোকে অভিভূত হইলে হিতাহিত জ্ঞান কিছুই থাকে না,—তাই তুমি এমন করিতেছ! মনে বুঝিয়া দেখ, তুমি যে কাজ করিয়াছ, আইনানুসারে, তাহা অপেক্ষা দণ্ড অনেক কম হইয়াছে। অপিচ, তুমি টাইবল্টের প্রাণসংহার করিয়াছ, টাইবল্ট তোমার কিছুই করিতে পারে নাই।—ইহা কি তোমার সৌভাগ্যের কথা নয়?"

তপস্বী লরেন্স আবার কহিলেন, "আরও দেখ, তোমার জীবনের প্রধান অবলম্বন—প্রিয়তমা জুলিয়েট এখনও তোমার প্রতি সমান অনুরাগিণী আছেন; তোমাকে ভ্রাতৃহন্তা জানিয়াও তাঁহার ভালবাসার হ্রাস হয় নাই——তিনি তোমাকে আপনা হইতে জীবনের যথাসর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছেন,—পত্নীরূপে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন;—ইহা কি কম সৌভাগ্যের কথা!"

আচার্য্যের এত সান্ত্বনা-বাক্যেও রোমিও প্রকৃতিস্থ হইতে পারিতেছেন না। তিনি আবার অধীর হইলেন। এবার লরেন্স কিছু গম্ভীরভাবে কহিলেন, "দেখ রোমিও! এরূপ নৈরাশ্যময় হতাশ-জীবন, আশু-মৃত্যুর কারণ।"

এবার কি ভাবিয়া রোমিও কতকটা শান্ত হইলেন। এই অবসরে তপস্বী লরেন্স তাঁহাকে উপদেশ দিলেন,—"আজ রাত্রেই তুমি প্রণয়িনী জুলিয়েটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক মাণ্টুয়া নগরে যাত্রা করো। ঐ স্থানে কিছুদিন অবস্থান করিলে পর, আমি সুবিধামত ঠিক উপযুক্ত সময়ে তোমাদের বিবাহের কথা প্রচার করিয়া দিব। তাহাতে অবশ্যই তোমাদের উভয় বংশের চির-বিদ্বেষ-ভাব বিদূরিত হইয়া প্রীতি স্থাপিত হইবে। অতঃপর নরপতিও তোমাদের উভয় বংশের সৌহার্দ্দস্থাপনে প্রীত হইয়া, নিশ্চয়ই তোমার নির্ব্বাসন-দণ্ড ক্ষমা করিবেন। সুতরাং ভাবিয়া দেখ, এখন তুমি যেরূপ ক্ষুব্ধ-হৃদয়ে, শোকাকুল অন্তরে স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইতেছ,

অতঃপর ইহার শতগুণ মনঃসুখে, হাসিমুখে ভেরোনায় প্রত্যাগমন করিবে। আমি সর্ব্বদাই পত্র দ্বারা তোমার সংবাদ লইব। তুমি সেখানে থাকিয়া স্বদেশের সকল কথা জানিতে পারিবে। অধিকন্তু, তোমাদের পতিপত্নীর পত্র-আদান-প্রদানেরও সুবিধা করিয়া দিব।”

সাত-পাঁচ ভাবিয়া, রোমিও অগত্যা লরেন্সের উপদেশ গ্রহণ করিলেন। মনে মনে বলিলেন, “আজ রাত্রে প্রিয়তমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় লইব। সমস্ত নিশা তথায় অতিবাহিত করিয়া অতি প্রত্যুষে মাণ্টুয়া যাত্রা করিব।”

---

(১১)

বিভাবরী সমাগত হইলে রোমিও সংগোপনে প্রেমময়ী জুলিয়েটের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। পূর্ব্ববারের মত সেই উদ্যানের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া, এবার একেবারে জুলিয়েটের শয়নকক্ষে উপনীত হইলেন। জুলিয়েট পূর্ব্ব হইতে রজ্জুনির্ম্মিত সোপান সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। রোমিও তদবলম্বনে প্রিয়া-সমাগম-লাভ করিলেন। প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পর পরস্পরকে দর্শন করিয়া প্রথমতঃ নিরবচ্ছিন্ন সুখ-সাগরে মগ্ন হইলেন। অতঃপর দিবসের দারুণ দুর্ঘটনা ও আগামী দিন হইতে অবশ্যম্ভাবী বিচ্ছেদ স্মরণ করিয়া, উভয়েই শোকাকুলচিত্তে, পরস্পরের গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

অশুভ দিন শীঘ্র আসিয়া উপস্থিত হয়। পতি-পত্নীর প্রেম-কথা ফুরাইতে-না-ফুরাইতে বিভাবরীর অবসান হইয়া আসিল। প্রাতঃকালীন পক্ষীর রব শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। প্রেমময়ী জুলিয়েট প্রথমতঃ ইহাকে নিশীথ-পক্ষীর রব মনে করিয়া আনন্দিত হইলেন। কিন্তু পরে যখন বুঝিলেন, সত্য সত্যই ইহা প্রাতঃকালীন পক্ষীর স্বর, তখন যার-পর-নাই দুঃখিত ও বিরক্ত হইলেন। অনন্তর পূর্ব্বদিকে অরুণ-কিরণের বিকাশ দেখিয়া, নির্ম্মম-বিচ্ছেদ নিকটবর্ত্তী বুঝিয়া, শোক-সাগরে ভাসমানা হইলেন।

এইবার নবদম্পতি বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া, পরস্পর পরস্পরকে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন। কাহারও মুখে কোন কথা নাই, নীরবে উভয়ে উভয়ের হৃদয়-মাঝে মুখ লুকাইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ এই ভাবে কাটিয়া গেল। এইবার



রোমিও ম্লানমুখে, অশ্রু-পরিপ্লুত-দীননেত্রে, প্রেমময়ী পত্নীর নিকট বিদায়াভাস জানাইলেন। সেই কাতরকণ্ঠের নীরব-ভাষা, সেই কথাহীন ব্যথা, সেই হৃদয়-শোষণকারী উষ্ণশ্বাস,—প্রতি পলে প্রেমিকের অন্তস্তল ভেদ করিতে লাগিল। শেষে যাতনাজড়িত রুদ্ধকণ্ঠে, ভগ্নস্বরে কহিলেন, "তবে,—তবে আসি প্রাণাধিকে! দাও—বিদায় দাও! প্রাণেশ্বরি! তোমার মোহিনী মূর্ত্তি অনুক্ষণ আমার হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে!"

জুলিয়েটের অন্তর্দ্দাহ হইতেছিল। মুখ ফুটিয়া তিনি একটি কথাও কহিতে পারিলেন না। কেবল হতাশনয়নে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। বুঝি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "প্রাণেশ্বর! যাবে?—যাও! কিন্তু অধীনীকে প্রাণে মারিয়া গেলে! বুঝি, এ জীবনে আর তোমার চাঁদ-মুখ দেখিতে পাইব না!"

রোমিও বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে আবার কহিলেন, "আমি মাণ্টুয়া নগরে চলিলাম বটে, কিন্তু আমার প্রাণ এখানে পড়িয়া রহিল। প্রাণেশ্বরি! সেখানে গিয়া সর্ব্বদাই আমি পত্র দ্বারা তোমার তত্ত্ব লইব।"

রোমিও বাতায়ন-দ্বার দিয়া, সেই রজ্জুনির্ম্মিত সোপানপথে অবতরণ করিয়া প্রস্থান-তৎপর হইলেন। প্রস্থান করিতেছেন বটে, কিন্তু পা আর সরে না। দুই এক পা গমন করেন, আবার ফিরিয়া দাঁড়ান;—আবার আসিয়া সাশ্রুনয়নে প্রিয়তমার কপোলে চুম্বন করেন। হায়! তবুও চলিতে হইল! না চলিলে যে নয়!—সূর্য্যোদয় হইলে, ভেরোনার সীমার মধ্যে যদি তিনি কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হন, তাহা হইলে যে, তাঁহার প্রাণ যাইবে!—রাজ-আজ্ঞা যে এতই কঠোর!

জুলিয়েট নির্নিমেষনয়নে রোমিওকে দেখিতে লাগিলেন। চিত্তের অধীরতা বশতঃ তাঁহার বোধ হইল, যেন সমাধিমন্দিরে একটি মৃতদেহ পতিত রহিয়াছে। রোমিওর অন্তরেও সেই ভাবের আবির্ভাব হইল।—কিন্তু হায়! সে ভাব সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবারও আর সময় নাই!

---

(১২)

দুষ্ট-গ্রহ-পরিচালিত নবদম্পতির জীবন-নাটকাভিনয়ে এই বার বিষাদ-যবনিকা পড়িবার উপক্রম হইল। রোমিওর নির্ব্বাসিত হইবার কিছুদিন পরেই, ক্যাপিউলেট-দলাধিপতি আপন কন্যা জুলিয়েটের বিবাহ-প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিলেন। বৃদ্ধ, স্বপ্নেও জ্ঞাত নহেন যে, কন্যা ইতিপূর্ব্বেই পরিণীতা হইয়াছেন,—সেই চিরবৈরী মণ্টেগতনয় রোমিওর গলে বরমাল্য দিয়া, আপন উদ্বাহ-ক্রিয়া আপনিই সম্পন্ন করিয়াছেন! কন্যাকে কুমারী জানিয়াই, তিনি কাউন্ট-

প্যারিস নামক এক সম্ভ্রান্তবংশীয়, রূপবান যুবাকে পাত্র মনোনীত করিলেন। জুলিয়েট যদ্যপি ইতিপূর্ব্বে রোমিওকে না দেখিতেন, তাহা হইলে এই কাউন্ট প্যারিস তাঁহার অযোগ্য হইত না।

বিবাহের কথা শুনিয়া পতিব্রতা জুলিয়েট অত্যন্ত ভীতা হইলেন। তিনি প্রকৃত কথা গোপন করিয়া সনির্ব্বন্ধে পিতার নিকট অনুযোগ করিলেন,—

"পিতঃ! স্বামী-সোহাগিনী হই, আমার এমন বয়স আজিও হয় নাই। বিশেষতঃ এই সবে মাত্র প্রিয়তম ভ্রাতা টাইবল্ট মৃত হইয়াছে, এখনও শোকের উপশম হয় নাই; এমন অবস্থায় স্বামিদর্শনে কিরূপে আনন্দোদয় হইবে, বুঝিতে পারি না। এই সেদিন, চোখের উপর একটা বিষাদপূর্ণ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা হইল,—দু' দিন যাইতে-না-যাইতে বিবাহোৎসবে মত্ত দেখিলে, লোকেই বা আমাদিগকে কি বলিবে?"

জুলিয়েট এইরূপ বিবিধ আপত্তি উত্থাপিত করিয়া প্রতিপন্ন করিলেন যে, এখন কিছুতেই তাঁহার বিবাহ হইতে পারে না। কিন্তু আসল কথা তিনি গোপন করিলেন;—সেই চিরবৈরী মণ্টেগ্-তনয় রোমিওর সহিত যে তিনি পরিণীতা হইয়াছেন,—পিতার সম্মুখে তাহা বলিবেন কিরূপে?

কিন্তু বৃদ্ধ ক্যাপিউলেট্ কন্যার কোনও আপত্তিতে কর্ণপাত করিলেন না। বারংবার কথা-কাটাকাটিতে বিরক্ত হইয়া কহিলেন,

"আমি, ও কোন কথা শুনিতে চাই না। বিবাহের সমস্ত আয়োজন হইয়াছে। অতএব তুমি প্রস্তুত হও। আগামী বৃহস্পতিবার কাউন্ট প্যারিসের হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিব। এই মহানগরীতে এমন কেহ নাই, যে রমণী প্যারিসের ন্যায় সুপাত্রের গলে বরমাল্য দিয়া, আপনাকে ভাগ্যবতী মনে না করে! ফলতঃ প্যারিস, সর্ব্বাংশে সকলেরই বরণীয়।"

অতঃপর কন্যার চিবুক ধরিয়া স্নেহমাখাস্বরে কহিলেন,

"মা! তুমি অল্পবুদ্ধিবশতঃ আপন সৌভাগ্য আপনি নষ্ট করিও না। আশীর্ব্বাদ করি, কাউন্ট প্যারিসকে পতিত্বে বরণ করিয়া চিরসুখী হও।"

---

(১৩)

পতিপ্রাণা জুলিয়েট বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। উপস্থিত বিপদের সকল কথা, বিপদের বন্ধু লরেন্সকে বিদিত করিলেন। তাঁহার পরামর্শ লইবার জন্য কহিলেন, "দেব! এক্ষণে উপায় কি বলুন।"

লরেন্স বিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক গম্ভীরভাবে কহিলেন, "ইহার একমাত্র উপায় দেখিতে পাই। কিন্তু সে উপায়টি বড় গুরুতর ;—তুমি পারিবে কি ?"

জুলিয়েট সাগ্রহে, ব্যাকুলভরে উত্তর করিলেন, "দেব! আমার পাতিব্রত্য ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, যদি আমাকে জীয়ন্তে কবর মধ্যেও প্রোথিত হইতে হয়, আমি তাহাতেও প্রস্তুত আছি ; তথাপি কাউণ্ট প্যারিসকে পুনঃ পতিত্বে বরণ করিয়া দ্বিচারিণী হইতে পারিব না!"

লরেন্স বলিলেন, "তুমি যাহা ভাবিয়াছ, তাই বটে। তবে এক কাজ করো ;—তোমাকে আমি এক শিশি উগ্রতর ঔষধ দিতেছি, তুমি ইহা গোপনে গৃহে লইয়া যাও ; এবং পিতার অভিমতি অনুযায়ী আপাততঃ কাউণ্ট প্যারিসকে বিবাহ করিতে সম্মত হও। অতঃপর সব ঠিক-ঠাক হইলে, বিবাহের পূর্ব্বরাত্রে, এই ঔষধটি সেবন করিও। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলে, তুমি বিয়াল্লিশ ঘণ্টা কাল মৃতবৎ অচেতন থাকিবে,—জীবনের কোন চিহ্ন অবধি রহিবে না। সুতরাং প্রাতে সকলেই, তোমার আকস্মিকমৃত্যু ঘটিয়াছে বুঝিবে। অতঃপর তোমার আত্মীয় পরিজনেরা তোমাকে সমাধিস্থ করিয়া আসিবে। যদি স্ত্রী-স্বভাব-সুলভ আশঙ্কা ত্যাগ করিয়া সাহসে ভর করিতে পারো, তবে বিয়াল্লিশ ঘণ্টা পরে তুমি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় জাগ্রত হইয়া দেখিবে, নিকটে আত্মীয়-স্বজন কেহ নাই,—তুমি একাকিনী এক অদৃষ্টপূর্ব্ব স্থানে অবস্থিতি করিতেছ!"

জুলিয়েট একাগ্র মনে তপস্বীর কথা শুনিতে লাগিলেন। লরেন্স আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"তোমার চৈতন্যোদয়ের পূর্ব্বে আমি রোমিওকে সংবাদ দিব ; তিনি নিশাযোগে আসিয়া, গোপনে তোমাকে উদ্ধার করিয়া মাণ্টুয়া নগরে লইয়া যাইবেন।"

সতী, সতীধর্ম্ম রক্ষার্থ এখন এই অসাধ্য-সাধনেও অবিচলিতা ;—তিনি অসঙ্কুচিত চিত্তে লরেন্সের এই ভয়াবহ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে সেই ঔষধের শিশিটা গ্রহণ করিলেন।

তপস্বীর মঠ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বাটী যাইবার পথে, কাউণ্ট প্যারিসের সহিত জুলিয়েটের সাক্ষাৎ হইল। বিবাহপ্রার্থী যুবা, জুলিয়েটকে বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। জুলিয়েট সলজ্জভাবে, মথাটি হেঁট করিয়া সম্মতি জানাইলেন। প্যারিস যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। বৃদ্ধ ক্যাপিউলেট ও তদীয় গৃহিণী এই সু-সমাচারে পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। কন্যা, পূর্ব্বে কথা রক্ষা করে নাই, এক্ষণে আপন ইচ্ছায় কাউণ্ট প্যারিসকে পতিত্বে বরণ করিতে সম্মত হইয়াছে শুনিয়া, তাঁহাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না। অবিলম্বে বিবাহের সকল আয়োজন সম্পন্ন হইল। ধনকুবের ক্যাপিউলেট্ এই মাঙ্গলিক ক্রিয়ায় এরূপ সমারোহ ব্যাপার করিলেন যে, ভেরোনা নগরীর কেহ কস্মিন্‌কালে তাহা চোকে দেখে নাই।

---

(১৪)

বৃহস্পতিবার বিবাহ;—বুধবার রাত্রে জুলিয়েট সন্ন্যাসি-প্রদত্ত সেই ক্ষুদ্র ঔষধের শিশিটি বাহির করিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ তাঁহার মনে নানারূপ সন্দেহ আসিল,—"হয়ত বা লরেন্স, গোপনে রোমিওর সহিত আমার পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া দিয়াছেন বলিয়া ভীত হইয়াছেন, এবং এক্ষণে আত্মদোষ ক্ষালনার্থ, কৌশলে আমার প্রাণনাশের উপায় উদ্ভাবন করিয়া, ঔষধ বলিয়া, এই কালকূট আমাকে সেবন করিতে দিয়াছেন!"

একটু চিন্তা করিয়া পরক্ষণে আবার কহিলেন, "না না, আমার এ পাপ-চিন্তা অন্তরে স্থান দেওয়া উচিত নয়। তিনি ধর্ম্মনিষ্ঠ মহাত্মা,—পার্থিব কুটিলতা তাঁহাতে থাকিতেই পারে না।"

আবার ভাবিলেন, "আবার চৈতন্যোদয়ের পূর্ব্বে যদি রোমিও আসিয়া উপস্থিত না হন,—তাহা হইলে কি হইবে? সেই ভয়াবহ ভীষণ প্রেতপুরীতে কিরূপে আমি একাকিনী থাকিব? সেখানে যে শত শত নর-কপাল—ক্যাপিউলেটদিগের অস্থি-কঙ্কাল বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে! বিশেষ, সদ্যঃশোণিতাক্ত-শব-বস্ত্রে-আচ্ছাদিত টাইবল্ট তথায় মূর্ত্তিমান্;—পিশাচের খল খল অট্টহাস্যে ও থেই থেই বিকট তাণ্ডবে, সেই বিভীষিকাময় শ্মশানক্ষেত্র নিনাদিত;—আমি কেমন করিয়া, একাকিনী সেই ভয়ঙ্কর স্থানে অবস্থান করিব?"

ভয়, বিভীষিকা, মোহে, জুলিয়েটের হৃৎকম্প হইতে লাগিল। শেষে, রোমিওর প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ও প্যারিসের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণার উদয় হওয়ায়, পতিব্রতা সাধ্বী 'মরিয়া' হইয়া উঠিলেন, এবং সুধাবোধে, অকুতোভয়ে, লরেন্সপ্রদত্ত সেই ঔষধটুকু গলাধঃকরণ করিলেন! কেহ দেখিল না, কেহ জানিল না;—সতী, আত্মধর্ম্মরক্ষার্থ এই ভীষণ উপায় উদ্ভাবন করিয়া জুড়াইলেন!

তীব্র মাদকতায় তখ অ. তাঁহার সংজ্ঞা লোপ হইল। পতিব্রতা জুলিয়েট, শয্যায় মৃতবৎ পড়িয়া রাছে, যি।

প্রেম-চুম্বনে তঁ. ———

থ কাল কাট

(১৫)

প্রভাতে কাউণ্ট প্যারিস, হাসিমুখে, মনের সুখে, মহা মহোৎসব করিয়া ভাবীপত্নীর উদ্দেশে আগমন করিলেন। মনে বড় সাধ, জুলিয়েটের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া, স্বভাবসুন্দরীকে বিবিধ বেশভূষায় ভূষিতা দেখিয়া কৃতার্থ হইবেন। কিন্তু হায়! একি!—অকস্মাৎ একি সর্ব্বনাশ! এ যে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! জুলিয়েট জীবিতা নাই?—তাঁহার জীবনস্বর্ব্বস্ব, সাধনার ধন, রমণীরত্ন বিগতপ্রাণ! সুদুর্লভ পারিজাত-পুষ্প অকালে বৃন্তচ্যুত! হায়! কোন্ পাপে, কার অভিশাপে, এমন প্রাণঘাতী সর্ব্বনাশ ঘটিল!

মুহূর্ত্ত মধ্যে চারিদিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। মর্ম্মভেদী হাহাকার ও বিলাপ ক্রন্দনে চারিদিক পূর্ণ হইল। বৃদ্ধ ক্যাপিউলেট্ ও তদীয় গৃহিণী একমাত্র কন্যার এই আকস্মিক অকাল মৃত্যুতে মর্ম্মান্তিক শোকগ্রস্ত হইলেন। তাঁহাদের অরুন্তুদ ক্রন্দন-হাহাকারে শোকের পারাবার বহিল। কোথায় প্রাণাধিকা কন্যাকে সৎপাত্রে অর্পণ করিয়া, তাহাকে অতুল সম্পত্তি উপঢৌকন দিয়া, জীবনের অবশিষ্ট কাল শান্তিসুখে অতিবাহিত করিবেন,—তাহা না হইয়া, হায়! কোথা হইতে নিষ্ঠুর কাল আসিয়া, তাঁহাদের জীবনের সেই ধ্রুবতারাটিকে ছিনাইয়া লইয়া গেল! বৃদ্ধ পিতা মাতার ক্ষোভের আর সীমা রহিল না।

এইবার বড় বিষম পরিণাম! বিবাহের মহা-মহোৎসব সেই সব রহিল বটে, কিন্তু তাহা বড়ই অশুভ—বড়ই শোচনীয় দৃশ্যে পরিণত হইল! সেই

মহা-মাঙ্গলিক উদ্বাহ-ক্রিয়া, কালের বশে ও অদৃষ্টদোষে, দারুণ হাহাকারময় অন্তিমক্রিয়ায় সংযোজিত হইতে চলিল! এইবার সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের হৃদয়ের অন্তস্তলে দারুণ আঘাত লাগিল। পরিণয়োৎসবের যে সমস্ত উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে মৃতজনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ভোজে ব্যয়িত হইল! বিবাহের বাদ্য-বাঁশী ও আনন্দ-সঙ্গীত এক্ষণে বিলাপ-গানে ও বিষাদ ঘণ্টারবে পরিণত হইল! নব-দম্পতির গাে পুষ্পবর্ষণ জন্য যে বিপুল কুসুমদামের আয়োজন হইয়াছিল, সেই সৌন্দে সুগন্ধময় সাধের ফুলদল অশ্রুসিক্ত হইয়া এক্ষণে মৃতদেহে নিক্ষিপ্ত হইেন সল! মাঙ্গলিক উদ্বাহ-ক্রিয়ায় মন্ত্রপাঠ করাইতে, কুল-পুরোহিত আ মারোহ ব বটে, কিন্তু তাঁহাকে আর পূত-বিবাহ-মন্ত্র পাঠ করিতে হইল কে দেখে না ষ্টিক্রিয়ার শেষ মন্ত্র-পাঠে তিনি নিয়োজিত হইলেন! বাহকেরা প্রভু-কন্যাকে ধর্ম্মমন্দিরে লইয়া গেল বটে, কিন্তু সে বিবাহের জন্য নহে,—আত্মীয় স্বজনের আনন্দ-বর্দ্ধন-হেতুও নয়,—তাহাতে কেবল একটা মৃতদেহের সংখ্যা বৃদ্ধি হইল মাত্র!

এইরূপে ক্যাপিউলেট্‌দিগের সেই অতুল আনন্দোৎসব, মর্ম্মভেদী বিষাদ-হাহাকারে পরিণত হইল।

---

(১৬)

শুভসংবাদ অপেক্ষা অশুভ সংবাদের গতি অতি শীঘ্র। তপস্বী লরেন্সের পত্রবাহক রোমিওর নিকট পঁহুছিবার পূর্ব্বে, রোমিও, ভেরোনা-হইতে-প্রত্যাগত কোন লোকের মুখে জুলিয়েটের মৃত্যুসংবাদ অবগত হইলেন। তিনি অবশ্য সত্য সত্যই বুঝিলেন, পতিব্রতা পতি-বিরহে কাতর হইয়া মরিয়া জুড়াইয়াছেন! জুলিয়েটের এ কল্পিত মৃত্যুর কথা ত এক লরেন্স ব্যতীত আর কেহ অবগত নয়।

সেই পর-হিতাকাঙ্ক্ষী লরেন্স অবশ্য কথামত কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি জনৈক বিশ্বাসী লোকের নিকট এই মর্ম্মে রোমিওকে এক চিঠি লিখিয়া পাঠান যে, জুলিয়েটের এ মৃত্যু কল্পিত; আসল কথা, পাতিব্রত্যধর্ম্মরক্ষার্থ তিনিই সতীকে এরূপ উপদেশ দিয়াছেন; অতএব রোমিও যেন অবিলম্বে মাণ্টুয়া

হইতে রওনা হন এবং জুলিয়েটের চৈতন্যোদয়ের পূর্ব্বে, গভীর নিশিতে, ক্যাপিউলেটদিগের সমাধিমন্দিরে আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করেন।

কিন্তু হায়, নিষ্ঠুর ভবিতব্য! লুরেন্সের লোক রোমিওর নিকট পঁহুছিবার পূর্ব্বেই, রোমিও, প্রেমময়ী পত্নীর কল্পিত মৃত্যুর পরিবর্ত্তে সঠিক মৃত্যুর কথা শ্রবণ করিলেন! এই দারুণ দুঃসংবাদে তিনি উদ্‌ভ্রান্তপ্রায় হইলেন। তাঁহার শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। ইতিপূর্ব্বে, গত রাত্রির একটি শুভময়ী স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়া তিনি আনন্দিত হইতেছিলেন! স্বপ্নে তিনি দেখিয়াছিলেন, যেন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু প্রাণাধিকা প্রিয়তমা পত্নী তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া, ঘন ঘন প্রেম-চুম্বনে তাঁহাকে জীবিত করিয়া তুলিলেন! পরে তিনি সম্রাটের ন্যায় মহাসুখে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

গত রাত্রির এই সুখ-স্বপ্নের বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় ভেরোনার জনৈক লোককে দেখিয়া পুলকিত অন্তরে ভাবিলেন,—'হয়ত সত্য সত্যই কোন সুসংবাদ আছে!' কিন্তু সেই বজ্রাঘাত-অপেক্ষাও-ভয়ঙ্কর—প্রাণাধিকা জুলিয়েটের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে, সর্পদষ্টা পথিকের ন্যায়, তিনি চকিত, কম্পিত ও মর্ম্মাহত হইলেন। প্রিয়তমার মৃতদেহ দর্শনাভিলাষে তখনই তিনি ভৃত্যকে অশ্ব সজ্জিত করিতে আদেশ দিয়া ভেরোনাযাত্রার উদ্যোগ করিলেন।

নিরাশার সময়, যত প্রাণঘাতী অনিষ্টকর বিষয়ের স্মরণ হয়। রোমিওর-ও তাহাই হইল। ইতিপূর্ব্বে রোমিও একদিন মাণ্টুয়া নগর পরিভ্রমণ করিতে করিতে এক ঔষধবিক্রেতার দোকানে উপস্থিত হন। জীর্ণ ঔষধালয়ের দুরবস্থা এবং সেই ঔষধবিক্রেতার দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট-শীর্ণ-মূর্ত্তি ও ছিন্ন মলিন-বসন দেখিয়া রোমিওর মনে হইয়াছিল,—"এই নগরে বিষ বিক্রয়ের নিয়ম না থাকিলেও, এই হতভাগ্য ঔষধ-বিক্রেতার আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া বোধ হয়, অর্থলোভে এ দুর্ভাগা, জীবনের মমতা ত্যাগ করিয়াও, তাহা বিক্রয় করিতে পারে!" এক্ষণে সময় বুঝিয়া, সেই কথাটা রোমিওর মনে ধাঁ করিয়া উদয় হইল! নিরাশহৃদয় শোকোন্মত্ত যুবা, তখনি সেই হতভাগ্য ঔষধ-বিক্রেতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কিঞ্চিৎ কালকূট প্রার্থনা করিলেন। ঔষধবিক্রেতা রাজদণ্ডভয়ে, প্রথমতঃ বিষ বিক্রয় করিতে অসম্মত হইল। কিন্তু রোমিও তাহাকে প্রচুর অর্থলোভ

দেখাইয়া কহিলেন, "তোমার কোন ভয় নাই;—এ কথা কেহ জানিতে পারিবে না।"

এবার হতভাগ্য আর 'না' বলিতে পারিল না,—সভয়ে, কম্পিতহৃদয়ে, রোমিওকে বিষ বিক্রয় করিল। বিষের গুণ-বর্ণনা করিয়া কহিল, "মহাশয়! যদি কাহারও দেহে বিশজন মানুষেরও বল থাকে, তাহা হইলেও, আমার এই 'অব্যর্থ মুষ্টিযোগে,' তৎক্ষণাৎ তাহাকে শমন-সদনে যাইতে হইবে!"

---

(১৭)

ভীষণ কালকূট সঙ্গে লইয়া প্রেমোন্মত্ত রোমিও, প্রণয়িনীর মৃতদেহ দেখিতে চলিলেন। পথিমধ্যে ভাবিলেন,—"অগ্রে চক্ষু ভরিয়া প্রাণেশ্বরীর সেই ভুবন-মোহিনী মূর্ত্তি দেখিব; প্রেমময়ীর অনুপম রূপসুধা পান করিব; পশ্চাৎ এই তীব্র হলাহল সেবনে আত্মঘাতী হইয়া সকল জ্বালা জুড়াইব!"

মধ্যরাত্রে রোমিও ভেরোনা নগরে উত্তীর্ণ হইয়া একেবারে ক্যাপিউলেট-দিগের নির্দ্দিষ্ট সমাধিক্ষেত্রে গমন করিলেন। গোরস্থানের ঠিক মধ্যভাগে ক্যাপিউলেটবংশের সমাধিমন্দির স্থাপিত। রোমিওর সঙ্গে আলোক ও মৃত্তিকা-খননকর অস্ত্র ছিল। তৎসাহায্যে তিনি জুলিয়েটের সমাধিস্থান খনন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিঞ্চিৎ খনন করিয়াছেন, এমন সময় সচকিতে শুনিলেন,—"রে মণ্টেগ্! নরকের কীট! সাবধান! এখনও এ অবিহিত কার্য্যে ক্ষান্ত হ'!"

কাউণ্ট প্যারিসের এ কণ্ঠস্বর! হতাশপ্রাণ যুবক প্রণয়িনীলাভে বঞ্চিত হইয়া, এই গভীর নিশিথে অশ্রুসিক্ত কুসুমবর্ষণে জুলিয়েটের সমাধি-মন্দির পূজা করিতেছে। প্যারিস বুঝিল,—"এ ব্যক্তি দেখিতেছি মণ্টেগ্। এই ঘুট-ঘুটে অন্ধকারে, চোরের মত আসিয়া, যখন ক্যাপিউলেটদিগের সমাধিমন্দির খনন করিতেছে, তখন নিশ্চয়ই এ দুষ্টের মনে পাপ অভিসন্ধি জাগিতেছে!—নিশ্চয়ই পাপিষ্ঠ মৃতদেহের অসদ্গতি করিতে আসিয়াছে।—অতএব ইহার সমুচিত শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।"

পরে রোমিওকে চিনিতে পারিয়া কহিলেন,—"ও! বটে! তুমি! রোমিও! তোমার এই কাজ? ভালো! তোমার প্রতি রাজাদেশ কি, ভাবিয়া দেখ

দেখি! আমি মনে করিলে এখনই তোমাকে ধরাইয়া দিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারি, জানো? তা যাক্,—তাহাতে আমার আবশ্যক নাই, প্রবৃত্তিও নাই;—কিন্তু তুমি এখনই—এই মুহূর্ত্তে এখান হইতে দূর হও! নচেৎ বিশেষ অনর্থ ঘটিবে!"

রোমিও তখন সকল রকমে 'মরিয়া' হইয়াছেন!—দৃঢ় প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক গম্ভীরস্বরে কহিলেন,—"সাবধান! আমাকে বিরক্ত করিও না! চক্ষু মেলিয়া এই দেখ, টাইবল্টের মৃতদেহ পড়িয়া আছে;—যদি মরিতে সাধ না থাকে, আমার সম্মুখ হইতে প্রস্থান করো! মিনতি করি, আমার ক্রোধানল প্রজ্বলিত করিও না!—কেন আর নিরর্থক তোমার প্রাণনাশ করিয়া নূতন নরহত্যার পাপ সঞ্চয় করি?"

নব-অনুরাগ-প্রমত্ত যুবা প্যারিসের এ কথা অসহ্য হইল। তিনি আন্তরিক ঘৃণা পূর্ব্বক, অপরাধিবোধে, রোমিওকে ধৃত করিতে উদ্যত হইলেন। রোমিও তথাপি তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু কাল পূর্ণপ্রায়, শমন শিয়রে সমুপস্থিত;—চেষ্টা নিষ্ফল হইল,—হতভাগ্য প্যারিস, বিক্রমশীল রোমিওর হস্তে প্রাণ হারাইল।

প্যারিস গতাসু হইলে রোমিও বুঝিলেন, এই অভাগাও প্রেমময়ী জুলিয়েটের একজন প্রেমপ্রার্থী। তখন তাঁহার দয়া হইল। প্যারিসের রুধিরাক্ত দেহ, বক্ষে ধারণ করিয়া করুণ-হৃদয়ে কহিলেন,—"মন্দভাগ্য! এস, অন্তিমে তোমার উচ্চ-আশা পূর্ণ করি। প্রিয়তমার সমাধি স্থানে, চল, তোমার দেহও স্থাপিত করিতেছি!"

---

(১৮)

রোমিও, জুলিয়েটের সমাধিস্থানে আসিলেন। মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেখিলেন,—অপূর্ব্ব দৃশ্য! যেন এক স্বর্গভ্রষ্টা দেবীমূর্ত্তি শায়িতা রহিয়াছে! রোমিওর মনে হইল,—"প্রেমময়ী অঘোর নিদ্রায় নিদ্রিতা আছেন। আ মরি মরি! কি রূপ রে! একি মৃত্যু?—মরণেও প্রিয়ার আমার বিশ্বমোহিনী মূর্ত্তির বিকৃতি হয় নাই! কালের সাধ্য কি যে, এ অলৌকিক জ্যোতি

নাশ করে!—অথবা হায়! সেই পাপিষ্ঠ বুঝি, এ রূপ সম্ভোগের অভিলাষে, প্রাণে মারিয়াও, প্রাণাধিকার সৌন্দর্য্য হরণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে!"

ফলতঃ কবরমধ্যে প্রোথিতা হইলেও, জুলিয়েটের সে অলোকসামান্য রূপের কোনরূপ বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই, বরং উজ্জলতা বৃদ্ধি পাইতেছিল।

জুলিয়েটের পার্শ্বেই টাইবল্টের সমাধিস্তম্ভ। রোমিও সেই সমাধি-স্তম্ভের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কাতরকণ্ঠে কহিলেন,—"ভ্রাতঃ! আমাকে ক্ষমা করো! আর এই দেখ, তোমার সেই চির-বৈরী, জীবনহন্তা, আজ স্বহস্তে আপন প্রাণ আপনি বধ করিয়া, তোমারি প্রীতিবর্দ্ধন করিতেছে!"

অতঃপর তিনি প্রাণ ভরিয়া একদৃষ্টে প্রাণপ্রিয়াকে দেখিতে লাগিলেন। নির্নিমেষ নয়নে সে সৌন্দর্য্য-সুধা পান করিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হইল না,—তিনি প্রেমময়ীর অধরে অধর মিলাইয়া ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়! তৃপ্তি কৈ! জুলিয়েট যে জীবিতা নাই! তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব, প্রেম-প্রতিমা, প্রাণাধিকা যে, তাঁহারই বিরহে মরিয়া জুড়াইয়াছে! রোমিও আর স্থির থাকিতে পারিলেন না,—অসহ্য যন্ত্রণা সহকারে সেই সদ্যঃপ্রাণ-ঘাতী তীব্র হলাহল পান করিয়া, প্রিয়তমাপার্শ্বে শায়িত হইলেন, এবং তৎ-ক্ষণাৎ অনন্ত-নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন!

---

(১৯)

এদিকে জুলিয়েটের, লরেন্সপ্রদত্ত সেই ঔষধের গুণ ফলবতী হইল। হত-ভাগ্য রোমিওর-ও প্রাণবিয়োগ হইল, আর এদিকে অল্পে অল্পে জুলিয়েটেরও চৈতন্যোদয় হইতে লাগিল।

আর এদিকে লরেন্স, যে সময়ে সেই ঔষধের গুণে জুলিয়েটের চৈতন্যোদয় হইবে বলিয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সংবাদ পাইলেন, যে লোককে তিনি মাণ্টুয়া নগরে রোমিওর নিকট পাঠাইয়াছিলেন, দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ সে তথায় পঁহুছিতে পারে নাই।—এ সংবাদে তিনি যার-পর-নাই উদ্বিগ্ন ও চঞ্চল হইলেন। জুলিয়েটের প্রাণরক্ষার্থ যথাসময়ে তিনি স্বয়ং একটা আলোক ও খনিত্র লইয়া সেই সমাধিস্থানে উপনীত হইলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া যে সকল

লোমহর্ষণ ঘটনা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃৎকম্প হইল। দেখিলেন, রোমিও ও প্যারিস, সদ্যোমৃতাবস্থায় তথায় পড়িয়া আছে।

ভয়, বিস্ময়, মোহে লরেন্স অভিভূত হইলেন। কিসে কি হইল, তিনি ভাবিবার চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময় জুলিয়েটের সম্পূর্ণ চৈতন্যোদয় হইল। অদূরে লরেন্সকে দেখিয়া জুলিয়েটের পূর্ব্ববৃত্তান্ত সকলই মনে পড়িল। তখন তিনি রোমিওর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

এই সময় বাহিরে মনুষ্য-কোলাহল শ্রুতিগোচর হইল। বৃদ্ধ লরেন্স আরও ভীত হইয়া কম্পিতকণ্ঠে জুলিয়েটকে কহিলেন,—"শীঘ্র কপট-মৃত্যু পরিহার করিয়া এখান হইতে প্রস্থান করো! নচেৎ আরও বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। বেশী কথার সময় নাই। বুঝিলাম, মানুষের সহস্র চেষ্টা-যত্ন-সত্ত্বেও সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ হয় না!"

লোক-কোলাহল আরও বৃদ্ধি পাইল। তপস্বী আর বিলম্ব করিতে না পারিয়া, সভয়ে, কম্পিত-কলেবরে, আত্মপ্রাণ লইয়া তথা হইতে সরিয়া পড়িলেন। জুলিয়েট্‌ও হতবুদ্ধি হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করায়, দেখিতে পাইলেন, জীবনসর্ব্বস্ব রোমিওর মৃতদেহ পড়িয়া আছে;— আর তাঁহার হস্তে কি একটা পাত্র রহিয়াছে! বুঝিতে বাকি রহিল না যে, তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে আসিয়া, প্রকৃত মৃতবোধেই, বিষ-পানে স্বামী আত্মহত্যা করিয়াছেন!

সতীর ক্ষোভের আর সীমা রহিল না!—তিনি তখনই স্বামীর অনুগমন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। স্বামীর হস্তস্থিত পাত্রে বিষের কিছু অবশিষ্ট আছে কি না, দেখিলেন! তৎপরে প্রাণাধিকের অধরে অধর মিলাইয়া ঘন ঘন চুষিতে লাগিলেন,—যদি ওষ্ঠপ্রান্তে, কি আর কোথাও একটু বিষ পান! কিন্তু হায়! বিষ ত মিলিল না!

এই সময়ে উপরে লোক-কোলাহল আরও বৃদ্ধি পাইল। জুলিয়েট্ আর [illegible]ক্ষা করিতে পারিলেন না,—প্রাণপতি রোমিওর কটিদেশ হইতে তীক্ষ্ণধার [illegible] সময়েই [illegible] পূর্ব্বক সবেগে বক্ষে বিদ্ধ করিয়া আত্মঘাতিনী হইলেন! রক্ত- [illegible] বরিভাব [illegible]! পতির পার্শ্বে, সতী মরিয়া জুড়াইল! সব ফুরাইল! [illegible]ান।



(২০)

দেখিতে দেখিতে লোকে লোকারণ্য হইল। চারিদিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। নগরের শান্তিরক্ষক তথায় উপস্থিত হইল। যে সময় রোমিও ও প্যারিসে ভীষণ কলহ হয়, সেই সময় প্যারিসের একটি ছোক্‌রা-চাকর ভয়-বিহ্বলচিত্তে দৌড়িয়া গিয়া নগরে এই সংবাদ দেয়। নগরবাসিগণও অমনি ভীতি-কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিল। সকলেরই মুখে অর্থহীন এই কথা,—"রোমিও, জুলিয়েট, প্যারিস।"

এই ভীষণ কোলাহলে, ক্যাপিউলেট ও মণ্টেগ্‌-দলপতিরও নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাঁহারা সকলেই সমাধিস্থানে আগমন করিলেন। ভেরোনারাজও শয্যা... করিয়া বাহিরে আসিলেন। ভৃত্যগণকে কলরবের কারণ জিজ্ঞা... উদ্বিগ্ন ইতিমধ্যে লরেন্স সমাধি-স্থান হইতে ভীত-কম্পিত-কলেবা আলোকা দেখিয়া, শান্তিরক্ষকেরা সন্দেহ পূর্ব্বক তাঁহাকে ধৃত ব... হইয়াছেন

ক্যাপিউলেটদিগের সমাধি-স্থানে এত লোক-সমাগম দেখিয়া, স্বয়ং দেশাধিপতিও অনুচরবর্গকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং এই লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখিয়া লরেন্সকে সকল কথা অকপটে কহিতে আদেশ করিলেন।

এইবার তপস্বী লরেন্স সর্ব্বজনসমক্ষে, অকপট চিত্তে, হতভাগ্য ক্যাপিউলেট ও মণ্টেগ-দলপতির পুত্র-কন্যার গুপ্ত-প্রণয়-কাহিনী আদ্যোপান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন। রোমিও ও জুলিয়েটের প্রণয়-সঞ্চার, উভয়ের গোপনে সাক্ষাৎ, প্রণয়ি-যুগলের বিবাহ, জুলিয়েটের পুনঃ-পরিণয়-প্রস্তাবে নিজ উপদেশ প্রভৃতি,—সকল কথা যথাযথ বিবৃত করিলেন। কেবল, জ্ঞাত না থাকায়, মধ্যকার ঘটনা বলিতে পারিলেন না।

রোমিও ও প্যারিসের ভৃত্যদ্বয় সেখানে উপস্থিত ছিল। তাহারা অবশিষ্ট কাহিনী পূরণ করিয়া দিল। রোমিও সেই ভৃত্যের নিকট পিতাকে একখানি পত্র লিখিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়াছিলেন। সে পত্রেও সকল কথা লেখা ছিল। রাজা সে পত্র দেখিয়া বুঝিলেন, লরেন্স নির্দ্দোষ বটে। তিনি যাহা বলিয়াছেন, সকলই সত্য।

এতক্ষণে সকল রহস্য প্রকাশ পাইল। সকলেই "হায় হায়" করিতে লাগিল। ভেরোনারাজ মণ্টেগ্ ও ক্যাপিউলেট্-দলপতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন,

"হায়! তোমাদেরই অবিমৃষ্যকারিতায় এই বিষময় ফল ফলিল! তোমাদের দুর্দ্দমনীয় হিংসাবশে, তুচ্ছ জ্ঞাতিবিরোধ উপলক্ষে, আজ এই সর্ব্বনাশ ঘটিল! তোমাদেরই অধর্ম্মে, তোমাদের প্রিয় পুত্র-কন্যার মধ্যে দাম্পত্য-প্রণয় স্থাপিত হইয়াও, শেষে এই শোচনীয় পরিণাম হইল! ধিক্ তোমাদের বৈর-নির্য্যাতনে!"

মণ্টেগ ও ক্যাপিউলেট্-দলপতির এতদিনে চৈতন্য হইল। বুঝিলেন, তাঁহাদেরই দুর্ব্বুদ্ধিবশে, সত্য সত্যই তাঁহারা আপনাদের সর্ব্বনাশ আপনারাই করিয়াছেন! অদৃষ্ট-অগ্নি! শোক তাপ ও আত্মগ্লানি ঘৃণার আর অবধি রহিল না। সর্ব্বজন-সমক্ষে লজ্জায় তাঁহাদের মাথা হেঁট হইল। তখন উভয়ের মন হইতেই সেই চিরবৈরিভাব বিদূরিত হইল। উভয়ে উভয়কে 'ভ্রাতা' বলিয়া সম্বোধন করিলেন।

ক্যাপিউলেট-দলপতি বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে মণ্টেগ্-দলপতিকে কহিলেন,

"ভ্রাতঃ! রোমিও এবং জুলিয়েটের পবিত্র পরিণয় দ্বারা আমাদের বংশগত চির-বিদ্বেষ বিদূরিত হউক! কন্যার বিবাহের যৌতুকস্বরূপ আমি বৈবাহিকের কর-মর্দ্দনের কামনা করি!"

মণ্টেগ্-দলপতিও সবিষাদে, দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে কহিলেন,

"ভ্রাতঃ! শুধু কর-মর্দ্দনে কি হইবে,—আমি আমার গুণবতী বধূমাতার কীর্ত্তি রক্ষার্থ, তাঁহার একটি স্বর্ণ-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইব। সুদক্ষ ভাস্কর কর্ত্তৃক এ দেবী-প্রতিমা গঠিত হইবে। মার-আমার পবিত্র মূর্ত্তি দেখিলে কেহ তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে পারিবে না।"

এ কথায় ক্যাপিউলেট্-দলপতিও উত্তর করিলেন,

"আমিও আমার জামাতৃরত্ন রোমিওর একটি স্বর্ণ-মূর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়া তাঁহাকে চিরদিন যশস্বী করিয়া রাখিব!"

বহুকালের পর উভয়ে সাশ্রুনয়নে আলিঙ্গন করিলেন। জীবনসর্ব্বস্ব, প্রাণাধিক পুত্র-কন্যার জীবন-শোণিতে, এতদিনে উভয় পরিবারে শান্তি সংস্থাপিত হইল!—এতদিনে নরকের আগুন নির্ব্বাণ হইল!



পেরিক্লিস্
(PERICLES.)

(১)

পেরিক্লিস্ টায়ার নগরের রাজা। গ্রীস্‌দেশের দুর্দ্দান্ত অধিপতি আন্টিও-কাস্ গোপনে এক ভীষণ মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন; পেরিক্লিস্ তাহা জানিতেন এবং জানিয়া তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কে না জানে যে, ক্ষমতা-শালী ব্যক্তির দোষ আলোচনায়ও, মহৎ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে! পেরিক্লিসের ভাগ্যেও তাহাই হইল। আন্টিওকাস্ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, টায়ার ও টায়ারবাসী লোকবৃন্দের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে প্রস্তুত হইলেন। তাহা শুনিয়া পেরিক্লিস্ ভীত হইয়া, দেশের মঙ্গলের জন্যই, স্বেচ্ছায় রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

হেলিকেনাস্, টায়াররাজের অতি বিশ্বস্ত ও কার্য্যকুশল মন্ত্রী। পেরিক্লিস্, মন্ত্রীর উপর রাজ্যের ভার দিয়া, অর্ণবপোতে আরোহণপূর্ব্বক, টায়ার হইতে প্রস্থান করিলেন। ভাবিলেন,—"যে পর্য্যন্ত না আন্টিওকাসের ক্রোধের উপ-শম হয়, সে পর্য্যন্ত দেশে ফিরিব না। আন্টিওকাস্ প্রবল, আমি দুর্ব্বল; আমিই তাঁহার শত্রু;—আমি দেশত্যাগী হইলে, বোধ হয়, আন্টিওকাস্ আমার অধিকার মধ্যে কোন অত্যাচার করিবে না। অতএব, এ ক্ষেত্রে আমারই কিছুদিনের জন্য দেশত্যাগী হওয়া প্রশস্ত।"

(২)

পেরিক্লিস্, টায়ার নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক, সর্ব্বপ্রথমে টর্সাস্ প্রদেশে গমন করিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, ঐ সময়ে টর্সাস্ প্রদেশ দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত হইয়া বড়ই ক্লেশ ভোগ করিতেছে। দেশবাসিগণকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত, তিনি যথেষ্ট খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে লইলেন।

টর্সাস্ প্রদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দারুণ কষ্ট,—চারিদিক্ হাহাকারে পূর্ণ। ক্লিয়ন সেই দেশের রাজা। সদাশয় পেরিক্লিস্কে এই খাদ্যসামগ্রী সমেত সমাগত দেখিয়া, টর্সাস-অধিপতি ক্লিয়নের মনে হইল,—"বুঝি ভগবান এতদিনে সদয় হইয়া, এই মহাত্মাকে, এই দুর্ভাগ্য দেশে প্রেরণ করিলেন! আমি স্বপ্নেও এ আশা করি নাই।"

এইরূপে মনে মনে যার-পর-নাই আনন্দিত হইয়া ক্লিয়ন, পেরিক্লিসের যথোচিত সম্মান-সংবর্দ্ধনা করিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই পেরিক্লিস টর্সাস্ প্রদেশও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। কারণ তাঁহার বিশ্বস্ত মন্ত্রী হেলিকেনাস্ তাঁহাকে পত্র লিখিলেন,—"মহারাজ! টার্সাস্ প্রদেশে অবস্থান করাও আপনার পক্ষে নিরাপদ নহে। আপনি যে, এখন ওখানে আছেন, আণ্টিওকাস্ সে সন্ধান পাইয়াছে। প্রভু! আপনার জীবনসংশয়; কারণ পাপিষ্ঠ আণ্টিওকাস্ গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া, আপনার প্রাণবধের সঙ্কল্প করিয়াছে। অতএব সাবধান হইবেন।"

পত্র পাঠ করিয়া পেরিক্লিস্ বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন এবং অনতিবিলম্বে টর্সাস্ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পুনরায় তিনি জলপথভ্রমণে সঙ্কল্প করিলেন।

করুণহৃদয় পেরিক্লিস্ টর্সাস্ ত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার দয়া ও দান,—টর্সাস্বাসীর মনে জাগরূক রহিল। সেই দারুণ দুর্ভিক্ষের দিনে, তাঁহারই অন্নে তাহারা জীবন ধারণ করিতেছিল,—আজি বিদায়ের দিনে সমগ্র টর্সাস্বাসী মুক্ত অন্তরে পেরিক্লিসের মঙ্গলপ্রার্থনা করিতে লাগিল;—বয়োজ্যেষ্ঠ প্রবীণ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ শুভ-আশীর্ব্বাদে আপনাদের কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। পেরিক্লিস্ টর্সাস হইতে প্রস্থান করিলেন।

(৩)

পেরিক্লিস্ জাহাজে করিয়াই জলপথে যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু অধিক দূর যাইতে-না-যাইতে প্রবল ঝড় উঠিল। সেই ঝটিকাঘাতে জাহাজ জলমগ্ন হইল।

জাহাজে যাহারা ছিল, সকলেই প্রাণ হারাইল,—জীবিত রহিলেন কেবল মাত্র পেরিক্লিস্। প্রবল তরঙ্গাভিঘাতে তিনি এক অজ্ঞাত তটপ্রদেশে নিক্ষিপ্ত হইলেন। দেহ উলঙ্গ,—সেই অমোঘ প্রতাপ ও উন্মত্ত ভীষণ তরঙ্গভঙ্গ তাঁহার দেহের বসন পর্য্যন্ত কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে!

সেই সময় কতকগুলি ধীবর সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল। তাহারা পেরিক্লিস্‌কে তদবস্থায় দেখিতে পাইয়া, তাঁহাকে বস্ত্র ও খাদ্য প্রদান পূর্ব্বক, আপন আপন আলয়ে নিমন্ত্রণ করিল। পেরিক্লিস্ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমাদের এ দেশের নাম কি, এবং এ দেশের রাজাই বা কে?" তাহারা উত্তর করিল, এ দেশের নাম—পেণ্টাপলিস্ এবং রাজার নাম—সিমোনাইড্‌স। সিমোনাইড্‌স অতি সজ্জন ও মহৎপ্রকৃতি; তাঁহার সুশাসন ও প্রজারঞ্জনের জন্য লোকে তাঁহাকে 'সাধু' নামে অভিহিত করিয়া থাকে।"

সেই ধীবরগণের নিকট হইতে পেরিক্লিস্ আরও শুনিলেন,—রাজা সিমোনাইড্‌সের থেইসা নাম্নী এক পরম রূপবতী কন্যা আছে। আগামী দিবস তাঁহার বিবাহ-দিন। সেই উপলক্ষে রাজসভা মধ্যে অপূর্ব্ব কৌতুক ও ক্রীড়ানিচয় প্রদর্শিত হইবে। ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে অনেক রাজা ও রাজকুমার থেইসার প্রণয়ার্থী হইয়া, সেই সকল ক্রীড়ায় আপন আপন শৌর্য্য বীর্য্য ও বলবিক্রম প্রকাশ করিতে সমাগত হইয়াছেন।

এই কথা শুনিয়া পেরিক্লিস্ মনে মনে বড়ই বিষাদিত হইলেন। তাঁহার বাসনা, তিনিও একবার সেই রাজসভায়—সেই ক্রীড়াক্ষেত্রে যোগদান করেন। কিন্তু হায়, জলমগ্ন হওয়ায় তাঁহার অসি-বর্ম্ম সকলই কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে!

এই সময় অপর এক ধীবর সেইখানে উপস্থিত হইয়া, পেরিক্লিস্‌কে তাঁহার সেই অসি ও বর্ম্ম প্রদানপূর্ব্বক কহিল, "আমি সমুদ্রমধ্যে জাল নিক্ষেপ করিয়া ইহা পাইয়াছি।"

পেরিক্লিস্ দেখিলেন, এ অসি ও বর্ম্ম তাঁহারই বটে। তখন তিনি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"হে অদৃষ্ট! তোমাকে সহস্র ধন্যবাদ! এত কষ্টের পরও, আবার আমার তুমি অবস্থা পরিবর্ত্তনের উপায় করিয়া দিলে!"

তারপর ধীবরগণকে কহিলেন, "দেখ, আমার পিতা মৃত্যুর সময় এই অসি ও বর্ম্ম আমাকে দিয়া গিয়াছিলেন। ইহা আমার বিশেষ প্রিয়বস্তু। তাই, যখন যেখানে যাই, ইহা সঙ্গে লই। যদিও দুর্ভাগ্যক্রমে সাগরের ভীষণ তরঙ্গভঙ্গে ইহা হারাইয়াছিলাম, কিন্তু সেই সমুদ্র আজি শান্ত হইয়া আমার সেই হারানিধি আবার আমাকে প্রদান করিয়াছে। এজন্য আমি আমার অদৃষ্টকে অগণ্য ধন্যবাদ দিই। আর তোমাদিগকে কি বলিব,—আজীবন আমি তোমাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ ও ঋণী রহিলাম। দেখ, যখন আমি আমার পিতৃদত্ত সেই অসি ও বর্ম্ম পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছি, তখন আমার মনে হয়, জলমগ্ন হইয়া দিশাহারা হওয়ায়ও, আমার ভাগ্যলক্ষ্মী অপ্রসন্ন হইবেন না।"

---

(৪)

পেরিক্লিস্ এইরূপে পিতৃদত্ত অসি ও বর্ম্ম পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া, তাহা ধারণ করিয়া, সিমোনাইড্সের সভায় গমন করিলেন। সেই রাজসভায় রাজকুমারী থেইসার প্রণয়ার্থী হইয়া, বহুসংখ্যক রাজা ও রাজকুমার সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। যথাসময়ে রাজন্যবর্গের মধ্যে ক্রীড়া আরম্ভ হইল। সেই কৃত্রিম সমরে পেরিক্লিস্ অসীম বীরত্ব ও অসাধারণ রণকৌশল দেখাইলেন। তাহা দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইল। অবশেষে পেরিক্লিসের নিকট রাজন্যবর্গ পরাভব স্বীকার করিলেন।

কোন রাজকুমারীর পরিণয়-উৎসবে এইরূপ কৃত্রিম সমর উপস্থিত হইলে, সেই সমরে যে বীর, সকল যোদ্ধাকে পরাস্ত করিয়া আপন ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন, তাঁহারই ভাগ্যে রাজকন্যা লাভ হয়। এবং ইহাই রীতি যে, সেই রাজকুমারীও সেই বীর-চরণে আত্মোৎসর্গ করিয়া থাকেন। থেইসাকেও এই রীতির অনুবর্ত্তী হইতে হইল। পরাস্ত নৃপতিগণকে বিদায় দিয়া, থেইসা পেরিক্লিসের প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিলেন। তিনি বরমাল্যে পেরিক্লিসের মস্তক সুশোভিত করিলেন। সেদিন পেরিক্লিসের মত সুখী

আর কে ? পেরিক্লিসও প্রথম দর্শন হইতেই, সেই রাজকুমারীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।



সিমোনাইড্‌স্ বুঝিলেন, তাঁহার কন্যা থেইসাও পেরিক্লিসের প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছে। তাহাতে তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন এবং পেরিক্লিসের মহত্ত্বব্যঞ্জক আকৃতি ও অসাধারণ বীরত্বে একান্ত মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। বস্তুতঃ পেরিক্লিস্ সর্ব্বগুণে গুণান্বিত ছিলেন। তথাপি তিনি সিমোনাইড্‌সের নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন না। সেই গ্রীসদেশের অধিপতি আণ্টিওকাসের

ভয়, তখন পর্য্যন্তও তাঁহার বিদ্যমান। তাই তিনি আত্মগোপন করিয়া, সিমোনাইড্‌সকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি টায়ার নগরের একজন সাধারণ লোক। কিন্তু এইরূপ পরিচয় পাইলেও, পেরিক্লিসের সদ্‌গুণে আকৃষ্ট হইয়া, সিমোনাইড্‌স তাঁহাকে আপন কন্যা দান করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইলেন না, বরং এরূপ সৎপাত্রে কন্যা দান করিতে পারিলেন বলিয়া আপনাকে ভাগ্যবান্ বোধ করিলেন। সিমোনাইড্‌স যথাসময়ে পেরিক্লিসের হস্তে স্নেহময়ী কন্যা থেইসাকে অর্পণ করিলেন।

রতনে রতন মিলিল। পেরিক্লিসের জীবননাটকে এক অঙ্ক অভিনীত হইল।

---

(৫)

পেরিক্লিসের বিবাহ-কার্য্য সমাধা হইলে, পেরিক্লিস শীঘ্রই সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার সেই চিরশত্রু আণ্টিওকাসের মৃত্যু হইয়াছে। এ সংবাদ শুভ বটে, কিন্তু পেরিক্লিসের অবর্ত্তমানে প্রজাবৃন্দ একপ্রকার অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছে এবং শীঘ্রই তাহারা এক তুমুল রাজ্যবিপ্লব ঘটাইবে, এরূপ আশঙ্কাও আছে। পেরিক্লিসের বিশ্বস্ত মন্ত্রী হেলিকেনাস্ এই সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি ইহাও লিখিয়াছেন,—আপনার অবর্ত্তমানে প্রজাবৃন্দ শূন্য সিংহাসনে আমাকেই বসাইতে চায়। কিন্তু প্রভু! আমি এ অধর্ম্ম কার্য্যে বীতস্পৃহ। তাহাদের অভিপ্রায় অপনাকে জানাইলাম; আপনি নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশ প্রত্যাগমন করিয়া, আপন রাজ্যভার গ্রহণ করুন।"

তখন সিমোনাইড্‌স জানিতে পারিলেন, যাঁহাকে জামাতৃরূপে তিনি পাইয়াছেন, তিনি বড় সাধারণ লোক নহেন,—তিনি সুবিখ্যাত টায়ারের একমাত্র অধীশ্বর। সিমোনাইড্‌স বিশেষ আনন্দিত হইলেন। কিন্তু তথাপি কিছু দুঃখিতও হইলেন;—বুঝি বা পেরিক্লিস্ রাজা না হইয়া, পূর্ব্বপরিচয়মত একজন সাধারণ টায়ারবাসী হইলেই ভালো হইত।—কেন না এখন পেরিক্লিস্ ও থেইসা উভয়েই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন!

থেইসা সে সময়ে গর্ভবতী ছিলেন। সিমোনাইড্‌স সে অবস্থায় কন্যাকে

সমুদ্রপথে পাঠাইতে সাহসী হইলেন না। পেরিক্লিসেরও মনোভাব এইরূপ। তিনিও, যে পর্য্যন্ত না থেইসা প্রসূতা হন, সে পর্য্যন্ত তাঁহাকে পিতৃগৃহে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু থেইসা সে অনুরোধও রক্ষা করিলেন না, স্বামি-সমভিব্যাহারে স্বামীর রাজ্যে যাইতে একান্ত অভিলাষিণী হইলেন। তখন আর কেহ কোন আপত্তি করিল না। সকলেই আশা করিল,—স্বামী-সোহাগিনী প্রসব হইবার পূর্ব্বেই, পেরিক্লিস্ নির্ব্বিঘ্নে টায়ারে পঁহুছিতে পারিবেন।

দুর্দ্দৈববশতঃ, পেরিক্লিসের জীবন-তরী কিন্তু বিপরীত পথে ধাবিত হইল।

---

(৬)

পেরিক্লিসের বড়ই দুরদৃষ্ট বলিতে হইবে যে, জলপথে তাঁহার কোন-না-কোন বিঘ্ন ঘটিয়াই আছে। সমুদ্রের সহিত যেন তাঁহার ঘোর শত্রুতা! তাঁহার টায়ার পঁহুছিবার পূর্ব্বে এক তুমুল ঝটিকা উঠিল। থেইসা অত্যন্ত ভীত হইলেন। সেই ভয়ে তাঁহার প্রবল পীড়া উপস্থিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে থেইসার ধাত্রী আসিয়া পেরিক্লিসকে সংবাদ দিল,—"মহারাজ! রাজ্ঞী এক কন্যা প্রসব করিয়াছেন, এবং প্রসব করিয়াই,—হায়! সেই মুহূর্ত্তেই তিনি গতাসু হইয়াছেন! —এই আপনার সেই শিশুতনয়া! এখানে এ অবস্থায় কিন্তু ইহাকে আর রাখা যায় না।"

এই মর্ম্মান্তিক সংবাদে পেরিক্লিসের হৃদয়ে যে যন্ত্রণা জ্বলিয়া উঠিল, তাহা তিনিই বুঝিলেন। যখন তাঁহার বাক্য-স্ফূরণের সামর্থ্য হইল, তখন তিনি আবেগভরে কহিয়া উঠিলেন,—"হা বিধাতঃ! যদি এমনই করিয়া কাড়িয়া লইবে, তবে এমন প্রেম-প্রতিমা কেন দিয়াছিলে?"

ধাত্রী বলিল, "রাজন্! ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। রাণী চলিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু এই শিশুরত্নটি তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। প্রভু, অন্ততঃ ইহার মুখ চাহিয়াও শোক পরিত্যাগ করুন।"

পেরিক্লিস্ সেই সদ্যোজাত শিশুটিকে আপন তাপিত বক্ষেঃ ধারণ করিলেন, এবং সদুঃখে সেই শিশুকে বলিতে লাগিলেন,—"মা আমার! এমন ভীষণ

মুহূর্ত্তে বুঝি কখনও কোন শিশু জন্মগ্রহণ করে নাই! আশীর্ব্বাদ করি, তোমার জীবন যেন এমন ভীষণ না হয়! রাজার কুমারী তুমি,—পৃথিবী এমন ভীষণ ও ভয়াবহ আহ্বানে তোমাকে অভ্যর্থনা করিল!—দেখিও মা! তোমার ভাগ্যও যেন এমন ভীষণ না হয়! পঞ্চভূত একত্রিত হইয়া যতদূর ভয়াবহ হইতে পারে, তোমার জন্মকাল, তাহাদিগকে তদপেক্ষাও ভীষণ করিয়া তুলিয়াছে,—ভবিষ্যতে যেন মা, তোমার মঙ্গল হয়! পৃথিবীতে আসিবামাত্র আজ যে রত্ন তুমি হারাইলে, সমগ্র জীবনের সম্পূর্ণ সুখেও সে ক্ষতি পূরণ হইবে না!"

ঝটিকা তখনও প্রবলবেগে বহিতেছে। সাগরবক্ষে জাহাজখানি বিপর্য্যস্ত হইতেছে। রাণীর মৃত-দেহ তখন পর্য্যন্তও সেই জাহাজের উপর। মূর্খ নাবিকগণের বিশ্বাস, জাহাজে মৃতদেহ থাকিতে ঝড়ের অবসান হইবে না।

তাহারা পেরিক্লিস্‌কে এ কথা জানাইল এবং বলিল,—"শব সলিলে নিক্ষিপ্ত হউক, নহিলে ঝটিকা থামিবে না,—আমরাও নিরাপদ হইতে পারিব না!"

শোকাতুর রাজা বিষণ্ণভাবে উত্তর দিলেন,—"ঝটিকাকে আমি ভয় করি না! আর কেনই বা করিব?—যতদূর অনিষ্ট করিবার সাধ্য ইহার ছিল, তাহা ত করিয়াছে। তবে এই শিশু তনয়াটির জন্য ইচ্ছা হয়, ঝড় নিবৃত্ত হউক।"

নাবিকগণ বলিল,—"তবে আজ্ঞা করুন, আমরা রাণীর দেহ সলিলে নিক্ষেপ করি। দেখুন, প্রবল বাতাস বহিতেছে; ভীষণ তরঙ্গভঙ্গে সাগর ভীষণ হইতেও ভীষণতর হইতেছে;—শবদেহ নিক্ষিপ্ত না হইলে ঝটিকার উপশম হইবে না, প্রভু!"

পেরিক্লিস্ জানিতেন, এ ভ্রমবিশ্বাসের মূলে কোন ভিত্তি নাই,—ইহা ঘোর কুসংস্কার। তথাপি তিনি বলিলেন,—"তোমরা যাহা বলিতেছ, তবে তাহাই করো।——হায়, হতভাগ্য রাণী!"

মর্ম্মাহত রাজা তখন প্রিয়তমা পত্নীর মূর্ত্তি একবার জন্মশোধ দেখিতে গেলেন। রাণীর মৃতদেহ অবলোকন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—"হায় প্রিয়তমে! কি অশুভ প্রসব-কালই তোমার উপস্থিত হইয়াছিল!—একটু আলোক

নাই, একটু অগ্নি নাই ;—তাহা থাকিলেও, তোমার প্রাণরক্ষার্থ, যেটুকুও প্রতিকারের সম্ভাবনা ছিল, তাহাও করিতে পারিতাম। হায় প্রাণাধিকে! তোমার অদৃষ্ট কি নিষ্ঠুর! আজি যে, তোমার এই শেষ-দশায়, তোমার যথাবিহিত সৎকার করিব, তাহারও কোন উপায় নাই! অনাবৃত দেহে আজি তোমাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে হইল! অহো! যে দেহের উপর সমাধি-স্তম্ভ তুলিয়া, আজীবন মনোমধ্যে তোমার স্মৃতি উজ্জল রাখিয়া কৃতার্থ হইতাম, আজি সেই দেহ সমুদ্রগর্ভে শম্বুকাদি জলজন্তুর সহিত অবস্থান করিতে চলিল!"

শোকাবেগ একটু প্রশমিত হইলে তিনি ধাত্রীকে বলিলেন, "কাহারও দ্বারা কাগজ, কলম, রত্নালঙ্কার ও সুগন্ধ কুসুমাদি আনয়ন করো, এবং কাহাকেও সেই সুন্দর বসনাবৃত সিন্ধুকটি আনিতে পাঠাও। শিশুটিকে উপাধানে শয়ন করাও। তুমিও এই দ্রব্যগুলির জন্য যাও। আমি একবার প্রিয়তমার পার্শ্বে বসিয়া, চিরদিনের মত তাঁহার নিকট বিদায়গ্রহণ করি।"

ভৃত্যবর্গ পেরিক্লিসের আজ্ঞামত তথনই সিন্ধুক আনয়ন করিল। পেরিক্লিস্ তন্মধ্যে রাণীর মৃতদেহ স্থাপন করিলেন এবং সেই দেহের উপর সুগন্ধিপূর্ণ কুসুমাদি নিক্ষেপ করিলেন। দেহের এক পার্শ্বে রত্নালঙ্কারগুলি রাখিয়া দিলেন এবং এক খণ্ড কাগজে রাণীর সবিশেষ পরিচয় লিখিয়া রাখিলেন। ইহাও লিখিলেন,—"যদি কেহ কখন এই সিন্ধুক দেখিতে পান, তবে তিনি যেন এই সকল রত্নালঙ্কারের বিনিময়ে রাণীর এই দেহ সমাধিস্থ করেন।"

এইরূপ সকল বন্দোবস্ত করিয়া, পেরিক্লিস্ নিজ হস্তে সেই সিন্ধুক, সমুদ্রে নিমজ্জিত করিলেন। সোণার প্রতিমা সাগরজলে বিসর্জ্জিত হইল। পেরিক্লিসের বুকের একখানি হাড় খসিল।

অল্পে অল্পে ঝটিকা প্রশমিত হইল। পেরিক্লিস্ নাবিকদিগকে আজ্ঞা করিলেন,—"জাহাজ টর্সাস্ নগরাভিমুখে লইয়া চল। কারণ, টায়ার পর্য্যন্ত যাইতে হইলে এই শিশুটির প্রাণ রক্ষা হইবে না। টর্সাসে লইয়া গেলে সযত্নে ইহার লালন পালনও হইতে পারিবে।"

পেরিক্লিসের অদৃষ্টচক্র আর একদিকে ঘুরিল।

---

(৭)

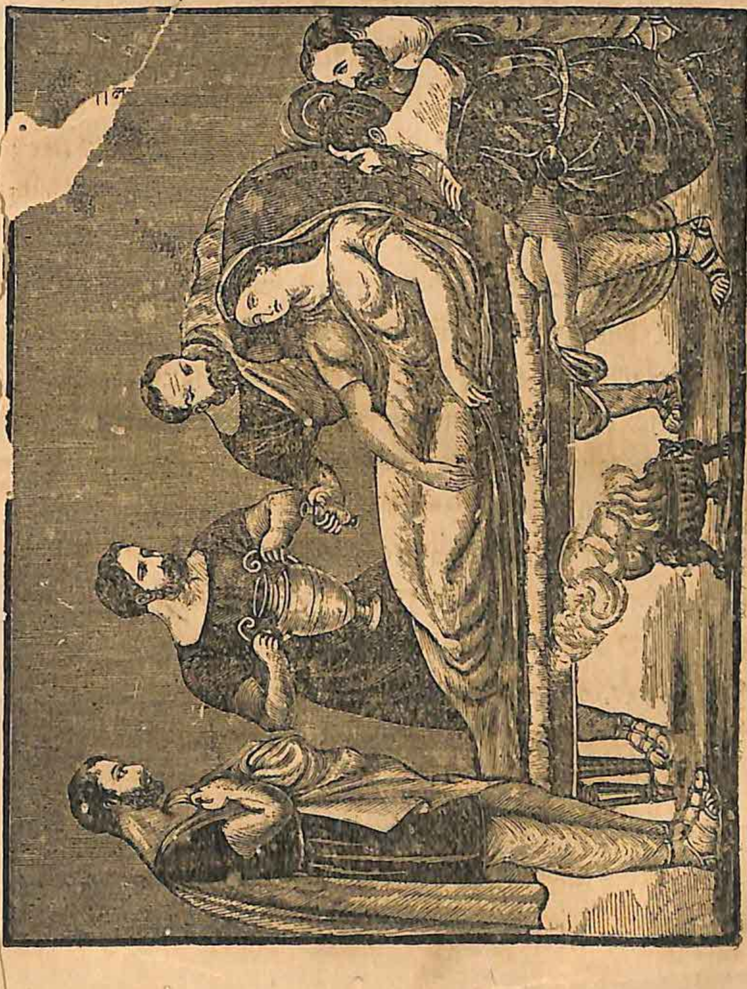
সেই ঝটিকাপূর্ণ নিশিতে, থেইসার মৃতদেহ সাগরমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে, তৎপরদিন অতি প্রত্যূষে ইফিসাস্‌নিবাসী সেরিমন নামক জনৈক ভদ্রলোক সমুদ্রতটে দণ্ডায়মান ছিলেন। সেরিমন চিকিৎসাবিদ্যায় সুনিপুণ ছিলেন। তাঁহার ভৃত্যবর্গ একটি সিন্ধুক তাঁহার নিকট উপস্থিত করিল। তাহারা বলিল,—"সমুদ্রতরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে ইহা কূলে আসিয়া লাগিয়াছে।" একজন বলিল,—"যে তরঙ্গে ইহা ভাসিয়া আসিয়াছে, তদপেক্ষা বৃহৎ তরঙ্গ আমি কখন দেখি নাই।" সেরিমন অনুমতি করিলেন,—"সিন্ধুক আমার গৃহে লইয়া চল।"

সিন্ধুক উন্মুক্ত হইলে, সেরিমন সবিস্ময়ে দেখিলেন, তন্মধ্যে অল্পবয়স্কা এক অনুপমা সুন্দরীর মৃতদেহ শয়ান রহিয়াছে। মৃতদেহের পার্শ্বে নানা রত্নালঙ্কার ও সুগন্ধ দ্রব্যাদির সমাবেশ দেখিয়া বুঝিলেন, ইনি কোন সম্ভ্রান্ত রমণী হইবেন। অতঃপর কিছু অনুসন্ধান করিলে তন্মধ্যে একখণ্ড কাগজও দেখিতে পাইলেন। সেই কাগজখণ্ড পাঠ করিয়া বুঝিলেন, ইনি টায়ার নামক দেশের রাজার মহিষী। সেরিমন এরূপ অবস্থায় মহিষীকে দেখিয়া একান্ত বিস্মিত হইলেন, এবং দুর্ভাগ্য টায়ার-রাজ যে এমন রত্ন হারাইয়াছেন, এজন্য দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—"হায় রাজা! যদি তুমি জীবিত থাক, তবে না জানি, এই প্রিয়তমার শোকে তোমার হৃদয় কিরূপ বিদীর্ণ হইতেছে!"

সেরিমন থেইসার মুখপানে চাহিয়া নিবিষ্টচিত্তে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সে নির্ম্মল প্রশান্ত মুখমণ্ডলে ত মৃত্যুর কোন চিহ্নই নাই! সেরিমন তাঁহাকে জীবিত ভাবিয়া বলিলেন, "ভদ্রে; যাহারা তোমাকে মৃতজ্ঞান করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহারা এত ব্যস্ত না হইয়া একটু বিলম্ব করিলে ভালো হইত। কারণ, তাহা হইলে তাহারা আপন ভ্রম বুঝিতে পারিত, সুতরাং তোমাকেও এমন শোচনীয় অবস্থায় এখানে উপস্থিত হইতে হইত না!"

তখন সেরিমন ভৃত্যগণকে অগ্নি প্রজ্বালন করিতে আদেশ দিলেন। নানা প্রকার ঔষধ আনিলেন, এবং অতি কোমল ও মৃদু-মধুর বাদ্যের আয়োজ

করিলেন। কারণ, সেই দুর্ভাগ্যবতীর পুনর্জ্জীবন লাভ হইবার পর, আকস্মিক তাঁহার যে বিস্ময় ও চঞ্চলভাব হইবে, তাহা প্রশমিত করিতে, এইরূপ সঙ্গীতেরই প্রয়োজন হইয়া থাকে। যাহারা থেইসার চারিদিকে বেষ্টন করিয়া বিস্ময়প্রকাশ করিতেছিল, সেরিমন তাহাদিগকে বলিলেন, "আপনারা সকলে এত ঘিরিয়া দাঁড়াইবেন না, রোগীর পক্ষে বাতাসের একান্ত প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস, এই রমণী নিশ্চয়ই জীবিত হইবেন। বোধ হয়, পাঁচ ঘণ্টার অধিককাল ইনি এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হন নাই।"



তৎপরে তিনি উত্তেজক ঔষধ সকল ব্যবহার করিয়া দেখিলেন,—অল্পে অল্পে রমণীর সংজ্ঞালাভ হইতেছে।

সেরিমন বলিলেন, "দেখ, কেমন ধীরে ধীরে চৈতন্যসঞ্চার হইতেছে!—এই দেখ, ইহার পুনর্জ্জীবন লাভ হইল! নিমীলিত আঁখিযুগল, এই দেখ, কেমন অল্পে অল্পে উন্মেষিত হইতেছে! এই রমণী কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া নিশ্চয়ই আত্মকাহিনী সবিশেষ আমাদিগকে শুনাইবেন। এবং তাহা শুনিয়া নিশ্চয়ই আমাদিগকে কাঁদিতে হইবে।"

বস্তুতঃ, থেইসার মৃত্যু হয় নাই। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে দারুণ মোহে তিনি সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছিলেন। সেই অবস্থা দেখিয়া জাহাজের লোকেরা মনে করিয়াছিল, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। এক্ষণে সেরিমনের যত্নে ও সেবা-শুশ্রূষায় থেইসার অলীক মৃত্যু দূরীভূত হইল, তাঁহার মোহ অপসারিত হইল। নয়ন উন্মীলন পূর্ব্বক মৃদুস্বরে তিনি বলিলেন, "আমি এ কোথায় আসিলাম? এ কোন্ দেশ? আমার স্বামী কোথায়?"

সেরিমন একে একে তাঁহাকে সকল কথাই জ্ঞাপন করিলেন এবং যখন বুঝিলেন, থেইসা এখন প্রকৃতিস্থা হইয়াছেন, তখন তিনি পেরিক্লিস্‌লিখিত সেই কাগজখণ্ড ও সিন্দুকমধ্যস্থ সেই রত্নালঙ্কারগুলি তাঁহাকে দেখাইলেন। কাগজখণ্ড পাঠ করিয়া থেইসা বলিলেন, "এ আমার স্বামীর হস্তাক্ষরই বটে। আমার মনে হইতেছে, আমি জাহাজে ছিলাম; কিন্তু সেখানে সন্তান প্রসব করিয়াছিলাম কি না, ঠিক বলিতে পারি না,—মনেও হইতেছে না। যাইহোক, কোন ক্রমে আমার স্বামীকে কি এ সংবাদ দেওয়া যায় না?"

থেইসা সবিশেষ আত্মপরিচয় দিলেন! সেরিমন কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। তখন থেইসা নিরুপায় হইয়া বলিলেন, "যদি এ জীবনে আর স্বামিদর্শন না হয়, তবে আমার না বাঁচাই ছিল ভালো। হায়, এখন আর আমি কি করিব?—যে কয়দিন বাঁচি, ব্রহ্মচারিণী হইয়া কাল যাপন করি।"

সদাশয় সেরিমন বলিলেন, "আপনি যেরূপ বলিতেছেন, যদি সেইরূপ করাই আপনার অভিপ্রেত হয়, তবে এখান হইতে অনতিদূরে ডিয়ানা দেবীর যে মন্দির আছে,—সেই মন্দিরে থাকিয়া ব্রহ্মচারিণিবেশে জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন। পিশাচের পাপচক্ষু সেখানে পঁহুছিবে না। আর, যদি ইচ্ছা

করেন ... ার এক ভ্রাতুষ্পুত্রীকে আপনার নিকট রাখিয়া দিতে পারি,—সে আ... সেবা-শুশ্রূষা করিবে। কারণ, যতদূর আপনার পরিচয় পাইলাম, তাহাতে ঐ ঐ দেশ অথবা ঐ ঐ রাজার নামও আমরা শুনি নাই। এমত অবস্থায় কিরূপে আমরা আপনার স্বামী বা পিতাকে সংবাদ দিতে পারি? অগত্যা, উপস্থিত ডিয়ানাদেবীর মন্দিরে থাকাই আপনার পক্ষে যুক্তিযুক্ত।

থেইসা তাহাতে সম্মত হইলেন, এবং সেরিমনের প্রতি হৃদয়ের প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক, তাঁহাকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ দিলেন।

অনন্তর, থেইসা সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইলে সেরিমন তাঁহাকে ডিয়ানা দেবীর মন্দিরে লইয়া গেলেন। নিরাশ্রয়া রাণী সেই খানে থাকিয়াই ব্রহ্মচারিণীর কর্ত্তব্য পালন করিতে লাগিলেন।

---

(৮)

পেরিক্লিসের কন্যা সমুদ্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ; সেই জন্য পেরিক্লিস তাহার নামকরণ করিলেন,—মেরিনা। পেরিক্লিস্ কন্যাকে লইয়া টর্সাস নগরে উপস্থিত হইলেন।

পাঠকের স্মরণ আছে, পেরিক্লিস্ যখন টায়ার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন সর্ব্বপ্রথমে এই টর্সাস নগরে অবস্থিত হইয়াছিলেন। টর্সাস তখন দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত। টর্সাসের রাজা ক্লিয়ন ও তাঁহার মহিষী, পেরিক্লিসের বদান্যতায় যথেষ্ট অনুগৃহীত ও বাধিত হইয়াছিলেন। পথে পেরিক্লিস্ ভাবিলেন, "এই মা-হারা শিশুটিকে যদি এই টর্সাস নগরে রাজা ও রাণীর নিকট রাখিয়া যাই, ত বিশেষ যত্ন ও সমাদরে ইহার লালন পালন হইতে পারিবে। অতএব অগ্রে টর্সাসরাজের সহিত সাক্ষাৎ করা আবশ্যক। কারণ প্রিয়াবিহনে আমি ঐ শিশুকে যথোচিত লালনপালন করিতে পারিব না।"

যথাসময়ে তিনি টর্সাসে উপস্থিত হইয়া টর্সাসরাজ ক্লিয়নের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং আপনার দুর্ঘটনার কথা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন। ক্লিয়ন দুঃখপ্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন, "হায়! আপনার মহিষী যদি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে আজ আপনাদের দুই জনকে দেখিয়া নয়ন মন পরিতৃপ্ত করিতাম!"

পেরিক্লিস্ সদুঃখে কহিলেন, "কাল সর্ব্বত্রই বিজয়ী ; আরিয়া দেখিলেন,—অল্পে পারি বলুন ? দেখুন, সমুদ্রের সেই তরঙ্গ-গর্জ্জন এখনও আমা: যদি সেই সমুদ্রের মতও আমি ক্রোধোন্মত্ত হইয়া উঠি, তবু ও কইতেছে !— রোধ করিতে পারিব না। যাহা ঘটিবার, তাহা অবশ্যই ঘটিবে দখ, কেমন আপনার নিকট আমার প্রার্থনা এই, এই শিশু কন্যাটিকে আপনি রক্ষা করুন; নিশ্চয়ই রাজার তনয়া,—ভরসা করি, রাজকন্যার ন্যায় শিক্ষালাভে এই শিশু বঞ্চিত থাকিবে না।"

তৎপরে তিনি ক্লিয়ন-মহিষীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "ভদ্রে! আপনার হস্তে আমার এই শিশুসন্তানকে সমর্পণ করিলাম। আপনি নিজ সন্তানজ্ঞানে ইহাকে প্রতিপালন করিলে আমি একান্ত অনুগৃহীত হইব।"

রাণী উত্তর করিলেন, "আমারও এক কন্যা আছে ; আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আপনার এই শিশুকন্যা ঠিক আমার সেই কন্যার ন্যায় স্নেহ পাইবে।"

ক্লিয়নও সেইরূপ অঙ্গীকার করিয়া বলিলেন, "রাজন্! রক্লিস্ লাম্বত সেই দুর্ভিক্ষ সময়ে আপনি যে উপকার করিয়াছিলেন, তা দেখাইলেন র ভুলিবে না। তাহা স্মরণ করিয়া, আজিও সকলে সর্ব্বান্তঃকরণে রই বটে ন, কামনা করিয়া থাকে। কখন যদি আপনার কন্যার প্রতি আ প্রস শ- পালনে ক্রটী করি, আমার প্রজাবৃন্দই আমাকে কর্ত্তব্যপালনে বাধ্য করিবে, এবং প্রজাবৃন্দের কথাতেও যদি আমি মনোযোগী না হই, তবে দেবতা যেন বংশপরম্পরাক্রমে আমাকে উপযুক্ত শাস্তি দেন।"

রাজা ও রাণীর এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য শুনিয়া পেরিক্লিস্ আশ্বস্ত হইলেন, এবং কন্যাকে ধাত্রীসমেত টর্সাসরাজের নিকট রাখিয়া গেলেন।

মেরিনা শিশু ;—পিতৃ-বিরহ, সে কিছুই বুঝিল না ; কিন্তু ধাত্রী তাহা বুঝিল ; সে অত্যন্ত ক্রন্দন করিল। পেরিক্লিস্ বলিলেন, "ধাত্রি! কাঁদিও না! এই শিশুটিকে সযত্নে রক্ষা করিও ; ভবিষ্যতে ইহা হইতেই তোমার মঙ্গল হইবে।"

করেন

(৯)

সে আ

তাহাতেরিক্লিস্ নির্ব্বিঘ্নে নিজ রাজ্য টায়ারে উপস্থিত হইলেন, এবং নির্ব্বিবাদে অবস্থায়া আরূঢ় হইলেন। কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টচক্র এবার আর একদিকে অগা

টর্সাসরাজ ক্লিয়ন মেরিনাকে প্রতিপালন করিতেছেন, এবং তাহার মর্য্যাদা ও গৌরব রক্ষা করিয়া তাহাকে বিধিমতে শিক্ষা দিতেছেন। অতি অল্পকাল মধ্যে মেরিনা এরূপ শিক্ষিতা হইয়া উঠিল যে, চর্তুর্দ্দশ বৎসর বয়সের মধ্যে অনেক শিক্ষিত পুরুষকেও পরাস্ত করিল। মেরিনা গান গায়িত,—মনে হইত, অমরাবতীতে বসিয়া বুঝি কোন দেববালা গান গায়িতেছে! মেরিনা নৃত্য করিত,—দেখিলে মনে হইত, যেন অপ্সরা নৃত্য করিতেছে! শিল্পকার্য্যে মেরিনার এরূপ অধিকার যে, তাহার সূচিবিনির্ম্মিত ফুল ফল কিংবা পাখী দেখিলে মনে হইত, যেন বাস্তব ফুল ফল ও পক্ষী বিরাজ করিতেছে। মেরিনার নির্ম্মিত দুইটি রেশমী ফুল এরূপ অভিন্ন হইত যে, বুঝি স্বভাবেও সে সাদৃশ্য নাই!

টর্সাসরাজের এক দুহিতা ছিল। এ সকল বিষয়ে সে, মেরিনার সমকক্ষ হইতে পারে নাই। সকলেই মুক্তকণ্ঠে মেরিনার প্রশংসা করিয়া থাকে, এজন্য ক্লিয়ন-মহিষীর হৃদয়ে দারুণ ঈর্ষার অনল জ্বলিয়া উঠিল। এবং যখন তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার কন্যা, মেরিনার সমবয়স্কা হইয়া এবং মেরিনার ন্যায় শিক্ষা পাইয়াও মেরিনার সমকক্ষ হইতে পারিল না,—লোকের সমালোচনায় মেরিনাই সর্ব্বোচ্চ স্থল অধিকার করিয়া থাকে, তখন তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, মেরিনাকে স্থানান্তরিত করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু এ কথা বুঝিলেন না যে, মেরিনা স্থানান্তরিতা হইলেও, তাঁহার গুণহীনা কন্যা কিছুতেই সে স্থান অধিকার করিতে পারিবে না।

এই সময়ে মেরিনার সেই ধাত্রীর মৃত্যু হইল। মেরিনা যখন ধাত্রীর শোকে একান্ত কাতর, সেই সময়ে ক্লিয়ন-মহিষী মেরিনাকে নিহত করিবার জন্য এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিল। যে ব্যক্তি এই কার্য্যের ভার লইয়াছিল, তাহার নাম—লিওলাইন। মেরিনা, সকলের এতদূর স্নেহ পাইয়াছিল যে,

সেই নরঘাতী পাষণ্ডও সহজে এ কার্য্যে সম্মত হইল না। ময়রা কি ক, "এই কুমারী রূপে গুণে সুলক্ষণা। এমন——" ব মনে

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া রাজ্ঞী বলিল, "খুব ভালো, তাহালে সন্দেহ নাই। সেই জন্যই বলিতেছি, এই পাপ-পৃথিবী পরিত্যাগ কর।ই ইহার শ্রেয়ঃ। এই যে, মেরিনা এই দিকেই আসিতেছে। দেখিতেছি ক তাহার ধাত্রীর জন্য কাঁদিতেছে। এখন তুমি বলো, আমার আদেশ পাশু বক্ষিত পারিবে কিনা?"

রাজ্ঞীর ভয়ে লিওলাইন বলিল, "আমি স্বীকার করিলাম।" "ভদ্রে"

মেরিনা কতকগুলি পুষ্প লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সেইখানে উপনি ন্নিজ এবং বলিতে লাগিল,—"আমি প্রতিদিন ধাত্রীর কবরের উপর।" করিব। হায়! আমি কি মন্দভাগিনী,—আমার কেহই নাই! নি নিশ্চয়. সমুদ্রবক্ষে দারুণ ঝটিকার সময় আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি। তৎক্ষণাৎ আমার মাতার মৃত্যু হইয়াছে! আমার মনে হয়, এই জগৎও যেন সেইরূপ একটা প্রবল ঝটিকা; তবে তেমন ক্ষণস্থায়ী না হইয়া ইহা চিরস্থায়ী!—এই ঝটিকাই আমার আত্মীয়-স্বজনকে আমার নিকট হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে!"

ক্লিয়ন-মহিষী কপটতাপূর্ব্বক বলিল, "মেরিনা! কাঁদিতেছ কেন? তোমাকে একা দেখিতেছি কেন? আমার কন্যাই বা তোমার সঙ্গে নাই কেন? দেখ, তোমার ধাত্রীর জন্য আর কাঁদিও না। আমিই এখন তোমার ধাত্রী। এ নিষ্ফল ক্রন্দনে তোমার মুখখানি মলিন হইয়াছে। আর কাঁদিও না। দেখ, এসময় একটু বেড়ান ভালো।—লিওলাইনের সহিত সমুদ্র-তটে একটু বেড়াইয়া আইস। নির্ম্মল বাতাস বহিতেছে, একটু সুস্থ হইতে পারিবে। ফুলগুলি আমাকে দাও, সমুদ্র-পবনে এগুলি নষ্ট হইয়া যাইবে।—লিওলাইন! মেরিনাকে লইয়া একটু বেড়াইয়া আইস দেখি।"

মেরিনা। রাজ্ঞি! আপনার নিকট হইতে আপনার ভৃত্য চলিয়া গেলে আপনার কষ্ট হইবে, অতএব তাহাতে প্রয়োজন নাই।

কিন্তু দুষ্টা মহিষী এ কথায় পাপ সঙ্কল্প ছাড়িল না; বলিল,—"আমার কোন কষ্ট হইবে না। দেখ, আমি তোমাকে যেমন ভালবাসি, তোমার পিতাকেও তেমনি ভালবাসি। আমি প্রতিদিনই আশা করিয়া থাকি, তোমার

পিতা এখানে আসিবেন। আজ যদি তিনি হঠাৎ এখনই সত্য সত্যই আসিয়া পড়েন এবং তোমাকে এমন মলিন দেখেন, তবে ভাবিবেন, আমরা বুঝি তোমায় যত্ন করি না! যাও মা! আমি বলিতেছি, একটু বেড়াইয়া আইস; বেড়াইলে নিশ্চয়ই একটু প্রফুল্ল হইবে। এমন রূপ মলিন করিও না। বৃদ্ধ ও যুবা,—সকলেরই হৃদয় তোমার রূপে আকৃষ্ট।"

মেরিনা এইরূপে প্রবোধিত, কতকটা আদিষ্ট হইয়া বলিল,—"যদিও আমার ইচ্ছা নাই, তথাপি যখন আপনি বলিতেছেন, তখন আমি একবার বেড়াইয়া আসি।"

মেরিনার প্রস্থানকালে রাণী সেই নরঘাতককে আবার বলিয়া দিল,—"লিওলাইন! যাহা বলিয়াছি, তাহা যেন স্মরণ থাকে।"

নরঘাতক ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইল,—"থাকিবে।"

---

(১০)

সমুদ্রতটে মেরিনা ও লিওলাইন ভ্রমণ করিতে লাগিল। মেরিনা জিজ্ঞাসা করিল, "বাতাস কি পশ্চিম হইতে বহিতেছে?"

লিওলাইন উত্তর দিল,—"দক্ষিণ-পশ্চিম।"

মেরিনা। যখন আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, শুনিয়াছি, বাতাস তখন উত্তর হইতে বহিয়াছিল।

এইরূপ দুই এক কথা হইতে বালিকা মেরিনার হৃদয়ে, তাহার জন্মবৃত্তান্ত-কাহিনী জাগিয়া উঠিল। মাতার মৃত্যু, পিতার যন্ত্রণা,—ধাত্রীমুখে যেমন শুনিয়াছিল,—সকলই তাহার স্মৃতিপথে আসিতে লাগিল। মেরিনা বলিল, "ধাত্রীর মুখে শুনিয়াছি, আমার পিতা কিছুতেই ভীত হইতেন না। যখন প্রবল ঝটিকায় জাহাজ সাগরবক্ষে নৃত্য করিতেছিল, তখনও তিনি নির্ভীক-চিত্তে নাবিকগণকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।"

লিওলাইন। কখন এরূপ হইয়াছিল?

মেরিনা। যখন আমি জন্মগ্রহণ করি। সে কি প্রবল ঝটিকা!—কি ভীষণ তরঙ্গভঙ্গ!

মেরিনা ধাত্রী-মুখে-শ্রুত আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত একে একে বলিতে আরম্ভ করিল। সেই ঝটিকা, ঝটিকাকালে নাবিকদিগের সেই ব্যস্ত-সমস্ত ভাব, পিতার সাহস ও শেষ বিপদ,—সকল কথাই বলিতে লাগিল। ধাত্রীর নিকট, মেরিনা অনেকবার সেই সকল কথা শুনিয়াছিল। সেই সকল বিষয় নিবিষ্টমনে ভাবিয়া ভাবিয়া, বালিকার বোধ হইত, সে যেন সজ্ঞানে স্বয়ং তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল।

এইরূপ কথাবার্ত্তার মাঝে লিওলাইন সহসা মেরিনাকে নিস্তব্ধ করিয়া বলিল, "তুমি প্রার্থনা করিয়া লও।"

মেরিনা ভীত হইল। অথচ কারণও কিছুই বুঝিতে পারিল না। বলিল, "তুমি কি বলিতেছ ?"

লিওলাইন। যদি তোমার প্রার্থনার আবশ্যক থাকে, তবে অল্পে অল্পে এই বার তাহা সারিয়া লও। অধিক সময় পাইবে না। দেবতারা শীঘ্রই শুনিতে পান। শীঘ্রই আমাকে আমার কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে।

মেরিনা। তুমি কি তবে আমাকে মারিয়া ফেলিবে ?—হায়, কি জন্য ?

লিওলাইন। রাজ্ঞীর আদেশ!

মেরিনা। কেন তিনি আমায় মারিয়া ফেলিতে আদেশ করিয়াছেন ? আমার যতদূর মনে আছে,—এ জীবনে আমি তাঁহার কোন অনিষ্ট করি নাই। কেবল তাঁহার কেন, কোন প্রাণীর প্রতি আমি কখন কোন নিষ্ঠুর ব্যবহার করি নাই। সত্য বলিতেছি, আমি কখন একটি কীটপতঙ্গকে পর্য্যন্ত আহত করি নাই। মনে পড়ে, আমার অসাবধানে একবার একটা কীট পদদলিত হইয়াছিল; সে জন্য যথেষ্ট অনুতাপ করিয়াছিলাম;—হায়, তবে কি কারণে আমি রাজ্ঞীর নিকট অপরাধী হইলাম ?

লিওলাইন। আমি তর্ক করিতে আসি নাই।—যাহা করিতে আসিয়াছি, তাহাই করিব।

সেই সময় একদল জলদস্যু সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল। লিওলাইন মেরিনাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময়ে ঐ দস্যুদল, মেরিনার প্রাণরক্ষা করিল এবং তাহাকে সেই নরঘাতকের হস্ত হইতে ছিনাইয়া লইয়া তরণীযোগে প্রস্থান করিল।

(১১)

দস্যুগণ মেরিনাকে লইয়া মিটেলাইন দেশে উপস্থিত হইল। সেখানে কোন এক ব্যক্তির নিকট তাহারা মেরিনাকে 'ক্রীতদাসী'রূপে বিক্রয় করিল।

এইরূপ দুরবস্থায় পতিত হইলেও, মেরিনা অতি অল্পকাল মধ্যে আপন সৌন্দর্য্য ও চরিত্রগুণে সমগ্র মিটেলাইন প্রদেশে সুবিখ্যাত হইয়া পড়িল, অধিকন্তু নৃত্যগীত ও সুকুমার শিল্পকার্য্যে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সে, আপন প্রভুকে ঐশ্বর্য্যশালী করিয়া তুলিল।

মেরিনার সৌন্দর্য্য ও গুণরাশি এরূপ প্রশংসনীয় হইয়া উঠিল যে, সেই দেশের অধিপতি লাইসিমেকাস্ এক দিন স্বয়ং মেরিনাকে দেখিতে আসিলেন। মেরিনার সহিত কথোপকথনে লাইসিমেকাস্ যারপরনাই সুখী হইলেন।

মেরিনার সেই রূপ, সেই রাজকন্যা জনোচিত ব্যবহার, সেই উচ্চশিক্ষা, সেই নির্ম্মল স্বভাব এবং নারীজনোচিত সেই স্নেহ ও সরলতা দেখিয়া,—লাইসিমেকাস্ একান্ত মুগ্ধ হইলেন এবং অতি হীন অবস্থা জানিয়াও, মেরিনাকে মনে মনে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস হইল, মেরিনা কখনই নীচকুলোদ্ভবা নহে। কিন্তু প্রকৃত পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে মেরিনা কথা কয় না,—কাঁদিতে থাকে।

---

(১২)

এদিকে ক্লিয়ন-মহিষীর ভয়ে সেই নরঘাতী লিওলাইন্ মিথ্যা করিয়া বলিল,—"মেরিনাকে সমুদ্রতটে হত্যা করিয়া আসিতেছি।"

তখন সেই রাক্ষসী ক্লিয়ন-পত্নী প্রচার করিয়া দিল যে, মেরিনার মৃত্যু হইয়াছে। লৌকিকতা রক্ষার্থ সেই পাপিষ্ঠা, মেরিনার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এক স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দিল।

ইহার অল্পদিন পরে পেরিক্লিস তাঁহার বিশ্বস্ত মন্ত্রী হেলিকেনাস সমভিব্যাহারে টর্সাস নগরে উপস্থিত হইলেন। কন্যা কেমন আছে, তাহা দেখিতে এবং তাহাকে লইয়া যাইতে তাঁহার এই আগমন। আজ কত কালের পর দেখা হইবে! সেই সদ্যোজাত শিশুর জন্মের পর কত কাল চলিয়া গিয়াছে!—

পেরিক্লিস বড় আশা করিয়া আসিয়াছেন যে, এতদিন পরে তাঁহার সেই সংসারের সার বন্ধন সেই একমাত্র কন্যাকে দেখিয়া কৃতার্থ হইবেন।

কিন্তু তাঁহার হরিষে বিষাদ হইল; তিনি শুনিলেন, তাঁহার সেই জীবন-সর্ব্বস্ব দুহিতা আর ইহলোকে নাই! নগরবাসীরা মেরিনার সমাধিস্তম্ভ দেখাইল। তাহা দেখিয়া দুর্ভাগ্য পেরিক্লিস্ একান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। পত্নীর শেষ স্মৃতিটুকুও নিবিয়া গেল। নিবিল না কেবল শোকানল!—এই-বার সেই আগুন দ্বিগুণবেগে জ্বলিয়া উঠিল! পেরিক্লিস্ আর টর্সাসে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। ব্যথিতহৃদয়ে সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

সেই দিন হইতে কি এক দারুণ মোহ তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল। তিনি কথা কহিতেন না, হাসিতেন না,—দেখিলে বোধ হইত, যেন বাহ্যজ্ঞান চিরদিনের জন্য তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছে।

শোকাতুর পেরিক্লিসকে লইয়া তদীয় বিশ্বস্ত সচিব জাহাজে আরোহণ করিয়া টর্সাস পরিত্যাগপূর্ব্বক টায়ার অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

---

(১৩)

টর্সাস হইতে টায়ার যাইতে হইলে মিটেলাইন নগর অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। পাঠক জানেন, মেরিনা এই মিটেলাইন নগরে অবস্থান করিতেছে। যখন পেরিক্লিসের জাহাজ মিটেলাইন অতিক্রম করিতেছিল, সমুদ্রতট হইতে মিটে-লাইনদেশাধিপতি লাইসিমেকাস তাহা দেখিতে পান, এবং সেই জাহাজ কাহার এবং কেই বা তাহাতে আছে, জানিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া ক্ষুদ্র এক তরণীযোগে সেই জাহাজের নিকট পঁহুছেন।

পেরিক্লিসের মন্ত্রী হেলিকেনাস লাইসিমেকাসকে যথেষ্ট অভ্যর্থনাদি করিলেন, এবং বলিলেন, "এ জাহাজ টায়ার নগর হইতে আসিয়াছিল, এক্ষণে আবার টায়ার ফিরিয়া চলিয়াছে। টায়াররাজ পেরিক্লিস্ ইহার মধ্যে আছেন। প্রিয়তমা পত্নী ও স্নেহময়ী দুহিতাশোকে তিনি একান্ত মুহ্যমান। আজ তিন মাস হইল, তিনি একরূপ পানাহার করেন নাই, কাহারও সহিত বাক্যালাপও করেন নাই,—নিয়তই ম্রিয়মাণ ও বিষণ্ণ হইয়া আছেন। এই অবস্থায় থাকিয়া যন্ত্রণার আরও বৃদ্ধি করিতেছেন।"

লাইসিমেকাস শোকার্ত্ত রাজাকে দেখিতে চাহিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বুঝিলেন, রাজা এক সময়ে বিশেষ রূপবান ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার সে সুকুমার দেহ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। পরে মিটেলাইন্‌-অধিপতি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "মহারাজের জয় হউক! ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন!"

কিন্তু পেরিক্লিস্‌ কোন উত্তর করিলেন না। তিনি শূন্যহৃদয়ে এরূপ শূন্য-দৃষ্টি করিলেন যে, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা গেল, তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য। অন্য কেহ যে তাঁহাকে সম্ভাষণ করিতেছে, তাহা তিনি বুঝিতেই পারিতেছেন না।

তখন সেই দুর্ভাগ্য পেরিক্লিসের দুঃখে একান্ত ব্যথিত হইয়া লাইসিমেকাস্‌ ভাবিলেন,—"মধুরভাষিণী মেরিনাকে এ সময় পাইলে কিছু উপকার হইতে পারে। মেরিনার সেই স্নেহমাখা মধুর কথা শুনিলে কাহার হৃদয় না প্রফুল্লিত হয়? বোধ হয়, সেই করুণাময়ী বালিকা মেরিনা কথাবার্ত্তা কহিলে, এই শোকাতুর রাজার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতে পারে।"

এই ভাবিয়া, হেলিকেনাসের সহিত পরামর্শ করিয়া, তিনি মেরিনাকে তথায় আনাইলেন।

লাইসিমেকাস্‌ মনে মনে বলিলেন, "এ বালিকা কে, জানি না। ইহার গুণের পরিচয় আর কি দিব, যদি ইহার সবিশেষ পরিচয় জানিতে পারিতাম, তবে এতদিনে ইহাকে বিবাহ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ ও ধন্যজ্ঞান্য করিতাম।"

অনন্তর তিনি মেরিনাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "এই জাহাজ মধ্যে এক সম্ভ্রান্ত নরপতি শোকে মুহমান হইয়া আছেন। কাহারও সহিত কোন কথা নাই, কিছুমাত্র আহার নাই, দিবানিশি দারুণ মনঃকষ্টে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। সুন্দরি! তুমি মধুর বচনে, ইঁহার এই রোগের প্রতিকার করো। তোমার অমৃতময় কথায় নিশ্চয়ই ইঁহার শোকের সান্ত্বনা হইবে।—আমার বিশ্বাস, ইঁহার আবার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইবে।"

মেরিনা ধীরবচনে উত্তর করিল, "মহারাজের অনুমতি আমার শিরোধার্য্য। এই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির শোক উপশম করিতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। কিন্তু অনুমতি করুন, আমি এবং আমার সহচরী ভিন্ন, যেন আর কেহ এই জাহাজের ভিতর প্রবেশ করিতে না পারে।"

মিটেলাইন্‌-অধিপতি ও হেলিকেনাস্‌ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

যথন মেরিনা জাহাজমধ্যে প্রবেশ করিল, তথন সকলেই তাহার সেই মনোহর আকৃতি দেখিয়া বুঝিল, ইহার দ্বারা নিশ্চয়ই আমাদিগের উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইবে। কিন্তু কেহই জানিল না যে, এই মেরিনাই দুর্ভাগ্য পেরিক্লিসের সেই নয়নপুত্তলি প্রাণময়ী দুহিতা। এবং মেরিনাও জানিল না, যে ব্যথিতহৃদয় নৃপতির সান্ত্বনা করিতে সে আসিয়াছে, সে ব্যক্তি অন্য কেহ নয়,—তাহারই-শোকে-কাতর—তাহার স্নেহময় পিতা পেরিক্লিস্‌!

---

(১৪)

মেরিনা রাজার তনয়া ; দৈবদুর্ব্বিপাকে পরদেশে পরের নিকট ক্রীত দাসীরূপে নিযুক্তা ও দাসীভাবে পরিচিতা ; তাই সে এতদিন কাহাকেও মুখ ফুটিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করে নাই। কিন্তু আজি পেরিক্লিসের সম্মুখে আত্মপরিচয় প্রদান করিতে বসিল। মেরিনা উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কিরূপ দৈন্যদশায় উপনীত হইয়াছে, একে একে তাহাই বিবৃত করিতে লাগিল। মেরিনার কথায় বোধ হইল, যেন সে পেরিক্লিস্‌কে আপনার পিতা বলিয়া জানিতে পারিয়াছে ; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। মেরিনা বুঝিয়াছিল, এরূপ দুঃখার্ত্ত ব্যক্তির দুঃখ দূর করিতে হইলে আপনার দুঃখের কাহিনী শুনাইয়া, উভয়ের দুঃখের তারতম্য দেখাইতে হয়। মেরিনা এমন মধুরস্বরে আত্ম-কাহিনী বলিতে লাগিল যে, সেই বীণাবিনিন্দিকণ্ঠস্বরে পেরিক্লিসের সেই অবসন্ন হৃদয় অল্পে অল্পে জাগিয়া উঠিল। অল্পে অল্পে তিনি চক্ষু খুলিলেন,—এত দিন বুঝি সে চক্ষু একরূপ নিমীলিতই ছিল। চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে অনিন্দ্যসুন্দরী এক বালিকা-মূর্ত্তি !

মেরিনা তাহার মাতার প্রত্যক্ষ অনুকৃতি। পেরিক্লিস্‌ দেখিয়াই বুঝিলেন, তাঁহার প্রিয়তমা মহিষীরও এইরূপ আকৃতি ছিল !

যে পেরিক্লিস্‌ এতদিন নির্ব্বাক্‌ অবস্থায় পতিত ছিলেন, আজি তাঁহার বাক্যস্ফূরণ হইল। মনে মনে বলিলেন, "আমার মহিষী ঠিক এইরূপ ছিলেন ! আহা, আজ যদি আমার কন্যা বাঁচিয়া থাকিত, এতদিনে সেও ঠিক

এইরূপ হইত। আমার মহিষীর ন্যায় তেমনই চক্ষু, তেমনই আকৃতি, তেমনই সব। অধিক কি, তেমনই কণ্ঠস্বরও যেন শুনিতেছি!"

প্রকাশ্যে বলিলেন, "বৎসে! তুমি কে, কোথায় থাক? তোমার পিতা মাতা কে? এই মাত্র না তুমি বলিতেছিলে, দৈবদুর্ব্বিপাকে তুমি এমন শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছ?—এবং বলিতেছিলে না, তোমার ও আমার, উভয়ের দুর্ঘটনার কথা ব্যক্ত হইলে বোধ হয় সমান হইবে?—এ কথা কি সত্য?"

মেরিনা। আমার ত এইরূপ অনুমান।

পেরিক্লিস্‌। তবে তোমার কাহিনী আমাকে শুনাও। যদি শুনি, আমার অরুন্তুদ কষ্টের মত এতকটু কষ্টও তুমি ভোগ করিয়া থাক, তবে বুঝিব, বীর-পুরুষের ন্যায় তাহা তুমি সহ্য করিয়াছ এবং আমি একটি বালিকার ন্যায় অস্থির-চিত্ত হইয়াছি! তোমাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন তুমি আশার সমাধিস্তম্ভে সহিষ্ণু-প্রতিমারূপে অধিষ্ঠিত হইয়া মৃদু মধুর হাস্য করিতেছ! বৎসে! কিরূপে তুমি এরূপ অবস্থায় উপনীত হইলে? আমি অনুরোধ করিতেছি, তোমার আদ্যোপান্ত কাহিনী আমাকে শুনাও। আমার কাছে উপবেশন করো মা!

---

(১৫)

তারপর পেরিক্লিস্‌ যখন শুনিলেন, সেই বালিকার নাম মেরিনা,—তখন আর তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। "মেরিনা" ত সাধারণ নাম নহে;— সাগরবক্ষে জন্মগ্রহণ করিলেই লোকে এই নামকরণ করিয়া থাকে!

পেরিক্লিসের কন্যাও সাগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। পেরিক্লিস্‌ও তাই কন্যার নামকরণ করিয়াছিলেন,—"মেরিনা"। এক্ষণে তাঁহার বোধ হইল, এই বালিকা নিশ্চয়ই তাঁহাকে উপহাস করিতে আসিয়াছে। তিনি অতি দুঃখের সহিত বলিয়া উঠিলেন,—"হা অদৃষ্ট! নিষ্ঠুর দৈব কি প্রতিকূল!—এই অতি-বড়-দুঃখের সময়ও লোকের নিকট আমাকে হাস্যাস্পদ করিবার জন্য তোমাকে পাঠাইয়াছে!"

মেরিনা। মহারাজ! অধৈর্য্য হইবেন না।—তবে অনুমতি করুন, আমি নিরস্ত হই।

পেরিক্লিস। না, আমি চুপ করিয়াই থাকিব, তুমি বলিয়া যাও। হায়, বালিকে! তোমার মেরিনা নামে আমি যে কিরূপ চমকিত হইয়াছি, তাহা তুমি কি বুঝিবে?

মেরিনা। আমার নামকরণে যাঁহার অধিকার আছে, তিনিই আমার এই নাম রাখিয়াছেন।—তিনি অন্য কেহ নহেন,—আমার পিতা। আমি রাজার দুহিতা!

পেরিক্লিস্। কি বলিলে? তুমি রাজার দুহিতা? তোমার নাম মেরিনা? কিন্তু সত্য করিয়া বলো, তুমি ত কোন মায়াবিনী বা দেবকন্যা নহ? সত্য করিয়া বলো, তোমার দেহ কি এমনই রক্তমাংসে গঠিত? কোথায় তুমি জন্ম-গ্রহণ করিয়াছ? এবং কেনই বা তোমার নাম "মেরিনা" হইল?—বলো, সত্য বলো।

মেরিনা। আমি সমুদ্রবক্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। এই জন্য পিতা আমার নাম রাখিয়াছেন,—"মেরিনা"। আমার মাতাও এক রাজার কন্যা। আমি হতভাগিনী;—আমাকে প্রসব করিয়াই আমার মাতা মৃত্যুমুখে পতিত হন। ধাত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে কতবার আমাকে সেই সব কথা শুনাইয়াছে। টর্সাস্-অধিপতির নিকট আমার পিতা প্রতিপালনের জন্য আমাকে রাখিয়া গিয়া-ছিলেন। সেখানে আমি খুব যত্নেই ছিলাম। কিন্তু কি অপরাধে জানি না, টর্সাস্-রাজমহিষী হঠাৎ একদিন আমাকে লোকদ্বারা হত্যা করিতে সঙ্কল্প করেন। সঙ্কল্প যখন কার্য্যে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে, সেই সময়ে সহসা একদল জলদস্যু আসিয়া আমার উদ্ধার করে, এবং তাহারাই আমাকে এই মিটেসাইন প্রদেশে আনিয়াছে।—কিন্তু মহারাজ! আপনি কাঁদিতেছেন কেন? আপনি কি মনে করেন, আমি আপনাকে প্রতারণা করিতেছি? সত্যই বলিতেছি, আমি টায়ার-অধিপতি মহারাজ পেরিক্লিসের কন্যা!

বিস্ময় ও কৌতূহলে পেরিক্লিস্ অধীর হইলেন। আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া হৃদয়ের পূর্ণ আবেগে সহসা তিনি অনুচরগণকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিলেন। অনেক দিনের পর প্রভুর আহ্বান শুনিয়া অনুচরগণ যার-পর-নাই আনন্দিত হইল। অনন্তর পেরিক্লিস্ আপন মন্ত্রীকে কহিলেন, "অহো! হেলিকেনাস্! এখনই আমাকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করো! শরীর ভাঙ্গিয়া দাও! নহিলে বুঝি

এ উৎকট আনন্দে আমার বুক ভাঙ্গিয়া যায়।—আর তুমি মেরিনা, মা আমার! তুমি একবার কাছে এস। মা! তুমি সেই সাগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে,—টর্সাস নগরে তোমার সমাধি-মন্দির দেখিয়াছি,—আজি আবার তোমাকে সেই সমুদ্রেই পাইলাম। হেলিকেনাস্! আজি কি আনন্দ!—নতজানু হইয়া এস, প্রাণ ভরিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই! এই আমার সেই জীবনসর্ব্বস্ব দুহিতা—মেরিনা! এই আমার সেই হারানিধি! মন্ত্রী! আমার নূতন পরিচ্ছদ আনিয়া দাও। কে বলিল, টর্সাস নগরে মেরিনার মৃত্যু হইয়াছে? সব মিথ্যা! সব মিথ্যা! পিশাচী টর্সাসরাজমহিষী এইরূপ প্রচার করিয়াছিল।”

তারপর পেরিক্লিস্ লাইসিমেকাসের প্রতি চাহিলেন,—এতক্ষণ পরে তাঁহার দিকে ফিরিলেন। মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“ইনি কে?”

মন্ত্রী। ইনি এই মিটেলাইন নগরের অধীশ্বর। ইহাঁর নাম লাইসিমেকাস্। আপনার দুরবস্থার কথা শুনিয়া আপনার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন।

পেরিক্লিস্। মহাশয়কে আমি অভিবাদন করি। শুন মন্ত্রী! কি মধুর সঙ্গীত হইতেছে!

কিন্তু কৈ, গীত-স্বর ত কোথাও নাই! দৈব অনুগ্রহই বলো কিংবা আনন্দোচ্ছ্বসিত হৃদয়ের অভিব্যক্তিই বলো,—পেরিক্লিস্ যেন অতি ধীর, অতি কোমল, অতি মৃদু, অতি মধুর সঙ্গীত শুনিতে লাগিলেন।

মন্ত্রী। মহারাজ, কোথায় সঙ্গীত? আমি ত কিছুই শুনিতে পাইতেছি না!

পেরিক্লিস্। কিছুই শুনিতে পাইলে না? তবে বুঝি, ইহা স্বর্গের কোন দেব-সঙ্গীত! আঃ! আজ আমি ধন্য হইলাম!—দেখ, সহসা আমার কেমন তন্দ্রা আসিতেছে!

লাইসিমেকাস্ অনুমান করিলেন, এ সঙ্গীত আর কিছু নয়,—অতি আনন্দে প্রভুর ভাবান্তর হইয়াছে! তিনি হেলিকেনাসকে জনান্তিকে বলিলেন, “রাজার সহিত এক্ষণে বাদানুবাদের প্রয়োজন নাই,—উহাঁর কথাতেই হাঁ বলা এখন আমাদের কর্ত্তব্য।”

অনন্তর পেরিক্লিস্‌কে বলিলেন,—“মহারাজ সত্য বটে, আমিও সুমধুর সঙ্গীত শুনিতেছি!”

পেরিক্লিস্ সেই সময় নিদ্রালস হইলে লাইসিমেকাস্ তাঁহাকে পালঙ্কোপরি

শয়ন করাইলেন। পেরিক্লিস্ও অপূর্ব্ব আনন্দ-প্রবাহে অবসন্ন হইয়া, শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। মেরিনা নিদ্রিত পিতার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া রহিল।

---

(১৬)

নিদ্রিত পেরিক্লিস্ এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিলেন। দেখিলেন, যেন ইফিসাস্ নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ডিয়ানা, তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়াছেন। তাঁহার হস্তে রৌপ্যবিনির্ম্মিত ধনু, এবং তাঁহার দেহের জ্যোতি উজ্জ্বল, বিমল ও স্বর্গীয়! —দেবী যেন আদেশ করিতেছেন,—"শুন বৎস পেরিক্লিস্! তুমি এখনই ইফিসাস্ নগরে গমন করো। সেখানে গিয়া আমার মন্দিরে আমারই সম্মুখে আত্মকাহিনী বিবৃত করো। আমার এই আদেশ পালন করো,—তোমার আশাতিরিক্ত শুভফল লাভ হইবে।"

পেরিক্লিসের নিদ্রাভঙ্গ হইল। দেহ অনেক সুস্থ হইল। মনেও এক অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হইল। তিনি সকলকে স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিলেন। তখনই দেবীর আদেশে ইফিসাস্ নগরে যাইতে মনঃস্থ করিলেন।

এইবার লাইসিমেকাস্ পেরিক্লিস্কে জাহাজ হইতে অবতরণ করিতে বিশেষরূপ অনুরোধ করিলেন। পেরিক্লিস্ লাইসিমেকাসের সে অনুরোধ রক্ষা করিলেন। লাইসিমেকাস্ পেরিক্লিস্কে যথাসময়ে নিজ ভবনে লইয়া গিয়া, যথোচিত আমোদ-আহ্লাদ করিলেন। একে রাজ-অতিথি, তার উপর মেরিনার পিতা,—সুতরাং লাইসিমেকাস্ পেরিক্লিস্কে যথেষ্ট সম্মান সংবর্দ্ধনা করিলেন। পেরিক্লিস্ লাইসিমেকাসের হৃদয়ের মহত্ত্ব বুঝিলেন। বুঝিলেন যে, লাইসিমেকাস্ এতদিন মেরিনাকে রাজকন্যা বলিয়া জানিতে না পারিয়াও, তাঁহার প্রতি একান্ত সম্মানের সহিত অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং এ অনুরাগ আন্তরিক ও অকপট। পক্ষান্তরে তিনি, লাইসিমেকাসের প্রতি মেরিনারও অনুরাগ আছে, বুঝিতে পারিলেন। ইহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। এবং শুভদিনে উভয়কে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করিবেন, মনে মনে এমন ইচ্ছাও করিলেন। তবে উপস্থিত তিনি এই মাত্র বলিলেন,—"এক্ষণে আমরা সকলে ইফিসাস্ নগরে ডিয়ানা দেবীর মন্দিরে যাই চল;—দেবীদর্শনের পর অন্য কার্য্যে মনোনিবেশ করিব।"

অনন্তর সকলে মিলিয়া ইফিসাস্ নগরে যাত্রা করিলেন। ডিয়ানা দেবীর কৃপায় অনুকূল বায়ুভরে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহারা সকলে নিরাপদে গন্তব্যস্থানে পঁহুছিলেন।

---

(১৭)

পেরিক্লিসের মৃতপ্রায় মহিষীকে যিনি বাঁচাইয়াছিলেন, সেই সদাশয় সেরিমন ঈশ্বরেচ্ছায় আজিও জীবিত আছেন। তবে এখন তাঁহার বৃদ্ধাবস্থা। যখন পেরিক্লিস্ সহচরগণসহ ডিয়ানা দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন, তখন সেরিমনও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, এবং পেরিক্লিসের মহিষী থেইসাও সে সময় সেই মন্দিরের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন।

অনেক বৎসর অতীত হইয়াছে, মাথার উপর দিয়া অনেক বিপদ-আপদ চলিয়া গিয়াছে,—পেরিক্লিসের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু তথাপি দেখিবামাত্রই, পতিব্রতা থেইসা স্বামীকে চিনিতে পারিলেন। এবং যখন পেরিক্লিস্ কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন, থেইসা নিতান্ত বিস্ময় ও আনন্দের সহিত সেই কথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। পেরিক্লিস্ দেবীর নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,—

"হে দেবি ডিয়ানা! আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন! আপনারই আদেশে আমি এখানে আসিয়াছি। আমি টায়ারের অধিপতি পেরিক্লিস্। অত্যাচার ভয়ে দেশত্যাগ করিয়া বিদেশে বিঘোরে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। পেণ্টাপলিস নগরের রাজকন্যা থেইসাকে আমি বিবাহ করিয়াছি। থেইসা সমুদ্রবক্ষে প্রসবকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি এক কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন,—তাঁহার নাম মেরিনা। টর্সাস নগরে সেই কন্যাকে রাখিয়াছিলাম। টর্সাসরাজ-মহিষী, মেরিনার চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে মেরিনাকে হত্যা করিতে সঙ্কল্প করেন। সৌভাগ্যক্রমে মেরিনা মিটেলাইন নগরে আনীত হয়। দৈবক্রমে আমি তাহাকে সেইখানে পাইয়াছি, এবং তাহারই নিকট হইতে সকল পরিচয় পাইয়া তাহাকে আপন কন্যা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। হে দেবি! তুমি এক্ষণে আমার প্রতি প্রসন্ন হও।"

পেরিক্লিসের এই প্রার্থনা শুনিয়া থেইসা আনন্দে একান্ত অধীর হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন,——"তুমিই কি পেরিক্লিস্? তবে তুমি জীবিত——"

মুখ ফুটিয়া সকল কথা বাহির হইল না। থেইসা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

পেরিক্লিস্। এ কি! এ স্ত্রীলোক কে? মহাশয়গণ! রক্ষা করুন! বুঝি, এ স্ত্রীলোকটীর মৃত্যু হয়!

সেরিমন। মহাশয়, আপনি যাহা বলিলেন, তাহা যদি সত্য হয়, তবে ইনি আপনার সহধর্ম্মিণী—থেইসা!

পেরিক্লিস্। মহাশয়, না,—ইহা হইতে পারে না; সে আজ বহুকালের কথা,—আমি স্বয়ং এই বাহুদ্বয়ে তাঁহার মৃত-দেহ সাগরজলে নিমজ্জিত করিয়াছি!

তখন সেরিমন যে অবস্থায় থেইসাকে পাইয়াছিলেন এবং তার পর যেরূপে তাঁহার জীবন রক্ষা করেন,—একে একে সকল কথা বিবৃত করিলেন। পরে থেইসা সংজ্ঞালাভ করিলে বলিয়া উঠিলেন,—"প্রভু! তুমি কি সেই পেরিক্লিস্ নহ? তোমাকে ত ঠিক তেমনই দেখিতেছি! তোমার স্বরেও ত ঠিক সেইরূপ কণ্ঠস্বর শুনিতেছি!" তারপর পেরিক্লিসের মুখের পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ চাহিয়া আবার কহিলেন, "আপনি এই না কি-এক ঝটিকার কথা বলিতেছিলেন?—আর সেই ঝটিকার সময় না, কাহার জন্মবিবরণ ও কাহার মৃত্যুর কথা বলিলেন?"

পেরিক্লিস্ বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া মুক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"অহো! এ যে আমার মৃতা মহিষী থেইসার কণ্ঠস্বর!"

থেইসা। প্রিয়তম! প্রাণেশ্বর! আমিই সেই দুর্ভাগ্যবতী!——

আনন্দে থেইসার কণ্ঠরোধ হইল। সে আনন্দ অনুভবনীয়, বুঝাইবার নহে।

পেরিক্লিস্ ভক্তিভরে ডিয়ানা দেবীকে প্রণাম করিলেন। থেইসা বলিতে লাগিলেন,—"স্বামিন্! আমি তোমায় বিলক্ষণরূপ চিনিতে পারিয়াছি। পিতার নিকট হইতে বিদায়কালে তিনি তোমাকে যে অঙ্গুরীয় উপহার দিয়াছিলেন, আজিও তোমার অঙ্গুলিতে সেই অঙ্গুরীয় দেখিতেছি!"

পেরিক্লিস্ আর শুনিতে পারিলেন না, আনন্দে অধৈর্য্য হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"হে ঈশ্বর! আজি তোমার অনুগ্রহে, অতীত ঘটনাবলী, আমার কৌতুক বলিয়া মনে হইতেছে!—আর থেইসা, পতিব্রতা, সাধ্বী!—এস তুমি প্রাণাধিকে! এ বাহুযুগল দিয়া এই বক্ষে তোমায় দ্বিতীয়বার সমাবিষ্ট করি!"

মেরিনা। স্নেহময়ী মায়ের কোলে যাইবার জন্য আমার অন্তর আনন্দে নৃত্য করিতেছে।



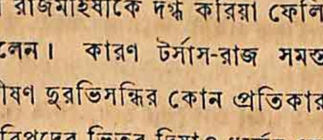
তখন পেরিক্লিস্ থেইসাকে আপন কন্যা চিনাইয়া দিলেন। বলিলেন, "প্রিয়তমে! দেখ, এখানে কে? এই তোমার সেই কন্যা! সেই ভীষণ সমুদ্রবক্ষে, এই তোমার জীবনের ভারস্বরূপ হইয়াছিল! সমুদ্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া, আমি যার নাম রাখিয়াছি,—মেরিনা!"

তখন থেইসার আনন্দ দেখে কে? থেইসা ভক্তিভরে নতজানু হইয়া, কন্যা মেরিনাকে ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞতা

প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পেরিক্লিস্‌ও আনন্দ-উদ্বেলিত-হৃদয়ে, অশ্রুপরিপ্লুত নেত্রে, ডিয়ানা দেবীকে বার বার প্রণাম করিয়া, আপনার কৃতজ্ঞতা জানাইলেন, এবং সেইখানেই, পত্নীর সম্মতিক্রমে, মিটেলাইন-অধিপতি লাইসিমেকাসের সহিত স্নেহময়ী কন্যা মেরিনার শুভ পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। এই অভাবনীয় অপূর্ব্ব আনন্দমিলনে চারিদিক্ আনন্দিত হইল।

পেরিক্লিস্, তাঁহার মহিষী ও তাঁহার কন্যার জীবনচিত্রে দেখিলাম, সহস্র বিপদ-আপদের মধ্যেও, ধর্ম্মের মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রহিয়া, যথাসময়ে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায়। ধর্ম্মের জীবনে যে এত বাধা-বিঘ্ন, এত আপদ-বিপদ,—তাহাও বিধির বিধান!—মানুষ বিপদে ধৈর্য্যশীল ও দুঃখে অবিচলিত-চিত্ত হইবে, ইহা এ রহস্যের উদ্দেশ্য। পেরিক্লিসের মন্ত্রীর জীবনে অপূর্ব্ব বিশ্বাস ও প্রভুভক্তি দেখিলাম। ইচ্ছা করিলেই যখন তিনি শূন্য-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইতে পারিতেন, তখন সুদূর প্রবাস হইতে সিংহাসনের যথার্থ অধিকারী রাজা পেরিক্লিসকে আহ্বান করিয়া সেই সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন! থেইসার জীবনদাতা [illegible] মনের জীবনে এই শিক্ষা পাইলাম যে, জ্ঞানের সহিত দয়া মিশিয়া, দেবতার মঙ্গল অভিপ্রায়ের ন্যায় মানুষ কি অপূর্ব্ব কার্য্যই সমাধা করিতে পারে! কেবল একটা কথা দুঃখের সহিত বলিতে হইল,—সেই পিশাচী টর্সাস-রাজ-মহিষী,—যে পাপিষ্ঠা সরলা মেরিনাকে হত্যা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিল,—সে আপন প্রজাদিগের হস্তে উপযুক্ত শাস্তি পাইয়াছিল। কারণ, সেই কৃতজ্ঞ টর্সাসবাসিগণ যখন মেরিনাসম্বন্ধে টর্সাস রাজমহিষীর ভীষণ দুরভিসন্ধির বিষয় সমস্তই অবগত হইল, তখন তাহারা ক্রোধান্ধ হইয়া টর্সাসের রাজভবনে অগ্নি-প্রদান পূর্ব্বক, রাজা ও পিশাচী রাজমহিষীকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল। এই শাস্তিতে বুঝি দেবতারাও প্রসন্ন হইলেন। কারণ টর্সাস-রাজ সমস্ত জানিতে পারিয়াও, পাপিষ্ঠা মহিষীর সেই ভীষণ দুরভিসন্ধির কোন প্রতিকার করেন নাই।

শেষ কথা,—সহস্র বিপদের ভিতর দিয়াও ধর্ম্মের জ্যোতি চিরদিন উজ্জ্বল।



ভ্রাতা ও ভগিনী।

(TWELFTH NIGHT.)

(১)

মেসালিন্ নগরে দুই ভ্রাতা-ভগিনী বাস করিত। উভয়ে যমজ; একই সময়ে উভয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। উভয়ের আকৃতি একরূপ; অঙ্গভঙ্গি, চাল-চলন, কথাবার্ত্তা,—তাহাও একরূপ;—কিছুতেই কোন পার্থক্য দৃষ্ট ইত না। কেবল মাত্র উভয়ের পরিচ্ছদের ভিন্নতায়, উভয়ের প্রভেদ বুঝা যাইত। ভ্রাতার নাম—সিবাষ্টিয়ান্, ভগিনীর নাম—ভায়োলা।

এই সিবাষ্টিয়ান্ ও ভায়োলা, একদিন জাহাজে করিয়া, জলপথভ্রমণে বহির্গত হইয়া, বিষম বিপদে পতিত হইলেন। ইলিয়িয়া দেশের নিকটে ঐ জাহাজ জলমগ্ন হইল। প্রবল ঝটিকায় বিধ্বস্ত হইয়া জাহাজখানি এক পর্ব্বতোপরি নিক্ষিপ্ত হওয়ায়, অধিকাংশ আরোহী প্রাণ হারাইল; শেষে অতি কষ্টে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা হইল। সেই জাহাজের অধ্যক্ষ, কয়েকজন মাত্র আরোহীকে লইয়া অনেক কষ্টে তীরে উঠিলেন। ভায়োলা তাহাদের মধ্যে একজন।

ভায়োলা অতি কষ্টে রক্ষা পাইলেন বটে, কিন্তু সহোদরের কোন সন্ধান না পাইয়া ভাবিলেন,—"তবে তিনি জলমগ্ন হইয়াছেন।" ইহা স্থির-নিশ্চয় করিয়া, ভায়োলা একান্ত শোকাকুলা হইলেন। আপনার প্রাণরক্ষা হওয়াতে তাঁহার কিছুমাত্র আনন্দ হইল না,—ভ্রাতৃবিয়োগ তাঁহাকে বড়ই ব্যথিত করিয়া তুলিল। জাহাজের অধ্যক্ষ, তাঁহাকে বিধিমতে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। তিনি

বলিলেন, "তোমার ভ্রাতা জলমগ্ন হন নাই। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, যথন জাহাজখানি পর্ব্বতসংঘর্ষণে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়, তখন তিনি সেই জাহাজের একটি মাস্তুল অবলম্বন করিয়া, তরঙ্গের উপর দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছেন।—তিনি যে রক্ষা পাইয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

জাহাজের অধ্যক্ষ অতি দৃঢ়তার সহিত বার বার এরূপ বলায়, ভায়োলা কিছু আশ্বস্ত হইলেন। তাহার পর তাঁহার ভাবনা হইল,—"এখন কি করি? গৃহ ছাড়িয়া ত বহু দূরদেশে আসিয়াছি;—এখানে সকলই অজ্ঞাত, সকলই অপরিচিত;—অতএব এখন কি করি?"

অতঃপর অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ইলিরিয়া দেশসম্বন্ধে আপনি বি-ষ কিছু অবগত আছেন কি?"

অধ্যক্ষ। ইলিরিয়া নগরেই আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি।—এখান হইতে তিন ঘণ্টার পথ আমার জন্মস্থান।

ভালোয়া। এখানকার রাজা কে?

অধ্যক্ষ। অর্সিনো এখানকার রাজা। তিনি অতি সদাশয় ব্যক্তি।

ভালোয়া। অর্সিনোর কথা আমার পিতার মুখে শুনিয়াছিলাম বটে।—অর্সিনো তখন অবিবাহিত ছিলেন।

অধ্যক্ষ। আজিও তিনি অবিবাহিত আছেন। একমাস হইল, আমি এখান হইতে গিয়াছিলাম। তখন শুনিয়া গিয়াছি, ইলিরিয়া-রাজ ওলিভিয়া নাম্নী একটি সুন্দরীর বিবাহার্থী হইয়াছেন। বড় লোকের কথা নানা রঙে সকলেরই কাণে যায়।—শুনিয়াছি, ওলিভিয়া এক সম্ভ্রান্ত ধনীর কন্যা। এক বৎসর হইল, তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইয়াছে। সুতরাং তিনি এতদিন আপন সহোদরের নিকট অবস্থিতি করিতেছিলেন। সম্প্রতি সে সহোদরেরও মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার প্রতি ওলিভিয়ার প্রগাঢ় স্নেহ ও অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল। সহোদরের শোকে একান্ত কাতর হইয়া, এক্ষণে তিনি নিভৃতে, নির্জ্জনে অবস্থান করিতেছেন। কাহারও সমক্ষে বাহির হন না, কিংবা কাহারও মুখাবলোকনও করেন না। আপনার দুঃখে আপনিই মরিয়া আছেন।

ভায়োলা, ওলিভিয়ার দুঃখের সহিত আপন দুঃখের সাদৃশ্য দেখিয়া ওলিভিয়ার জন্য ব্যথিত হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল, এবং মুখে একরূপ প্রকাশ

করিলেন যে, ওলিভিয়ার সাহচর্য্যে কালাতিপাত করেন। অধ্যক্ষ সে কথা শুনিয়া বলিলেন, "ওলিভিয়ার সহিত সাক্ষাৎ হওয়া দুর্ঘট। ভ্রাতৃবিয়োগ হওয়া অবধি, অন্য লোককে দেখা দেওয়া দূরে থাক্,—স্বীয় প্রণয়পাত্র ইলিরিয়া-রাজকে পর্য্যন্তও আপন ভবনে প্রবেশ করিতে দেন না!"

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধের পর, কি ভাবিয়া, ভায়োলা এক উপায় অবলম্বন করিলেন;—পুরুষের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া ইলিরিয়ারাজের ভৃত্যরূপে নিযুক্ত হইতে সঙ্কল্প করিলেন। যুবতীর এই প্রকার আত্মগোপন ও ছদ্মবেশ নিন্দার কথা বটে; কিন্তু সে অসহায় অবস্থা বিবেচনা করিলে তাহা তত দোষাবহ নহে।

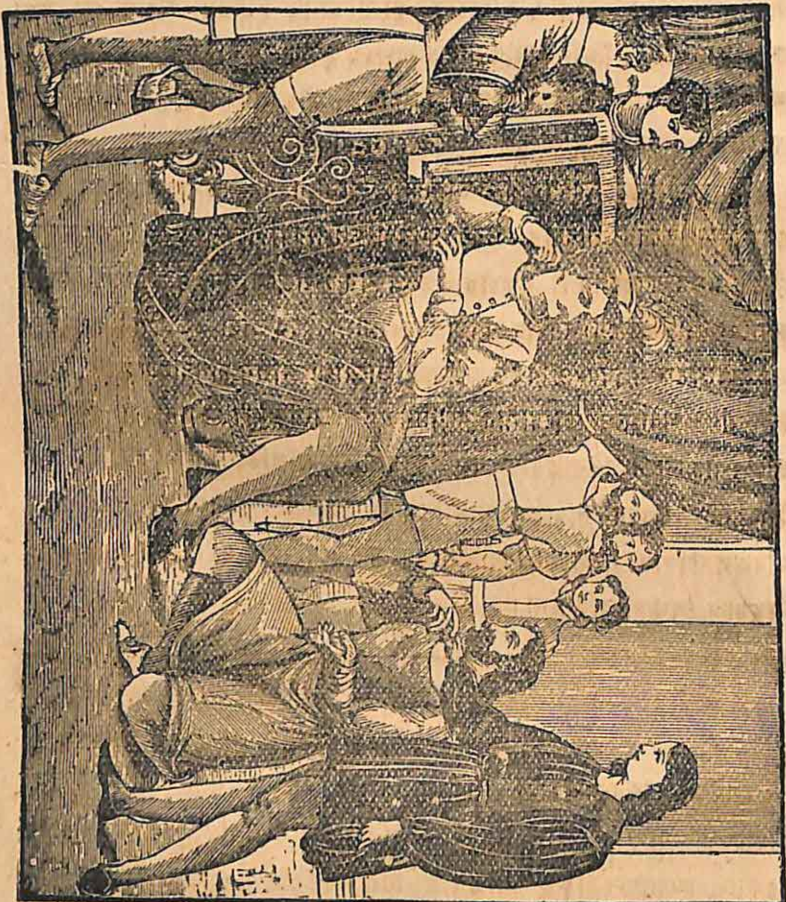
অধ্যক্ষকে সহৃদয় ও বিশ্বস্ত জানিয়া, ভায়োলা আপন বাসনা তাঁহাকে জানাইলেন। অধ্যক্ষও ভায়োলার কথামত পুরুষ-পরিচ্ছদ আনাইয়া দিলেন। ভায়োলার ভ্রাতা সিবাষ্টিয়ান্ যে প্রকার পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন, ভায়োলা ঠিক সেই প্রকার পরিচ্ছদ আনাইলেন। সুতরাং পুরুষবেশে ভায়োলাকে অবিকল তাঁহার সহোদর সিবাষ্টিয়ানের মত দেখিতে হইল,—কোন অংশে কিছুমাত্র পার্থক্য রহিল না।

---

(২)

সেইরূপ পুরুষ-পরিচ্ছদে আত্মগোপন করিয়া, ভায়োলা যথাসময়ে, সেই জাহাজের অধ্যক্ষ-সমভিব্যাহারে ইলিরিয়া-রাজ-সদনে উপস্থিত হইলেন। রাজ-সরকারে অধ্যক্ষের কিছু প্রতিপত্তি ছিল। তিনি ভায়োলার নাম পর্য্যন্ত গোপন করিয়া, সিজারিও নামে ভায়োলাকে ইলিরিয়া-রাজ অর্সিনোর নিকট উপস্থিত করিলেন। ইলিরিয়া-রাজ অর্সিনো এই অভ্যাগত যুবকের অনুপম সৌন্দর্য্য, বিনীত ভাব ও শিষ্টাচার প্রভৃতি দেখিয়া একান্ত প্রীত হইলেন। ভায়োলা, রাজ-সেবকের পদ প্রার্থনা করিলে, অর্সিনো হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে সেই পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

ভায়োলা যে কার্য্যের জন্য নিযুক্ত হইলেন, অতি সুচারুরূপে তাহা সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। এবং সকল প্রকারে প্রভুর চিত্ত-বিনোদন করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে, প্রভুর একান্ত স্নেহভাজন, বিশ্বাসপরায়ণ ও প্রিয়পাত্র হইয়া



উঠিলেন। অর্সিনো সর্ব্বদাই ভায়োলোর সহিত কথা কহিয়া সুখী হইতেন। তাহাকে কোন কথা লুকাইতেন না। হৃদয়ের আবেগে হয়ত, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে লুক্কায়িত কোন অতীত রহস্যের কথাও সময়ে সময়ে বলিয়া ফেলিতেন। কিন্তু তাহাতে আনন্দিত বৈ অসুখী হইতেন না। ওলিভিয়ার প্রতি তাঁহার যে অনুরাগ, ক্রমে সে কথাও ব্যক্ত করিলেন। ভায়োলা বা সিজারিওর প্রতি তাঁহার এমনই প্রগাঢ় বিশ্বাস, এমনই প্রগাঢ় স্নেহ জন্মিল।

অর্সিনো, সিজারিওর পার্শ্বে বসিয়া, নিঃসঙ্কোচে আত্ম-প্রণয়-কাহিনী প্রকাশ করিতেন। তিনি বলিতেন,—"সিজারিও, ওলিভিয়াকে আমি কিরূপ ভাল-

বাসি, তাহা কথায় ব্যক্ত করিতে পারি না। আজি কতদিন এ হৃদয়মন্দিরে সে দেবী-প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করিয়াছি।—কতদিন তাঁহার ধ্যানে, আত্মহারা হইয়া আছি!——গভীর গহনে আর সে মৃগয়ার সাধ নাই। সে ক্রীড়া-কৌতুক, সে আনন্দ-উল্লাস,—হৃদয়ের সে উন্মাদ-উচ্ছৃঙ্খলতা, সে চিরস্ফূর্ত্তি,—কিছুই নাই। আপনার উপর এখন যেন আর কোন প্রভুত্ব নাই;—যেন অতি দুর্ব্বল, আশাভরসাহীন, অবলম্বনশূন্য হইয়া পড়িয়াছি। দেখ, ওলিভিয়া নিতান্ত হৃদয়-হীনা; নহিলে আমার এ ঐকান্তিক অনুরাগ,—তাঁহার জন্য আমার এ অপার্থিব ভালবাসা,—সকলই উপেক্ষিত হইবে কেন? একবার প্রাণ ভরিয়াও যে তাঁহাকে দেখিব, সে সাধও মিটে না,—তাঁহার সম্মুখে যাইতেও নিষেধ! বুঝি, আমার এ দেহ পর্য্যন্তও তাঁহার ঘৃণিত! হায়, আমি কি হইয়া গিয়াছি! এখন কেবল প্রণয়ালাপে ও প্রেম-সঙ্গীত শ্রবণেই সাধ যায়।——দিন, এই ভাবেই কাটিতেছে।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা প্রায়ই হইত। এক কথা ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া, শতরূপ বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যা করিয়া, ইলিরিয়া-রাজ আত্ম-প্রণয়-কাহিনী বলিয়া যাইতেন,—আর পুরুষবেশধারিণী ভায়োলা নিবিষ্টমনে তাহা শুনিতেন।

রাজা রাজকার্য্যে উদাসীন; দিবারাত্রি সিজারিওকে লইয়া কথোপকথনে প্রবৃত্ত;—রাজপারিষদগণ ইহাতে বিরক্ত হইল, এবং মনে মনে সিজারিওর মুণ্ডপাত করিতে লাগিল।

---

(৩)

পুরুষবেশধারিণী ভায়োলা বা সিজরিওকে রাজা একান্ত বিশ্বস্তজ্ঞানে, হৃদয়-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া সকল কথাই বলিলেন। তিনি একদিনের তরেও জানিতে পারেন নাই যে, সিজারিও পুরুষ নহেন,—রমণী। তিনি জানিতেন না যে, সিজারিও যুবতী,—আত্মগোপন করিয়া তাঁহার দাসত্ব গ্রহণ করিয়াছে মাত্র। তিনি জানিতেন না যে, সিজারিও-সমক্ষে আত্ম-প্রণয়-কাহিনী ব্যক্ত করিয়া, প্রেমিকা সিজারিওর হৃদয়ে ধিকি ধিকি কি আগুন জালিয়া দিতেছেন!

বস্তুতই ব্যাপার এইরূপ দাঁড়াইল,—ভায়োলা মনে মনে রাজার প্রতি একান্ত অনুরাগিণী হইয়া পড়িলেন।

ভায়োলার চক্ষে অর্সিনোর রূপ অতুল্য,—গুণ অসাধারণ। ভায়োলা মনে মনে ভাবে, ভাবিয়া বিস্মিত হয়,—"আহা, এত রূপ! এত গুণ! তবে কি কারণে সে হতভাগী ওলিভিয়ার মন উঠে না? এমন মনোহর কান্তি,—শত্রুও না দেখিয়া থাকিতে পারে না,—আহা, এমন মোহন রূপে কাহার না চক্ষু জুড়ায়!"

পতঙ্গ, জলন্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হইল।—ভায়োলা, অর্সিনোকে প্রাণান্তপণে ভালবাসিল!

এক দিন ভায়োলা বলিল, "মহারাজ, আপনার এ দুর্লভ প্রেমের পরিচয় পাইয়া, নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছি। সে রমণী নিতান্ত দৃষ্টিহীনা; তাই আপনার এ অনন্ত গুণরাশি, কিছুই সে দেখিতে পায় না! ইহা নিতান্ত দুঃখের কথাও বটে। আচ্ছা প্রভু, আপনি ওলিভিয়াকে যেরূপ ভালবাসেন, অন্য কোন রমণী যদি আপনাকে সেইরূপ ভালবাসে, আপনি কি তাহাকে ভালবাসিতে পারেন? এ সংসারে, এমন রমণীও থাকিতে পারে! কিন্তু যদি আপনি সেই রমণীকে ভাল না বাসেন এবং যদি তাহাকে বলেন, "আমি তোমাকে ভালবাসিব না",—তখন সে কি করিবে?——সে নিশ্চয়ই নীরব থাকিবে।"

অর্সিনো এ কথা স্বীকার করিলেন না। তিনি বলিলেন, "আমি যেরূপ ভালবাসি, কোন রমণী এমন ভালবাসিতে পারে না।' সিজারিও, ইহা নিশ্চয় জানিও, স্ত্রীলোকের হৃদয় বড় সঙ্কীর্ণ;—এ উন্মুক্ত প্রেমের প্রস্রবণ, সে ক্ষুদ্র হৃদয় টুকুতে স্থান পায় না! ওলিভিয়ার প্রতি আমার যে ভালবাসা, কোন রমণী-হৃদয়ে সেরূপ ভালবাসা থাকা অসম্ভব!"

ভায়োলা, প্রভুবাক্য যথেষ্ট সম্মানের সহিত গ্রহণ করিতেন; কিন্তু স্ত্রী-লোকের হৃদয় সঙ্কীর্ণ এবং তাহাতে অর্সিনোর ন্যায় প্রগাঢ় ভালবাসা স্থান পাইতে পারে না,—এ কথা স্বীকার করিতে ভায়োলা প্রস্তুত নহেন। তাই মনে মনে বলিলেন,—"ইহা আপনার যথেষ্ট ভ্রম।" ভায়োলার হৃদয় নাকি অর্সিনোর জন্য উন্মত্ত, তাই তিনি বুঝিলেন, অর্সিনো বা কতটুকু ভালবাসিতে পারেন, আমার এ ভালবাসা অসীম এবং সমুদ্রতুল্য গভীর!

প্রকাশ্যে বলিলেন, "প্রভু, এ সম্বন্ধে আমি কিছু জানি।"

অর্সিনো কহিলেন, "কি জানো, বলো দেখি ?"

ভায়োলা। রমণী, পুরুষকে কত ভালবাসিতে পারে, তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। প্রেমসম্বন্ধে,—আমরা পুরুষ, আমাদের হৃদয় যেরূপ, রমণী-হৃদয়ও তদ্রূপ। আমার এক স্নেহময়ী ভগিনী ছিলেন, তিনি কোন এক যুবককে ভালবাসিতেন। আমি যদি রমণী হইতাম, তাহা হইলে আপনাকে যেরূপ ভালবাসিতাম, তিনিও তাঁহার প্রণ পাত্রকে সেইরূপ ভালবাসিতেন।

অর্সিনো। তার পর ?—এ প্রেমের ইতিহাস আমি আদ্যোপান্ত শুনিতে ইচ্ছা করি।

ভায়োলা। তারপর আর কি ? সকল কথা আমি অবগত নহি। আমার ভগিনীর সে প্রেমকাহিনী সকলেরই অজ্ঞাত ছিল। কেহ জানিত না,—তিনি অতি গোপনে আপন প্রেম, হৃদয়মধ্যে লুকাইয়া রাখিতেন। কুসুমকোরকে কীটের ন্যায় সেই গুপ্ত-প্রেম, দিবানিশি তাঁহাকে দগ্ধ করিত। তবুও তাঁহার মুখ ফুটিত না। চিন্তা-বহ্নি তাঁহার কুসুমসুকুমার মধুর আকৃতিকে বিবর্ণ করিয়া ফেলিল ;—মুখখানি মলিন,—বিষাদ-প্রতিমার ন্যায় তিনি অবস্থান করিতেন। তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত, যেন মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণু-প্রতিমা, আশার সমাধি-স্তম্ভে বসিয়া, অসীম যন্ত্রণারাশি বুকে করিয়াও মধুর হাস্য করিতেছেন।

অর্সিনো। তারপর ? তারপর ?—তোমার ভগিনী বোধ হয়, এই প্রেমের জন্যই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন ?

ভায়োলা সে প্রশ্নের কোন পরিষ্কার উত্তর দিলেন না। যে প্রেম-কাহিনী তিনি প্রকাশ করিলেন, বস্তুতঃ, সে প্রেম-কাহিনী তাঁহার নিজের। অর্সিনোর জন্য দিবানিশি তাঁহার হৃদয় যে, কিরূপ দগ্ধ হইতেছে, ইঙ্গিতে তাহাই ব্যক্ত করিলেন মাত্র। কিন্তু সে পুরুষবেশধারিণী ভায়োলাকে, ইলিরিয়া-রাজ কি প্রকারে রমণী বলিয়া চিনিতে পারিবেন ?

---

(৪)

অর্সিনোর সহিত ভায়োলার যখন এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, সেই সময়ে এক ব্যক্তি সেই গৃহে প্রবেশ করিল। রাজা সেই আগন্তুক ওলিভিয়োকর

নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। আগন্তুক বলিল,—"মহারাজ, আপনি আমাকে সেই মহিলার নিকট পাঠাইলেন বটে, কিন্তু সেখানে প্রবেশের অনুমতিই পাইলাম না। পরিচারিকা আসিয়া বলিয়া গেল যে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। তিনি ইহাও বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, সাত বৎসর পর্য্যন্ত তিনি মুখাবরণ খুলিবেন না। কাহারও সহিত দেখা-সাক্ষাৎও করিবেন না। আপন গৃহমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক নিয়তই মৃত সহোদরের উদ্দেশে অশ্রুবর্ষণ করিবেন।"

রাজা। আহা, কি কোমল হৃদয়! মৃত ভ্রাতার জন্য যাহার হৃদয় এমনই শোকাকুল, না জানি, মদনের কুসুম-শরে সে হৃদয়ে কি অপূর্ব্ব প্রেমের উৎসই ছুটিতে থাকিবে!

তার পর ভায়োলাকে বলিলেন, "সিজারিও, আমার অন্তরের সকল কথাই তোমাকে বলিয়াছি; সুতরাং আমার মনোভাব তুমি সমস্তই জানো।——তুমি একবার ওলিভিয়ার নিকট যাও দেখি! যেরূপে পারো, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।—তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া তুমি ফিরিবে না।

ভায়োলা। যদি তাঁহার সাক্ষাৎ পাই এবং যদিই তাঁহার সহিত দুটা কথা কহিতেও পারি, তবে আমায় কি করিতে হইবে,—কি বলিতে হইবে, আদেশ করুন।

অর্সিনো। কথাপ্রসঙ্গে তুমি আমার কথা পাড়িবে। তাঁহার জন্য এ হৃদয় কিরূপ তৃষিত, তাহা তুমি জানো; দিবানিশি তাঁহার চিন্তায় কি ভাবে দিন কাটিতেছে, তাহা তুমি স্বচক্ষে দেখিতেছ।——তাঁহার জন্যই এই দুঃখ, এই যন্ত্রণা, এই ক্লেশ,—এই সকল কথা আনুপূর্ব্বিক তাঁহাকে বলিও। তোমাকে শিখাইয়া দিতে হইবে না,—আশা করি, তুমি সকল কথা গুছাইয়া বলিতে পারিবে। আমার মনে হয়, তোমারই মত এমনই সহৃদয় ও বুদ্ধিমান যুবকের দ্বারা এ কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারিবে।

ভায়োলা প্রভু-আজ্ঞা ঠেলিতে পারিলেন না। বলা বাহুল্য, ইচ্ছাপূর্ব্বক তিনি এ কার্য্যে ব্রতী হইলেন না। যাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইবার জন্য দিবানিশি তাঁহার তুষানলে দহন, তাঁহারই জন্য অন্য রমণীর প্রণয়-প্রার্থনা! ব্যাপার কি সামান্য? কিন্তু ভায়োলা তথাপি সম্পূর্ণরূপে আত্মগোপন করিয়া, প্রভুর আজ্ঞা পালনে প্রস্তুত হইলেন।

(৫)

ভায়োলা যথাসময়ে ওলিভিয়ার ভবনে উপস্থিত হইলেন। ওলিভিয়ার এক ভৃত্য দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিল, সে ভায়োলাকে প্রবেশ করিতে দিল না। ভায়োলা অনেক অনুনয়-বিনয় করায় ভৃত্য আপন কর্ত্রীকে জানাইতে গেল।

ওলিভিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"আগন্তুক কে? কোথা হইতে আসিয়াছে?

ভৃত্য। তাহা জানি না। এই যুবককে আর কখন দেখি নাই। তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান। আমি বলিলাম, আপনার শরীর ভালো নাই, এখন দেখা হইবে না। তাহাতে আগন্তুক বলিল, 'আমি তাহা জানি, সেই জন্যই দেখা করিতে আসিয়াছি।' আমি বলিলাম, 'এখন নিদ্রিত আছেন; তথাপি সে বলিল, 'তাহাও আমি জানি, কিন্তু তথাপি তাঁহার সহিত আমার একবার দেখা করিতেই হইবে। বিশেষ প্রয়োজন।' এখন কি করিব? যুবক দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছে। আমার বোধ হয়, আপনার সহিত দেখা না করিয়া সে ছাড়িবে না,—তা আপনি ইচ্ছা করুন আর নাই করুন।

ভৃত্যের মুখে এইরূপ শুনিয়া ওলিভিয়া কিছু কৌতূহলী হইলেন। তাঁহার মনে হইল, এই আগন্তুক নিশ্চয়ই ইলিরিয়া-রাজ অর্সিনোর নিকট হইতে আসিয়া থাকিবে। কিন্তু তাহার এরূপ জিদ্ দেখিয়া, ওলিভিয়া দেখা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। কিন্তু বলিলেন,—"মুখাবরণ খুলিব না, এক-বার মাত্র তাহার কথা শুনিব।"

ভৃত্য, ভায়োলাকে প্রবেশের অনুমতি দিল। ভায়োলা সাধ্যমত পুরুষের প্রকৃতি অবলম্বন পূর্ব্বক, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পারিচারকের ন্যায়, ওলিভিয়ার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং অতি কোমল মধুরকণ্ঠে, পরিষ্কাররূপে বলিলেন,—"সুন্দরি! আপনিই কি এই গৃহের কর্ত্রী? যিনি এই গৃহের কর্ত্রী, তাঁহা-রই সাক্ষাতে আমার কিছু বক্তব্য আছে, অন্যের নিকটে কিছু বলিব না। যাহা বলিতে আসিয়াছি, তাহা অতি যত্নেই শিখিয়াছি।"

অবগুণ্ঠনাবৃতা ওলিভিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?—কোথা হইতে আসিয়াছেন?"

ভায়োলা। আমি যাহা শিখিয়া আসিয়াছি, তাহাই বলিতে পারি,—আপনার প্রশ্নের উত্তর শিক্ষা করি নাই।

ওলিভিয়া। আপনি কি কোন কৌতুকী পুরুষ নাকি?

ভায়োলা। না,—আমাকে দেখিয়া আপনার যেরূপ বোধ হইতেছে, বস্তুতঃ আমি তাহা নহি।

ভায়োলা ঈষৎ ইঙ্গিতে প্রকাশ করিলেন যে, তিনি পুরুষ নহেন। কিন্তু ওলিভিয়া তাঁহার সে ইঙ্গিত বুঝিতে পারিলেন না।



ভায়োলা পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন,—"সুন্দরি! আপনিই কি এই গৃহের কর্ত্রী?"

ওলিভিয়া। হাঁ, এ গৃহ আমারই।

তখন ভায়োলা মনে মনে কহিলেন, "ওলিভিয়ার মুখখানি কেমন, একবার দেখিয়া লই! প্রভুর যাহা বক্তব্য আছে, তাহা পরে বলিব।"

এই ভাবিয়া বলিলেন, "ঠাকুরাণি, নিজগুণে একবার আপনার মুখাবরণ অপসৃত করুন, ঐ মুখ খানি দেখিতে আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে।"

যে অর্সিনোর উন্মত্ত প্রেমে ও ভালবাসায়, ওলিভিয়ার হৃদয় এতটুকুও বিচলিত হয় নাই, আজি সেই অর্সিনোর ভৃত্যের এ প্রকার দুঃসাহসের কথাতেও কিন্তু ওলিভিয়ার হৃদয়ে ভাবান্তর হইল,—সেই অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে কটাক্ষপাতে, পুরুষবেশধারিণী, পরমা সুন্দরী ভায়োলার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া, বিরহিণী ওলিভিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহার অনুরাগিণী হইয়া পড়িলেন!

ভায়োলা, ওলিভিয়ার মুখ দেখিতে চাহিলে, ওলিভিয়া বলিলেন, "তোমার প্রভু কি বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহাই বলো। মুখের সহিতও তাঁহার কোন কথা আছে নাকি?"

তারপর তিনি অবগুণ্ঠন অপসৃত করিলেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল, সাত বৎসরের মধ্যে তিনি মুখাবরণ খুলিবেন না; অনঙ্গ-শরে কিন্তু এখন তাঁহার সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল। তিনি বলিলেন, "তুমি যখন দেখিতে চাহিতেছ, তখন এই দেখ, আমি অবগুণ্ঠন মোচন করিলাম। দেখ দেখি, এ চিত্রখানি কেমন?"

পাঠক পাঠিকা অবশ্যই বুঝিয়াছেন,—ওলিভিয়া মনে মনে সেই পুরুষবেশধারিণী ভায়োলাকে আত্মসমর্পণ করিলেন।

ভায়োলা সে ভুবনমোহিনী রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। বলিলেন, "কি মনোহর আপনার রূপ! কি সুন্দর মুখাবয়ব! কি অপূর্ব্ব ললাট! কি বিম্ব অধর! কি অমৃত চিবুক ও বিশাল নয়ন-যুগল। মরি মরি, এ সৌন্দর্য্য প্রতিমা কি এ পৃথিবীর? কিন্তু দেবি! যদি এ মধুর রূপের প্রতিকৃতি আপনি এ জগতে রাখিয়া না যান, তবে বুঝিব, আপনার অপেক্ষা কঠিন হৃদয় এ সংসারে আর নাই!"

ওলিভিয়া। হাঁ, আমি আমার প্রতিকৃতি রাখিয়া যাইব বৈ কি। কিন্তু তুমি কি আমাকে এই ভাবে প্রশংসা করিবার জন্য এখানে আসিয়াছিলে?

ভায়োলা। আমি প্রশংসা করিতে আসি নাই। যাহা সম্মুখে দেখিতেছি, তাহাই যথার্থ বলিতেছি। আপনি বড় গর্ব্বিতা, কিন্তু তবু সুন্দর। আপনি

বড় অভিমানিনী, কিন্তু তবু সুন্দর। আমার প্রভু অর্সিনো আপনাকে সমস্ত হৃদয় ভরিয়া ভালবাসেন,—তাঁহার সে প্রকার ভালবাসা আপনার উপেক্ষণীয় হইল, ইহা বড় দুঃখের বিষয়। মানুষ যেরূপ দেবতার উদ্দেশে জীবন উৎসর্গ করে, তিনিও তেমনি আপনার উদ্দেশে হৃদয় উৎসর্গ করিয়াছেন!—হায়, তবুও আপনার হৃদয় দ্রব হইল না?

ওলিভিয়া। তোমার প্রভু ত আমার মন জানিয়াছেন,—তবে আর কেন? তিনি ত বুঝিয়াছেন, আমি তাঁহাকে ভালবাসিতে পারিব না। তিনি অতি সজ্জন, মহৎপ্রকৃতি ও কার্য্যকুশল, তাহা আমি জানি। সর্ব্বত্রই সর্ব্বলোকে একবাক্যে তাঁহার প্রশংসা করে, তাহাও জানি।—তিনি ধীর, বীর, সাহসী, শিক্ষিত ও সদাশয়,—এ সকলই সত্য; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তবুও আমি তাঁহাকে ভালবাসিতে পারিব না;—এ কথা কি তিনি এতদিন বুঝেন নাই?

ভায়োলা। আমার প্রভুর ন্যায় আমি যদি আপনার সহিত প্রণয়াসক্ত হইতে পারিতাম, তাহা হইলে নিয়তই আপনার দ্বারে অবস্থিতি করিতাম,—একটুকুও নড়িতাম না। দিবানিশি আপনার নাম আমার জপমালা হইত। নিস্তব্ধ নিশীথে "ওলিভিয়া" "ওলিভিয়া" বলিয়া প্রাণ ভরিয়া ডাকিতাম। ওলিভিয়া-সঙ্গীতে নৈশপ্রকৃতি প্লাবিত করিতাম; পর্ব্বতে পর্ব্বতে তাহা প্রতিধ্বনিত হইত। আবার ডাকিতাম, আবার, গায়িতাম!—দয়াপ্রকাশ না করিয়া কি থাকিতে পারিতেন?

ওলিভিয়া। হয়ত তাহাতে কিছু সুফল হইত। কিন্তু তুমি কে,—তোমার পরিচয় কি, তাহা ত আমাকে বিশেষ কিছু বলিলে না?

ভায়োলা। আমি সম্ভ্রান্তবংশে জন্মিয়াছি বটে, কিন্তু গ্রহ-বৈগুণ্যে এখন দুর্দ্দশাপন্ন। যাহা হউক, আমাকে ভদ্রবংশজাত জ্ঞান করিবেন। নাম—সিজারিও।

পাঠক মনে রাখিবেন, ভায়োলা ইলিরিয়া-রাজের নিকটও যেমন, এখানেও সেইরূপ সিজারিও নামে আপন পরিচয় দিলেন।

ওলিভিয়া, ভায়োলাকে বিদায় দিতে ইচ্ছা না করিলেও, বিদায় দিলেন। বলিয়া দিলেন,—"তুমি তবে এক্ষণে তোমার প্রভুর নিকট যাও। তাঁহাকে আমার অভিপ্রায় জানাইয়া বলিও, আর যেন তিনি বৃথা চেষ্টা না করেন।

আর যেন তিনি কোন দূত প্রেরণ না করেন। তবে আমার এই কথাগুলি তিনি কি ভাবে গ্রহণ করেন, তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। যদি তোমার আপত্তি না হয়, তবে, অন্য কেহ নহে,—একবার তুমিই আসিয়া সেই কথাগুলি আমাকে বলিয়া যাইও।"

ভায়োলা বলিলেন, "আপনি সুন্দরী, কিন্তু কি কঠিন হৃদয়া!"

ভায়োলা বিদায় গ্রহণ করিলেন।

---

(৬)

ভায়োলা ত প্রস্থান করিলেন, কিন্তু ওলিভিয়ার হৃদয়ে ভায়োলার মূর্ত্তি জাগিয়া রহিল। ওলিভিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"কি সুন্দর কমনীয় মূর্ত্তি! পরিচয় জিজ্ঞাসায় জানিলাম, ভদ্রবংশসম্ভূত বটে। তা ঠিক। সেই মধুর আকৃতি, সেই সুধাপূর্ণ সুমিষ্ট কথা, সেই প্রশান্ত দৃষ্টি, সেই নির্ম্মল হৃদয়,—সে সকলই উচ্চবংশেরই পরিচায়ক বটে। আহা, এই সিজারিও যদি ইলিরিয়া-রাজ অর্সিনো হইত, তবে কখনই তাহার প্রেম উপেক্ষা করিতাম না,—আজীবন তাহার দাসী হইয়া থাকিতাম!"

ভাবিতে ভাবিতে আপনার দুর্ব্বলতা বুঝিয়া আত্মধিক্কার করিতে লাগিলেন—"আঃ ছি! ছি! আমি কি দুর্ব্বলহৃদয়া,—কি অসার প্রকৃতি! সহসা একবার দর্শনমাত্রেই আমি সিজারিওর রূপে আকৃষ্ট হইলাম!"

আবার সেই মুখ মনে পড়িল, সুন্দরী আত্মহারা হইলেন। আপনার দুর্ব্বলতা ভুলিয়া গেলেন। আপনার উপর যে দোষারোপ করিতেছিলেন, তাহাও আর মনে স্থান দিলেন না।

ওলিভিয়া চিত্ত স্থির রাখিতে পারিলেন না। রমণী-হৃদয়ের যে অপূর্ব্ব রহস্য—আত্মগোপন, ওলিভিয়া তাহা বিসর্জ্জন করিলেন। তিনি একবারও মনে ভাবিলেন না যে, তাঁহার অবস্থায় আর ইলিরিয়া-রাজ অর্সিনোর সেই ভৃত্য সিজারিওর অবস্থায়,—কত প্রভেদ! প্রেমের রীতিই এই।

তখন ওলিভিয়া সিজারিওর প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া তাঁহার নিকট একটি অঙ্গুরীয় পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু দূতকে বলিয়া দিলেন,—"তুমি এই অঙ্গুরীয়

সিজারিওর হস্তে দিবে। বলিয়া দিবে, "আপনি ইলিরিয়া-রাজের নিকট হইতে এই যে অঙ্গুরীয় আমার ঠাকুরাণীর জন্য উপহার আনিয়াছিলেন,—ঠাকুরাণী তাহা ধন্যবাদের সহিত প্রত্যর্পণ করিয়াছেন।"

ওলিভিয়া এইরূপে, ইঙ্গিতে, সিজারিওকে প্রণয়ের প্রথম উপহার স্বরূপ সেই অঙ্গুরীয় পাঠাইয়া দিলেন। ভাবিলেন, সিজারিও তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিবেন।

বস্তুতঃ তাহাই হইল। ভৃত্যের নিকট হইতে অঙ্গুরীয় পাইয়া ভায়োলা ভাবিয়া দেখিলেন,—"কৈ, ওলিভিয়াকে উপহার দিবার নিমিত্ত রাজা ত তাঁহাকে কোন দ্রব্য দেন নাই?—তবে এ অঙ্গুরীয় কোথা হইতে আসিল?" ভাবিতে ভাবিতে তখন সব বুঝিলেন। তাঁহার প্রতি ওলিভিয়ার সেই অনিমেষ কটাক্ষ, সেই প্রেমপূর্ণ সম্ভাষণ প্রভৃতি মনে পড়িল। তখন তিনি সকলই বুঝিলেন। বুঝিলেন যে, যে মন্ত্রে তিনি অর্সিনোর অনুরাগিণী হইয়াছেন, এই ওলিভিয়া-ভুজঙ্গিনীও সেই মন্ত্রে তাঁহাতে মুগ্ধ হইয়াছে!

তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভায়োলা ভাবিলেন,—"হায়, ওলিভিয়ার কি ভ্রম! আমাকে পুরুষ ভাবিয়া আমাতেই আত্মসমর্পণ করিয়াছে! এ যে অসার স্বপ্নের ছায়া মাত্র! হায় ছদ্মবেশ! আমি যেমন অর্সিনোর জন্য আত্মহারা; এই ওলিভিয়াও তেমনি আমার জন্য অকারণ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিবে! কি নিষ্ঠুর ভবিতব্য!"

---

(৭)

ভায়োলা প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া, ওলিভিয়া সুন্দরীর সকল কথা প্রভুকে জ্ঞাপন করিলেন। বলিলেন, "মহারাজ, আর চেষ্টা করিবেন না। চেষ্টায় আর কোন ফল নাই। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, আপনি আর তাঁহার ভালবাসার আশা করিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিবেন না।"

কিন্তু অর্সিনো নিবৃত্ত হইলেন না। তাঁহার মনে হইল, সিজারিও চেষ্টা করিলে, ওলিভিয়া লাভ হইতে পারে। তাই তিনি বলিলেন, "দেখ সিজারিও, কল্য তোমাকে আর একবার সেখানে যাইতে হইবে। আজ আমার মন বড়

অস্থির হইয়াছে। কাল যে তুমি একটি গান গাহিয়াছিলে, তাহা আমার বড় মধুর লাগিয়াছিল। আজ একবার সেই গানটি শুনাও দেখি। গানটিতে তেমন বৈচিত্র্য নাই বটে, কিন্তু তবু বড় সুন্দর, বড় মধুর। আমি এ গানটি বড় ভালবাসি।"

ভায়োলা মধুরস্বরে গায়িলেন ;—

"কি সুখে রাখিব আর এ ছার জীবন-ভার।
আর বীণা বাজিবে না, ছিঁড়ে গেছে হৃদি-তার।
গেছে সুখ, গেছে আশা, না মিলিল ভালবাসা,
অতৃপ্ত এ প্রেম-তৃষা, বেঁচে থাকা যাতনার।
নিঠুরা রূপসী বালা, মরমে দিয়েছে জ্বালা,
মিছা শুধু অশ্রু ঢালা, জ্বালা নহে জুড়াবার।
আয় রে মরণ আয়, জুড়াব তোমার ছায়,
কি আর বলিব হায়, প্রাণ-হন্ত্রী সে আমার।
ফুটন্ত কুসুম-হাসি, ও সুষমা রূপরাশি,
আর নাহি ভালবাসি, চ'লেছি মরণ-পার ;—
সখা কেহ কাঁদিও না, মালা কেহ পরা'ও না,
আর মনে রাখিও না, জীবনী এ অভাগার॥" *

গানটিতে আর কিছু না থাক, নিরাশ-প্রণয়ের ভাবটুকু বেশ সরলভাবে পরিব্যক্ত। ভায়োলা নিজেও নাকি এইরূপ যন্ত্রণায় পুড়িতেছে, তাই গানের সঙ্গে সঙ্গে সেই সুকুমার মুখখানিও তেমনই ভাবান্তরিত হইতেছিল। অর্সিনো দেখিলেন, গান গায়িতে গায়িতে সিজারিওর মুখখানি মলিন, করুণ আঁখি দু'টি অশ্রুসিক্ত হইয়াছে। গান থামিলে অর্সিনো বলিলেন,

"সিজারিও, তোমার বয়স অল্প বটে, কিন্তু নিশ্চয়ই তুমি এই বয়সে কাহাকে ভাল বাসিয়াছ। বলো দেখি, কথাটা সত্য কিনা ?"

ভায়োলা। আপনার অনুমান মিথ্যা নহে।

অর্সিনো। সে রমণীর বয়স কত ?—রূপ কেমন ?

ভায়োলা। বয়সে ও সৌন্দর্য্যে,—তিনি আপনারই সমতুল্য।

---

* ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—মধ্যমান।

অর্সিনো উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। তাঁহারই তুল্য বয়স ও তাঁহারই তুল্য কৃষ্ণবর্ণ,—এমন কোন রমণীর সহিত এই মধুরাকৃতি যুবকের প্রণয়,—ইহাও কি সম্ভব? কিন্তু ভায়োলার কথার যথার্থ তাৎপর্য্য, অর্সিনো তলাইয়া বুঝিলেন না। অর্থাৎ ভায়োলা যে তাঁহারই প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী, ইঙ্গিতে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে;—অর্সিনো সে ইঙ্গিত বুঝিবেন কিরূপে?

---

(৮)

প্রভুর আদেশমত ভায়োলা পরদিবস আবার ওলিভিয়া-সদনে উপস্থিত হইলেন। এবারে ওলিভিয়ার সাক্ষাৎ পাইতে কোন কষ্ট হইল না। রমণীগণ যখন স্ব স্ব নায়কের নিকট হইতে আগত দূতগণের সহিত আনন্দচিত্তে কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন, ভৃত্যেরা সে ভাব স্পষ্টই বুঝিতে পারে। পুরুষ-বেশধারিণী ভায়োলার সহিত ওলিভিয়ার কথাবার্ত্তা হইতে ভৃত্যেরা কিছু কিছু বুঝিয়াছিল। এবং সেই জন্যই আজ ভায়োলার আগমন মাত্রেই তাহারা সম্মানের সহিত কর্ত্রীর সম্মুখে তাঁহাকে উপস্থিত করিল। ভায়োলা বলিলেন,

"ঠাকুরাণি, আজ আবার আসিয়াছি। আমার প্রভু একান্তই আপনার অভিলাষী। মিনতি করি, তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করুন।"

ওলিভিয়া। সিজারিও, তাঁহার কথা আর আমাকে বলিও না। তাঁহার সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার ছিল, তাহা তোমাকে সেদিন স্পষ্টই বলিয়াছি। এখন তুমি অন্য কথা পাড়। দেখ, তোমার কথা শুনিতে আমি বড় ভালবাসি। তোমার কথা শুনিতে পাইলে, আমি স্বর্গের সঙ্গীতও শুনিতে চাহি না!

হৃদয়, ফুটিয়া ফুটিয়া তবু যেন সঙ্কোচে ফুটিল না। কিন্তু চতুরা ভায়োলা স্পষ্ট বুঝিলেন। ওলিভিয়াও আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। আবেগ-ভরে বলিয়া ফেলিলেন,—"সিজারিও, সিজারিও, আমি তোমারই! আমাকে গ্রহণ করো! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি তোমাকেই ভালবাসি! —তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও চাহি না।"

ভায়োলা একটিও কথা কহিলেন না। কিন্তু তাঁহার মুখখানিতে বিরক্তির চিহ্ন পরিষ্কাররূপে প্রকাশ পাইল। প্রেমোন্মাদিনী ওলিভিয়া তথাপি বলিতে লাগিলেন,—"সিজারিও, বিরক্তি-ভ্রূকুটী-রাশিতে পূর্ণ হইলেও, ঐ মুখ খানিতে

আমি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিতেছি! প্রিয়তম, আমি একান্ত তোমারই।—তোমাকেই আমি আত্মসমর্পণ করিয়াছি।"

ভায়োলা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আমি আর আসিব না। প্রভু ইচ্ছা করেন, নিজে আসিয়া প্রণয় করুন। আমি আর তাঁহার দূতিগিরি করিতে পারিব না।"

ভায়োলা প্রস্থান করিলেন।

---

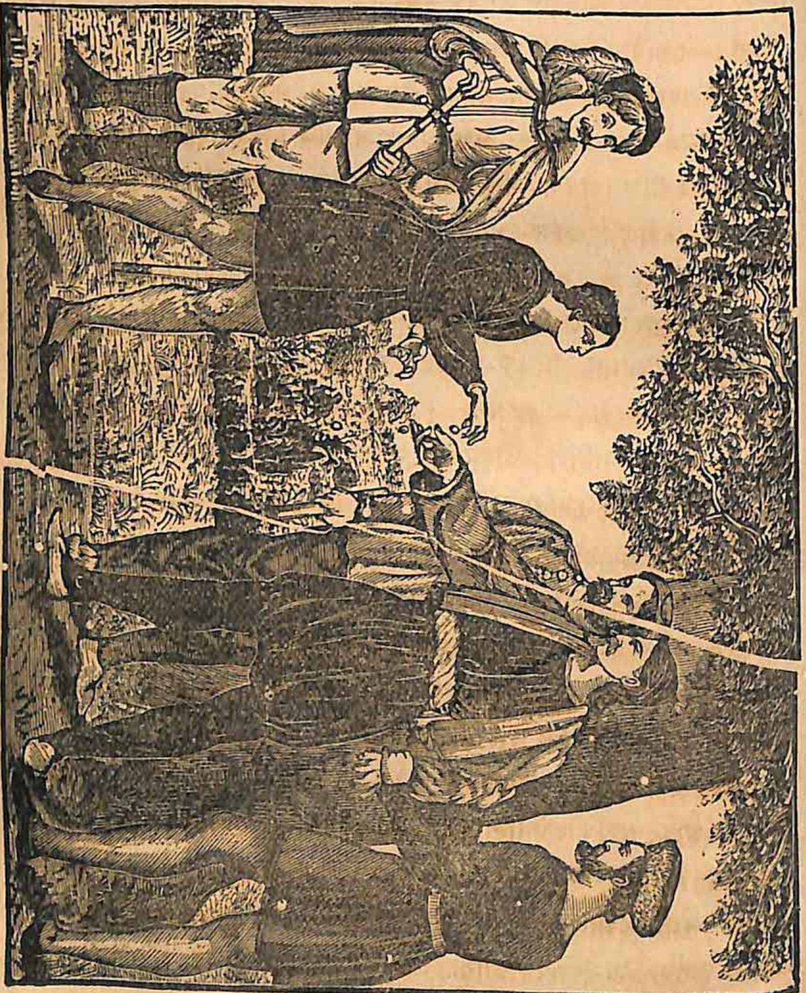
(৯)

এই সময় এক অভিনব ঘটনা উপস্থিত হইল। ইলিরিয়া-রাজ অর্সিনো ব্যতীত অন্য এক ব্যক্তিও ওলিভিয়ার প্রেমাকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল। কিন্তু শেষে সে ব্যক্তিও নিরাশ হইয়া অতি দুঃখে কালযাপন করিতে লাগিল।

সেই নিরাশ-প্রেমিক শুনিল, গর্ব্বিতা ওলিভিয়া, সম্প্রতি অর্সিনোর এক ভৃত্যের প্রতি আসক্ত হইয়া তাহাকেই বিবাহ করিতে চায়। পূর্ব্ব হইতেই সে সকল সন্ধান রাখিতেছিল। এখন মনে মনে এক মতলব আঁটিয়া, পথিমধ্যে রাজভৃত্য ভায়োলা বা সিজারিওর আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছিল। যখন ভায়োলা ওলিভিয়ার গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, সহসা সেই ব্যক্তি সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া বলিল, "তুমিই না ওলিভিয়ার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী? অতএব আইস,—আমার সহিত তোমায় যুদ্ধ করিতে হইবে। পৃথিবীতে দুই ব্যক্তি ওলিভিয়ার প্রেমাকাঙ্ক্ষী হইয়া জীবিত থাকিতে পারে না! যুদ্ধে যদি বাঁচিতে পারো, ওলিভিয়া তোমারই।"

ভায়োলা সহসা এই প্রকার আক্রমণ দেখিয়া, ভীত ও কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলেন। তিনি আত্মগোপনের নিমিত্তই পুরুষবেশ ধারণ করিয়াছিলেন; যুদ্ধের কথায় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। নিজের অসির প্রতি চাহিয়া যাহার ভয় হয়, যুদ্ধ কি তাহারে সাজে? একবার মনে করিলেন,—'আত্ম-পরিচয় প্রদান করি। আমি যে অবলা রমণী, এ ব্যক্তি তাহা জানে না। জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইব।' এইরূপ ভাবিতে-ছেন, পরক্ষণেই দেখিলেন, আর এক ব্যক্তি চকিতের ন্যায় সেই স্থানে উপ-স্থিত হইলেন এবং এই আসন্নবিপদে তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। এই

নবাগত ব্যক্তি কে, ভায়োলা তাহা জানেন না, এবং কেনই বা যে তিনি ভায়োলার পক্ষসমর্থন করিলেন, ভায়োলা তাহাও বুঝিলেন না। সেই নবাগত ব্যক্তি জলদগম্ভীরস্বরে ভায়োলার প্রতিদ্বন্দ্বীকে বলিলেন, "দেখ, সাবধান! এই যুবক যদি কোন প্রকারে তোমার অপকার করিয়া থাকে, তবে সে অপরাধ আমার মস্তকে চাপাইয়া, আমার প্রতি যথেচ্ছ শাস্তিবিধান করিতে পারো। কিন্তু যদি ইহাকে কিছু করো, আমি তোমাকে সহজে ছাড়িব না!"



ভায়োলা এ রহস্য কিছুই বুঝিলেন না। এই নবাগত ব্যক্তি যেন বহুদিনের পরিচিত ও অকৃত্রিম সুহৃদের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন দেখিয়া ভায়োলা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবেন, এমন সময় দেখিলেন, অন্য এক প্রবল শত্রু-কর্ত্তৃক তাঁহার সেই অপরিচিত বন্ধু সহসা আক্রান্ত হইলেন। ঐ অপরিচিত ব্যক্তি পূর্ব্বে কোন গুরুতর অপরাধ করাতে রাজকর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইলেন।

তখন সেই অপরিচিত ব্যক্তি ভায়োলাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—"তোমার অন্বেষণে আসিয়া, দেখ, কি বিপদে পড়িলাম! এখন এক কাজ করো;—তোমার নিকট আমার যে অর্থ আছে, তাহা দাও। এখন বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। দেখ, আমি এই বিপদে পড়িলাম বলিয়া তত দুঃখিত নহি; তবে তোমাকে যে, তোমার এই শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করিতে পারিলাম না, ইহাতে যার-পর-নাই অসুখী রহিলাম!—একি, তুমি এমন স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলে কেন?"

ভায়োলা ত এই সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া অবাক্। তিনি পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, "আপনি কে? আমি ত আপনাকে কখন দেখিও নাই, চিনিও না। আপনি কবে আমার নিকট টাকা রাখিলেন? তবে আপনি আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন,—এই জন্য, যে যৎসামান্য অর্থ আমার নিকটে আছে, গ্রহণ করুন।"

ভায়োলার মুখে এইরূপ উক্তি শুনিয়া, সেই ব্যক্তি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হইল। শেষে অকৃতজ্ঞ ও নীচাশয় বলিয়া, ভায়োলাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতে লাগিল। বলিল, "তুমি এমন নিষ্ঠুর ও অকৃতজ্ঞ? অহো, আমি না তোমাকে মৃত্যুমুখ হইতে বাঁচাইয়াছি? তোমার জন্যই না আমার এই দশা? তোমার জন্যই না আমি এই ইলিরিয়া নগরে আসিয়া আজ এই বিপদে পড়িলাম? তুমি কি সেই পূর্ব্ব কথা সমস্তই বিস্মৃত হইলে?—হা, ধর্ম্ম!"

রাজকর্ম্মচারিগণ আর অপেক্ষা করিল না। সেই অপরাধীকে ধৃত করিয়া বাঁধিয়া লইয়া গেল। যাইবার সময় সেই ব্যক্তি আরও মর্ম্মান্তিক কষ্টে ভায়োলাকে বলিয়া গেল,—"সিবাষ্টিয়ান্, আমার এই বিপদের সময় তুমি আমাকে চিনিতেই পারিলে না? মানুষ এতই অকৃতজ্ঞ?—মনুষ্য-হৃদয় এতই কঠিন? অহো! তোমার এ ব্যবহার আমি জীবনে ভুলিব না!"

পাঠকের অবশ্যই স্মরণ আছে, ভায়োলার সহোদরের নাম—সিবাষ্টিয়ান্। এবং ইহাও স্মরণ আছে, দুই ভ্রাতা ভগিনীতে যমজ, এবং আকার ও অবয়বে, অধিক কি কণ্ঠস্বরেও, পরস্পরের মধ্যে কোনও প্রভেদ ছিল না। ভায়োলা যখন শুনিলেন, সেই ব্যক্তি তাঁহাকে সিবিষ্টিয়ান্ বলিয়া সম্বোধন করিতেছে, তখন তাঁহার একান্ত ইচ্ছা হইল, সকল বৃত্তান্ত স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু রাজকর্ম্মচারিগণ আর বিলম্ব না করিয়া তখনই সে ব্যক্তিকে সেখান হইতে লইয়া গেল।

তখন তাঁহার মনে হইল,—"তবে বোধ হয়, আমার ভ্রাতা জীবিত আছেন। এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই তাঁহার জীবনদাতা। আমি পুরুষবেশে, আমার সহোদর সিবাষ্টিয়ানের ন্যায় দেখিতে হইয়াছি।—তাই এ ব্যক্তি ভুলক্রমেই আমাকে সিবাষ্টিয়ান্ জ্ঞান করিয়াছে।"

ভায়োলার মনে যুগপৎ বিস্ময় ও হর্ষ আন্দোলিত হইতে লাগিল।

---

(১০)

বস্তুতঃ, ভায়োলার অনুমান সত্য। রাজকর্ম্মচারিগণ-কর্ত্তৃক-ধৃত সেই ব্যক্তির নাম—আণ্টোনিও। আণ্টোনিও এক জাহাজের অধ্যক্ষ। যখন ভায়োলা ও সিবাষ্টিয়ান্, দুই ভাই ভগিনী মিলিয়া, জলপথভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন,—প্রবল ঝটিকায়, ইলিরিয়া নগরের নিকট যখন সেই জাহাজ জলমগ্ন হয়, তখন সিবাষ্টিয়ান্ সমুদ্র-বক্ষে ভাসিতে ভাসিতে ক্লান্ত হইয়া পড়েন। সেই অবস্থায় আণ্টোনিও নামক এই ব্যক্তি আপন জাহাজে তুলিয়া সিবাষ্টিয়ানের প্রাণরক্ষা করেন। সেই অবধি আণ্টোনিওর সহিত সিবাষ্টিয়ানের একান্ত সৌহার্দ্দ। দু'য়ে এত ভাব ও ভালবাসা যে, সিবাষ্টিয়ান্ যেখানে যাইবে, আণ্টোনিও ছায়ার ন্যায় তাহার অনুগামী হইবে। সিবাষ্টিয়ান্ একদিন ইলিরিয়া-রাজ অর্সিনোর রাজসভা দেখিতে ইচ্ছা করিলে, আণ্টোনিও তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া নগরে আসিয়াছিলেন। কিন্তু এখানে আসিয়া ঘোর সঙ্কটে পতিত হইলেন। আণ্টোনিও ইতিপূর্ব্বে বিবাদসূত্রে ইলিরিয়া-রাজের এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে আহত করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, যদি কখন কোন রাজ-কর্ম্মচারী তাঁহার

সন্ধান পায়, তবে তাঁহার ঘোর বিপদ।—তাহা জানিয়াও প্রিয়বন্ধু সিবাষ্টিয়ানের অভিলাষ পূরণার্থ, আণ্টোনিও ইলিরিয়া নগরে আসিয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন, কোনও মতে আত্মগোপন করিবেন। কিন্তু রাজপুরুষগণ সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে ধৃত ও কারারুদ্ধ করিল।

ঘটনাটি আর একটু খুলিয়াই বলি। আণ্টোনিও ও সিবাষ্টিয়ান্ নগরে আসিলে, আণ্টোনিও বলিলেন, "সিবাষ্টিয়ান্, তুমি জানো, এই নগরে কেহ আমাকে দেখিতে পাইলে আমার কি বিপদ! অতএব আমি এখানকার এই হোটেলটায় কিছুক্ষণ কোন রকমে আত্মগোপন করিয়া থাকি, তুমি এই অবসরে নগরভ্রমণ করিয়া আসিয়া শীঘ্র আমার সহিত মিলিত হও। আর এই অর্থ গ্রহণ করো, তোমার যাহা ক্রয় করিতে অভিলাষ হয়, ক্রয় করিও।"

আণ্টোনিও একটা হোটেলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, সিবাষ্টিয়ান্ নগরভ্রমণে বহির্গত হইলেন। নির্দ্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হইল, সিবাষ্টিয়ান্ তথাপি ফিরিলেন না দেখিয়া, আণ্টোনিও চিন্তিত মনে, তাঁহার অনুসন্ধানের নিমিত্ত বাহির হইলেন। তখন নিজের বিপদকে বিপদজ্ঞান করিলেন না। পথিমধ্যে যখন ভায়োলা ও তাঁহার প্রতিদ্বন্দীতে সংগ্রামের উপক্রম হইতেছিল, আণ্টোনিও সহসা সেখানে উপস্থিত হইলেন, এবং পুরুষবেশধারিণী ভায়োলাকে সিবাষ্টিয়ান্ জ্ঞানে, তৎপক্ষ অবলম্বন করিলেন। পরে রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইলে, ভায়োলার নিকট অর্থ চাহিলেন; কিন্তু ভায়োলার নিকট যেরূপ উত্তর পাইলেন, তাহাতে বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হইলেন। বস্তুতঃ ভায়োলাকে সিবাষ্টিয়ান্ বলিয়া ভ্রম হওয়াতেই, তাঁহার এই আসন্ন বিপদ ঘটিল।

এদিকে রাজপুরুষেরা যখন আণ্টোনিওকে লইয়া চলিয়া গেল, তখন ভায়োলার ভয় হইল, পাছে তাঁহার প্রতিদ্বন্দী আবার সংগ্রামের জন্য তাঁহাকে আহ্বান করে। কারণ, সে ব্যক্তি, তখনও সেখানে দাঁড়াইয়া। কাজেই ভায়োলা ভয়বিহ্বলচিত্তে সত্বর সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

---

(১১)

ভায়োলা প্রস্থান করিলে পর, সিবাষ্টিয়ান্ হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হইলেন। ভায়োলার সেই প্রতিদ্বন্দী মনে করিল, ওলিভিয়ার প্রেমকাঙ্ক্ষী সেই সিজা-

রিও কি ভাবিয়া আবার আসিয়াছে। উভয়ের আকার-প্রকার, চাল-চলন, বেশ-ভূষার ত কোন পার্থক্য নাই।—তখন সেই প্রতিদ্বন্দ্বী, সিজারিও ভ্রমে সিবাষ্টিয়ান্‌কে আক্রমণ করিল। সিবাষ্টিয়ান্, সহসা এই অপরিচিত ব্যক্তির আক্রমণের কোন কারণ বুঝিতে পারিলেন না;—তিনিও ছাড়িবার পাত্র নহেন,—আত্মরক্ষা করিয়া শেষে অসি নিষ্কাসিত করিলেন।

সেই সময় হঠাৎ ওলিভিয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন। ওলিভিয়া, সিবাষ্টিয়ান্‌কে আপনার সেই পরম প্রেমাস্পদ সিজারিও জ্ঞানে সম্ভাষণ করিলেন। বলিলেন, "প্রিয়তম, তুমি এমন বিপদে পড়িয়াছ! এজন্য আমি যার-পর-নাই দুঃখিত। এখন এস, হৃদয়েশ! গৃহে যাই।"

সিবাষ্টিয়ান্ অধিকতর বিস্মিত হইলেন,—"কে এ রমণী? আমায় বা কেন ডাকে?" কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া বিনা আপত্তিতে তিনি ওলিভিয়ার গৃহে উপস্থিত হইলেন। ওলিভিয়ার যত্নে ও সদ্ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত প্রীত হইলেন। ওলিভিয়াও এবার আশাধিক সন্তোষলাভ করিলেন। কেন না, পূর্ব্বে সিজারিও, প্রণয়সম্ভাষণে কিছু বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। এখন কিন্তু আর সে ভাব নাই। পাঠক পাঠিকা কিন্তু সকল রহস্যই বুঝিতেছেন।—এ ব্যক্তি কিছু ভায়োলা বা সিজারিও নহে,—তাঁহার সহোদর সিবাষ্টিয়ান্। ওলিভিয়া, সিজারিও-জ্ঞানে, সরল মনে প্রণয়ীকে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। সিবাষ্টিয়ানের মনে কিন্তু যুগপৎ বিস্ময় ও কৌতূহল জাগিতে লাগিল।—তবে তিনি এই অপরিচিতা সুন্দরীর এরূপ ব্যবহারে যথেষ্ট সুখী হইলেন।

কিন্তু মনে কেমন একটা 'খট্‌কা' লাগিল। সিবাষ্টিয়ান্ ভাবিতে লাগিলেন,—"আমি এ রমণীর সম্পূর্ণ অপরিচিত, অথচ নিতান্ত পরিচিত অন্তরঙ্গের ন্যায় ইনি আমার সহিত ব্যবহার করিতেছেন! আমি ত মনে-জ্ঞানে কখনও ইঁহার প্রেমাকাঙ্ক্ষী হই নাই। প্রেমাকাঙ্ক্ষী হওয়া দূরে থাক্, কখন ইঁহাকে চক্ষেও দেখি নাই। অথচ ইঁহার কথাবার্ত্তায় বোধ হইতেছে, পূর্ব্ব হইতেই যেন ইনি আমাকে ভালবাসেন!——ইহার তাৎপর্য্য কি? তবে কি এ রমণী উন্মাদিনী? তাই বা বলি কেমন করিয়া? এই মনোহর অট্টালিকা, এই বিপুল বৈভব, এই সকল দাস দাসীর সেবাশুশ্রূষা,—সকলই ত ইনি সুশৃঙ্খলে উপভোগ করিতেছেন! কৈ, ইহার মধ্যে, কোথাও ত কিছু বিশৃঙ্খলা দেখিতেছি না!

আমার প্রতি প্রণয় স্থাপন, ইহাই কি কেবল ইহার উন্মত্ততা ?——কিছুই যে বুঝিতে পারিতেছি না।"

ওলিভিয়া দেখিলেন, সিজারিও এক্ষণে তাঁহার প্রণয়-ফাঁদে পড়িয়াছেন ;— কিন্তু কি জানি, যদি এ ভাব অধিককাল স্থায়ী না হয়, এই ভাবিয়া বলিলেন, "প্রিয়তম, আমার ইচ্ছা, আজি এই শুভ মুহূর্ত্তে তোমায় আমায় পবিত্র পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ হই। আমার এখানে পুরোহিত স্বয়ং উপস্থিত আছেন।— তোমার মত কি ?"

সিবাষ্টিয়ান্ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কলের পুতলটির মত, ওলিভিয়ার বাক্যে সম্মতিপ্রকাশ করিলেন। একে সেই মনোমোহিনী পূর্ণ যুবতীর প্রেমযাচ্ঞা, তাহার উপর তাঁহার সেই অতুল বৈভব,—যুবক সিবাষ্টিয়ান্ কি এমন সুযোগ ছাড়িতে পারেন ?—সেই দিনই উভয়ের শুভ পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

সিবাষ্টিয়ান্ এইরূপে রূপবতী ভার্য্যা লাভ করিয়া বিশেষ সুখী হইলেন, এবং সেই সুখের কথা বলিবার জন্য প্রিয়বন্ধু আণ্টোনিওর নিকট যাইতে মনঃস্থ করিলেন। সুতরাং প্রিয়তমার নিকট ক্ষণকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়া, তিনি গৃহের বাহির হইলেন।

---

(১২)

ইতিমধ্যে ইলিরিয়া-রাজ অর্সিনো ওলিভিয়ার গৃহাভিমুখে আসিতেছিলেন। ভায়োলাও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। সেই সময় তাঁহারা দেখিলেন, রাজকর্ম্মচারিগণ এক ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া আনিতেছে। সে বন্দী—আণ্টোনিও। যখন তাহারা আণ্টোনিওকে রাজার সম্মুখে উপস্থিত করিল, আণ্টোনিও রাজার সহিত ভায়োলাকে দেখিতে পাইয়া, এবং পূর্ব্বের ন্যায় এখনও ভায়োলাকে সিবাষ্টিয়ান্ ভাবিয়া, বলিতে লাগিল,—"মহারাজ, এই অকৃতজ্ঞহৃদয় যুবককে আমি সমুদ্র-বক্ষ হইতে বাঁচাইয়াছি, এবং নানা প্রকারে ইহার উপকার করিয়াছি ;—আর আজ কিনা এ নরাধম আমাকে চিনিতেই পারিল না। অহো, কি অকৃতজ্ঞ! আজ তিন মাসকাল ইহাকে আমি কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় আদর-যত্ন করিয়া আসিয়াছি!"

এই সময় ওলিভিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া সেই খানে উপস্থিত হইলেন। বন্দীর কথা রাজার আর কর্ণগোচর হইল না। তিনি হর্ষভরে বলিয়া উঠিলেন, —"রাজ্ঞী স্বয়ং উপস্থিত! আ মরি মরি! কি রূপ! কি মাধুরিমা! ধরাবক্ষে বুঝি বা স্বর্গের পারিজাত ফুটিয়া উঠিল!—কর্ম্মচারিগণ, তোমরা এই বন্দীকে এখান হইতে লইয়া যাও;—এ ব্যক্তি উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপ করিতেছে! এই যুবক,—এই বিশ্বস্ত সিজারিও আজ তিনমাস কাল আমারই নিকট আছে!"

আণ্টোনিওকে লইয়া কর্ম্মচারিগণ প্রস্থান করিল।

ওলিভিয়া, ভায়োলাকে দেখিতে পাইয়া, আপনার স্বামিজ্ঞানে প্রণয়-সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। অর্সিনো তাহা দেখিয়াই কোপ-প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। ওলিভিয়ার প্রেমালাপ ও মধুর বচন হইতে তিনি এই বুঝিলেন যে, বিশ্বাসঘাতক সিজারিও তাঁহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে,—তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়া নিজে ওলিভিয়ার প্রণয়াস্পদ হইয়াছে! ক্রোধে, দুঃখে, অপমানে, অভিমানে তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। তিনি তখনই সে স্থান ত্যাগ করিলেন। যাইবার সময় অতি দৃঢ়তার সহিত বলিয়া গেলেন,—"সিজারিও, ইতিপূর্ব্বে সেই বন্দী তোমাকে অকৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসঘাতক বলিয়া গিয়াছে;—আমিও এক্ষণে তাহাই বলিতেছি! বালক, তোমার এতদূর সাহস? এস, ইহার সমুচিত শাস্তিবিধান করিব।"

রাজার সেই ক্রোধপূর্ণ বাক্যে বোধ হইল, যেন ভায়োলার মৃত্যু সন্নিকট। ভায়োলা কিন্তু মনে মনে বুঝিলেন, তাঁহার কোন ভয় নাই,—কারণ তিনি নিষ্পাপ।—অধিকন্তু রাজা জানেন, ভায়োলা পুরুষ; কিন্তু যখন জানিবেন, ভায়োলা রমণী,—আর সেই ক্ষুদ্র বুকটিতে যত ভালবাসা থাকিতে পারে, সমস্তই সে, রাজাকে অযাচিতভাবে সমর্পণ করিয়াছে,—তখন কি রাজা শাস্তির কথা আর মুখে আনিতে পারিবেন? বুঝি, ভায়োলা এইরূপ বুঝিয়াছিল, তাই সে নির্ভয়েও ছিল।

ওলিভিয়া কিন্তু মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইলেন। ভায়োলাকে রাজার অনুসরণ করিতে দেখিয়া বলিলেন, "প্রিয়তম! সিজারিও! কোথায় যাও?"

সিজারিও-ও বেশ পরিষ্কাররূপে উত্তর দিলেন,—"আমি আপন জীবন অপেক্ষাও যাঁহাকে ভালবাসি, তাঁহারই সঙ্গে যাইতেছি!"

ওলিভিয়া ভাবিলেন, রাজা নিশ্চয়ই প্রাণদণ্ডের জন্য সিরাজিওকে লইয়া যাইতেছেন। তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। সে চীৎকারে পুরোহিত উপস্থিত হইলেন। সিজারিও যে ওলিভিয়ার স্বামী, পুরোহিত তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। বলিলেন, "বড় জোর দুই ঘণ্টা কাল অতীত হইয়াছে, আমি সিজারিও সহিত ওলিভিয়ার বিবাহ দিয়াছি।"

সিজারিও তাহা অস্বীকার করিলেন; কহিলেন,—"আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, ওলিভিয়াকে বিবাহ করি নাই।"

রাজা কিন্তু বিশ্বাস করিলেন, তাঁহার ভৃত্য সিজারিও নিশ্চয়ই ওলিভিয়াকে বিবাহ করিয়াছে এবং এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহার সেই জীবন-সর্ব্বস্ব, চিরদিনের বাঞ্ছিত ধনকে তাঁহার হৃদয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছে! কিন্তু যাহা হইবার, তাহা ত হইয়াছে,—সে চিন্তায় আর ফল কি? একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ইলিরিয়া-রাজ অতি কষ্টে কহিলেন,

"ওলিভিয়া! জানিলাম, তুমি অবিশ্বাসিনী;—তাই এই শেষ বিদায়!—আর তুই প্রভুদ্রোহী, অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক সিজারিও!—ওঃ! পিশাচ, তোকে আর্ কিছু বলিব না,—তুই আর কখন তোর ঐ ছলনাময় পাপমূর্ত্তি লইয়া আমার সম্মুখে আসিস নে! পাপিষ্ঠ, তুই—এখনি এই মুহূর্ত্তে এখান হইতে দূর হ'!"

ইত্যবসরে আর এক নূতন দৃশ্যের আবির্ভাব হইল। ঠিক সিজারিওর ন্যায় আকৃতি আর এক ব্যক্তি হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হইয়া, ওলিভিয়াকে 'পত্নী' সম্বোধন করিল!

উপস্থিত সকলেই তুল্যাকৃতি দুই সিজারিওর প্রতি অবাক্ হইয়া, নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল।

---

(১৩)

পাঠককে বোধ হয় আর বলিতে হইবে না,—এই নূতন সিজারিও অন্য কেহ নহেন,—ওলিভিয়ার স্বামী, ও ভায়োলার সহোদর সেই সিবাষ্টিয়ান্!

উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ দুইজনের এক আকৃতি, এক গঠন, এক পরিচ্ছদ, এক চালচলন,—সকলই একরূপ দেখিয়া, বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিল। এদিকে

ভায়োলা ও সিবাষ্টিয়ানের, পরস্পরের মধ্যে পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা চলিতে লাগিল। কারণ ভায়োলা দৃঢ়বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে, তাঁহার সহোদর জীবিত আছেন; এবং সিবাষ্টিয়ান্‌ও ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার ভগিনী জলমগ্না হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।—বিশেষ ভায়োলা যদি জীবিত থাকিবে, তবে সে এমন পুরুষবেশে, এখানেই বা কোথা হইতে আসিবে? উভয়ের মনোমধ্যে এইরূপ বাদানুবাদ চলিতে ছিল। শেষে সকল রহস্যই প্রকাশ পাইল। তখন ভ্রাতা ভগিনীর আর আনন্দের অবধি রহিল না। যথাসময়ে আণ্টোনিও-ও কারা-মুক্ত হইয়া সকল রহস্য অবগত হইলেন। যমজ ভ্রাতা-ভগিনীর তুল্যাকৃতি হইতে সকলেরই যে ভ্রম হইয়াছিল, যখন তাহা তিরোহিত হইল, তখন সকলেই ওলিভিয়াকে লইয়া হাস্য-পরিহাস আরম্ভ করিয়া দিল। কেন না, তিনি অবলা রমণী হইয়া, পুরুষজ্ঞানে, ছদ্মবেশিনী ভায়োলার প্রণয়াভিলাষিণী হইয়াছিলেন! নারীতে নারীতে প্রেম,—সে প্রেম আবার স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধসূচক; সুতরাং এমন কৌতুক কেহ ছাড়িতে পারে কি? চারিদিকে হাস্যের ফোয়ারা ছুটিল। ওলি-ভিয়া কিন্তু মনে মনে যথেষ্ট খুসী হইলেন! খুসী হইবার কথাও বটে;—ভগিনীর পরিবর্ত্তে না হয় ভাইকেই পাইয়াছেন,—লাভ বৈ ত ক্ষতি নাই!

ওলিভিয়ার এইরূপ আকস্মিক বিবাহে ইলিরিয়া-রাজ অর্সিনোর সকল আশা ভরসা তিরোহিত হইল। তিনি একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। কিন্তু যখন তাঁহার সেই পরম স্নেহাস্পদ ভৃত্য সিজারিও, বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া রমণী-মূর্ত্তিতে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন,—আ মরি মরি! কি অপরূপ রূপ! নি বিধাতা বুঝি নির্জ্জনে এ রূপের প্রতিমা গড়িয়াছিলেন!—অর্সিনো নির্নিমেষ নয়নে, হর্ষবিত মনে, সে রূপ-সুধা পান করিতে লাগিলেন। স্তই কথা ই সে

---

(১৪)

স্রোত ফিরিল। অর্সিনো ওলিভিয়াকে ছাড়িয়া ভায়োলাকে মন প্রাণ সমর্পণ করিলেন। তখন অনেক দিনের অনেক কথা তাঁহার স্মৃতিপথে হইতে লাগিল। ভায়োলা কতবার কত প্রকারে জানাইয়াছে,—উজীবন সে বড়—বড় ভালবাসে।—প্রতি কথায়, প্রতি ইঙ্গিতে জানাইয়াছে, চন্দ্

মূর্ত্তি তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় টুকুতে ভরিয়া আছে! কিন্তু তবুও বুকের আগুন বুকে চাপিয়া, অতি বিশ্বস্ত ভৃত্যের ন্যায়, প্রভুর সকল আদেশ অসীম সহিষ্ণুতার সহিত পালন করিয়া আসিয়াছে! এইরূপ অতীতের স্মৃতি রাজার মনে যতই জাগরূক হয়, ততই তিনি ভায়োলার গুণে মুগ্ধ হইতে থাকেন। ভায়োলাকে তখনও তিনি "সিজারিও" "বালক" বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন। হৃদয়ের পূর্ণ আবেগে কহিলেন, "সিজারিও, এতদিন আত্মগোপন করিয়া যথার্থই তুমি বিশ্বস্ত ও প্রভুভক্ত অনুচরের ন্যায় আমার সেবা করিয়া আসিয়াছ,—এবং এ পর্য্যন্ত আমাকে প্রভু বলিয়াই সম্বোধন করিয়াছ;—আজ হইতে আমি যথার্থই তোমার 'প্রভু' হইলাম;—এবং প্রাণাধিকে, প্রিয়তমে! আজ হইতে তুমি ইলিরিয়া রাজ্যের অধীশ্বরী হইলে!"

এ প্রস্তাবে উপস্থিত সকলেই সুখী হইলেন। বিশেষ, ওলিভিয়ার মনে আনন্দ আর ধরে না। নিরাশ-প্রণয়ী ইলিরিয়া-রাজ যে স্বেচ্ছায়, সানন্দে ভায়োলাকে বিবাহ করিতেছেন, ইহাতে তিনি আন্তরিক সুখী হইলেন, এবং সকলকে আপন গৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন। সেই দিনই শুভলগ্নে ইলিরিয়া-রাজ অর্সিনোর সহিত ভায়োলার শুভ-উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

সমুদ্রভ্রমণে বাহির হইয়া, দুর্দ্দৈববশতঃ প্রবল ঝটিকায় জাহাজ জলমগ্ন হওয়ায়, দুই ভ্রাতা-ভগিনী পরস্পর পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছিলেন,—কেহ কাহারও জীবনের আশা করেন নাই;—আজ অপার আনন্দে ও একান্ত সুখে, উভয়ে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া, মনোমত পতি-পত্নী লাভ করিলেন।



টাইমন্ ।

(TIMON OF ATHENS.)

(১)

এথেন্স্ নগরে টাইমন্ নামে এক মহাসমৃদ্ধিশালী, উদারহৃদয় ভূম্যধিকারী বাস করিতেন। দানশীলতায় তিনি চির-প্রসিদ্ধ।—মুক্তহস্তে দান করা তাঁহার দৈনিক কার্য্য ছিল। একে অতুল সম্পত্তি, তাহার উপর দানে আন্তরিক অনুরাগ;—সুতরাং টাইমনের বাদান্যতায়, কি দীন হীন পথের ভিখারী, কি ভাগ্যমন্ত সমৃদ্ধিশালী,—সকলেই প্রার্থিত ধন লাভ করিত। একারণ, আপামর সাধারণ টাইমনের অনুগত ও বশংবদ হইয়া পড়িল। সদাশয় টাইমন্ সদাব্রত—অন্নসত্র খুলিয়া রাখিতেন; তাহাতে আহূত, অনাহূত, ধনী, নির্ধন—সকলেই চর্ব্ব-চূষ্য-লেহ্য-পেয়রূপে পরম পরিতৃপ্ত হইয়া আহার করিত। অবারিত দ্বার হওয়ায়, তদীয় নিকেতনে অহর্নিশ যে, কতবিধ লোকের সমাগম হইত, তাহার ইয়ত্তা ছিল না। ফলতঃ, মহাত্মা টাইমনের সাধু চরিত্রে ও অতুলনীয় দানশীলতায়, এথেন্স নগরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কাহারও কোন অভাব ছিল না।—সুতরাং সকলেই প্রীতমনে তাঁহার উপাসনা ও স্তুতিগান করিত। দোষের মধ্যে টাইমনের যশোলিপ্সাটা বড় প্রবল ছিল;—তাহাতে তাঁহার দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকিত না। কোন কবি বা গ্রন্থকার, কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া, অর্থাভাববশতঃ, যদি জনসমাজে প্রকাশিত করিতে না পারিতেন, তবে তিনি টাইমনের নামে তাঁহার সেই গ্রন্থ উৎসর্গ করিতেন। তাহার ফলে, তৎক্ষণাৎ তিনি

আশাতীত পুরস্কার পাইতেন। অধিকন্তু সেই কবি বা গ্রন্থকারের জন্য টাইমনের গৃহদ্বার নিয়তই উন্মুক্ত থাকিত। এইরূপ, কোন ধূর্ত্ত চিত্রকর কোন চিত্র লইয়া, টাইমন্‌কে দেখাইতে গিয়া, সেই চিত্রখানি টাইমনের পছন্দ হইয়াছে কিনা, জানিবার ভাণ করিয়া, তদীয় প্রসাদলাভে উৎসুক হইলে, টাইমন্‌ তৎক্ষণাৎ তাহা দ্বিগুণমূল্যে কিনিয়া লইতেন। যদি কোন জহুরি কিংবা কোন বহুমূল্য-দ্রব্য-বিক্রেতা আপন আপন জিনিসের বিক্রয়ের সুবিধা করিতে না পারিত, তবে তাহারা লর্ড টাইমনের নিকট সেই গুলি আনিত এবং উচিত মূল্য হইতেও অনেক অধিক মূল্য প্রাপ্ত হইত। এইরূপে বিবিধ দ্রব্যে টাইমনের গৃহ পূর্ণ হইল, এবং এইরূপে চতুর্দ্দিক হইতে নানা প্রকারের লোক তাঁহার নিকটে আসিতে লাগিল। প্রতিভাশূন্য কবি, সৌন্দর্য্য-বোধহীন চিত্রকর, ধূর্ত্ত ব্যবসায়ী, তোষামোদকারী অন্তঃসারশূন্য ধনী ও নির্ধন স্ত্রী-পুরুষ,—একে একে অনেকেই আসিতে লাগিল। সেই সমবেত চাটুকারমণ্ডলী মনোমোহকর তোষামোদে, সরলবুদ্ধি টাইমন্‌কে ভুলাইয়া রাখিত এবং অশেষপ্রকারে আপনাদিগের স্বার্থসিদ্ধি করিত। তাহারা টাইমনকে কখন কখন এতদূর পর্য্যন্ত বলিত,—"আপনি ঈশ্বর সদৃশ; আপনারই অনুগ্রহ ও বদান্যতা আমাদের জীবনরক্ষার প্রধান উপায়।—এমন কি, আপনার কৃপায় নির্ম্মল বায়ু পর্য্যন্ত আমরা উপভোগ করিয়া থাকি!"

প্রত্যহ এইরূপ হরেক রকমের জীব আসিয়া সমবেত হয়। তাহার মধ্যে অল্পবয়স্ক সৌখীন ধনি-সন্তানও আসিত। অপরিণামদর্শিতায় ও বিলাস-আড়ম্বরে কপর্দ্দকবিহীন হইয়া তাহারা ঋণগ্রস্ত,—কেহ বা ঋণের দায়ে কারারুদ্ধ;—লর্ড টাইমন্‌ প্রচুর অর্থ দিয়া সেই হতভাগ্য যুবকগণকে উদ্ধার করিতেন। অবশ্য, এজন্য তাহারা টাইমনের গোলাম-স্বরূপ হইয়া থাকিত। ধূর্ত্তগণ এইরূপে বিশিষ্টরূপ ঘনিষ্ঠতা করিয়া টাইমনের সর্ব্বনাশ করিতে লাগিল। তাহারা আপনারা অর্থশূন্য,—কিন্তু টাইমনের পূর্ণ-ভাণ্ডারে পূর্ণ অধিকার পাইয়া, যথেচ্ছাচারে তাহারা সেই ভাণ্ডার লুঠিতে লাগিল। এই দলের একজন শোণিতপায়ীর নাম ভিন্‌টিডিয়াস্‌।—হতভাগ্য বিপুল ঋণজালে আবদ্ধ হইলে, বদান্য টাইমন্‌ তাহাকে উদ্ধার করেন।

টাইমনের অদ্ভুত দান দেখিয়া, অর্থের আশায়, নানা প্রকারের লোক নানা কৌশল আরম্ভ করিল। অনেক লোক প্রচুর লাভের আশায় বহু দ্রব্য তাঁহাকে উপহার দিবার নিমিত্ত আনিত। যদি টাইমন্ একটি কুক্কুর কিংবা একটি অশ্ব, অথবা একটি অল্প মূল্যের কোনও একটি দ্রব্য পছন্দ করিতেন, তবে তদ্ব্যবসায়ী ধূর্ত্তগণ তৎক্ষণাৎ তাহা টাইমনের নিকট প্রেরণ করিত। এবং টাইমন্ সেই সকল দ্রব্যর দশগুণেরও অধিক মূল্য দিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতেন। এইরূপে লর্ড লুসিয়াস্ একদিন চারিটি শ্বেতবর্ণ অশ্ব উপহার পাঠাইলেন। বলা বাহুল্য, টাইমন্‌কে একদিন ঐরূপ অশ্বের প্রশংসা করিতে তিনি শুনিয়াছিলেন। আর একদিন লর্ড লোকুলাস্ শুনিয়াছিলেন, টাইমন্ কতকগুলি শিকারী কুকুরের প্রশংসা করিতেছেন;—তিনি অমনি সেইরূপ কতকগুলি কুকুর তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। সরল ও সহৃদয় টাইমন্ এই সকল কপট বন্ধুর গূঢ় অভিসন্ধি বুঝিতে পারিতেন না। কাহারও প্রতি অবিশ্বাস করিতে তিনি জানিতেন না। অনুগত জনের উপহার,—তাহাদের আন্তরিক প্রীতির নিদর্শন জানিয়া, তিনি সেই সকল দ্রব্যের বিনিময়ে, বিস্তর অর্থ ও বহুমূল্য রত্নাদি প্রত্যুপহার দিতেন।

কখন কখন এই জীবগণ প্রত্যক্ষভাবেও স্বকার্য্য সাধন করিতে লাগিল। টাইমনের যে কোন দ্রব্য তাহারা প্রশংসা করিত। টাইমন্ যদি ন্যায্য মূল্যেও কোন দ্রব্য কিনিলেন, অমনি তাহারা বলিয়া উঠিল,—"মহাশয় অতি অল্প মূল্যে এই বস্তুটি লাভ করিলেন!" এইরূপ মিথ্যা প্রশংসায় তাহারা সরলমতি টাইমন্‌কে মুগ্ধ করিত। টাইমন্ অমনি সেই প্রশংসিত দ্রব্য,—সেই চাটুকার-কুক্কুরগণকে প্রদান করিতেন। একদিন এক ভূম্যধিকারী টাইমনের এক অশ্বের প্রশংসা করিতেছিলেন; টাইমন্ ভাবিলেন,—"দেখিতেছি, এ ব্যক্তির এই অশ্বটির প্রতি লোভ হইয়াছে; অতএব ইহা এই ব্যক্তিকেই প্রদান করা কর্ত্তব্য।" এই ভাবিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সেই অশ্বটি তাহাকে প্রদান করিলেন। তিনি জানিতেন, কোন দ্রব্য লাভের জন্য আন্তরিক ইচ্ছা না হইলে, লোকে মন খুলিয়া তাহার প্রশংসা করে না, করিতে পারে না। আপনার অন্তর দিয়াই টাইমন্ সকল লোকের অন্তর বিচার করিতেন। দান করিতে তিনি এতই ভাল বাসিতেন যে, চাই কি, যদি তাঁহার

দুই দশটা রাজ্য থাকিত, এবং কেহ তাহার প্রার্থী হইত, তবে সেই রাজ্য পর্য্যন্ত দান করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না।

মহাত্মা টাইমনের বিপুল অর্থরাশি কেবলই যে, এইরূপ প্রতারক ও ধূর্ত্ত লোক্‌দিগের সন্তোষার্থ ব্যয়িত হইত, এমত নহে,—অনেক সৎকার্য্যেও টাইমন্ মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহার এক ভৃত্য, এথেন্সবাসিনী এক রমণীর পাণিগ্রহণে অভিলাষী হইয়াছিল। কিন্তু ভৃত্যের অর্থাভাব প্রযুক্ত, কন্যার পিতা সেই ভৃত্যকে কন্যাদানে আপত্তি করিলেন। কন্যার পিতা ধনী, ধনিগৃহেই তাঁহার আত্মীয়তা করিতে ইচ্ছা।—টাইমন্ একথা শুনিয়া সেই ভৃত্যকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিলেন; এবং সেই মনোনীত পাত্রীর সহিতই ভৃত্যের বিবাহ দেওয়াইলেন। কিন্তু অধিক সময় ইহাই দেখা যাইত যে, তাঁহার প্রতারক বন্ধুবর্গ ও শঠ তোষামদকারিগণই তাঁহার সেই অতুল ধনরাশির উপর আধিপত্য করিত। সরলমতি টাইমন্ তাহাদিগের চাতুর্য্য বুঝিতে পারিতেন না। তিনি হাসিলে তাহারা হাসিত; তিনি কাঁদিলে তাহারা কাঁদিত। এইরূপ সকল প্রকারে তাহারা তাঁহার মন যোগাইত। টাইমন্ ভাবিতেন,—"আমি যাহা কিছু করি, তাহা সকলেরই অনুমোদিত। অতএব আমার বাড়া ভাগ্যবান্ এ জগতে আর কে আছে?" এইরূপ দান ছাড়া, নিত্য পান ভোজন, এবং আনন্দ উল্লাসও হইত;—টাইমন্ সেই কপট বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে বসিয়া স্বর্গসুখ উপভোগ করিতেন। মনে মনে ভাবিতেন,—"আমি কত সুখী, কত ভাগ্যবান্!"

---

(২)

কিন্তু হায়, "চিরদিন কভু সমান না যায়!"—এইরূপ ব্যয়ে কুবেরের অক্ষয় ভাণ্ডারও শূন্য হইয়া যায়;—টাইমন্ কোন্ ছার! এইরূপ অপরিমিত ব্যয়ে টাইমনের ধনাগার শূন্য হইতে লাগিল। তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাই, তথাপি চৈতন্য নাই। কে-ই বা সাহস করিয়া তাঁহাকে সে কথা বলে? তাঁহার বন্ধুবর্গ প্রতারক, ধূর্ত্ত, স্বার্থপর ও অর্থগৃধ্নু—তাহারা যে তাঁহার চৈতন্য করিয়া দিবে, সে আশা বিড়ম্বনা মাত্র। প্রকৃত বন্ধু টাইমনের একজন মাত্র ছিল।

তিনি—সেই মহাত্মা টাইমনের কোষাধ্যক্ষ। নাম—ফ্লেভিয়াস্। ফ্লেভিয়াস্ অতি সজ্জন ও বিশ্বাসী। যথার্থই প্রভুর হিতেচ্ছা করেন। সেই ফ্লেভিয়াস্ অনেক চেষ্টা করিলেন; আয়-ব্যয়ের একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়া প্রভুর সমক্ষে দাঁড়াইলেন। সজলনয়নে, কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন,—"প্রভো! একবার নেত্রপাত করুন! সকলই যাইতে বসিয়াছে!"

টাইমন্ সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না।—কথাপ্রসঙ্গে সে কথা উড়াইয়া দিলেন। ধনী ব্যক্তি আপনার ধনক্ষয়ের কথা শ্রবণ করিতে বধির হইয়া থাকে;—আগতপ্রায় আপন শোচনীয় অবস্থা সহজে বিশ্বাস করিতে চাহে না। সেই মহোদয় কোষাধ্যক্ষ, অনেকবার অনেক প্রকার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কোন প্রকারে প্রভুর চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারিলেন না।

ফ্লেভিয়াস্ যখন দেখিতেন, শত শত লোকে প্রভুর গৃহ পূর্ণ;—আনন্দ-উল্লাসে গৃহ নিনাদিত;—মদ্য-স্রোতে গৃহ-প্রাঙ্গণ প্লাবিত;—আলোক-মালায় চারিদিক উজ্জ্বলীকৃত;—ফ্লেভিয়াস্ তখন নিভৃতে, নির্জ্জনে গিয়া বসিতেন। টাইমনের বিলাস-কক্ষে যে মদ্যস্রোত প্রবাহিত হইত, ফ্লেভিয়াসের নয়ন হইতে বুঝি তাহার শত গুণ অশ্রু অজস্রধারে বহিতে থাকিত! চাটুকারদিগের সেই আনন্দোল্লাস যখন তাঁহার শ্রুতিগোচর হইত, তিনি ভাবিতেন,—"হায়! এই অর্থ যেদিন ফুরাইবে, সেই দিন হইতেই এ আনন্দ-উল্লাস আর শুনিতে পাইব না! পান ও ভোজনের নিমিত্ত আজ যে আনন্দধ্বনি,—যে দিন উপবাসী থাকিতে হইবে, সে দিন আর এ আনন্দ-ধ্বনি থাকিবে না। শীতের শীতল বাতাস যে দিন বহিবে, বসন্তের এই প্রিয় কোকিলকুলও সে দিন উড়িয়া পলাইবে!"

---

(৩)

বস্তুতঃ আর বেশী দিন এ ভাবে কাটিল না। শীঘ্রই টাইমন্‌কে আপনার অবস্থা বুঝিতে হইল। বুঝিতে হইল বটে, কিন্তু অর্থের অনাটন হইল বলিয়া প্রয়োজন কমিল না। একদিন টাইমন্ ফ্লেভিয়াস্‌কে আজ্ঞা করিলেন,—"যে কোন প্রকারে হউক,—আমার সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াও, টাকা সংগ্রহ করো।"

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ফ্লেভিয়াস্‌ বলিলেন, "ভূ-সম্পত্তি আপনার অধিকাংশই বিক্রীত হইয়া গিয়াছে, তাহাতেই এতদিন খরচ চলিয়া আসিতেছে; —আমি আপনাকে পুনঃপুনঃ এ বিষয় জানাইয়াছিলাম; আপনি সে কথায় কর্ণপাতও করেন নাই। এখন যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট আছে, সমস্ত বিক্রয় করিলেও, আপনার সকল ঋণ পরিশোধ হইবে না! ঋণ এত অধিক হইয়াছে যে, তাহার অর্দ্ধেকও পরিশোধ হওয়া কঠিন!"

এইবার টাইমন্‌ কিছু বিস্মিত হইলেন। কহিলেন, "কি! এথেন্স হইতে লাসিডিমন্‌ পর্য্যন্ত আমার ভূমি বিস্তৃত,—তাহার পরিণাম এইরূপ হইবে,—ইহাও কি সম্ভব?"

ফ্লেভিয়াস্‌ উত্তর করিলেন, "প্রভু, পৃথিবী সীমাহীন নহে;—যদি এই পৃথিবীও আপনার অধিকারে থাকিত, তবে নিমেষ মধ্যে, ইহাও বোধ হয়, আপনি দান করিয়া ফেলিতেন!—আপনার সম্পত্তি কতটুকু!"

টাইমন্‌ কিছু ব্যথিত হইলেন। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে আপনি আপনাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন,—"আচ্ছা, আমার এই বিপুল অর্থরাশি নিঃশেষিত হইয়াছে বটে, কিন্তু কোন অপব্যয়ে বা অপকর্ম্মে নষ্ট হয় নাই! কিংবা কোন অপাত্রেও তাহা দান করি নাই;—আমার প্রীতিভাজন বন্ধুবর্গের উপকারে ও পরিতোষার্থে তাহা ব্যয় করিয়াছি। এখন, আমিও সেই বন্ধুবর্গের নিকট হইতে, এই অসময়ে উপকার পাইব!"

ফ্লেভিয়াস্‌ প্রভুর অবস্থা স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। টাইমন্‌ তাঁহাকে বুঝাইলেন,—"তোমার রোদন করা বৃথা। দেখ, যদিও আমি ধনহীন হইয়াছি, কিন্তু সে ধন বৃথায় যায় নাই; এতদিন এতগুলি বন্ধুর সর্ব্বপ্রকারে যথাসাধ্য উপকার করিয়া আসিয়াছি; অবশ্যই, তাঁহারাও কখন আমাকে এই অভাবের দিনে বিমুখ করিবেন না।" মনে মনে কহিলেন, "অর্থাগমের অন্য উপায় আর কি অবলম্বন করিব,—বন্ধুবর্গের নিকট ঋণ প্রার্থনা করি।—তাঁহারা কখনই আমাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন না!"

এইরূপ ভাবিয়া তিনি কতকটা সুস্থ হইলেন। তাঁহার বিশ্বাস হইল, বন্ধুগণের অভাবকালে তিনিও যেমন মুক্তহস্ত হইয়া দান করিয়াছেন,—আজ তাঁহার এই অভাবের দিনে, সেই উপকৃত বন্ধুগণও তাঁহার প্রতি তদুপযুক্ত

কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিবে। কিন্তু হায়, টাইমনের এই প্রথম হিসাবেই ভুল! এ সংসার যে ঋষির তপোবন নহে, টাইমন্ তাহা বুঝেন নাই। বুঝেন নাই যে, সকলেই কিছু, সকলের উপকার মনে রাখে না,—সকলেই সকলের জন্য হৃদয় দিতে চাহে না, পারেও না। আপন সুখের জন্যই সকলে লালায়িত! সকলে ইহা বুঝে না যে, সুখ আত্মপ্রতিষ্ঠায় নয়,—আত্মবিসর্জ্জনে! মায়াবদ্ধ ভ্রান্তজীব এই মহান্ ভাব উপলব্ধি করিতে পারে না। এই প্রকৃতি লইয়াই সংসারের একটা দিক্। সেই দেব-প্রকৃতি, উদারহৃদয় মানবের সংখ্যা বড় বিরল। টাইমন্ এ কথা বুঝিতেন না। সেই জন্যই তাঁহার এই প্রথম হিসাবে ভুল!

---

(৪)

বন্ধুগণের নিকট হইতে অর্থ পাইবেন,—এইরূপে আশ্বস্ত হইয়া টাইমন্ অনেক স্থানে দূত প্রেরণ করিলেন। লর্ড লুসিয়াস্, লিউকুলাস্ এবং সিম্প্রোনিয়াস্—ইহাঁরা টাইমনের বিস্তর অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। টাইমন্ও মুক্তহস্তে ইহাদিগকে অর্থদান করিয়াছিলেন। লর্ড ভিন্‌টিডিয়াসের নিকটও তিনি লোক পাঠাইলেন। কিছুদিন হইল, লর্ড টাইমন্ বিপুল অর্থরাশি দিয়া তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়াছেন। এক্ষণে সেই ভিন্‌টিডিয়াস্ তাঁহার পিতার মৃত্যুতে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছেন এবং অনায়াসে টাইমনের ঋণ পরিশোধ করিতে সমর্থ হইবেন ;—অন্ততঃ ইহা ভাবিয়াই লর্ড টাইমন্ তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। এবং উপরি উক্ত বিশিষ্ট বন্ধুগণের নিকটও ঋণ চাহিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তাঁহার এই অভাবের দিনে, এই বন্ধুগণ কখন এতদূর অকৃতজ্ঞ হইবে না যে, তাঁহার সেই পূর্ব্ব উপকার বিস্মৃত হইতে পারিবে।

টাইমনের দূত, লর্ড লিউকুলাসের নিকট গমন করিল। গত রাত্রে লিউকুলাস্ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, একটি রৌপ্যপাত্র তাঁহার হস্তগত হইয়াছে! হঠাৎ টাইমনের দূতকে দেখিয়া মনে করিলেন,—"বুঝি বা স্বপ্ন সফল হইল!—নিশ্চয়ই টাইমন্ কোন মূল্যবান্ দ্রব্য উপহার পাঠাইয়া থাকিবেন!"

কিন্তু দূত যখন মনোভাব প্রকাশ করিল,—প্রভু যে অর্থ চাহিয়া পাঠাইয়াছেন, জ্ঞাপন করিল, তখন লিউকুলাস্‌ টাইমনের প্রতি আপনার সেই কৃত্রিম বন্ধুত্বটুকুও পরিত্যাগ করিলেন এবং দূতকে বলিলেন, "তোমার প্রভুর অবস্থা শুনিয়া আমি বস্তুতই দুঃখিত হইতেছি। আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে প্রায় সর্ব্বদাই আমি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম;—তাঁহার সেই বে-য়াড়া ব্যয়বাহুল্যের কথা কত বলিতাম, সে সম্বন্ধে কত বুঝাইতাম, কিন্তু তিনি সে কথায় কর্ণপাত করিতেন না। বুদ্ধির গুণে এখন তাহারই ফলভোগ করিতেছেন! তা আমার দ্বারা কিছু হইবে না, বাপু! দেখ, তুমি গিয়া তোমার প্রভুকে বলিও যে, তুমি আমার সাক্ষাৎ পাও নাই!—কেমন, পারিবে না কি?"

এই সাক্ষাৎ সত্য কথাটি বলিবার জন্য সেই পুরুষপুঙ্গব, দূতকে কিছু অর্থও প্রদান করিলেন!

এইরূপ লর্ড লুসিয়াসের নিকট হইতেও দূত ফিরিয়া আসিল। লুসিয়াস্‌ টাইমনের অর্থে আপন উদর পূর্ণ করিয়াছেন,—বিপুল ধন সঞ্চয় করিয়াছেন;—কিন্তু আজ দূতের মুখে টাইমনের অবস্থান্তরের কথা শুনিয়া, হঠাৎ সে কথায় তাঁহার বিশ্বাস হইল না। কিন্তু যখন একে একে সমস্তই শুনিলেন, তখন দুঃখের ভাণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"হায়, মহামতি টাইমনের আজি এই দুর্দ্দশা! আমি কি মন্দভাগ্য! শত প্রকারে আমি তাঁহার দ্বারা, উপকৃত হইয়াও এই অসময়ে আমি তাঁহার কিছুই করিতে পারিলাম না। অহো, এ দুঃখ আর কোথায় রাখিব? দেখ, কাল আমি একটা বহুমূল্য দ্রব্য কিনিয়া সকল অর্থ ব্যয় করিয়াছি,—উপস্থিত আমার নিকট কিছুই নাই;—মহামতি টাইমন্‌কে আমার অভিবাদন জানাইয়া ইহা বলিও।"

মিথ্যাবাদী লুসিয়াস্‌ এই বলিয়াই দূতকে বিদায় করিল।

এক সঙ্গে পান-ভোজন করিলেই মিত্রতা হয় না! এই লুসিয়াস্‌ একদিন টাইমনের শরণাপন্ন হইলে, পিতা যেমন পুত্রকে রক্ষা করেন, টাইমনও তেমনই স্নেহে লুসিয়াস্‌কে রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রভূত অর্থ দিয়া তাহার সমস্ত বিপদ দূর করিয়াছিলেন। টাইমনের অর্থে লুসিয়াসের ভৃত্যবর্গ অবধি প্রতিপালিত। টাইমনের অর্থে লুসিয়াসের ভাণ্ডার পূর্ণ। টাইমনের অর্থে লুসিয়াসের মনোহর

প্রাসাদ, মনোহর পুষ্পোদ্যান, মনোহর সাজ শয্যা,—সকলই। আর আজ সেই টাইমনের এমন দুর্দ্দশার দিনে, সেই মহা কৃতঘ্ন লুসিয়াসের কি কপট ও নিষ্ঠুর ব্যবহার! টাইমন্ যে অর্থ তাহাকে দান করিয়াছিলেন, এবং এক্ষণে তিনি যে সামান্য অর্থ তাহার নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন, তুলনা করিলে, কোন গৃহস্থ ব্যক্তি, ভিক্ষুককে যেমন মুষ্টিভিক্ষা দিয়া থাকে, টাইমনের প্রার্থনা, বোধ হয় তাহার অধিক হইবে না!

এমনিতর আর সকল উপকৃত ব্যক্তিও টাইমনের দূতগণকে ফিরাইয়া দিল। কেহ পরিষ্কাররূপে অস্বীকার করিল; কেহ দুঃখের ভাণ করিয়া আপন অভাব জানাইল।

সংসার কেবল মাত্র পুণ্যাত্মার আশ্রম কিংবা ঋষির তপোবন নহে,—টাইমন্ এত দিনে তাহা বুঝিলেন। বুঝিলেন যে, আলোকের পার্শ্বে যেমন ছায়া থাকে, দেবতার পশ্চাতেও তেমনি পিশাচের প্রচণ্ড তাণ্ডব প্রকটিত হয়। তাঁহার ভাগ্যে আলোক মিলিল না; অস্পষ্ট আলোকের ভাণ ধরিয়া কেবলই ঘনীভূত ছায়ারাশি তাঁহার চারিদিকে! পিশাচের নির্ম্মম ব্যবহারে টাইমন্ শিহরিলেন।

---

(৫)

বসন্ত-সমাগমে, কোকিল-কূজনে যে কুসুমকুঞ্জ নিয়তই কুহরিত হইত, আজি বর্ষার দুর্দ্দিনে তাহাদের চিহ্নমাত্রও নাই। টাইমনের সেই সৌভাগ্য-দিনে যাহাদের কোলাহলে গৃহ পরিপূর্ণ থাকিত, আজ টাইমনের অভাবের দিনে, সে গৃহে কেহ একবার পদস্পর্শও করে না। যে জিহ্বা একদিন শত প্রকারে টাইমন্‌কে প্রশংসা করিয়াছে, আজ আবার সেই জিহ্বা টাইমনের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইল। একদিন যাহার কার্য্যাবলী দেখিয়া, "মুক্তহস্ত" "বদান্য" প্রভৃতি শব্দে যাহাকে অভিহিত করিয়াছে, আজি তাহাকে, তাহার সেই সকল কার্য্যের জন্য, "নির্ব্বোধ" "অপরিণামদর্শী" ও "উন্মত্ত" বলিয়া, সেই জিহ্বা ঘৃণা-স্রোত প্রবাহিত করিতে লাগিল।

টাইমনের গৃহ আজ নিস্তব্ধ; আর সে পানভোজনও নাই, সে আনন্দ-

উল্লাসও নাই ;—দারিদ্র্যের করাল ছায়া সেই সৌভাগ্য-কিরণ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। এখন দলে দলে লোক ফিরিতেছে ;—কেহ খাদ্য-দ্রব্যাদির মূল্য হিসাবে টাইমনের নিকট অর্থ পাইবে, কেহ বা বিলাস-বিভবের মূল্যের জন্য টাইমনের নিকট দাবী করিতেছে। এইরূপে দোকানদার, সওদাগর, মদ্যব্যবসায়ী,—নানা প্রকারের উত্তমর্ণ আসিয়া, নানা প্রকারে টাইমন্‌কে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। কেহ হ্যাণ্ডনোট, কেহ বন্ধকীপত্র, কেহ সুদের হিবাব প্রভৃতি লইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল ;—টাইমন্ তাহাতে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। সেই উন্মত্ত কোলাহলের মধ্যে পড়িয়া মরণাধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। গৃহ তাঁহার কারাগার স্বরূপ বোধ হইল।

ঋণ এত অধিক যে, যদি টাইমনের শোণিতপাতে তাহা পরিশোধ করিবার হইত, তবে বিন্দু বিন্দু করিয়া প্রত্যেক মুদ্রার জন্য শোণিতদানেও তাহার পরিসমাপ্তি হইত না! এইরূপে অতি উচ্চ অবস্থা হইতে পতিত হইয়া,—এবং অকৃতজ্ঞহৃদয়, নীচাশয় বন্ধুবর্গের নিষ্ঠুর ব্যবহারে মর্ম্মপীড়িত হইয়া, কোমল-প্রকৃতি টাইমন্ নিদারুণ ক্লেশ ভোগ করিতে লাগিলেন।

---

(৬)

কি ভাবিয়া, উপস্থিত দুর্দ্দিনে, টাইমন্ এক পরিহাসকর অথচ মর্ম্মান্তিক কষ্টদায়ক এক বীভৎস ব্যাপারের অবতারণা করিলেন। তিনি এক কৃত্রিম মহাভোজের আয়োজন করিলেন। এবং পূর্ব্বের ন্যায় বন্ধু বান্ধবগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু সহসা এ মহাভোজে কেহ বড় বিশ্বাস করিল না। পশ্চিম-সমুদ্র-মধ্যে নিমগ্ন হইয়াও যে, অস্তগত সূর্য্য এত কিরণ দিবে, এ কথা সহজে কেহ বিশ্বাস করিতে পারিল না। বিশ্বাস করিতে পারিল না বটে, কিন্তু নিমন্ত্রণ-পত্র পাইয়া, কি ভাবিয়া, দলে দলে আবার লোক সমাগম হইল। যে লুসিয়াস্ ও লিউকুলাস্ প্রভৃতি কপট বন্ধু, টাইমন্‌কে দীন ভাবিয়া তাঁহার দূতকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তাহারাও আজ সেই ভোজসভায় উপস্থিত হইল। নির্লজ্জ, অকৃতজ্ঞ হৃদয়, নীচাশয়গণ আবার মনে করিল, "টাইমনের ধন অক্ষয়,—দৈন্যের কথা একটা ছলনা মাত্র।—নিশ্চয়ই তিনি আমাদিগকে পরীক্ষা করিবার

জন্য এইরূপ একটা রহস্য করিয়াছিলেন। হায়! তখন যদি ইহাঁর দূতকে প্রত্যাখ্যান না করিতাম, তবে না জানি, পূর্ব্বাপেক্ষাও আজ ইহাঁর কত অধিক স্নেহ ও অনুগ্রহভাজন হইতে পারিতাম।"

শুষ্ক নির্ঝরিণী আবার স্রোতবতী হইয়াছে,—সুতরাং এই নির্লজ্জ, বেহায়াদিগের অপার আনন্দ-উল্লাস হইল! তাহারা দলে দলে আসিয়া টাইমন্‌কে মহা আপ্যায়িত করিতে আরম্ভ করিল এবং জনে জনে জানাইল,—"মহাশয়, যে সময় আপনার দূত আমার নিকট উপস্থিত হয়, দুর্ভাগ্যবশতঃ, সে সময় এমনই অবস্থায় ছিলাম যে, কিঞ্চিন্মাত্র দিয়াও আপনার উপকার করিতে পারি নাই। এজন্য যে, কি পর্য্যন্ত দুঃখিত ও মর্ম্মপীড়িত হইয়া আছি,—তাহা বলিতে পারি না। মহাশয় উদারহৃদয়,—নিজ গুণে অধীনের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।"

সিয়ানে-সিয়ানে কোলাকুলি হইল। টাইমন্ বলিলেন, "সামান্য বিষয়ের জন্য আপনারা এরূপ কুণ্ঠিত হইবেন না।—কি বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম, এখন তাহা আমার মনেও নাই।"

সেই নীচমতি ভণ্ডগণ,—টাইমনের অভাবের দিনে একবারও তাঁহার গৃহে আসে নাই; কিন্তু আজ মহাভোজের দিনে, পরম পুলকিতচিত্তে দলে দলে সেখানে আসিতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিল না। শ্রাবণের মেঘ ছাড়িয়া তৃষিতচাতক কবে বারিশূন্য শরতের মেঘের পানে ধাবিত হয়?

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইলে, সুমধুর সঙ্গীত আরম্ভ হইল এবং আহারের দ্রব্য সামগ্রীও সজ্জিত হইতে লাগিল। খাদ্য-দ্রব্য গুলি তখন আবৃত ছিল; তাই কেহ কেহ বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে অবাক্ হইয়া তাহা দেখিতে লাগিল, ও মনে মনে কহিল, "টাইমন্ যদি ধনহীন হইয়া থাকিবে, তবে এরূপ বহু-ব্যয়-সাধ্য মহাভোজের আয়োজন করিলেন কি প্রকারে?"

কেহ কেহ আপনার চক্ষুকে পর্য্যন্ত অবিশ্বাস করিতে লাগিল,—"যাহা দেখিতেছি, ইহা কি সত্য?" কিন্তু যখন টাইমনের পূর্ব্ব ইঙ্গিতমত ভোজনপাত্র সকল উন্মোচিত হইল, তখন সকলেই টাইমনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল। বুঝিতে পারিল যে, তাহাদের উপযুক্ত অভ্যর্থনাই হইয়াছে! বলা বাহুল্য, টাইমন্ তখন সম্পূর্ণরূপ নিঃস্ব; সেই অবস্থানুযায়ী কেবল মাত্র একটুকু করিয়া

গরম জল তাহাদের সম্মুখে ধরিলেন। নিমন্ত্রিত নীচাশয়গণের হৃদয়ও সেইরূপ



জলবৎ তরলম্। এইবার তাহারা কিছু বিস্মিত হইল, এবং সেই বিস্ময়কে অধিকতর বিস্মিত করিয়া টাইমন্ বলিতে লাগিলেন,—"কুক্কুরগণ! পাত্র উন্মোচন করিয়া, ভালো করিয়া দেখ্, উহার মধ্যে কি আছে!"

এই বলিয়া টাইমন্, সেই উষ্ণজল তাহাদের মুখে,চোকে, নাকে কাণে,—সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া দিতে লাগিলেন। তাহারা ভয়-বিস্ময়-আতঙ্কে ব্যস্ত-সমস্ত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। স্ত্রী-পুরুষ, কে কাহার ঘাড়ে পড়ে, তাহার ঠিক নাই। টাইমনও তাহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া গর্জ্জিতে লাগিলেন,—"মিথ্যাবাদী, প্রতারক, অকৃতজ্ঞ, নীচাশয়গণ! হৃদয়ে হলাহল পূরিয়া, মুখে মধুর হাসি লইয়া আমাকে ঠকাইতে আসিয়াছ? শার্দ্দূল-প্রকৃতি হইয়া মেষ-পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া আসিয়াছিলে? বসন্তের কোকিল, সময়ের দাস, নির্লজ্জ, বেহায়া, চাটুকারদল!—দূর হ'!—এথান হইতে অবিলম্বে প্রস্থান কর্!"

সেই সমবেত লোকমণ্ডলী তখন দ্রুতপ্রস্থানে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের তাড়াতাড়ি-হুড়াহুড়িতে, কেহ বা আপন গাত্রের বসন ফেলিয়া গেল; কাহারও মাথার টুপি পড়িয়া গেল; কোন রমণী আপনার রত্নালঙ্কার হারাইয়া গেল; কেহ বা কিছু অর্থও ফেলিয়া পলাইল! উন্মত্ত টাইমনের হস্ত হইতে এবং তাদৃশ অদ্ভুত মহাভোজ হইতে, ভালোয় ভালোয় ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছে ভাবিয়া, এখন তাহারা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

হতভাগ্য টাইমনের জীবন-নাটকে আর এক অঙ্ক প্রকটিত হইতে চলিল! সে দৃশ্য বড়ই মর্ম্মভেদী, বড়ই করুণরসাত্মক। সহৃদয় পাঠক আমাদের অনুসরণ করুন;—ক্রমেই সে সকল জানিতে পারিবেন।

---

(৭)

দারুণ ঘৃণা ও মনস্তাপে, এইবার টাইমন্ চিরদিনের জন্য, লোকালয় পরিত্যাগ করিলেন। সমগ্র মানবজাতির উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া,—মনোমধ্যে অসহনীয় ঘৃণা ও বিরক্তি পোষণ করিয়া,—এবং দেশের প্রতি আন্তরিক বীতশ্রদ্ধ হইয়া,—অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। উন্মত্ত টাইমন্ দারুণ অভিশাপে সকলকে অভিশপ্ত করিয়া গেলেন। তাঁহার সেই মর্ম্মান্তিক অভিশাপ

এই ;—"দেশ উৎসন্ন যাক্ ; গৃহে গৃহে হাহাকার উঠুক ; গৃহ-প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়ুক ; প্রাসাদ-শ্রেণী সমগ্র নরনারী লইয়া ভূমিসাৎ হউক, দুঃখ ও দারিদ্র্য, যুদ্ধ ও অত্যাচার, আধি ব্যধি ও শোক তাপ, দেশবাসিগণকে জর্জ্জরিত করুক্! এথেন্সবাসী স্ত্রী পুরুষ, বালক বৃদ্ধ সকলেরই অমঙ্গল হউক্!"

এইরূপে অকৃতজ্ঞ দেশ ও পিশাচ-প্রকৃতি নরনারীর উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া, সেই সদাশয় টাইমন্ লোকালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্যবাসী হইলেন। অরণ্য যদিও হিংস্র-জন্তু-সমাকীর্ণ; কিন্তু উপস্থিত, তাঁহার পক্ষে, এ সংসার-অরণ্যের হিংস্র নর-নারী অপেক্ষা তাহারা শতগুণে শ্রেষ্ঠ।

মানবের প্রতি টাইমন্ এতদূর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন যে, আপনাকেও মনুষ্য মনে করিয়া ঘৃণায় আপনি মরিয়া যাইতেন। যাহাতে মনুষ্যের সহিত কোন সাদৃশ্য না থাকে, তাহার জন্য শরীর অনাবৃত রাখিলেন। উলঙ্গ দেহে বন্য পশুর ন্যায়, উদ্ভ্রান্ত টাইমন্ বন্য পশু হইয়া রহিলেন! থাকিবার জন্য, মৃত্তিকা মধ্যে একটি মাত্র গুহা খনন করিলেন,—কোন প্রকার কুটীর বাঁধিলেন না। আপনার ছায়া লইয়া আপনি গভীর বনে একাকী দিন কাটাইতে লাগিলেন। কিন্তু সেই ছায়া দেখিয়াও, মধ্যে মধ্যে দারুণ ঘৃণায় অভিভূত হন। বুঝি, সেই মানব-ছায়ার রূপান্তর করিবার হাত থাকিলে, তিনি তাহাও করিতেন! বৃক্ষের ফল-মূল খাইয়া, নদীর জল পান করিয়া, টাইমন্ ইতস্ততঃ ঘুরিতে লাগিলেন! ক্বচিৎ মনুষ্য দেখেন, ত মুখ ফিরান। যেখানে বন্য শ্বাপদগণ ইতস্ততঃ ঘুরিতেছে ফিরিতেছে, টাইমনও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে! পশুর ন্যায় আহার, পশুর ন্যায় বিহার, পশুর সাহচর্য্য,—সমস্ত পশুর রীতি-প্রকৃতি লইয়া, সেই মহামতি টাইমন্ অরণ্যে জীবনের অবশিষ্ট-কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

কি পরিবর্ত্তন! হায়, কোথায় সেই জন-মানব-কোলাহলপূর্ণ, বিলাসময়, সুসজ্জিত সেই অট্টালিকা, আর কোথায় আজি এই বিবিধ বৃক্ষরাজী-সমাকীর্ণ হিংস্র-জন্তু-নিনাদিত, নিবিড় জঙ্গল! সমগ্র নর-নারীর উপর কোথায় সেই উদার সরল হৃদয়ের উন্মুক্ত প্রেম, আর কোথায় আজি সমগ্র মানবজাতির উপর নরক হইতেও বিজাতীয় ঘৃণা! কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন!—কি নিষ্ঠুর ভবিতব্য!

সেই চাটুকারগণ আজ কোথায়? আজি এই নিবিড় জঙ্গলে, নিদারুণ শীতল সমীরণে টাইমনের দেহ জর্জ্জরিত;—কোথায় আজি সেই কপট বন্ধু-বর্গের সহৃদয়তা প্রকাশ? আর কোথায় বা আজি সেই অনুচরগণ?—বৃক্ষ-শ্রেণী কি আজি তাহাদের স্থান অধিকার করিবে? তিক্ত ও কষায় ফল-মূল ভক্ষণে পীড়িত ও পিপাসিত হইলে নদীজলে কি টাইমনের তৃপ্তি হইবে? কিংবা বন্যজন্তুগণ তাঁহার হস্ত লেহন পূর্ব্বক চাটুকারের ন্যায়, তাঁহার তোষা-মোদ করিবে? হায়, কি বিচিত্র পরিবর্ত্তন! কি ভীষণ পরিণাম!

---

(৮)

এক দিন ঘটনা অন্যরূপ হইল। টাইমন্ আপন আহার সংগ্রহের জন্য বৃক্ষমূল খনন করিতেছেন, এমন সময় মৃত্তিকা মধ্যে তাঁহার অস্ত্র কোন কঠিন দ্রব্য স্পর্শ করিল। তিনি চারিদিক্ খনন করিয়া সেই কঠিন দ্রব্য উত্তোলন পূর্ব্বক দেখিলেন,—অগণিত স্বর্ণরাশি। সম্ভবতঃ কোন কৃপণ, নিরাপদ করি-বার অভিলাষে এই অরণ্য-মধ্যস্থ মৃত্তিকা-মধ্যে তাহা প্রোথিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। আশা ছিল, সময়ান্তরে তাহা তুলিয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু বোধ হয়, সে আশা পূর্ণ না হইতেই, হতভাগ্য কালের কোলে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে। পৃথিবী আজি সেই রত্ন টাইমন্‌কে উপহার দিলেন।

টাইমন্ যাহা পাইলেন, ইচ্ছা থাকিলে, তিনি পূর্ব্বের ন্যায় আবার তেমনই ধন-গৌরবে যশস্বী হইতে পারিতেন। আবার তেমনই চাটুকারবৃন্দে পরিবৃত হইয়া তেমনই সুখ-ভোগ করিতে পারিতেন। কিন্তু আর সে মন নাই, সে ইচ্ছা নাই। জগৎ সংসারের উপর তিনি এমনই চটিয়াছিলেন, কৃতঘ্ন নর-নারীর উপর তাঁহার এমনই ঘৃণা হইয়াছিল যে, আর সংসারে ফিরিতে চাহি-লেন না। স্বর্ণরাশি তাঁহার চক্ষে বিষ বোধ হইতে লাগিল। সেই স্বর্ণরাশি তিনি পুনর্ব্বার মৃত্তিকা মধ্যে ঢাকিয়া রাখিতে ইচ্ছা করিলেন; আবার কি ভাবিয়া মনে মনে কহিলেন,—"এই স্বর্ণ হইতেই সংসারে কত না অত্যাচার-উপদ্রব, হাহাকার ও অনর্থ! দস্যুর প্রবল প্রতাপ, প্রবলের অত্যাচার-অবি-চার, নানা প্রকার কুক্রিয়া, পাপ ও অশান্তি,—এই অর্থ হইতেই সংসারের কত না জ্বালা!" টাইমন্ মানবজাতির প্রতি এমনই বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন যে,

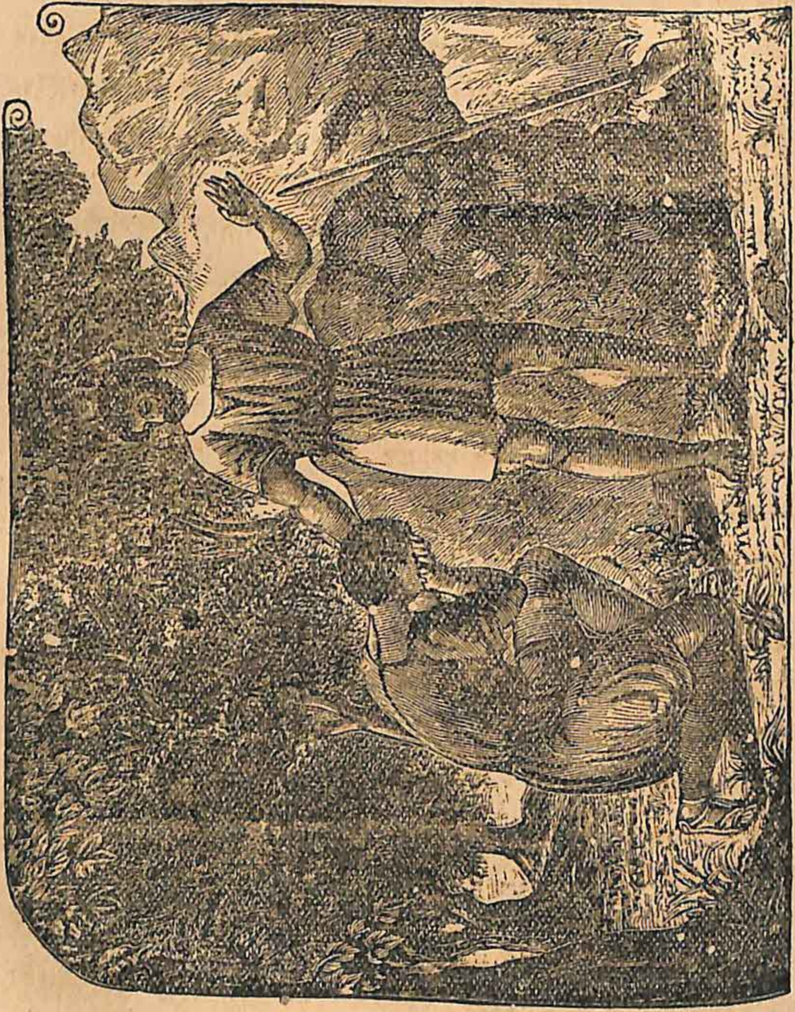
সকল বিপদের আধার জানিয়া এবং বহুজনের বহুবিধ সর্ব্বনাশ হইতে পারিবে ভাবিয়া, তিনি সেই বিপুল স্বর্ণরাশি যাহাতে সংসারে পঁহুছিতে পারে, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। তাহা হইতে অবশ্যই কোন-না-কোন বিপদ্ ঘটিবে, এবং লোকগুলা আপনা-আপনি ক্রোধ ও বিদ্বেষের আগুনে জ্বলিয়া-পুড়িয়া খাক্ হইবে, ইহাই টাইমনের মনোগত ইচ্ছা!—টাইমন্ এখন এমনই নরদ্বেষী!

ঘটনাক্রমে কতকগুলি সৈন্য সেই বন-পথ দিয়া যাইতেছিল। এথেন্সের যাঁহারা নেতা, তাঁহাদের অবিচারে, বিরক্ত ও ক্রোধান্বিত হইয়া আল্‌সিবাইডিস্ সসৈন্যে এথেন্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতেছিল। টাইমন্ ইহা জানিতেন, এবং জানিয়াও বিশেষ সন্তুষ্টও ছিলেন। কারণ এথেন্সবাসী তাঁহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। ধনপূর্ণ ভাণ্ডার, মনোরম প্রাসাদ, মনোহর পুষ্পোদ্যান, প্রভৃত অর্থরাশি,—এথেন্সবাসী কর্ত্তৃক তাঁহার সকলই বিনষ্ট হইয়াছে। সুতরাং যে কোন প্রকারে হউক, এথেন্সবাসীর সর্ব্বনাশ হইলেই তাঁহার আনন্দ! টাইমন্ তখন সেই অগণিত স্বর্ণরাশি সেই সৈন্যাধ্যক্ষকে প্রদান করিলেন। বলিয়া দিলেন,—"এই স্বর্ণরাশি তোমার সৈন্যমধ্যে বিতরণ করো। আমি ইহার প্রতিদানে কিছুই চাহি না।—কেবল দেখিতে চাই, তোমরা যেন সমস্ত এথেন্স, ভূমিসাৎ করিতে সমর্থ হও! সমগ্র দেশবাসীকে হত্যা করো, মারিয়া ফেল, অগ্নিতে দাহ করো, গ্রামে গ্রামে আগুন জ্বালিয়া দাও, ধূ ধূ করিয়া সব জ্বলিয়া যাক্, সব ছাই হোক্!—দেখ, শ্বেতশ্মশ্রু দেখিয়া বৃদ্ধকে অব্যাহতি দিও না;—তাহারা সয়তান ও কুশীদজীবী! সুমধুর মুখে সুমধুর হাসি দেখিয়া দুধের শিশুকেও জীবিত রাখিও না;—বড় হইয়া তাহারাও ভীষণ অত্যাচারী হইবে, কৃতঘ্ন পামর হইবে! চক্ষু ও কর্ণ এমনই করিয়া আবদ্ধ রাখিবে, যেন কোন করুণ দৃশ্য দেখিয়া, কিংবা কোনরূপ কাতর বিলাপ শুনিয়া বিচলিত না হও! বালিকার ক্রন্দন, কোলের-শিশু-বুকে-চাপিয়া মায়ের করুণকণ্ঠ,—সে মর্ম্মভেদী দৃশ্যেও তোমরা যেন দয়ার্দ্র না হও! একাদিক্রমে সকলকে নিহত করিয়া, নগর ধ্বংস করিবে! এবং যখন এইরূপে সমস্ত দেশ জিত হইবে, আশীর্ব্বাদ করি, তখন যেন তোমারও মৃত্যু হয়! তাহা হইলে পাপ এথেন্স এবং চণ্ডাল এথেন্স-বাসীর নামও আর শুনিতে হইবে না!"

সেই সৈন্যাধ্যক্ষ টাইমনের অবস্থা দেখিয়া শিহরিলেন।

(৯)

এইরূপে যখন উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে, পশুর সাহচর্য্যে, টাইমন্ সেই অরণ্য-মধ্যে দিন যাপন করিতেছিলেন, তখন একদিন দেখিলেন,—কে-একটি লোক, দীনবেশে তাঁহার গুহাদ্বারে দাঁড়াইয়া আছে। সে ব্যক্তি অন্য কেহ নহে, টাইমনের



সেই বিশ্বস্ত কোষাধ্যক্ষ,—সদাশয় ফ্লেভিয়াস্। প্রভুর প্রতি একান্ত ভক্তি

ও প্রীতি থাকাতে, তিনি চারিদিকে প্রভুর অনুসন্ধান করিতেছিলেন। ইচ্ছা, যদি তাঁহাকে পান, যে ভাবে তিনি থাকুন, তাঁহার সেবা করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

ফ্লেভিয়াস্ যখন সেই অরণ্যমধ্যে সেই গুহাদ্বারে দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রভুকে দেখিতে পাইলেন, তখন শোকে ও দুঃখে তিনি নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। সবিস্ময়ে তিনি দেখিলেন, টাইমন্ যেমন উলঙ্গ হইয়া জন্মিয়াছিলেন, এখনও সেইরূপ উলঙ্গ! পশুর মধ্যে পশুরও-হীন হইয়া দিনযাপন করিতেছেন! যেমন সমস্ত অর্থ ও সম্পদ বিনষ্ট হওয়ায় তাঁহার সকল গৌরব তিরোহিত হইয়াছে, তাঁহার আকৃতিও এখন সেইরূপ দুর্দ্দশাপন্ন। কাতর নয়নে ফ্লেভিয়াস্, এই মহা করুণদৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। তিনি নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কথা কহিতে চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না;—কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইল।

টাইমন্ গুহাদ্বারে ফ্লেভিয়াস্‌কে এই ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, কিছুতেই ত চিনিলেনই না, অধিকন্তু সবিস্ময়ে মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"কে এ ব্যক্তি? কেন আসিয়াছে? মনুষ্যের ন্যায় ইহার আকার দেখিতেছি; অতএব নিশ্চয়ই এ কোন বিশ্বাসঘাতক ও অত্যাচারী হইবে! দেখিতেছি, ইহার চক্ষে অশ্রু ঝরিতেছে! তবে—তবে নিশ্চয়ই এ কোন মায়া লইয়া এখানেও আমার সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছে। মনুষ্য যে, মনুষ্যের জন্য কাঁদে, সে কেবল তাহার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য। মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের সমবেদনা, দয়া, প্রীতি, স্নেহ, মমতা,—ইহা ত আমার কল্পনা বোধ হয়।"

অনেকক্ষণ পরে টাইমন্ ফ্লেভিয়াস্‌কে চিনিতে পারিলেন। চিনিতে পারিলেন, কিন্তু মনে করিলেন, ফ্লেভিয়াস্‌ও নিশ্চয়ই কোন দুরভিসন্ধি লইয়া আসিয়াছে। ফ্লেভিয়াস্ প্রভুর মনোভাব বুঝিলেন। তাই অতি দীনভাবে, কাতরকণ্ঠে টাইমন্‌কে বলিলেন, "প্রভু, আমাকে অবিশ্বাস করিবেন না। আমি যথার্থই আপনার সেবা করিতে আসিয়াছি। কোন স্বার্থ নাই! অন্য কোন স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া আসিও নাই। আপনার প্রতি একান্ত প্রীতি ও অবিচলিত ভক্তি,—আমাকে এই খানে আনিয়াছে।"

ফ্লেভিয়াস্ নতজানু হইয়া অতি বিনীতভাবে নানা প্রকারে বুঝাইলে, টাইমন বলিলেন, "পৃথিবীতে অন্ততঃ একজনও যে কৃতজ্ঞ-হৃদয়, ধর্ম্মপরায়ণ,

সদাশয় মহাত্মা আছেন, তাহা বিশ্বাস করিলাম। কিন্তু দেখ, তুমি যদি মনুষ্য-দেহ না লইয়া অন্য দেহ ধারণ করিয়া এখানে আসিতে, তবে বুঝি, তোমায় রাখিতে পারিতাম! মনুষ্যের আকারও এখন আমার চক্ষুঃশূল। উহার পানে আমি চাহিতে পারি না। যদি চাহি,—সে ঘৃণার চক্ষুতে! মনুষ্যের কণ্ঠও এখন আমার বিষ! যদি কখন তাহা শুনি, তাহাতে আমার বুকের ভিতর দারুণ দাবানল জ্বলিয়া উঠে! আমি পশুর দলে থাকিয়া, পশু হইয়া জীবন কাটাইব! যাও ফ্লেভিয়াস্, গৃহে যাও!—মনুষ্য আমার চিরদিনের শত্রু!"

ফ্লেভিয়াস্ তবুও অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন। শেষ, বিফলমনোরথ হইয়া, বিষণ্ণ মনে প্রস্থান করিলেন।

---

(১০)

গুণের পূজা পৃথিবীতে চিরদিন আছে, থাকিবেও চিরদিন। এমন এক-দিন আসিল, যেদিন দেশের চক্ষু ফুটিল।—দেশের আপামর সাধারণ টাইমনের জন্য অনুতাপ করিতে লাগিল। সেই বিপক্ষপক্ষ সৈন্যাধ্যক্ষ আল্সিবাইডিস যথাসময়ে এথেন্স আক্রমণ করিলেন; এবং প্রভূত বল-বিক্রমে উক্ত নগরী ভূমিসাৎ করিতে উদ্যত হইলেন।—দেশবাসী ভীত, চকিত ও সন্ত্রস্ত হইল। তখন সকলে নিরুপায় হইয়া, অনুতপ্ত হৃদয়ে টাইমনকে স্মরণ করিতে লাগিল। টাইমন্ একজন মহা যোদ্ধা ও রণ-কুশল বীরপুরুষ ছিলেন। পূর্ব্বে দুই একবার এমনও ঘটিয়াছিল যে, দেশ শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, আর টাইমন অপূর্ব্ব রণকৌশলে ও অসাধারণ নির্ভীকতায় শত্রুসম্মুখীন হইয়া, সেই দেশকে রক্ষা করিয়াছেন। আজ সকলে সেই মহাবীরের অভাবে অত্যন্ত কাতর হইল। এথেন্সের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও সেই মহাত্মার প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া এখন তাহারাও ব্যথিত হইলেন। এথেন্স মহাসভার সভ্যবৃন্দ এ বিপদে উপায়ান্তর না দেখিয়া, টাইমনের শরণাপন্ন হইলেন। কিন্তু টাইমনের দুঃখের দিনে কেহ আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়ায় নাই।—একবার 'আহা' বলিয়া একটা কথাও কহে নাই।—আজ দুর্দ্দিনে, আপনাদের বিপদ বুঝিয়া, সেই সদাশয় বীর-কেশরী টাইমনকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য, সকলে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল।

যদিও তাহারা টাইমনের প্রতি যথেষ্ট নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছিল, কিন্তু তথাপি তাহাদের ধারণা ছিল, টাইমন এ দারুণ বিপদে, কখনই দেশের প্রতি বিমুখ হইতে পারিবেন না ;—নিশ্চয়ই তিনি সেই বিদ্বেষভাব বিস্মৃত হইবেন।



যখন টাইমনের সাক্ষাৎ মিলিল, সকলে অতি বিনীতভাবে বিধিমতে অনুরোধ করিতে লাগিল,—"মহাত্মন! আপনিই দেশ রক্ষা করুন। আপনি

লাগিল। স্তম্ভে যাহা লেখা ছিল, বিস্ময়ের সহিত বারংবার তাহা পাঠ করিতে লাগিল। সকলেই বুঝিল, যাহা লেখা আছে, তাহা টাইমনের জীবনেরই অনুরূপ বটে। উন্মত্ত হইয়া হতভাগ্য যতদিন বাঁচিয়া ছিল, তত দিন মনুষ্যজাতির উপর বিজাতীয় ঘৃণা ও গভীর বিদ্বেষের ভাব দেখাইয়া গিয়াছে,—জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ঠিক সেই একই ভাবে কাটাইয়াছে!—অহো! নিষ্ঠুর ভবিতব্য!

সমুদ্রতীরে এই অপূর্ব্ব সমাধিস্তম্ভ দেখিয়া কেহ বা ভাবিল, ইহাতে টাইমনের যথেষ্ট অহঙ্কারের পরিচয় প্রকাশ পাইতেছে!—কারণ, মনুষ্যমাত্রেই অকৃতজ্ঞ, দয়া-মায়া-হীন, স্বার্থপর ও পিশাচ-প্রকৃতি,—টাইমনের এই ধারণা।—অতএব এই সমাধি-স্তম্ভ, টাইমনের মহা আত্মম্ভরিতার পরিচায়ক! মানুষ যে, মানুষের জন্য কাঁদিতে পারে, এ বিশ্বাস টাইমনের ছিল না। মানুষ কাঁদে, কিন্তু সে অশ্রুর মূলে স্বার্থ; দুই দিনের মধ্যে তাহা শুকাইয়া যায়! সেই শঠ, পিশাচদিগের অশ্রু তিনি ঘৃণা করিতেন। এই সব বিচার করিয়াও, আবার কেহ কেহ ভাবিল, টাইমনের এই অপূর্ব্ব সমাধিস্তম্ভ, মনুষ্যহৃদয়ের অতি সূক্ষ্মতম ইতিহাস। তাই টাইমনের সাধ, অনন্ত জলধির আকুল উচ্ছ্বাস, এবং সেই সঘন ফেনপুঞ্জের প্রবল তরঙ্গ-ভঙ্গ, তাঁহার সমাধিস্পর্শ করিয়া তাঁহাকে শীতল ও পবিত্র করিবে,—যুগযুগান্তর ধরিয়া তাঁহার প্রেতাত্মা ইহা দেখিতে থাকিবে যে, সেই উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল মহাসমুদ্রের সেই গভীর ও গম্ভীর হৃদয়োচ্ছ্বাস চিরদিন নিষ্কলঙ্ক ও নির্ম্মল হইয়া খর-তরঙ্গে বহিতেছে!

আমরা এইখানে টাইমনের মহাদুঃখময় ও মহাশিক্ষাময় জীবন-নাটক সমাপ্ত করিলাম।



সিম্বেলিন্।

(CYMBELINE.)

(১)

রোমের সম্রাট আগষ্টস্ সিজারের অধিকার কালে, সিম্বেলিন্ নামে ইংলণ্ডে এক রাজা ছিলেন। ইংলণ্ডের তৎকালীন নাম ছিল,—ব্রিটেন্। রাজা সিম্বেলিনের প্রথমা মহিষী, অপোগণ্ড দুই পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া গতাসু হন। কন্যার নাম ছিল—ইমোজেন্। ইমোজেন্ পিত্রালয়েই প্রতিপালিত হইতে লাগিল। কিন্তু রাজপুত্রদ্বয় জননীর মৃত্যুর কিছুদিন পরে অভাবনীয়রূপে অপহৃত হইল। তখন তাহাদের একটির বয়স তিন বৎসর, অন্যটি আরও শিশু। বলা বাহুল্য, রাজা, পুত্রদ্বয়ের অনুসন্ধানার্থ বিস্তর চেষ্টা করিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল।—কে, কোন্ উদ্দেশ্যে, কোথায় তাহাদিগকে লইয়া গেল এবং কি দশা করিল, দুর্ভাগ্য সিংহলিন্ তাহার কোন কারণ অবধারণ করিতে পারিলেন না।

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে, রাজা পুনরায় দারপরিগ্রহ করিলেন। দ্বিতীয় পক্ষের এই মহিষীটি অতি খল-স্বভাবা। সুতরাং সে অচিরাৎ তাহার স্বভাবানুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল,—সপত্নীতনয়া ইমোজেনের সহিত অতি নিষ্ঠুর বিমাতার ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিল।

(২)

সিম্বেলিন্-মহিষী, সপত্নী-তনয়া ইমোজেন্‌কে বিরূপ-নয়নে দেখিত বটে, কিন্তু কিছুদিন পরে সেই দুষ্টার মনে আর এক অভিলাষ জন্মিল। সে অভিলাষে, আত্মস্বার্থ সিদ্ধি হইবে বিবেচনায়, এখন হইতে সে, ইমোজেনকে মৌখিক ভালবাসা দেখাইতে লাগিল। রাজা সিম্বেলিনের এই দ্বিতীয়া মহিষী, ইতিপূর্ব্বে আর একবার বিবাহ করিয়াছিল। সেই পূর্ব্ব-স্বামীর ঔরসজাত তাহার একটি পুত্রও ছিল। সেই পুত্রের নাম—ক্লোটেন্। সিম্বেলিন্-মহিষী মনে করিল, ক্লোটেনের সহিত ইমোজেনের বিবাহ দিয়া সপত্নী-কণ্টক দূর করিবে। রাজার দুই পুত্র যখন নিরুদ্দেশ, তখন রাজার অবর্ত্তমানে ইমোজেন্ই পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী ; এমত অবস্থায় আপন পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দেওয়াইতে পারিলে, সেই পুত্র ক্লোটেনই, ব্রিটেনের ভাবী রাজা হইতে পারিবে। কিন্তু তাহার সেই বড়-সাধে বাদ পড়িল।—ইমোজেন্, পিতা ও বিমাতার অগোচরে, সর্ব্ব-চক্ষু-অন্তরালে, আর এক ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ করিলেন।

---

(৩)

রাজকুমারী ইমোজেন্ যাঁহাকে বিবাহ করিলেন, তাঁহার নাম—পস্থিউমাস্। পস্থিউমাস্ শব্দের অর্থ, যে শিশু মাতৃগর্ভে অবস্থিতি কালে তাহার জনকের মৃত্যু হয়। পস্থিউমাস্ যৎকালে মাতৃগর্ভে ছিলেন, সে সময় তাঁহার পিতা, ব্রিটেন্-রাজ সিম্বেলিনের পক্ষ-সমর্থন করিয়া কোন যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন ; এবং পস্থিউমাস ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র তদীয় জননীও, স্বামিশোকে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করেন। সিম্বেলিন্, শিশু পস্থিউমাসের পিতার প্রভুভক্তি স্মরণ করিয়া, এই অনাথ বালককে দয়া করিয়া আপন আশ্রয়ে রাখিয়া দিলেন, এবং তিনিই তাহার নামকরণ করিলেন,—পস্থিউমাস্।

পস্থিউমাস্ রাজভবনে থাকিয়া রীতিমত বিদ্যাশিক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজনন্দিনী ইমোজেন্ ও পস্থিউমাস্ একই শিক্ষকের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিতেন এবং অতি শৈশবকাল হইতেই পরস্পর পরস্পরের খেলার দোসর

হইয়াছিলেন। তখন হইতেই পরস্পরের মনে অনুরাগ জন্মিতেছিল। কাল সহকারে তাহা বর্দ্ধিত হইয়া পরস্পরকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করিল। পস্থিউমাস্ সে সময়ে সেখানকার একজন বিশিষ্ট শিক্ষিত ও ভদ্রলোক বলিয়া গণ্য হইলেন। যথাসময়ে সংগোপনে, ইমোজেন্ ও পস্থিউমাস্, পরস্পর পরস্পরকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিলেন।

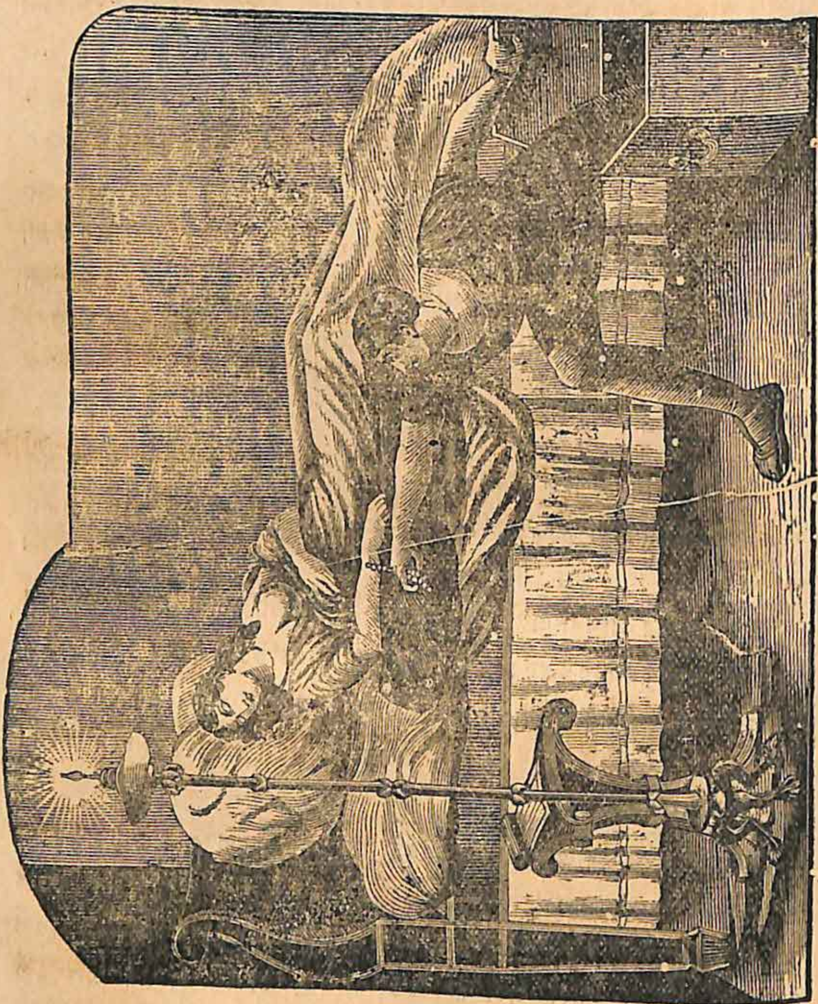
রাণীর বড় আশায় ছাই পড়িল। অচিরাৎ তিনি ইমোজেন্ ও পস্থিউমাসের বিবাহবৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন। ইমোজেন্ কখন কি করে, কখন কি ভাবে, এই সকল জানিবার জন্য নিয়তই রাণীর চর ঘুরিত। তাহারাই এই গুপ্ত বিবাহ-রহস্য রাণীর কর্ণগোচর করে। তখন রাণী, রাজার নিকট তাঁহার কন্যার এই অবৈধ বিবাহবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন।

রাজার ক্রোধের অবধি রহিল না। তাঁহার কন্যা হইয়া, আপন উচ্চবংশ-মর্য্যাদার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, একজন সাধারণ প্রজাকে সে বিবাহ করিয়াছে!—দুঃখ ও অপমানে তিনি অধীর হইলেন। তখনই তিনি পস্থিউমাস্‌কে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিয়া চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসন-দণ্ড প্রদান করিলেন।

পস্থিউমাস্ রোম নগরে জীবনযাপন করিবেন, এইরূপ স্থির করিলেন। তাঁহার বিদায়কালে, রাণী যেন দয়া ও স্নেহবশতই, স্বামীর সহিত শেষ-সাক্ষাতের জন্য ইমোজেন্‌কে অনুমতি দিলেন। বিমাতার এই দয়ার মূলে কিছু স্বার্থ ছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন, পস্থিউমাস্ দেশত্যাগ করিয়া গেলে, তখন তিনি আপন অভীষ্ট সিদ্ধির পথ পরিষ্কার করিতে পারিবেন। তখন ইমোজেন্‌কে এই বলিয়া বাধ্য করিতে পারিবেন যে, রাজার অগোচরে ও অসম্মতিতে যে বিবাহ হইয়াছে, তাহা বিবাহই নয়। সুতরাং ইমোজেন্ পুনর্ব্বার অন্য ব্যক্তিকে —অর্থাৎ ক্লোটন্‌কে পতিত্বে বরণ করিতে পারে।

বিদায়কালে পস্থিউমাস্ ও ইমোজেন্,—পরস্পরের সাক্ষাৎ হইল। উভয়েই উভয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। ইমোজেনের আপন-মায়ের একটি অঙ্গুরীয় ছিল, তিনি তাহা পস্থিউমাস্‌কে স্মৃতি-চিহ্ন-স্বরূপ প্রদান করিলেন। পস্থিউমাস্ প্রতিশ্রুত হইলেন, তিনি জীবনে সে অঙ্গুরী পরিত্যাগ করিবেন না। তারপর তিনিও একগাছি কঙ্কণ লইয়া প্রণয়চিহ্ন-স্বরূপ প্রিয়তমার হস্তে বন্ধন করিয়া দিলেন। অতঃপর, পরস্পরের প্রতি চিরদিনের

এইরূপে স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া, সেই পরিচারিকাগণের সাহায্যে, দুষ্ট ইয়াকিমো গৃহ হইতে বহির্গত হইল, এবং যথাসময়ে আনন্দের সহিত রোম যাত্রা করিল।



(৬)

পস্থিউমাসের সহিত যখন ইয়াকিমোর সাক্ষাৎ হইল, তখন পরস্পরের মধ্যে এইরূপ কথা-বার্ত্তা হইতে লাগিল ;—

ইয়াকিমো। দেখ পস্থিউমাস্, যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা ঠিক কি না? আমি অতি অল্প আয়াসেই তোমার পত্নীকে হস্তগত করিয়াছি। তিনি সম্পূর্ণ-রূপে আমার প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছেন। এবং কেবল ইহাই নহে, তিনি তাঁহার শয়ন গৃহে এক রাত্রি আমাকে অতিবাহিত করিতেও দিয়াছিলেন।

পস্থিউমাস। আমি ইহা বিশ্বাস করি না।

ইয়াকিমো। বিশ্বাস করো না? আচ্ছা, প্রমাণ আছে,—প্রমাণ দিব।

পস্থিউমাস্। কি, বলো।

ইয়াকিমো। তবে শোন। দেখিয়াছি, ইমোজেনের শয়নগৃহ বিচিত্র কারু-কার্য্যে শোভিত। একখানি অতি অপূর্ব্ব চিত্রপটও দেখিলাম;—যখন অভি-মানিনী ক্লিওপেট্রা আণ্টনিওর সহিত সাক্ষাৎ করিতেছেন, চিত্রে তাহাই অঙ্কিত।—সেই চিত্রখানি দেখিলাম, সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর এবং তাহাতে যথেষ্ট শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।

পস্থিউমাস্। যাহা বলিলে, এ কথা সত্য বটে। কিন্তু তুমি যে সেই ঘরে গিয়াছিলে, ইহার প্রমাণ কি?—অন্যের নিকটও ত ইহা শুনিতে পারো?

ইয়াকিমো। তবে আর একটা প্রমাণ দেই। দেখিয়াছি, সেই শয়ন-গৃহের দক্ষিণে অগ্নিনির্গমের জন্য একটা 'চিম্‌নি' আছে। সেই চিম্‌নির উপর দেবী ডিয়ানার একটি সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি শোভা পাইতেছে। তেমন সুন্দর মূর্ত্তি আর কোথাও দেখি নাই।

পস্থিউমাস্। ইহাও সত্য। কিন্তু ইহাও তুমি লোক-মুখে শুনিয়া থাকিবে। কেন না, এ কথা সকলেই জানে।

ইয়াকিমো। আচ্ছা, তবে আর একটা বলি। সেই গৃহের ছাদ অতি সুন্দর। দেখিলাম, দুইটি লৌহ-দণ্ডে দুইটি অর্দ্ধ-নিমীলিত-নেত্র কামদেবের প্রতিমূর্ত্তি বিরাজিত।—মূর্ত্তিদ্বয় পায়ের উপর পা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

পস্থিউমাস্। ইহাও তোমার শোনা-কথা হইতে পারে।—কৈ, সে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কৈ?

পাপ ইয়াকিমো তখন সেই অপহৃত কঙ্কণ বাহির করিয়া বলিল, "পস্থিউ-মাস্, মনে করিয়াছিলাম, বেশী বলিয়া তোমার মনে আঘাত দিব না। কিন্তু এখন দেখিতেছি, যা যা ঘটিয়াছে, তাহা সমস্ত না বলিলে, আমাকেই মিথ্যাবাদী

হইতে হয়।—আচ্ছা, এই কঙ্কণগাছটি চিনিতে পারো কি? দেখ দেখি, এ গাছটি কার?"

প্রণয়োপহার স্বরূপ সেই কঙ্কণগাছটি দেখিয়া পস্থিউমাসের বুক কাঁপিয়া উঠিল, মাথা ঘুরিয়া আসিল, চোক ছল্ ছল্ করিতে লাগিল্।—তিনি একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। সেই অবসরে পাপ ইয়াকিমো বলিতে লাগিল,

"তবে শুন,—তোমার প্রেমময়ী সাধ্বী ইমোজেন্ ইহা আমাকে প্রণয়োপহার স্বরূপ দিয়াছেন। আহা! আমি যেন এখনও তাঁহার সেই হাসি-হাসি মুখখানি দেখিতেছি! তাঁহার সেই মধুর ব্যবহারে আমি বিশেষ সুখী হইয়াছি। যখন এই কঙ্কণগাছটি তিনি আমাকে দেন, তখন তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি ইহা তিনি অতি মূল্যবান্ বিবেচনা করিতেন।—হাঁ, ভালো কথা,—আমি তাঁহার গ্রীবাদেশে একটি আঁচিলও দেখিয়াছি।"

পস্থিউমাস্ দুষ্টের প্রতারণা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সকলই সত্য বলিয়া তাঁহার বোধ হইল। তখন ক্ষোভে, দুঃখে, ক্রোধে, অভিমানে,—ইমোজেনের উদ্দেশে তিনি তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুঃখের আর সীমা রহিল না।—পূর্ব্ব-অঙ্গীকার-মত এখন তিনি ইমোজেন্-প্রদত্ত সেই অঙ্গুরীয় ইয়াকিমোকে প্রদান করিলেন।

পস্থিউমাস্ বিক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ-হৃদয়ে, পিসানিও নামক এক ব্যক্তিকে একখানি পত্র লিখিলেন। পিসানিও একজন ব্রিটেন্‌বাসী, পস্থিউমাসের একজন বিশিষ্ট বন্ধু, এবং ইমোজেনের এক রকম অনুচর বিশেষ। পস্থিউমাস্ তাঁহাকে লিখিলেন,—"ইমোজেন্ অসতী, তাহার প্রতি আমার আর কিছুমাত্র বিশ্বাস বা স্নেহ-মমতা নাই। তুমি তাহাকে মিলফোর্ড বন্দরে আনিয়া মারিয়া ফেলিও;—আমি সে কৌশল করিয়াও দিতেছি।"

এদিকে ইমোজেন্‌কেও তিনি এক পত্র লিখিলেন। প্রকৃত ব্যাপার কিছু জানিতে না দিয়া স্নেহের ভাণ করিয়া লিখিলেন,—"প্রিয়তমে! আমি তোমাকে দেখিবার জন্য নিতান্তই ব্যাকুল হইয়াছি! ব্রিটেনে যাইবার অধিকার আমার আর নাই। সেখানে যাইলেই আমার প্রাণদণ্ড হইবে। অতএব তুমি একবার আসিয়া দেখা করিও। আমার বিশ্বস্ত বন্ধু পিসানিও, তোমাকে লইয়া মিলফোর্ড বন্দরে আসিবেন; সেখানে আমাদের সকল কথা হইবে।"

সরলহৃদয়া, পতি-পরায়ণা ইমোজেন্ তাহাই বিশ্বাস করিলেন। পত্রপাঠ পিসানিও-সমভিব্যাহারে স্বামীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

---

(৭)

গন্তব্যস্থানে পঁহুছিবার কিছু পূর্ব্বে, পিসানিও ইমোজেনের নিকট তাঁহার স্বামীর নিষ্ঠুর আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। পিসানিও পস্থিউমাসের অকৃত্রিম সুহৃদ্ বটেন, কিন্তু এরূপ নিষ্ঠুর কার্য্য সাধন করিতে তিনি পরাঙ্মুখ হইলেন। তাই তিনি সকল কথা প্রকাশ করিলেন। অধিকন্তু পস্থিউমাসের পত্রখানিও ইমোজেন্‌কে দেখাইলেন।

ইমোজেন্ স্বামিসন্দর্শনের নিমিত্ত বড় আশা করিয়াই বাটী হইতে বাহির হইয়াছিলেন; কিন্তু এখন বুঝিলেন, সেই স্বামী তাঁহার বিনাশসাধনের নিমিত্ত এইরূপ প্রতারণা করিয়াছেন। সতীর ক্ষোভের আর সীমা রহিল না।

পিসানিও অনেক সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন; বলিলেন, "ভদ্রে, কিছুদিন ধৈর্য্য ধরিয়া থাকুন, এদিন থাকিবে না। একদিন নিশ্চয়ই আপনার স্বামী আপনার ভ্রম বুঝিবেন এবং তাঁহার এই আচরণের নিমিত্ত তিনি অনুতাপও করিবেন। এখন চলুন, আপনার পিতৃগৃহে ফিরিয়া যাই।"

ইমোজেন্ তাহাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন পিসানিও পরামর্শ দিলেন,—"তবে আপনি এক কাজ করুন। পুরুষের পরিচ্ছদ পরিয়া দেশ পর্য্যটন করিয়া বেড়ান। পুরুষ-পরিচ্ছদে আপনি নিরাপদ থাকিতে পারিবেন।"

ইমোজেন্ তাহাতে সম্মত হইলেন। ভাবিলেন,—"এইরূপ ছদ্মবেশে রোম নগরে স্বামি-সকাশে যাইব। যদিও তিনি এতদূর নিষ্ঠুর হইয়াছেন, যদিও তিনি আমাকে ভুলিতে পারিয়াছেন,—আমি ত তাঁহাকে ভুলি নাই, ভুলিতে পারিবও না।"

পিসানিও পরিচ্ছদ আনিয়া দিয়া, ইমোজেন্‌কে তদবস্থায় ফেলিয়া, রাজভবনে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন, এবং বিদায়কালে এক ক্ষুদ্র পাত্রস্থিত এক প্রকার ঔষধ ইমোজেনের হস্তে দিয়া কহিলেন, "আমি এই ঔষধ রাণীর নিকট পাইয়াছিলাম। শুনিয়াছি, ইহাতে সর্ব্ববিধ রোগের প্রতিকার হয়।"



পিসানিও, ইমোজেন্ ও পস্থিউমাস্‌কে ভাল বাসিতেন ;—রাণীর তাহাতে অত্যন্ত ঘৃণা ও বিদ্বেষ। সেই বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়াই রাণী এই ঔষধ পিসানিওকে দিয়াছিলেন। দুষ্টা রাণী জানিত, ইহা এক প্রকার বিষ। পাপিষ্ঠা ভাবিয়াছিল, "পিসানিও যখন সরল মনে, ঔষধভ্রমে এই বিষ গ্রহণ করিয়াছে, তখন একদিন-না-একদিন এই বিষপানে ইহার মৃত্যু হইবে। তখন আমার বুকের খানিকটা জালাও জুড়াইবে।" হতভাগিনী রাণী ইহা এক বৈদ্যের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিল। বৈদ্যকে বলিয়াছিল, 'বিষের প্রভাব কিরূপ, তাহা আমি একটা পশুকে দিয়া পরীক্ষা করিব।' সে বৈদ্য, রাণীর প্রকৃতি

অবগত ছিলেন। তাই তিনি প্রকৃত হলাহল না দিয়া এমন এক প্রকার ঔষধ দিয়াছিলেন যে, তাহাতে সেবনকারীর জীবনের কোন অনিষ্ট না করিয়া, সেবন মাত্র তাহাকে কিছুক্ষণের জন্য মৃতবৎ অচৈতন্য করিয়া রাখে। পিসানিও এ সকল কিছুই জানিতেন না। রাণী যেরূপ বলিয়াছিলেন, সরল মনে তাহাই বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন। তিনি ইমোজেন্‌কে বলিলেন, "পথশ্রমে যখন বড় কাতর হইবেন, তখন এই ঔষধ সেবন করিবেন,—সকল ক্লান্তি দূর হইবে।"

তার পর ইমোজেনের সর্ব্বপ্রকার কুশল কামনা করিয়া পিসানিও প্রস্থান করিলেন।

---

(৮)

ঘটনাচক্র অন্যদিকে ফিরিল। ইমোজেন্ সেই পুরুষ পরিচ্ছদে ঘুরিতে ঘুরিতে এক নির্জ্জন প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে তাঁহার দুই সহোদর বাস করিতেন। এই বালকদ্বয় অতি শৈশবেই অপহৃত হইয়াছিল;—সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি। ব্রিটেন্-রাজ সিম্বেলিনের সভায় বেলেরিয়াস্ নামে একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। এক সময়ে তিনি রাজদ্রোহী বলিয়া, মিথ্যা অভিযোগে, রাজার দুর্জ্জয় ক্রোধভাজন হন, এবং রাজা তাঁহাকে নির্ব্বাসনদণ্ড প্রদান করেন। বেলেরিয়াস্ প্রতিহিংসা-পরবশে, রাজার শিশুতনয় দুইটিকে অপহরণ করিয়া, এই নির্জ্জন বনপ্রদেশে লইয়া আসিয়াছিলেন, এবং তথায় এক গহ্বর খনন করিয়া পুত্র-নির্ব্বিশেষে রাজকুমার দ্বয়কে প্রতিপালন করিতেছিলেন। তাহাদের প্রতি তিনি বস্তুতঃ কোন নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন নাই; পরন্তু বিশেষ যত্নের সহিত তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন এবং প্রাণের সমান তাহাদিগকে ভালবাসিতেন।

রাজকুমার দু'টি সাহসী ও তেজস্বী হইয়া উঠিল। জন্তু-শিকার ও ক্রীড়া-কৌতুকে তাহারা সুদক্ষ ও পরিশ্রমী হইল। এবং তাহাদের পিতাকে (বেলে-রিয়াস্‌কেই তাহারা পিতা বলিয়া জানিত) বার বার উত্তেজনা করিতে লাগিল যে, কোন প্রকার যুদ্ধে তাহাদিগকে প্রেরণ করিলে, তাহারা আপনাদের সৌভাগ্য অর্জ্জন করিতে যত্নবান্ হয়।

সেই নির্জ্জন অরণ্যময় প্রদেশে ইমোজেন্ উপস্থিত হইলেন। রোমে যাত্রা করিবার মানসে মিলফোর্ড বন্দরে যাইতে যাইতে, এই অরণ্য মধ্যে তিনি পথ হারাইলেন। এবং কোন প্রকার খাদ্যাদি না পাইয়া একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। পুরুষের পরিচ্ছদ মাত্র তাঁহার পরিধান ছিল; কিন্তু নারীজন্মোচিত সেই কোমল হৃদয়ে ক্ষুধা-তৃষ্ণার সে অসহ্য যন্ত্রণা তাঁহার সহিবে কেন? তিনি সেই নির্জ্জন বন-প্রদেশে সেই গহ্বর দেখিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন,—"ইহার মধ্যে কেহ-না-কেহ আছে। ভিক্ষা করিয়াও তাহার নিকট হইতে কিছু খাদ্যদ্রব্য লইব।" কিন্তু তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কেহই নাই। গহ্বর জনশূন্য; তবে মনুষ্যের আহার-উপযোগী অনেক খাদ্য-সামগ্রী ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে। ক্ষুধায় তিনি যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়াছিলেন। তখন, কাহারও আগমন-প্রতীক্ষা করিয়া আরও কিছুক্ষণ অনাহারে থাকা, তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়াছিল; অগত্যা সেই খাদ্যসামগ্রী তিনি আহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভাবিলেন,—"মনুষ্যজীবন কি কষ্টকর! আমি কতই শ্রান্ত! ক্রমাগত দুই রাত্রি ভূমিতল আমার শয্যা হইয়াছে। স্বামীর সহিত দেখা করিব, সেই আশায় এখনও দেহে প্রাণ আছে, নতুবা বুঝি সে প্রাণও হারাইতাম। সেই পর্ব্বতশিখর হইতে পিসানিও যখন মিলফোর্ড-বন্দরের পথ দেখাইলেন, তখন কত নিকটই বোধ হইয়াছিল!—কিন্তু এখন বুঝিতেছি, পথ বহুদূর।"

তারপর ইমোজেনের স্মরণ হইল, তাঁহার স্বামী তাঁহার প্রাণবধের আদেশ করিয়াছিলেন। ইমোজেন আপন মনে বলিলেন, "হায় প্রিয়তম, কি নিষ্ঠুর তোমার হৃদয়!"

---

(৯)

যৎকালে সেই গহ্বরমধ্যে ইমোজেন্ আপনা-আপনি এইরূপ আক্ষেপ করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার দুই সহোদর বেলেরিয়াসের সহিত শিকার হইতে ফিরিয়া আসিলেন। বেলেরিয়াস্ তাঁহাদের নাম রাখিয়াছিলেন,—পলিডোর এবং কডল্। কিন্তু তাঁহাদিগের প্রকৃত নাম ছিল—গাইডেরিয়াস্ ও আর্ব্বিরাগাস্। বেলেরিয়াস্ প্রথমে সেই গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তন্মধ্যে ইমোজেন্‌কে দেখিতে পাইয়া সবিস্ময়ে কুমারদ্বয়কে বলিলেন, "ভিতরে আসিও না ; কিঞ্চিৎকাল বাহিরে অপেক্ষা করো। দেখিতেছি, ভিতরে কে-একজন আসিয়াছে,—এবং দেখিতেছি, আমাদেরই খাদ্য খাইতেছে! নহিলে বুঝিতাম, নিশ্চয়ই এ কোন পরী কি দেবতা হইবে!"

কুমারদ্বয় উত্তর করিল, "আপনি কি বলিতেছেন ? ইহা কি সত্য ?"

বেলেরিয়াস্। ঈশ্বরের শপথ,—সত্য। দেখিতেছি, নিশ্চয়ই কোন দেবতা। কিন্তু যদি মানুষ হয়, তবে পৃথিবীর মধ্যে এ রূপের তুলনা নাই!"

বস্তুতই সে সময়, সেই পুরুষের পরিচ্ছদে, স্বভাবসুন্দরী ইমোজেন্‌কে এতই সুন্দর দেখিতে হইয়াছিল! ইমোজেন্ যখন শুনিতে পাইলেন, গহ্বরের ভিতর মনুষ্যের শব্দ হইতেছে, তখন কিছু ভীত হইয়া বলিলেন, "আপনারা যেই হউন, আমার কোন অনিষ্ট করিবেন না। আমি এই গহ্বরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম, এখানে কোন খাদ্যদ্রব্য পাইলে, হয় আপনাদিগের নিকট চাহিয়া লইব, নয় উচিত মূল্যে কিনিয়া লইব। কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, ক্ষুধায় অস্থির হইয়া, কিছু খাদ্য খাইয়া ফেলিয়াছি। আমি কিছুই অপহরণ করি নাই। যদি এই গহ্বরের চারিদিকে স্বর্ণ রৌপ্যাদিও পড়িয়া থাকিত, আমি তাহাও লইতাম না। যে খাদ্য ভক্ষণ করিয়াছি, তাহার মূল্য গ্রহণ করুন। যদি আপনাদিগের দেখা না পাইতাম, তবে নিশ্চয়ই এই খাদ্যের মূল্য এখানে রাখিয়া যাইতাম, এবং যাইবার সময় আপনাদিগের মঙ্গলোদ্দেশে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াও যাইতাম।"

বেলেরিয়াস্ গহ্বরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তিনি মূল্য গ্রহণ করিলেন না। ভীতা ইমোজেন্ করুণকণ্ঠে বলিলেন, "তবে বোধ করি, আপনারা আমার উপর রাগ করিয়াছেন। যদি আপনারা বিনা অপরাধে আমাকে বধ করেন, তবে বুঝিব, আমার বাড়া দুঃখী পৃথিবীতে আর নাই!"

বেলেরিয়াস্। তুমি কোথায় যাইবে ? তোমার নাম কি ?

ইমোজেন্ প্রকৃত নাম গোপন করিয়া বলিলেন, "আমার নাম ফাইডিলি। আমার একজন আত্মীয় ইটালী যাইতেছেন। তিনি মিলফোর্ড বন্দরে জাহাজে আরোহণ করিবেন। আমি তাঁহার নিকট যাইতেছিলাম ; পথিমধ্যে ক্ষুধায় কাতর হইয়া এই খানে আসিয়াছি এবং আপনাদের নিকট এই অপরাধ করিয়াছি।"

বেলেরিয়ান্। যুবক! তোমার কোন ভয় নাই। আমাদিগকে হীনপ্রকৃতি বা নীচাত্মা ভাবিও না। কিংবা এই সামান্য স্থানে থাকি বলিয়া আমাদিগকে লঘুচেতা অধম মনে করিও না। যখন তুমি এখানে আসিয়াছ, তখন তোমার প্রতি যত্নের কোন ত্রুটি হইবে না জানিও। তুমি এই খানেই থাকো।

পরে বালকদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "পলিডোর, কডল্! তোমরা ইহাকে যথাবিধি আদর-অভ্যর্থনা করো।"

---

(১০)

বলা বাহুল্য, ভ্রাতৃদ্বয় আপন ভগিনীকে চিনিতে পারিল না; ভগিনীও তাহাদিগকে চিনিল না। কেহ কাহাকে চিনিতে না পারিলেও, সেই অতি অল্প সময়ে পরস্পরের মধ্যে একটা স্নেহের ভাব প্রকাশিত হইল।

বালকদ্বয় বলিল, "তুমি আমাদেরই কাছে থাকো, আমরা তোমাকে আপন ভায়ের-মত দেখিব এবং সেইরূপ স্নেহ করিব।"

সেই স্নেহমাখা কথায়, ইমোজেনের হৃদয় শান্ত হইল। তখন সকলে মিলিয়া আহ্লাদসহকারে সেই গহ্বর মধ্যে শিকারের মাংস লইয়া রন্ধনের উদ্যোগ করিলেন। ইমোজেন্ স্বয়ং রন্ধনের ভার গ্রহণ করিলেন এবং এমন সুস্বাদু করিয়া পাক করিলেন যে, আহার করিয়া সকলেই বিশেষ পরিতৃপ্ত হইলেন। আজ কাল ধনিগৃহে বাটীর স্ত্রীলোকদিগের রন্ধন-কার্য্য একপ্রকার নীচ কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত; কিন্তু সে সময় এরূপ ছিল না। যখন কুমারদ্বয় রন্ধনের প্রশংসা করিতেছিল,—পীড়িতের পার্শ্বে স্নেহময়ী রমণীর শুশ্রূষার ন্যায়, ইমোজেন্ তাহাদিগের পার্শ্বে বসিয়া সযত্নে খাদ্যের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। অনন্তর ইমোজেন্ এক মধুর গান ধরিলেন। সেই গান দিক্‌দিগন্ত ছাইয়া আকাশ প্রতিধ্বনিত করিল। ইমোজেনের সঙ্গীত শুনিয়া, পলিডোর তাহার ছোট ভাইটিকে বলিল, "কডল্, এই যুবকের কি সুমিষ্ট কণ্ঠ! ইহাঁর স্বর কি মধুর! যেন কোন দেবতা স্বর্গীয়স্বরে সুধাবর্ষণ করিতেছেন!"

তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল,—"ফাইডিলির সকলই সুন্দর! তাহার হাসিটুকুও কেমন মধুর! কিন্তু দুঃখ এই, তাহাতে কেমন-একটু বিষা-

দের ছায়া মিশিয়াছে। নির্ম্মল অথচ বিষাদপূর্ণ মুখখানি দেখিলে বোধ হয়, যেন দুঃখ ও সহিষ্ণুতা একই স্থানে পাশাপাশি বিরাজ করিতেছে।"

কেহ জানিত না যে, তাহাদের পরস্পরের স্নেহের মূলে, ভ্রাতা-ভগিনীর যে নৈসর্গিক স্নেহ, তাহাই বিদ্যমান। যাই হোক্, ইমোজেনের স্বভাবগুণে তাহারা অত্যন্ত প্রীত হইল। ইমোজেনেরও তাহাদের প্রতি এমনই স্নেহ জন্মিল যে, তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"যদি পস্থিউমাস্‌কে না জানিতাম এবং তাঁহাকে হৃদয়ে স্থানদান না করিতাম, তবে এমনই স্থানে, এই গহ্বর মধ্যে বালক দুটিকে আপন সহোদরের ন্যায় ভাল বাসিয়া সুখে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিতাম।"

এইরূপে ইমোজেন্ যে পর্য্যন্ত না মিলফোর্ড বন্দরে যাইতে সক্ষম হইলেন, সে পর্য্যন্ত মনের সুখে বালকদ্বয়ের সহিত একত্র বাস করিলেন।

মৃগয়া-হইতে-আনীত সেই মাংস যখন ফুরাইয়া আসিল, কুমারদ্বয় আবার শিকারে বাহির হইল। ফাইডিলি, শারীরিক অসুস্থতার জন্য তাহাদের সঙ্গে যাইতে পারিলেন না। অসুস্থতার বস্তুতঃ কারণও ছিল। স্বামীর সেই নিষ্ঠুর ব্যবহার, তজ্জনিত মনে দারুণকষ্ট, সেই পথশ্রান্তি—সে সকল, কোমলহৃদয়া রাজ-নন্দিনীর যথেষ্ট কষ্টের কারণ হইয়াছিল।

রাজকুমারদ্বয় ও তাঁহাদিগের প্রতিপালক, শিকারে চলিয়া গেলেন। পথে যাইতে যাইতে তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে,—ফাইডিলির রূপ, গুণ ও মধুর স্বভাবের প্রশংসা করিতে করিতে চলিলেন। ইমোজেন্ একাকিনী সেই গহ্বরে রহিলেন।

---

(১১)

ইমোজেন্ একাকিনী সেই গহ্বর মধ্যে আপন অবস্থা ভাবিতে লাগিলেন। তখন পিসানিও-প্রদত্ত সেই ঔষধের কথা তাঁহার মনে হইল। তিনি শ্রান্তি দূর করণার্থ তাহা পান করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সেই অবস্থায় তাঁহাকে মৃতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

বেলেরিয়াস্ যখন কুমারদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া শিকার হইতে ফিরিলেন, পলি-

ডোর সর্ব্বাগ্রে সেই গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ফাইডিলির কোন সাড়া-শব্দ না পাইয়া ভাবিলেন, বুঝি বা ফাইডিলি নিদ্রিত হইয়াছে। পাছে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হয়, এই কারণে পলিডোর আপন পাদুকা দু'খানি খুলিয়া রাখিয়া, অতি ধীরে ধীরে গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বস্তুতই ফাইডিলির প্রতি ভ্রাতৃদ্বয়ের এতই স্নেহ হইয়াছিল। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে ফাইডিলির আকার-ইঙ্গিতে তাহারা বুঝিল যে, ফাইডিলি আর জীবিত নাই। তখন পলিডোর উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। ফাইডিলি যেন যথার্থই তাহার ভাই;—শৈশব হইতে তাহারা যেন একত্র বর্দ্ধিত হইয়াছে,—এই ভাবেই সে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। কনিষ্ঠ কডলও তাহার সহিত যোগ দিল।

বেলেরিয়াস্ ভ্রাতৃদ্বয়কে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন; অবশেষে ফাইডিলির দেহ বাহিরে আনিয়া যথাবিধি সৎকারের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর কুমারদ্বয় সেই দেহ,—ছায়াপূর্ণ একস্থানে লইয়া আসিলেন। তার-পর সযত্নে, শ্যামল তৃণের উপর তাহা রাখিয়া দিয়া, সেই দেহের পার্শ্বে বসিয়া, করুণ-কণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিলেন। পলিডোর ফাইডিলির দেহোপরি পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "ফাইডিলি, যে পর্য্যন্ত এই মধুর বসন্তকাল থাকিবে এবং আমরাও যে পর্য্যন্ত এখানে থাকিব, সে পর্য্যন্ত প্রতিদিন আমরা তোমার এই মৃতদেহে পুষ্পবর্ষণ করিব।"

এই বলিয়া দুই ভায়ে কাঁদিতে কাঁদিতে, ইমোজেনের দেহোপরি নানাবিধ পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর পুষ্পাবৃত করিয়া, ভ্রাতৃদ্বয় ক্ষুণ্ণমনে প্রস্থান করিলেন।

---

(১২)

সেই প্রকার মৃতভাবে ইমোজেন্‌কে অধিকক্ষণ থাকিতে হয় নাই। সেই ঔষধ আপন গুণ দেখাইয়া, ইমোজেন্‌কে ক্রমে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিল। ইমোজেন্ ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিলেন। জাগিয়া উঠিয়া দেখেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ফুল। সকলই তাঁহার স্বপ্নবোধ হইল। ভাবিলেন,—"আমার মনে পড়িতেছে, আমি এক গুহা মধ্যে ছিলাম। সেখানে আর যাহারা ছিল, এখন, তাহারাই বা কৈ? আমি এখানে এমন অবস্থায় কেন?"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ইমোজেন উঠিলেন ; কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। গহ্বরের দিকে ফিরিয়া যাইবেন,—সে পথও খুঁজিয়া পাইলেন না। তখন সত্য সত্য সকলই তাঁহার স্বপ্ন বোধ হইল। মনে করিলেন, "তবে যাই,—যেখানে যাইবার জন্য বাহির হইয়াছি, সেই মিলফোর্ড বন্দরে যাইতে আবার চেষ্টা করি। দেখি, যদি কোন ক্রমে পথ পাই।"

বস্তুতঃ, স্বামি-সন্দর্শনের আশা তখনও তাঁহার অন্তরে বলবতী।

---

(১৩)

এদিকে ইমোজেনের অজ্ঞাতসারে অদৃষ্টচক্র আর একদিকে ঘুরিতেছিল। রোম ও ব্রিটেন্ তখন পরস্পর প্রতিদ্বন্দী হইয়া এক মহাসমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছে। রোমের সৈন্যগণ ব্রিটেন্ আক্রমণের জন্য সমুপস্থিত। যে কাননে ইমোজেন্ ইতস্ততঃ ঘুরিতেছিলেন, ঘটনাক্রমে সেই থানে রোম-সৈন্যগণ সেনা-নিবেশ সংস্থাপন করিল। নির্ব্বাসিত পস্থিউমাস্ও সেই রোম-সৈন্যগণ-সমভি-ব্যাহারে সেইখানে উপস্থিত ছিলেন।

পস্থিউমাস্ রোম-সৈন্যদের মধ্যে থাকিলেও, স্বদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন নাই, বরং স্বদেশের পক্ষে থাকিয়াই শত্রুবিনাশ করিবেন, এই সঙ্কল্প করিয়াই তিনি আসিয়াছেন।

ইমোজেন্কে কি তখন তাঁহার মনে ছিল ? ছিল বৈ কি! কিন্তু সে স্মৃতি তেমন হৃদয়-আনন্দদায়িনী ছিল না। তখনও তাঁহার বিশ্বাস, ইমোজেন্ অবি-শ্বাসিনী, চরিত্রহীনা। কিন্তু তবুও পূর্ব্ব ভালবাসার মোহ একেবারে এড়াইতে পারেন নাই। ইমোজেন্কে হত্যা করিবার জন্য তিনি পিসানিওকে পত্র লিখিয়া-ছিলেন এবং পিসানিও প্রত্যুত্তরে মিথ্যা করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার কথামত কার্য্য হইয়াছে,—তিনি ইমোজেন্কে বধ করিয়াছেন। ইমোজেন্ দুশ্চরিত্রা হোক্, অবিশ্বাসিনী হোক্,—কিন্তু তাঁহার মৃত্যু, পস্থিউমাসের কষ্টের কারণ হইল। শেষ সে কষ্ট এতদূর জ্বালাময় হইয়া উঠিল যে, পস্থিউমাস্ মনে করিলেন, "রোমিওগণের বিরুদ্ধে স্বদেশের জন্য যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইব। যদি তাহাতেও মৃত্যু না হয়, তবে

নির্ব্বাসন-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া পুনর্ব্বার যে স্বদেশে আসিয়াছি, সেই অপরাধে ব্রিটেন্‌রাজ সিম্বেলিনের হস্তে নিশ্চয়ই নিহত হইব।”

মৃত্যুর জন্য পস্থিউমাস্ এতদূর স্থির-নিশ্চয়। আত্মগ্লানি ও অনুশোচনা পস্থিউমাস্‌কে যার-পর-নাই কাতর করিয়া তুলিয়াছিল। ইমোজেন্‌কে অবিশ্বাসিনী বলিয়া জানিলেও, পস্থিউমাসের তৎপ্রতি এতটা স্নেহ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে।

---

(১৪)

ইমোজেন্ মিলফোর্ড বন্দরে আসিবার জন্য সেই অরণ্যমধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে রোমসৈন্যের হস্তে পড়িলেন। তাঁহার সে মনোহর-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সৈন্যগণ মোহিত হইল। তাহারা দয়া করিয়া সেই ছদ্মবেশী ইমোজেন্‌কে, রোম-সেনাপতি লুসিয়াসের বালক-ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করিয়া দিল। বলা বাহুল্য, ইমোজেনের তখনও সেই পুরুষ-পরিচ্ছদ।

এদিকে সিম্বেলিনের সৈন্যগণ যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল। যখন তাহারা সেই অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিল, তখন গুহাবাসী সেই অপহৃত রাজকুমারদ্বয়—পলিডোর এবং কডল—রাজসেনার সহিত যোগদান করিলেন। বৃদ্ধ বেলেরিয়াস্‌ও তাঁহাদের সঙ্গে গমন করিলেন। কুমারদ্বয় তখনও জানেন না যে, তাঁহাদিগের পিতার জন্য—নিজের রাজ্যের জন্য তাঁহারা এই যুদ্ধে ব্রতী হইয়াছেন।

বেলেরিয়াস্ কুমারদ্বয়কে অপহরণ করিয়া পরিশেষে অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি নিজে বীর; বীরের ন্যায় শিশু দু'টিকে প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছিলেন। তবে রাজাকে মর্ম্মান্তিক মনঃকষ্ট দিয়া, আজ অনুতপ্তহৃদয়ে, তিনি সেই পূর্ব্ব প্রভুর জন্য যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

যথা সময়ে সমরানল প্রজ্বলিত হইল। উভয় দলে ঘোরতর সংগ্রাম বাধিল। বৃদ্ধ বেলেরিয়াস্, পস্থিউমাস্ ও কুমারদ্বয়,—অমিত বলবিক্রমে, অসাধারণ নির্ভীকতার পরিচয় দিয়া, ব্রিটেনের ভাগ্যলক্ষ্মী অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। বস্তুতঃ তাঁহারা এই যুদ্ধে যোগদান না করিলে, রাজারও জীবন রক্ষা হইত না, ব্রিটেনের পরিণামও অত্যন্ত শোচনীয় হইত।

---

(১৫)

এইরূপে যুদ্ধ শেষ হইলে পস্থিউমাস্ দেখিলেন, কৈ, মৃত্যু ত তাঁহার হইল না!——অনুতাপ ও মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা তাঁহাকে এতই অস্থির করিয়া তুলিল যে, তাঁহার মনে হইল, বুঝি মৃত্যু ভিন্ন আর কিছুতেই শান্তি নাই! মরিবার জন্য তিনি প্রস্তুত; কিন্তু কৈ, মৃত্যু ত তাঁহার হইল না! তখন অগত্যা, রাজার এক কর্ম্মচারীর নিকট আত্মপ্রকাশ করিলেন,—স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে ধরা দিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, তাহা হইলে, রাজাদেশে নিশ্চয়ই তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইবে।

ইমোজেন্ ও তাঁহার প্রভু—সেই রোম-সেনাপতি লুসিয়াস্ বন্দী হইয়া, ব্রিটেন্‌রাজসমীপে আনীত হইলেন। বিশ্বাসঘাতক, দুর্ম্মতিপরায়ণ, মিথ্যাবাদী সেই ইয়াকিমো-ও সেই সঙ্গে বন্দী হইয়া আনীত হইয়াছিল।

রাজ-দরবারে যখন সকল বন্দী একত্রিত হইল, তখন পস্থিউমাস্‌কেও সেখানে আনা হইল। পস্থিউমাস্ তখন ভাবিতেছেন, রাজা কতক্ষণে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিবেন। এদিকে বেলেরিয়াস্ ও কুমারদ্বয়, সেই যুদ্ধে যে প্রকার সাহস ও বিক্রমের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের যথোচিত পুরস্কারের জন্য, তাঁহারাও সে সময় সেখানে আনীত হইলেন।

এইরূপে সেই বন্দীগণ ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের মধ্যে, বড় একটা অভাবনীয় মধুর মিলন হইয়া গেল। কারণ,—একদিকে অনুতপ্ত, মৃত্যুর-জন্য-সদাই-প্রস্তুত পস্থিউমাস্ রাজাজ্ঞা শুনিবার জন্য দণ্ডায়মান; অন্যদিকে ইমোজেন্ তাঁহার প্রভু রোম-সেনাপতির সহিত দণ্ডায়মান; একদিকে সেই বিশ্বাসঘাতক ইয়াকিমো, অন্যদিকে হিতার্থী ও সহৃদয় সুহৃদ্ সেই পিসানিও। আবার অপর দিকে সেই অপহৃত কুমারদ্বয় ও বেলেরিয়াস্। সকলে একত্র বটে, কিন্তু মনের ভাব সকলের সমান নহে; কাহারও হৃদয়ে আশা ও আকাঙ্ক্ষা, কাহারও হৃদয়ে মৃত্যু-চিন্তা; কাহারও হৃদয়ে আনন্দ, কাহারও হৃদয়ে নিরানন্দ;—আনন্দ ও নিরানন্দের সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য!

—

(১৬)

প্রথমে রোম-সেনাপতির বিচার আরম্ভ হইল। ইমোজেন্ তাঁহার পশ্চাতেই ছিলেন। সেখানে পস্থিউমাস্ও উপস্থিত ছিলেন। বলা বাহুল্য, পস্থিউমাস্ পুরুষবেশধারিণী ইমোজেন্‌কে চিনিতে পারেন নাই। ইমোজেন্ কিন্তু তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। সেই পাপিষ্ঠ ইয়াকিমো সেখানে ছিল, ইমোজেন্ তাহাকেও চিনিলেন। ইয়াকিমোর হস্তে আপনার সেই প্রিয়-অঙ্গুরী—যে অঙ্গুরী বিদায়-কালে তিনি তাঁহার প্রিয়তম পস্থিউমাসকে প্রণয়-চিহ্নস্বরূপ উপহার দিয়াছিলেন,—তাহাও দেখিবামাত্র চিনিলেন। কিন্তু বুঝিতে পারিলেন না যে, ইয়াকিমো সেই অঙ্গুরী কিরূপে কোথায় পাইল? এবং ইহাও বুঝিতে পারিলেন না যে, সেই পাপিষ্ঠই তাঁহার সকল বিপদের মূল। ইমোজেন্ও স্বয়ং রাজ-সমক্ষে বিচার-প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পিতা, কন্যাকে চিনিলেন না।

পিসানিও অবশ্য ইমোজেন্‌কে চিনিয়াছিলেন। কারণ, তিনিই সেই পুরুষ-পরিচ্ছদে ইমোজেন্‌কে সাজাইয়াছিলেন। ইমোজেন্‌কে দেখিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন। ভাবিলেন, যখন ইনি জীবিত আছেন, তখন যেরূপেই হউক, ঘটনাচক্র আর একদিকে ফিরিবে।

বৃদ্ধ বেলেরিয়াস্ ইমোজেন্‌কে নির্দ্দেশ করিয়া, চুপি চুপি কডলকে বলিলেন, "বালকটিকে চিনিতে পারিয়াছ? আমরা ইহাকে মৃত স্থির করিয়া পুষ্পাবৃত-দেহে ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম।—মনে পড়ে?"

কতক বিস্ময়ে, কতক আনন্দে কডল উত্তর করিল, "চিনিতে পারিতেছি,—সেই ফাইডিলি-ই বটে।" পলিডোরও অধিকতর বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই এ ফাইডিলি!" বেলেরিয়াস্ কিন্তু পুনরায় তাহাদিগকে বলিলেন, "তাহাও কি হয়? যদি সে-ই হইবে, তবে নিশ্চয়ই আমাদের সহিত কথা কহিত।" কিন্তু কুমারদ্বয় এ কথায় ক্ষান্ত না হইয়া বাদানুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন বেলেরিয়াস্ একটু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তা ভালো, চুপ করো।—এখন ও-সব কথার সময় নয়।"

পস্থিউমাস্ মনে মনে ভাবিতেছেন,—"কতক্ষণে মৃত্যু-আজ্ঞা শুনিতে পাইব!"

তিনি কাহাকে জানিতে দিলেন না যে, তিনিও রাজার পক্ষে থাকিয়া ঘোর-

তর যুদ্ধ করিয়াছেন।—কি জানি, এ কথা জানিতে পারিলে, রাজা যদি দয়া-পরবশ হইয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা রহিত করেন !

রোম-সেনাপতি, সিম্বেলিন্‌কে বলিলেন,—"আমি রোমবাসী ; রোমবাসীর হৃদয়ে যে তেজ, যে সাহস,—আমাতে তাহাই আছে। রোমবাসী মৃত্যুকে ভয় করে না। আমারও মৃত্যু-ভয় নাই। শুনিতেছি, অর্থবিনিময়ে আপনি বন্দিগণকে মুক্তি দিবেন না। তবে আপনার যাহা ইচ্ছা, তাহাই হোক্। আমার কেবল মাত্র একটি কথা বলিবার আছে,—তাহারই জন্য আপনাকে অনুরোধ করি।"

এই বলিয়া, ইমোজেন্‌কে সম্মুখে রাখিয়া, তিনি পুনরায় বলিলেন, "ব্রিটেন্-রাজ! এই বালক আমার ভৃত্য ; কিন্তু এ,—ব্রিটেন্‌বাসী। রোম-প্রভুর দাসত্বে নিযুক্ত হইয়াছিল, এই মাত্র ;—নচেৎ ইহার কোন অপরাধ নাই। এই ব্রিটেন্-বাসী বালক কাহারও কোন অনিষ্ট করে নাই। এমন কর্ত্তব্যপরায়ণ, বুদ্ধিমান, সরলহৃদয়, ব্যথার ব্যথী ভৃত্য, বুঝি কখনও কোন প্রভু পায় নাই।—ইহারই জীবনের জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করি।"

সিম্বেলিন্ ইমোজেনের প্রতি চাহিলেন। ছদ্মবেশিনী কন্যাকে চিনিতে পারিলেন না। কিন্তু অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে, অজানিত ভাবে, স্বাভাবিক স্নেহ উছলিয়া উঠিল। তিনি বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "এ বালককে নিশ্চয়ই কোথায় দেখিয়াছি ! এ মুখ, আমার পরিচিত বোধ হইতেছে।—বালক তুমি কে, জানি না। যেই হও, কেন জানি না, আমার ইচ্ছা হইতেছে, তুমি জীবিত থাকো। আমি তোমার প্রাণদণ্ড করিব না। তুমি কি প্রার্থনা করো, তাহাও বলো। যদি তোমার প্রভু—এই রোম-সেনাপতির জীবন প্রার্থনা করিবার অভিপ্রায়ও তোমার থাকে, আমি তাহাও পূরণ করিতে সম্মত আছি।"

ইমোজেন্ অবনত-মস্তকে রাজাকে অভিবাদন করিল। সকলেই শুনিবার জন্য উৎসুক হইল,—বালক কি প্রার্থনা করে।

লুসিয়াস্। বালক, আমার বোধ হইতেছে, তুমি আমারই জীবন প্রার্থনা করিবে। কিন্তু আমি তাহা বলি না। যদি তোমার আর কিছু প্রার্থনা করিবার থাকে, রাজসমীপে তাহাই প্রকাশ করো।

ইমোজেন্। হাঁ প্রভু, তাহাই করিতেছি।—আপনার জীবন হইতেও

উচ্চতর কার্য্য আমার আছে।—আমি এখন আপনার জীবন ভিক্ষা করিতে পারি না।

রোম-সেনাপতি ও উপস্থিত দর্শকবৃন্দ এ কথায় কিছু বিস্মিত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইল।—বালক কি তবে এতই অকৃতজ্ঞ ?

ইমোজেন তখন সেই বিশ্বাসঘাতক ইয়াকিমোর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আমি জানিতে চাই, এই ব্যক্তি ইহার হস্তস্থিত এই অঙ্গুরীটি কিরূপে কোথায় পাইল? আপনার সাক্ষাতে এ ব্যক্তি সকল কথা অকপটে স্বীকার করুক,—ইহাই আমার প্রার্থনা।"

রাজা, অতি সহজেই এ প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। তিনি ইয়াকিমোকে বিশিষ্ট ভয় দেখাইয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "যুবক, মুক্তকণ্ঠে সকল কথা ব্যক্ত করো; নচেৎ তোমার প্রাণদণ্ড করিব।"

ইয়াকিমো তখন আদ্যোপান্ত সকল বৃত্তান্ত বলিল।—পস্থিউমাস্ ও ইমোজেনের সহিত আপনার বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার কথা, সমস্তই খুলিয়া বলিল। পস্থিউমাস্ তখন বুঝিতে পারিলেন, ইমোজেন্ অবিশ্বাসিনী নহেন, কিংবা ইমোজেন্ তাঁহার স্নেহের প্রতিকূলাচরণও করেন নাই;—তিনি সতীশিরোমণি রমণীরত্ন! নিষ্ঠুর অদৃষ্ট ও পস্থিউমাসের অদূরদর্শিতাই সতীকে অকালে ইহলোক হইতে অন্তর্হিত করিয়াছে।—আনুপূর্ব্বিক ভাবিতে ভাবিতে পস্থিউমাসের বুক বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল।

---

(১৭)

অনুতপ্ত হৃদয়ের উপর প্রাণঘাতী যন্ত্রণা মিশিয়া, পস্থিউমাসকে যেন শত বৃশ্চিকে দংশিতে লাগিল। অতিমাত্র চঞ্চল ও অধৈর্য্য হইয়া, পস্থিউমাস্ রাজার নিকট মুক্তকণ্ঠে আত্মদোষ স্বীকার করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনার দুহিতা, আমার জীবনসর্ব্বস্ব প্রিয়তমা ইমোজেনকে আমিই হত্যা করিয়াছি! আমি তাঁহার প্রতি সন্দিহান হইয়া পিসানিওকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম, তুমি অচিরাৎ কৌশল করিয়া ইমোজেনের প্রাণবধ করিবে। প্রিয়বন্ধু পিসানিও আমার সে অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন।—হায় ইমোজেন্! জীবনসর্ব্বস্ব প্রাণাধিকে! সতি! কোথায় তুমি?"

ইমোজেন্ আর আত্মগোপন করিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না,—স্বামীর সে কাতরতা দেখিয়া ছদ্মবেশ ত্যাগ করিলেন।—চারিদিকে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইল।



রাজা সিম্বেলিন্ এই অভাবনীয় উপায়ে আপন কন্যাকে পাইয়া যার-পর-নাই আনন্দিত হইলেন, এবং পস্থিউমাসের সকল দোষ মার্জ্জনা করিয়া তাঁহাকে আপন জামাতা বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন।

বৃদ্ধ বেলেরিয়াস্‌ও তখন অবসর বুঝিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন এবং কুমারদ্বয়কে রাজার সেই হারানিধি বলিয়া জানাইলেন। একে একে সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া তিনি রাজার অনুগ্রহপ্রার্থী হইলেন। সভার মাঝে আবার আনন্দ-ধ্বনি হইল।

সিম্বেলিন্, বেলেরিয়াস্‌কেও ক্ষমা করিলেন। শাস্তিপ্রদান সে সময় কাহার মনে থাকে ? এই অভাবনীয় আনন্দ-মিলনে সকলেই সুখী হইল।

এইবার ইমোজেন্, পিতার নিকট রোম-সেনাপতির জীবনভিক্ষা করিলেন। সিম্বেলিন্ তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইলেন। তখন লুসিয়াসের সাহায্যে, রোম ও ব্রিটেনে অনেক কালের জন্য এক সন্ধিস্থাপন হইল। সে সন্ধিতে দেশ জুড়াইল।

তারপর সিম্বেলিন-মহিষী আপন উদ্দেশ্য-সাধনে বিফল-মনোরথ হইয়া কি প্রকার মনঃকষ্ট পাইয়াছিলেন, তাঁহার নির্ব্বোধ পুত্র সেই ক্লোটেন সামান্য একটা বিবাদে নিহত হওয়ায়, তিনি কিরূপ মর্ম্মপীড়া পাইয়াছিলেন, দুঃখে ও শোকে অভিভূতা হইয়া শেষে কিরূপে তাঁহার মৃত্যু হইল, সে সকল কাহিনী বড় ক্লেশকর।—এ শুভ আনন্দ-মিলনে, সে দুঃখের কথা তুলিয়া, এ চিত্র বিষাদে পরিণত করিতে ইচ্ছা হয় না।

তবে, ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পুরস্কারের যোগ্য যাহারা, তাহারা ব্রিটেনরাজের নিকট হইতে যথোচিত পুরস্কার পাইল। এমন কি, সেই ক্রূরহৃদয়, বিশ্বাসঘাতক ইয়াকিমোও, বিনা শাস্তিতে মুক্তিলাভ করিল। রাজা সিম্বেলিন, পুত্র, কন্যা ও জামাতা লইয়া, সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।



লিয়র।

(KING LEAR.)

(১)

লিয়র নামে ব্রিটেনের এক রাজা ছিলেন। তাঁহার তিন কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠা গনারিল্, মধ্যমা রিগান্ এবং কনিষ্ঠা কর্ডিলিয়া। আল্বানির ডিউকের সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার, এবং কর্ণওয়ালের ডিউকের সহিত তাঁহার মধ্যমা কন্যার পরিণয় হয়। কর্ডিলিয়ার এ পর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই। তবে তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য ফ্রান্সের অধিপতি ও বারগাণ্ডির ডিউক উভয়েই প্রাণপণ যত্ন করিতেছিলেন। এজন্য তাঁহারা উভয়ে প্রায়ই লিয়রের রাজধানীতে যাতায়াত ও অবস্থিতি করিতেন।

যে সময়ের কথা লিখিত হইতেছে, সে সময় লিয়র বার্দ্ধক্যদশায় উপনীত হইয়াছিলেন।—দেহ জরাজীর্ণ, মনের তেজ ও উৎসাহ নির্ব্বাপিত, বুদ্ধি এককালে ভ্রষ্ট, প্রতিমুহূর্ত্তেই মৃত্যুর চিন্তা হৃদয়ে জাগরিত,—এ অবস্থায় তাঁহার হস্তে রাজ্যভার থাকা একান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ। তিনি মনে করিলেন, "দিন ত ফুরাইয়া আসিয়াছে, এখন একটু মৃত্যুচিন্তায় নিযুক্ত থাকি। এ রাজ্য-ভার প্রবীণের হস্ত হইতে নবীনের হস্তে যাওয়াই ভালো।"

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া,—তিন কন্যা, দুই জামাতা, ও কতিপয় বিশিষ্ট অমাত্যকে লইয়া, লিয়র রাজ্যপরিচালনসম্বন্ধে বিবেচনা করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি তাঁহার রাজ্যের একখানি মানচিত্র প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। সেই মানচিত্রে তিন কন্যার জন্য রাজ্যের তিনি অংশ পৃথক্ চিহ্নিত হইয়াছিল।

সেই মানচিত্র লইয়া, তিনি দুই জামাতাকে বলিলেন, "আমি আমার এ রাজ্য যাহাকে যে পরিমাণে দিব, তাহাই, এখন স্থিরীকৃত হইবে। ভবিষ্যতে কাহারও সহিত কাহারও কোনরূপ মনোমালিন্য বা মনোবিবাদ উপস্থিত না হয়, তাহা করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে আমার কন্যাগণকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। (কন্যাগণের প্রতি) তোমরা আমাকে, কে কিরূপ ভালবাস ও ভক্তি করো, তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। কে সর্ব্বাপেক্ষা আমাকে অধিক ভালবাস? জানিও, এই ভালবাসার তারতম্যে, এই বিষয়-বিভব অর্পণেরও তারতম্য হইবে। গনারিল! প্রথমে তুমিই বলো,—তুমি আমাকে কিরূপ ভালবাস?"

গনারিল। পিতঃ! আমি তোমাকে কিরূপ ভালবাসি ও ভক্তি করি, তাহা কথায় আর কি বলিব?—কথায় তাহা প্রকাশ করিবার নহে। তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়!—এ জীবনের সুখ, স্বাধীনতা,—সকল অপেক্ষাও প্রিয়। তোমায় কত ভালবাসি, তাহা বলিতে হইলে, নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবে, ভাষা মূক হইয়া আসিবে,—পিতঃ! হৃদয় ত প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারিব না।

তখন কর্ডিলিয়া ভাবিতেছিল,—"হায়! আমি কি বলিব? কিছুই না, কিছুই না! মনে মনে কেবল ভালবাসিব, কিছুই বলিতে পারিব না।"

গনারিলের শ্রুতিমধুর বাক্যে লিয়র পরম আপ্যায়িত হইলেন। হৃদয়ের দিক্ দিয়া বিচার করিবার ক্ষমতা লিয়রের ছিল না। তোষামোদজনক মিষ্টকথায় তিনি তুষ্ট হইতেন; তাই কন্যার এ কৃত্রিম ভালবাসার কুহকে, প্রকৃত ভক্তি বা প্রীতির রহস্য তিনি বুঝিতে পারিলেন না। সে দেবতা যে হৃদয়-মন্দিরে অধিষ্ঠান করিয়াছে, সেখানে এমন বাক্যের আড়ম্বর থাকিতে পারে না,—লিয়রের ইহা বুদ্ধির অগম্য হইল। প্রেমশূন্য হৃদয়ে, গনারিল কেবল আপাতমধুর বাক্যকৌশলে তাহার পিতাকে মুগ্ধ করিল, এবং সেই বাক্যে প্রতারিত হইয়া লিয়র গনারিলকে আন্তরিক আশীর্ব্বাদ ও শুভ ইচ্ছার সহিত আপন রাজ্যের একতৃতীয়াংশ অর্পণ করিলেন।

তারপর, লিয়র তাঁহার মধ্যমা কন্যা রিগানকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "রিগান্! তুমি আমায় কেমন ভালবাস?"

রিগান। পিতঃ! আমি আর কি বলিব? আমার ভগিনী ও আমি স্বতন্ত্র নহি;—তিনিও তোমাকে যেরূপ ভালবাসেন, আমার ভালবাসাও সেই-রূপ জানিবে। বাবা, তোমায় ভালবাসিয়া যে সুখ ও আনন্দ পাই, পৃথিবীর আর সহস্র আনন্দের মধ্যেও সে সুখ বা সে আনন্দ পাই না।

তখন কর্ডিলিয়া মনে মনে ভাবিতেছিল,—"হায় কর্ডিলিয়া! এইবার তুমি! তুমি কি বলিবে? কিছুই না,—কিছুই না। তোমার ভালবাসা হৃদয়ে, জিহ্বায় তাহার স্থান নাই।"

রিগান ও গনারিল, দুই ভগিনীর প্রকৃতি একই রূপ। সুতরাং রিগানও আপাতমধুরবাক্যে তাহার পিতাকে মুগ্ধ করিয়া, রাজ্যের অন্যতম একতৃতীয়াংশ লাভ করিল।

এইবার লিয়র কনিষ্ঠা কন্যার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "আমার হৃদয়ের আনন্দদায়িনী—তুমি কর্ডিলিয়া! মা আমার, তোমাকে লাভ করিবার জন্য একদিকে ফ্রান্সের অধিপতি, অন্যদিকে বারগাণ্ডির ডিউক, উভয়েই লালায়িত। রূপে গুণে তুমি সকলেরই বরণীয়া। বলো মা, তুমি আমায় কিরূপ ভালবাস? —দেখি মা, তোমার ভালবাসাই বা কেমন!"

কর্ডিলিয়া। বাবা, কি বলিব? কিছুই না।

লিয়র। কিছুই না?

কর্ডিলিয়া। কিছুই না!

লিয়র। আবার বলো,—'কিছুই না' হইতে পারে না।

কর্ডিলিয়া। বাবা, কি বলিব? আমি যে আমার হৃদয়কে ব্যক্ত করিতে জানি না! তুমি পিতা, আমি কন্যা; কন্যার ভালবাসার যে পর্য্যন্ত সীমা, আমি তোমাকে সেই পরিমাণে ভালবাসি,—তাহার অধিকও নহে, অল্পও নহে!

লিয়র। কর্ডিলিয়া! তুমি কি বলিতেছ? ভাবিয়া বলো,—নহিলে তোমার অনিষ্ট হইতে পারে!

কর্ডিলিয়া। তুমি পিতা, আমার জন্মদাতা;—আশৈশব তোমারই স্নেহে আমি বর্দ্ধিত;—আমার কর্ত্তব্য তোমার প্রতি চিরদিনই আমার ভক্তি অবিচলিত থাকে।—বাবা, আমারও তাহাই আছে এবং থাকিবেও। তবে আমার ভগিনীরা যেরূপ বলিলেন, আমি সেরূপ বলিতে পারি না। যদি তাঁহারা

তোমাকেই তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভালবাসা দিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা বিবাহ করিয়াছেন কেন? আমি জানি,যদি কখন আমার বিবাহ হয়, তবে যিনি আমার স্বামী হইবেন,—আমার সুখ ও দুঃখ, চিন্তা ও ভাবনার অংশ তিনিও গ্রহণ করিবেন, সুতরাং আমার হৃদয়েরও অর্দ্ধেক তিনি লইবেন,—আমার ভালবাসার উপর তাঁহারও দাবী থাকিবে।—তাই বলিতেছি বাবা, যদি সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়া তোমায় ভালবাসি, তাহা হইলে, আমার ভগিনীদের মত, কিছুতেই ত আমি বিবাহিতা হইতে পারি না!

লিয়র। বটে!—যাহা বলিতেছ, এ সকল তবে অন্তরের সহিতই বলিতেছ?

কর্ডিলিয়া। বাবা, আমি অন্তরের সহিতই বলিতেছি!

লিয়র। উঃ! শিশু বয়সেও এত নিষ্ঠুর!

কর্ডিলিয়া। বাবা, শিশু হইলেও আমি যথার্থ বলিয়াছি।

লিয়র। তাই হোক্। তবে আমিও শপথ করিতেছি, আর তুমি আমার কেহ নহ! আর আমি তোমাকে কন্যা বলিয়া পরিচয় দিব না! কেবল যে, এই বিষয়বিভব হইতে তোমাকে বঞ্চিত করিলাম, তাহা নহে,—আমার অন্তরেও তোমার জন্য আর এতটুকুও স্থান রহিল না!

কর্ডিলিয়ার সেই ক্ষুদ্র বুকটুকু পূর্ণ করিয়া, যে পুণ্যপবিত্রতাময় প্রেম জাগিতেছিল,—তাহার সে নির্ম্মল মুখমণ্ডলে যে সারল্যের ছবিখানি প্রতিবিম্বিত হইতেছিল,—কাণ্ডজ্ঞানহীন বৃদ্ধ লিয়রের চক্ষে সে সকলই উপেক্ষিত হইল। গুছাইয়া বলিতে-না-জানায়, কর্ডিলিয়ার এই কথা গুলির মধ্যে যে, কিছু দোষ না ছিল, এমন নহে; অন্য সময় যদি মৃদু মধুর ভাষায় এই কথা গুলি ব্যক্ত হইত, তবে হয়ত তাহাতে কিছু সুফলও ফলিতে পারিত। তাহার ভগিনী-দিগের, মুখে যে ভক্তি ও ভালবাসা ব্যক্ত হইয়াছিল, কর্ডিলিয়ার হৃদয়ে সেই ভক্তি ও ভালবাসা নিহিত ছিল! তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীদ্বয়ের, লাভের প্রত্যাশায়, এইরূপ ভালবাসার ভাণ দেখিয়া, কর্ডিলিয়ার অত্যন্ত কষ্টবোধ হইতেছিল; তাই সে, দেখিয়া শুনিয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিল, "ভালবাসিব ত মনে মনেই বাসিব,—মুখে ব্যক্ত করিব না।" কিন্তু এরূপ ব্যবহারের ফল বিপরীত হইল। অপিচ, পিতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন বুঝিয়াও, কর্ডিলিয়া তাহার কোন প্রতি-কার করিল না,—তাহার প্রকৃতিগত অত্যধিক নম্রতায়, সে মৌন হইয়া রহিল।

লিয়র যৌবনকাল হইতেই উগ্রপ্রকৃতি ও তোষামোদপ্রিয়। এক্ষণে জীবনের শেষ-সীমায় উপনীত হইয়া যে, একরূপ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাই সরলা কর্ডিলিয়ার স্বাভাবিক সরল হৃদয়ের এই অকৃত্রিম ভালবাসা তিনি বুঝিতে পারিলেন না,—বরং এইরূপ সরল সত্য কথার মধ্যেও অহঙ্কারের পরিচয় পাইলেন। সুতরাং তাঁহার ক্রোধ বৃদ্ধি হইল;—নানা প্রকার অভিশাপ দিয়া ও অত্যন্ত ভৎর্সনা করিয়া, তিনি কর্ডিলিয়ার প্রাপ্য অংশ, তুল্যভাগে তাঁহার অন্য দুই কন্যাকে অর্পণ করিলেন।

তখন দুই জামাতা ও দুই কন্যার হস্তে রাজ্য-ভার প্রভৃতি সমস্তই অর্পণ করিয়া, লিয়র কেবল নাম-মাত্র রাজা রহিলেন। কি ভাবিয়া, সেই রাজ-উপাধিটা সহসা তাহাদিগকে দিলেন না।

নিজের জন্য লিয়র আর কিছুই রাখিলেন না,—কেবল একশত অতি বশংবদ ও অনুগত অনুচর তাঁহার সঙ্গে রহিল। দুই কন্যার সহিত লিয়রের এইরূপ নিয়ম ধার্য্য হইল যে, তাঁহার সেই একশত পারিষদের সহিত তিনি মাসান্তে পর্য্যায়ক্রমে উভয়ের গৃহে অবস্থিতি করিবেন।

সরলা কর্ডিলিয়া সত্য সত্যই উপেক্ষিতা ও পরিত্যক্তা হইল।

---

(২)

বৃদ্ধ লিয়রের এই অন্যায় ক্রোধ, এবং ক্রোধের এইরূপ পরিণাম দেখিয়া, পারিষদবর্গ সকলে বিরক্ত ও দুঃখিত হইল। কর্ডিলিয়া যে নিরপরাধে সর্ব্ব প্রকারে বঞ্চিত হইল, তাহা বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না। অথচ ক্রোধোন্মত্ত লিয়রের বিরুদ্ধে কেহ যে কোন কথা বলিবে, সে সাহস কাহারও হইল না।

কেবল একজনের হৃদয় তাহাতে বিচলিত হইল। আর্ল-অব্-কেণ্ট্ নামক লিয়রের একজন বিশিষ্ট মন্ত্রী ছিলেন। তিনি সত্যপ্রিয়, সৎসাহসী ও উদারচেতা। কেণ্ট্ তাঁহার প্রভু লিয়রকে এইরূপ অবিচার করিতে দেখিয়া, কর্ডিলিয়ার পক্ষ সমর্থন পূর্ব্বক কিছু বলিতে চাহিলেন। কিন্তু লিয়র অতি ভীষণ ক্রোধ দেখাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত হইতে বলিলেন। কেণ্ট্

তথাপি নিরস্ত হইলেন না। তিনি বলিতে লাগিলেন,—"প্রভো! মহারাজ! আপনাকে আমি রাজযোগ্য সম্মান করি, পিতার ন্যায় ভক্তি করি, এবং ভৃত্যের ন্যায় আপনার আজ্ঞাপালন করিয়া থাকি——"

লিয়র বাধা দিয়া বলিলেন, "সাবধান হও, এখনই তোমার প্রাণবিনাশ করিব!"

কেণ্ট। প্রভু! এ জীবন আপনার সেবায় উৎসর্গ করিয়াছি, সুতরাং জীবনের মমতা আমি রাখি না। জীবনের ভয় দেখাইয়া, আপনি আমায় কর্ত্তব্য হইতে বিচলিত করিতে পারিবেন না! আমি এ পর্য্যন্ত আপনার মন্ত্রিত্বে থাকিয়া, সৎপরামর্শেই আপনাকে লইয়া আসিবার চেষ্টা করিয়াছি,—এখনও আপনার প্রতি আমার সে কর্ত্তব্য রহিয়াছে।—বৃথা তোষামোদে প্রতারিত হইয়া, আপনি প্রকৃত সত্য ও সরলতাকে ত্যাগ করিতেছেন;—আপনার দাস আমি,—তাই আপনাকে এ অনুচিত কার্য্যে বাধা দিতে চাই! আপনার এ বিচার,—এ ঘোর অন্যায় বিচার, পুনরায় একবার ধীরচিত্তে ভাবিয়া দেখুন! নিশ্চয়ই জানিবেন, আপনার এই কনিষ্ঠা কন্যা—সরলা কর্ডিলিয়াই যথার্থ অন্তরের সহিত আপনাকে ভালবাসেন!

লিয়র। কেণ্ট, এখনও নিরস্ত হও;—নহিলে তোমার জীবনসংশয়!

কেণ্ট। প্রভুকে নিষ্পাপ ও নিরাপদ রাখিতে, এ দাস জীবন তুচ্ছজ্ঞান করে! হায়! আমার প্রভু এক্ষণে উন্মত্ত;—তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে সৎ পরামর্শ দিব,—ইহাই এখন আমার কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম!

লিয়র। তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূর হও!

উন্মত্ত লিয়র তরবারি লইয়া কেণ্টের প্রাণবধে উদ্যত হইলেন। সকলে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিল।

কেণ্ট। মারিতে চান, মারুন;—আপনি এক্ষণে উন্মত্ত!—উন্মত্তব্যক্তি অনেক সময় প্রাণঘাতী ব্যাধিকে ভাল বাসিয়া, বৈদ্যেরও প্রাণসংহার করে! —আপনি এখনও আপনার রাজ্যদান সম্বন্ধে বিবেচনা করুন;—নহিলে যতক্ষণ এ জিহ্বার সামর্থ্য থাকিবে,—ততক্ষণ বলিব, আপনি অন্যায় কাজ করিলেন!

লিয়রের ক্রোধ আরও বর্দ্ধিত হইল। দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ, তিনি এই অতি বিশ্বস্ত ও একান্ত প্রভুভক্ত অমাত্যের এই সকল হিতবাক্যে যথেষ্ট ঔদ্ধত্যের

পরিচয় পাইলেন। তাই একান্ত ক্রোধের বশীভূত হইয়া, সেই হিতাকাঙ্ক্ষী বশংবদ মন্ত্রী কেণ্টকে, তিনি নির্ব্বাসন-আজ্ঞা দিলেন। বলিলেন, "ইহার জন্য তোমাকে পাঁচ দিন মাত্র সময় দিলাম। কিন্তু এই নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর যদি তোমায় আমার রাজ্যে দেখি, জানিও, সেই মুহূর্ত্তেই তোমার প্রাণদণ্ড হইবে! নিশ্চয় জানিও, আমি যেরূপ বিচার করিলাম, তাহাই হইবে!—তুমি এখনই —এই মুহূর্ত্তেই এখান হইতে দূর হও!"

কেণ্ট। রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য! আমি এখনই চলিলাম,—এখানে অবস্থান করাই দণ্ডভোগ!—কর্ডিলিয়া! সরলতার মূর্ত্তিমতী প্রতিমা তুমি! দেবতা তোমায় পুরস্কার দিবেন! আর তোমার অন্তরে যে ভালবাসা নিহিত আছে, কার্য্যেও যেন তাহা প্রকাশ পায়!—দুর্ভাগ্য কেণ্ট তোমাদের সকলের নিকট বিদায় লইতেছে।

---

(৩)

কেণ্ট প্রস্থান করিলে, লিয়র তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা কর্ডিলিয়ার অন্যতম বিবাহার্থী ডিউক-অব্-বারগাণ্ডিকে প্রথমে আহ্বান করিলেন। পরে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "আমার কন্যাকে আপনি বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, কিন্তু যৌতুকস্বরূপ এ বিবাহে আমি কিছুই দিব না;—আপনি ইহাতে সম্মত আছেন?"

বারগাণ্ডি। আপনি আপনার রাজ্যের যে অংশটুকুমাত্র তাঁহাকে দিবেন, তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট হইতে পারি।

লিয়র। না,—আমি তাহাকে কিছুই দিব না, ইহা স্থির নিশ্চয়! যখন সে আমার জীবন অপেক্ষাও প্রিয় ছিল, তখন তাকে,—কিছু কেন,—অনেক দিতাম; কিন্তু এক্ষণে সে আমার আন্তরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষ-পাত্রী হইয়াছে;— নিষ্ঠুর অভিশাপই এক্ষণে তাহার যৌতুক,—আত্মীয় স্বজনের স্নেহ হইতে এখন সে বঞ্চিত,—তাহাকে আপনি বিবাহ করিতে চান?

বারগাণ্ডি। মহারাজ, আমাকে ক্ষমা করুন,—আমি এই বিবাহে সম্মত হইতে পারিলাম না।

লিয়র। তবে আপনি বিদায়গ্রহণ করুন।

তারপর লিয়র ফ্রান্সের অধিপতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "আপনাকে আর কি বলিব,—আপনার এ বিবাহ করিয়া কাজ নাই। যাহাকে আমি ঘৃণা করি, সে কিছুতেই আপনার প্রণয়পাত্রী হইতে পারে না!"

ফ্রান্স-রাজ। মহাশয়, ইহা অতি আশ্চর্য্য কথা! যে, ইতিপূর্ব্বে, পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত, আপনার বিশেষ আনন্দদায়িনী ও স্নেহ-পাত্রী ছিল,—যাহার প্রশংসায় আপনি নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করিতেন,—আপনার চক্ষে যে, রূপে গুণে অতুলনীয়া,—ইতিমধ্যে সে, আপনার চরণে এমন কি অপরাধ করিল যে, যাহাতে তাঁহাকে চিরদিনের মত আপনার স্নেহে বঞ্চিত হইতে হইল!—তবে নিশ্চয়ই তাহার কোন গুরুতর অপরাধ হইয়াছে!—কিন্তু এ কথা বিশ্বাস করিতেও প্রবৃত্তি হয় না!

এইবার কর্ডিলিয়া পিতাকে সম্বোধন করিয়া করুণকণ্ঠে বলিল, "বাবা, আমার অপরাধ কি, আপনি পুনরায় বিবেচনা করিয়া দেখুন। আমি মহাপাপের কার্য্য কিছুই করি নাই যে, চিরদিনের মত আপনার স্নেহে বঞ্চিত হইব! আমি হৃদয়কে প্রতারণা করিয়া, জিহ্বায় সুধা-বচন আনিতে পারি নাই;—চক্ষে দৈন্য ও কাতরতারদৃষ্টি দেখাইতে পারি নাই,—ইহাই আমার অপরাধ! বাবা, আমার ভালবাসা ও ভক্তি—অন্তরে, জিহ্বায় তাহার স্থান নাই!"

লিয়র। হায়, তুই জন্মগ্রহণ না করিলেই ছিল ভালো!

তখন ফ্রান্সের অধিপতি, ব্যাপারখানা কি, সমস্তই বুঝিলেন। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন,—"ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। কর্ডিলিয়ার হৃদয় মধ্যে যে অমূল্য রত্ন নিহিত আছে, বাহিরে তাহার প্রকাশ নাই,—তাই সরলার এ নিগ্রহ!"

তিনি তাঁহার প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বী বারগাণ্ডিকে বলিলেন, "আপনি তবে সত্যই এ কুমারীকে বিবাহ করিতে চান না? যদি ইহা ঠিক হয়, তবে আর কেহ ইহাঁকে গ্রহণ করিতে পারে। ইনি নিজেই অমূল্য রত্ন,—অন্য যৌতুকে প্রয়োজন কি?"

বারগাণ্ডি পুনরায় লিয়রকে বলিলেন, "মহারাজ! আপনি আপনার এই কন্যাকে অতি অল্পমাত্র সম্পত্তি দিন, আমি তাহাতেই ইহাঁকে বিবাহ করিয়া লইয়া যাই।"

লিয়র। না,—কিছুই না! আমি শপথ করিয়াছি,—আমার সত্যরক্ষা করিব!

বারগাণ্ডি। আমি বিশেষ দুঃখিত হইলাম যে, কর্ডিলিয়া! তুমি তোমার পিতার ঘৃণার পাত্রী হইয়া, বিপুল ধনে বঞ্চিত হইলে!

কর্ডিলিয়া। আপনার মঙ্গল হউক। আপনাকে আর কি বলিব,—বিবাহে যাহার ধনসঞ্চয়ের বাসনা, আমি তাহার ভার্য্যা হইতে অপমান বোধ করি!

ফ্রান্সরাজ। সুন্দরি! তুমি দীনা হইয়াও ঐশ্বর্য্যবতী; আত্মীয়-স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইলেও আমার একান্ত আকাঙ্ক্ষার ধন; লোকের ঘৃণিত হইলেও আমার প্রেমের দেবতা তুমি;—তোমার হৃদয়ের গুণে আমি তোমাকে গ্রহণ করিতেছি! অন্যে যাহা ফেলিয়া দিয়া গেল, আমিই আদরে তাহা কুড়াইয়া লইলাম!—মহারাজ লিয়র! এক্ষণে আপনার সম্মতির অপেক্ষা করিতেছি।—চল রাণি! এখানে যাহা পাইলে না, অন্যত্র তদপেক্ষাও উৎকৃষ্ট যাহা, তাহাই তোমাকে দিব। আজ হইতে তুমি ফ্রান্সের অধীশ্বরী হইলে! প্রিয়তমে, তোমার পিতার নিকট বিদায় গ্রহণ করো।

লিয়র। আমি সম্মতি দিলাম। উহাকে কন্যা বলিতে আমার আর প্রবৃত্তি নাই,—আমি আর উহার মুখ দেখিতেও চাহি না। আমার ঘৃণা, অশ্রদ্ধা ও অভিসম্পাতের সহিত,—উহাকে আপনি এখনই লইয়া যান!

ফ্রান্স-রাজ। কর্ডিলিয়া! তোমার ভগিনীদিগের নিকট বিদায়গ্রহণ করো।

কর্ডিলিয়ার চক্ষে জলধারা বহিতেছিল। সেই অশ্রুপূর্ণ আঁখিতে কর্ডিলিয়া ভগিনীদ্বয়ের হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, "বাবার কত আনন্দের সামগ্রী তোমরা! আজ তোমাদের দুঃখিনী ভগিনী কর্ডিলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তোমাদিগের নিকট বিদায় লইতেছে। তোমরা কত দয়াবতী, তাহা আমার জানা আছে, তবু তোমরা ভগিনী,—তোমাদের দোষ আমি ধরিতে পারি না।—আর কি বলিব, বাবাকে দেখিও, তাঁহাকে যত্ন-শুশ্রূষা করিতে ত্রুটি করিও না। হায়! আমি যদি ভাগ্যদোষে তাঁহার স্নেহে বঞ্চিত না হইতাম, তবে তিনি অন্যত্র থাকিতে পারিতেন!

রিগান। যাও, যাও, তোমায় আর আমাদিগকে উপদেশ দিতে হইবে না!

গনারিল। তুমি কেমন করিয়া তোমার স্বামীর মন রাখিবে, তাহাই দেখ গে! তোমার স্বামীর ভাগ্য যে তোমাকে পাইয়াছেন!

ফ্রান্স-রাজ। এস কর্ডিলিয়া, এখান হইতে প্রস্থান করি।

কর্ডিলিয়ার হৃদয়ে তখনও পর্য্যন্ত তাহার পিতার কথা জাগিতেছিল। তাহার ভগিনীরা অতি নীচাশয়া। দয়া-ধর্ম্ম কিছুই তাহাদের নাই,—তাহারা কি পিতাকে এই বৃদ্ধ বয়সে সেবা-শুশ্রূষা করিবে? ইহা ভাবিয়া কর্ডিলিয়া একান্ত কষ্ট পাইতেছিলেন। কিন্তু কোন উপায় নাই বুঝিয়া, তিনি দুঃখপূর্ণ হৃদয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিলেন।

হায়, সে অশ্রু-বিন্দুর মূল্য কত!

---

(৪)

যাহার স্নেহ ও ভালবাসা কৃত্রিম, যাহার ভক্তি কেবলমাত্র রসনাগত,—না বুঝিয়া তাহাকে ভালবাস, হৃদয় দিয়া তাহার সেবা করো,—অতি অল্পদিনে সে তোমার ভ্রম বুঝাইয়া দিবে! বুঝাইয়া দিবে যে, তুমি অতি নির্ব্বোধ, তোমার প্রেম অপাত্রে ন্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু যাহার হৃদয় তোমার জন্য যথার্থ তৃষিত ও একান্ত কাতর; যে বাস্তবিকই তোমার মুখপানে চাহিয়া বাঁচিয়া আছে; যাহার বুকের ভিতর তোমারই মূর্ত্তি আঁকা আছে,—শত অত্যাচারে তাহাকে উৎপীড়িত করো,—সহস্র প্রকারে তাহার প্রতি অসদ্ব্যবহার করো, সে তবুও তোমায় ছাড়িবে না,—ছায়ার মত তোমার অনুসরণ করিবে! হয়ত তুমি তাহাকে চিনিয়াও 'চিনিবে না,' সে কিন্তু তবু তোমা বৈ আর জানিবে না। প্রেমের ধর্ম্মই এই।

বৃদ্ধ লিয়রের জীবনে এই দুইটির দৃষ্টান্ত অতি পরিষ্কাররূপে পাওয়া যায়। তাঁহার দুই কন্যার কপট স্নেহ ও ভক্তি,—অতি অল্পদিনে তিনি বুঝিতে পারিলেন। আর সেই বিশ্বস্ত, প্রভুভক্ত, ধর্ম্মপরায়ণ কেণ্ট,—যাঁহাকে ক্রোধোন্মত্ত লিয়র নির্ব্বাসন-আজ্ঞা দিয়াছিলেন,—সেই নির্ব্বাসিত কেণ্ট বুঝিলেন,—এই কন্যাদ্বয়ের হস্তে প্রভুর কষ্টের আর অবধি থাকিবে না। তাই কেবলই, অকৃত্রিম প্রভুভক্তিবশতঃ, তিনি ছদ্মবেশে লিয়রের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। যিনি ঐশ্বর্য্যে দীন নহেন,—নানা প্রকার উচ্চগুণগ্রামে যিনি ভূষিত,—যাঁহার ক্ষমতাও সামান্য নহে,—সেই কেণ্ট আজ সামান্য পরিচারক হইয়া, প্রভুর সেবায় নিযুক্ত হইলেন। লিয়র তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। তিনি আপনার

নাম গোপন করিয়া, কায়াস্ নামে আপনার পরিচয় দিলেন। লিয়র হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে সেবকরূপে আপনার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিলেন।

তখন লিয়র তাঁহার সেই একশত পারিষদ লইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা গনারিলের ভবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এক মাস সেখানে থাকিবার কথা; তারপর লিয়র তাঁহার মধ্যমা কন্যা রিগানের বাটীতে যাইবেন। পর্য্যায়-ক্রমে এইরূপ নিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু একমাস গত না হইতেই, লিয়র তাঁহার জেষ্ঠ্যা কন্যার দুর্ব্ব্যবহার বুঝিতে পারিলেন।

পাপীয়সী গনারিল, তাহার পিতার সর্ব্বস্ব লইয়াও, তদ্বিনিময়ে পিতাকে একটুও আদর-অভ্যর্থনা পর্য্যন্ত করিত না। লিয়র বুঝিলেন, যেরূপ অঙ্গীকার ছিল, কার্য্যে তাহার কিছুই নাই। গনারিল মনে করিত,—"পিতার এই বৃদ্ধ বয়স, একশত পারিষদ ইহাঁর সঙ্গে থাকিবার আবশ্যকতা কি? ইহারা খাইতে যেমন পটু, আমার দাসদাসীদিগের সহিত সর্ব্বদা কলহ করিতেও তেমনি অগ্র-সর,—এ জঞ্জাল না রাখিলেই কি নয়? আমি এ সকল ভালবাসি না। এ অনর্থক ব্যয়,—কেন? বৃদ্ধ বয়সে এত হুকুমজারি ও চাল-চলন আমি দেখিতে পারি না।"

আসল কথা,—গনারিল পিতাকে দেখিতে পারিত না। অতি অল্পদিনের ব্যবহারে তাহা প্রকাশও পাইল্। লিয়রের সেই একশত পারিষদ ভদ্রবংশজাত, শিক্ষিত, উন্নতচরিত্র;—তাঁহারা গনারিলের দাসদাসীদিগের সহিত বিবাদ করি-বেন, এরূপ স্বভাব তাঁহাদিগের নহে। আসল কথা, কোন রকমে তাঁহাদিগকে বিদায় করিতে পারিলেই গনারিল বাঁচে। পিতার সহিত সে ভালো করিয়া কথা কহিত না। যদি কখন দেখা হইত, মুখ-ভার করিয়া চলিয়া যাইত। প্রথম প্রথম লিয়র কিছু বুঝিতেন না। তিনি কন্যাকে দেখিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলে, গুণধরী কন্যা লোকদ্বারা বলিয়া পাঠাইত,—হয় পীড়া হইয়াছে, নয় কোন কার্য্যে ব্যস্ত আছে।

কেবল্ ইহাই নহে;—গনারিল দাসদাসীদিগকে পর্য্যন্ত শিখাইয়া দিত যে, পিতার কোন কথা না শুনে, পিতার অনুচরবর্গের সহিত মিছামিছি বিবাদ করে, এবং পিতার মুখের উপর অপমান পর্য্যন্তও করে। লিয়র এ সকল বুঝিয়াও বুঝিতেন না, স্বকৃত দোষ ভাবিয়া চক্ষু মুদিয়া উড়াইয়া দিতেন।

কিন্তু ক্রমে বড় বাড়াবাড়ি হইল। গনারিলের লোকজন লিয়রকে আর মান্য ত করেই না, তাঁহার সকল আদেশ পর্য্যন্তও গ্রাহ্য করে না। ইহা ছাড়া তাহারা বিনা কারণে তাঁহার লোকজনের সহিত বড় বেশী রকমের বিবাদে প্রবৃত্ত হইল। আর এদিকে, গনারিলের সহিত যদি কখন লিয়রের সাক্ষাৎ হইত, গনারিল যে অত্যন্ত বিরক্ত, তাহাও বুঝা যাইত। একদিন গনারিলের এক ভৃত্যকে ডাকিয়া লিয়র জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার কন্যা এখন কোথায় ?"

ভৃত্য সে কথার প্রকৃত উত্তর না দিয়া প্রস্থান করিল। লিয়র অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহার নিজের এক পারিষদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি, এ লোকটা কি বলিয়া গেল ?"

পারিষদ। বলিল যে, আপনার কন্যার অসুখ হইয়াছে।

লিয়র। কিন্তু আমি যখন লোকটাকে ডাকিলাম, সে আমার কাছে না আসিয়া চলিয়া গেল কেন ?

পারিষদ। আমি ডাকিয়াছিলাম,—সে বিরক্তির সহিত উত্তর করিল যে, আসিবে না।

লিয়র। কি, সে আসিবে না ?

পারিষদ। মহারাজ, আমরা আর কি বলিব,—কিন্তু বেশ বুঝিতেছি, এখানে আর আপনার ভদ্রস্থ নাই। আপনার কন্যাও যেমন, আপনার জামাতাও তেমনি,—কেহ আর আপনাকে শ্রদ্ধা চক্ষে দেখে না।

লিয়র। কি, তুমি এইরূপ বিবেচনা করো ?

পারিষদ। যদি আমি ভুল বুঝিয়া থাকি, ক্ষমা করিবেন। কিন্তু যখন দেখি, আপনার সম্মানের বিশেষ ত্রুটি হইতেছে, তখন মনে বড় কষ্ট হয়।

লিয়র। দেখ, তুমি ভুল বুঝ নাই, আমারও এক একবার ঐ রকম ধারণা হয়। তথাপি আমি এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিয়াছি, হয়ত উহারা উহাদের কর্ত্তব্য পালন করিতেছে, আমি আপন চিত্তের লঘুতাবশতঃ, আপনাকে অপমানিত বোধ করিতেছি। কিন্তু আরও দুই দিন দেখি, ব্যাপারখানা কি ?——আমার সে রসিক ভাঁড় এখন কোথায় ?

তখন রাজাদিগের হাস্য-তামাসার জন্য একজন করিয়া সুদক্ষ রসরাজ

রাজসভায় থাকিত; সচরাচর তাহারা ভাঁড় নামেই প্রসিদ্ধ। রাজা লিয়রেরও এই শ্রেণীর এক ভাঁড় ছিল।

পারিষদ। মহারাজের কনিষ্ঠকন্যা কর্ডিলিয়া যেদিন হইতে চলিয়া গিয়াছেন, ভাঁড়ও সেই দিন হইতেই কেমন বিষণ্ণ ও ম্রিয়মাণ হইয়া আছে।

লিয়র। সে কথা আর তুলিও না,—ভাঁড়কে ডাকিয়া দাও।

সেই সময় গনারিলের সেই ভৃত্য পুনর্ব্বার লিয়রের সম্মুখে আসিল। লিয়র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে আমি ডাকিয়াছিলাম, আস নাই কেন? আমাকে কি তুমি চিন না,—আমি কে?

ভৃত্য। আপনি আমার কর্ত্রীর পিতা।

লিয়র। "আমার কর্ত্রীর পিতা।"—হতভাগ্য, দুরাচার, পাষণ্ড, নরাধম!

ভৃত্য। মহাশয়! আমি এ সকলের কিছুই নহি।

লিয়র। বটে?—এমনই করিয়া তুই আমার পানে চাহিয়া দেখিবি?

(প্রহার)

ভৃত্য। আমি প্রহারের কাজ কিছুই করি নাই,—আপনি আমাকে প্রহার করিতে পারেন না!

তখন ছদ্মবেশী কেণ্ট তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেই ভৃত্যের এ ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া, তাহাকে বিলক্ষণরূপ 'উত্তম-মধ্যম' দিয়া বিদায় করিলেন। কায়াসের এই কার্য্যে লিয়র বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। এইরূপ, যখন যে প্রয়োজন হইত, প্রভুর প্রতি আপনার স্নেহ ও ভক্তির নিদর্শন দেখাইয়া, কায়াস্ তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র হইতেন।

তারপর লিয়রের সেই ভাঁড় আসিয়া উপস্থিত হইল। লিয়র, তাঁহার সমস্ত বিষয়বিভব এবং রাজ্য পরহস্তে বিতরণ করিলেও, আন্তরিক স্নেহবশতঃ ই-ভাঁড় তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। সে মাঝে মাঝে আসিয়া কৌতুক-ইক্য লিয়রকে আপ্যায়িত করিত। এবং লিয়র আপনার পরিণাম না ঝিয়া যে, কন্যাগণকে সমুদয় সম্পত্তি বিতরণ করিয়াছেন, তাহাই লক্ষ্য করিয়া সময়ে সে, রসিকতার সহিত বেশ দু'কথা শুনাইয়াও দিত। ভাঁড়ের ধ লওয়া রাজাদিগের রীতি ছিল না। সেই ভাঁড় সময়ে সময়ে গনারিলের ই। উপরেও দু'কথা শুনাইয়া দিত।

আজ লিয়র কন্যার এইরূপ ব্যবহারে অতিশয় মনঃকষ্ট পাইয়া, সেই ভাঁড়কে ডাকিতে পাঠাইলেন। যথাসময়ে ভাঁড়ও তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল।

---

(৫)

ভাঁড় আসিয়াই রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থার কথা তুলিল। সে, রসিকতার সহিত দুই চারিটা বড়ই তীব্র শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিল। লিয়র কখন বিরক্ত হইলেন, কখন বা তাহাকে ভয় দেখাইলেন। ভাঁড় বলিল, "মহারাজ, একটা কথা নিবেদন করি। একটা বচন আছে যে, তুমি যত দেখাও, তোমার ভিতরে যেন তাহার বেশী থাকে ; তুমি যত বলো, যেন তাহার বেশী তোমার জানা থাকে ; আর যত ঋণ দিবে, যেন তাহার বেশী তোমার 'পাওনা' থাকে,—ইত্যাদি ইত্যাদি।"

লিয়র। দূর নির্ব্বোধ! এ কথার সারত্ব কি ? এ ত কিছুই নহে।

ভাঁড়। এই 'কিছুই নহে' হইতে কি, কিছু পাইতে পারেন না ?

লিয়র। 'কিছু না' হইতে 'কিছুই না' হয়।

ভাঁড়। (কায়াস্‌কে লক্ষ্য করিয়া) তুমিই এ কথা রাজাকে বুঝাইয়া দাও। তাঁহার বিষয়বিভব হইতেও এইরূপ 'কিছুই না' আসিয়া থাকে। —ভাঁড়ের কথায় রাজা বিশ্বাস করিবেন না।

লিয়র। ও! ভাঁড়ের কথাগুলা কি তীব্র!

ভাঁড়। মহারাজ! যে মিষ্ট কথা বলে, আর যে তীব্র কথা বলে, সে দু'য়ের পার্থক্য জানেন ?

লিয়র। না,—তুমিই শিখাইয়া দাও।

ভাঁড়। যে আপনাকে পরামর্শ দিয়াছিল যে, আপনার সকল ঐশ্বর্য্য বিতরিত হউক, তাহাকে আমার পার্শ্বে দাঁড় করাইয়া দিন, কিংবা আপনি তাহার স্থানে দাঁড়ান, তাহা হইলে দুই জনকেই দেখিতে পাইবেন।—এই আ একজন, আর সেই এক জন!

লিয়র। কি, আমাকেই নির্ব্বোধ, মূর্খ বলিলি ?

ভাঁড়। আর কি বলিব ? আপনার আর সকল উপাধি ত এখন গিয়াছে

কায়াস। মহারাজ, এই ব্যক্তি কেবল ভাঁড় নহে।

ভাঁড়। হাঁ, আমি সঙ্গীত করিতে শিখিয়াছি।

লিয়র। সঙ্গীত? সে আবার কবে শিখিলি?

ভাঁড়। কেন মহারাজ, যেদিন আপনি আপনার কন্যাগণকে আপনার মাতৃপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন?—যেদিন তাঁহাদের হস্তে আপনার শাসনদণ্ড দিয়াছেন;—তাঁহারা অপার আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিলেন, আর আমি মনের দুঃখে গান গায়িতে লাগিলাম! আপনার সেই কন্যাগণের অধীনে থাকিয়া, অনেক-লীলা দেখিয়াই আমার দুঃখ, আর সেই দুঃখেই আমার সঙ্গীত!—মহারাজ! একজন শিক্ষক নিযুক্ত করিতে পারেন কি? তাহা হইলে তাহার নিকট, মিথ্যা কেমন করিয়া কহিতে হয়, শিক্ষা করি!

লিয়র। মিথ্যা কহিলেই প্রহার খাইবে।

ভাঁড়। এ বড় মন্দ নয়। আপনার আর আপনার কন্যাগণের প্রকৃতিটি দেখিতেছি বেশ!—সত্য কথা বলিলেই আপনার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম কন্যাটি বেজার হইয়া প্রহার করিতে আসেন, আর মিথ্যা বলিলেই আপনি প্রহারের ভয় দেখান্! আবার চুপ করিয়া থাকিবারও যো নাই।—মহারাজ! আমি এই ভাঁড় না হইয়া আর যা ইচ্ছা তাই হইতে পারি, কিন্তু তা বলিয়া আপনার মত হইতে চাহি না;—আপনি অতি নির্ব্বোধ!

যখন এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, তখন গনারিল সেখানে উপস্থিত হইল। গনারিলের মুখখানা নিতান্ত বিরক্তিপূর্ণ,—মুখে ও চোকে তাহার ষোলকলা বিদ্যমান।

লিয়র। কে, গনারিল? তোমার এরূপ রাগ-রাগ মুখ কেন?

ভাঁড়। এমন দিন ছিল, যখন লিয়র এ ভ্রূকুটীপূর্ণ মুখ দেখিয়াও কিছু গ্রাহ্য করিত না। কিন্তু এখন লিয়র যেন একটা "০" শূন্য মাত্র!—দেখুন মহারাজ, এখন আপনার চেয়ে আমিও ভালো! আমি নির্ব্বোধ ভাঁড়, কিন্তু আপনি কিছুই নন!—(গনারিলেরপ্রতি) এই আমি চুপ করিলাম, আপনি অমন মুখভঙ্গি করিবেন না।

গনারিল্। (পিতার প্রতি) আমি আর কি বলিব, এই হতচ্ছাড়া ভাঁড়,—ইহাকে ত আঁটিয়া উঠিবার যো নাই;—ইহার উপর আপনার এই লোকজন!

—ইহারা কেবলই কলহ বিবাদ, চীৎকার প্রহার—এই লইয়াই আছে। ইহাতে আমি যে কি পর্য্যন্ত বিরক্ত হইয়াছি, বলিতে পারি না। আমি এ সকল আর সহ্য করিতে পারি না। এ লোকজনদের এখানে রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই। আপনি যদি এ সম্বন্ধে কিছু বিবেচনা না করেন, আমি ইহার উচিত উপায় অবলম্বন করিব।

ভাঁড়। বিস্ময়ের কথা কি? পক্ষিণী নিজে না খাইয়া, চঞ্চুপুটে খাবার আনিয়া শাবককে খাওয়ায়;—আর সেই শাবক আবার বড় হইয়া সেই পক্ষিণীর মস্তকেই চঞ্চু প্রহার করে!

হঠাৎ লিয়রের ভাবান্তর হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"তুমি কি আমার কন্যা গনারিল? আমিই কি লিয়র? কে আমাকে চিনিতে পারে? লিয়র কি এমনই করিয়া বেড়ায়? এমনই করিয়া কথা কহে? লিয়রের চক্ষু কৈ? লিয়র নিদ্রিত না জাগ্রত? হায়, কে বলিবে, আমি কে? আমি লিয়রের ছায়া মাত্র। আমার কন্যা ছিল? না,—মিথ্যা কথা!—তোমার নাম কি রমণি?"

গনারিল। দেখুন, এ সকল আর এখন ভালো লাগে না। আমি স্পষ্টই বলিতেছি, আপনি একটা উপায় ঠাওরান। এই যে একশত পারিষদ লইয়া আপনি আছেন,—ইহাদের প্রয়োজন কি? লোকগুলা নিতান্ত দুরাচার, অসচ্চরিত্র, কলহপরায়ণ;—আহারেও এক একজন এক একটা রাক্ষস! এ প্রাসাদ যেন একটা পাপের আলয় করিয়া তুলিয়াছে;—একটুও শান্তিতে থাকিবার যো নাই। এই লোকজন আপনি কমাইয়া দিন;—দুই চারিজন মাত্র রাখিয়া বাকী সব বিদায় করিয়া দিন!

গনারিলের এই উক্তিতে, লিয়র ক্রোধ ও দুঃখে বিচলিত হইলেন।—ও হো! এমন অকৃতজ্ঞতা! রাজ্য, ধন, মান, ঐশ্বর্য্য,—সকলই যাহাকে অর্পিত হইল, প্রতিদানে তাহার এই ব্যবহার?

মর্ম্মান্তিক কষ্টে লিয়র বলিয়া উঠিলেন, "না,—আর না! অনেক দিন হইতে দেখিতেছি, তোর ব্যবহার বড়ই ভয়ানক! আমি এখনই চলিলাম! আমার আর এক কন্যা আছে, তাহার নিকট চলিলাম। অকৃতজ্ঞতা!—অহো, সন্তানের অকৃতজ্ঞা! মহা খল, পিশাচ ও ভীষণ সামুদ্রিক জন্তু অপেক্ষাও ইহা ভীষণ!——মিথ্যাবাদিনি! আমার এই পারিষদবর্গ সকলেই

ভদ্রসন্তান, সচ্চরিত্র ও শিক্ষিত।—ওহোহো! কর্ডিলিয়া! কর্ডিলিয়া! মা আমার! তোমার সামান্য অপরাধ তখন আমি কি ভীষণ দেখিয়াছিলাম!”

শিরে করাঘাত করিয়া লিয়র চীৎকার করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন,—“ও লিয়র! লিয়র! আজি তোর এই দশা? ওহো, মস্তক বিদীর্ণ হোক্,—আমার নির্ব্বুদ্ধিতা ও মূর্খতার অবসান হোক্!”



লিয়র অশ্ব প্রস্তুত করিতে বলিয়া, তাঁহার লোকজনদিগকে সেই পাপ স্থান

হইতে প্রস্থান করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন। তখন গনারিলের স্বামী ডিউক-অব্-আল্বানি সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি সবিশেষ অবগত হইয়া লিয়রকে বলিলেন, "মহাশয়, আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমি এ বিষয়ের কিছুই জানি না।"

লিয়র। তাহা হইতে পারে।——গনারিল, আমি চলিলাম ;—কিন্তু আমি এই অভিশাপ দিতেছি যে, তোর যেন কখন সন্তান না হয়!——হে দেবতা! এই রাক্ষসীর সকল ক্ষমতা কাড়িয়া লও,—কখন যেন ইহার গর্ভে সন্তান না হয়! যদি কখন ইহার সন্তান হয়, তবে সে যেন জীবনাবধি এই পাপীয়সীকে যন্ত্রণা দেয়! যেন চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে এ পিশাচীর আয়ুঃশেষ হয়! মায়ের দুঃখ যন্ত্রণা দেখিয়া, সেই সন্তান যেন সকলই হাসিয়া উড়াইয়া দেয়!—এতটুকু ও কষ্ট যেন সে অনুভব না করে! তখন হতভাগিনী বুঝিবে, করাল বিষধরের দংশন অপেক্ষাও, এইরূপ অকৃতজ্ঞ সন্তান কি যন্ত্রণার!

লিয়রের চক্ষু ফাটিয়া শোণিতাশ্রু বহিতে লাগিল। বৃদ্ধ সেই শোণিতাশ্রু মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "উঃ! এতদূর! আমার লজ্জা হইতেছে যে, আমার কন্যা আমার এই বৃদ্ধবয়সে আমার উপর এতদূর ক্ষমতা চালাইল!—আমাকে মর্ম্মপীড়িত করিয়া চক্ষে বারিধারা বহাইল!"

লিয়র লোকজন লইয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

তখন গনারিল ও তাহার স্বামীতে লিয়রসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। গনারিল স্বামীকে পিতার বিরুদ্ধে বেশ দু' কথা বুঝাইয়া দিল। তাহার স্বামীও তাহাই বুঝিল, অধিকন্তু তাহার পতিভক্তির প্রশংসাও করিতে লাগিল।

---

(৬)

এইবার লিয়রের মধ্যমা কন্যার কথা বলিব। মধ্যমা কন্যা রিগান ও তাহার স্বামী ডিউক-অব্-কর্ণওয়াল লিয়রের ধনসম্পত্তি পাইয়া মহাসুখে দিন কাটাইতে ছিলেন। লিয়র প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, গনারিল তাঁহার প্রতি যেরূপ অসদ্ব্যবহার করিয়াছে, রিগান তাহা শুনিয়া, না জানি কতই কষ্ট অনুভব করিবে,—অধিকন্তু সে কত সমাদরেই বৃদ্ধ পিতাকে সম্ভাষণ করিবে! এই বিশ্বাসে তিনি তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য কায়াস্‌কে,—ছদ্মবেশী সেই কেণ্টকে, অগ্রে

রিগানের নিকট পাঠাইলেন। বলিয়া দিলেন,—"তুমি কোথাও বিলম্ব না করিয়া, অগ্রেই রিগানের ভবনে পঁহুছিবে। আমরা সকলে যাইতেছি, এই কথাই তাঁহাকে জ্ঞাপন করিবে।"

কেণ্ট প্রস্থান করিলেন।

লিয়র। রিগান আমাকে যত্ন করিবে;—সে কখন এতদূর নিষ্ঠুর হইবে না!

ভাঁড়। খুবই যত্ন করিবে! মহারাজ, আপনি বলিতে পারেন, শম্বূকের গৃহটি তাহার পৃষ্ঠের উপর থাকে কেন?

লিয়র। কেন?

ভাঁড়। এই জন্য যে, সে তাহার মাথা রাখিবার স্থানটুকু ছাড়ে না।—সে তাহার কন্যাগণকে সমস্ত দিয়া যে, তাহার মাথাটি যেখানে-সেখানে ফেলিয়া রাখিবে, এমন ইচ্ছা সে করে না।

লিয়র। উঃ! এমন যে স্নেহময় পিতা, তাহার প্রতি এই ব্যবহার!—কি অকৃতজ্ঞতা!

ভাঁড়। দেখুন, আপনি যদি আমার ভাঁড় হইতেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে এত শীঘ্র বুড়া হইতে দেখিয়া, নিশ্চয়ই আপনাকে প্রহার করিতাম!

লিয়র। সে কি!

ভাঁড়। আপনি বুড়াই হইয়াছেন, আপনার বুদ্ধি-শুদ্ধি কিছুই হয় নাই!—বুদ্ধি-শুদ্ধি হইবার আগে আপনার বুড়া হওয়া উচিত হয় নাই!

লিয়র। উঃ! আর না, আর না!—হে দেবতা! আমায় রক্ষা করো, রক্ষা করো!—আমি যেন উন্মত্ত না হই!

যে সময় লিয়র, তাঁহার দ্বিতীয়কন্যা রিগানের নিকট কেণ্টকে পাঠাইয়াছিলেন, সে সময় পাপীয়সী গনারিল পিতার বিরুদ্ধে নানারূপ অনুযোগ করিয়া, রিগানের নিকট তাহার এক অনুচর পাঠাইয়াছিল।

পথে কেণ্ট, গনারিল-প্রেরিত সেই অনুচরকে দেখিয়া মনে করিলেন,—"এ ব্যক্তি অবশ্যই কোন দুরভিসন্ধি লইয়া আসিয়াছে!"

পূর্ব্বে গনারিলের ভবনে এই অনুচরের সহিত কেণ্টের একবার বিবাদ হইয়াছিল; তাহাতে কেণ্ট কিছু মনঃক্ষুণ্ণ ছিলেন। এক্ষণে অবসর বুঝিয়া তিনি

তাহার সহিত কলহ বাধাইলেন। সেই অনুচর বিশেষরূপে নিগৃহীত হইয়া রিগানের নিকট অভিযোগ করিল। রিগানের বিচারে কেণ্ট কারারুদ্ধ হইলেন।

গনারিল এই লোকের নিকট বলিয়া পাঠাইয়াছিল যে, রিগান যেন পিতাকে স্থান না দেয়। এবং নিজেও পশ্চাৎ আসিয়া সাক্ষাতে সকল কথা বিবৃত করিবে, ইহাও বলিয়া দিয়াছিল।

রিগানও ইহাই সঙ্গত বুঝিয়া, পিতার অভ্যর্থনা করা দূরে থাকুক,—তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেও নারাজ হইল।

---

(৭)

লিয়র, রিগানের ভবনে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলেন, যে, তাঁহার প্রিয় ভৃত্য কায়াস্ কারারুদ্ধ হইয়াছে। এই ব্যাপার দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, রিগানের নিকট তিনি যে আদর-অভ্যর্থনার প্রত্যাশা করিয়া আসিয়াছেন, তাহা কতদূর ফলবতী হইবে! তিনি অবরুদ্ধ কেণ্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে তোমার এই দশা করিল?"

কেণ্ট। আপনার কন্যা ও জামাতা।

লিয়র। না, কখনই নয়!

কেণ্ট। আজ্ঞা হাঁ, তাঁহারাই।

লিয়র। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি,—তাঁহারা নহেন।

কেণ্ট। আমিও শপথ করিয়া বলিতেছি, তাঁহারাই আমার এ দশা করিয়াছেন।

লিয়র। আমার বিশ্বাস, তাহাদের এতদূর সাহস হইবে না।—যা হোক্, কি কারণে তোমার এদশা ঘটিল,—জানিতে চাই।

কেণ্ট। আমি এখানে আসিতেছি, আপনার কন্যা গনারিলের নিকট হইতে তাঁহার এক ভৃত্যও এখানে আসিতেছিল। সে, আপনার বিরুদ্ধে কি চিটীপত্র লইয়া আসিতেছিল। পথে, কথায় কথায় সে আমাকে যথেষ্ট অবজ্ঞা করিল; লোকটার উপর আমার বড় রাগ হইল। কাজেই দুই চারি ঘা বসাইয়া দিলাম। সেই অপরাধে আমার এই শাস্তি।

লিয়র। লঘুপাপে গুরুদণ্ড ! উঃ ! আর বলিও না। আমার বুকের ভিতর কি একটা যন্ত্রণা হইতেছে ! সমস্ত হৃদয়টা যেন আলোড়িত হইতেছে।—আমার কন্যা এখন কোথায় ?

কেণ্ট। তিনি বাড়ীর মধ্যেই আছেন।

লিয়র কন্যার নিকট আপনার আগমনবার্ত্তা প্রেরণ করিলেন। কিন্তু উত্তর আসিল,—তিনি স্বামীর সহিত অধিক রাত্রে ভ্রমণ করিয়া আসাতে শ্রান্ত ও নিদ্রিত আছেন,—কাজেই, এক্ষণে সাক্ষাৎ হইতে পারে না।

এই সংবাদে লিয়র বড়ই কষ্ট পাইলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন,—"কি জন্য আমার সহিত দেখা করিবেন না ? কি হইয়াছে ? পীড়া হইয়াছে ?—পথ হাঁটিয়া শ্রান্তি হইয়াছে ?—নিদ্রিত ?—না, একথা শুনিতে চাহি না !"

আবার সংবাদ গেল, আবার সেইরূপ অবজ্ঞাজনক উত্তর আসিল। ক্রোধে, দুঃখে, অভিমানে এবার লিয়র মর্ম্মপীড়িত হইলেন। কন্যার উদ্দেশে নানাপ্রকার ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, "তাহাদের যাহাই হউক, আমার এ ভৃত্যকে এখনি মুক্ত করিয়া দিক। এখনই তাহাদিগকে আসিতে বলো। যদি না আসে, আমি তাহাদের গৃহদ্বারে গিয়া এমনই শব্দ করিব যে, তাহাদের সেই নিদ্রা, মৃত্যু না হইলে, নিশ্চয়ই ভাঙ্গিবে !"

আবার সংবাদ গেল। তখন লিয়র আপনার অবস্থা স্মরণ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"হৃদয়, আশ্বস্ত হও ! ও-হো-হো ! এ উদ্বেলিত হৃদয়ভার আর বহন করিতে পারি না !"

এবার কি ভাবিয়া রিগান ও তাহার স্বামী সেখানে উপস্থিত হইল।

রিগান। পিতঃ ! আপনাকে দেখিয়া আমি পরম আহ্লাদিত হইলাম।

পাঠক পাঠিকা অবশ্যই বুঝিয়া থাকিবেন, লিয়র এখন প্রকৃতিস্থ নহেন ;—মনে যখন যে ভাবের উদয় হইতেছে, মুক্তপ্রাণে তাহাই প্রকাশ করিতেছেন। তিনি বলিলেন, "তাহা নিশ্চয়ই। যদি তাহা না হইত, তবে কবর হইতে তোমার মাতাকে তুলিয়া, দুশ্চরিত্রা বলিয়া তাহার সহিত বিবাহবন্ধন ছেদন করিতাম !——রিগান, তোমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী সাপিনীর ন্যায়, এই দেখ, আমার বুকে কি ভীষণ দংশন করিয়াছে ! ওঃ ! সে কথা আমি আর বলিতে পারি না !"

রিগান। পিতঃ! ক্ষান্ত হউন। আপনার বুঝিবার ভুল হইয়াছে। আপনাকে কোনরূপে উত্যক্ত করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে।—আপনার দুর্ব্বিনীত অনুচরগণকে দূর করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

লিয়র। আমার অভিশাপে সে জ্বলিয়া মরুক!

রিগান। দেখুন, আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন। এখন অন্যে আপনাকে শাসন করিবে। সেই শাসন মানিয়া আপনার চলা উচিত। সেই জন্য আমি অনুরোধ করিতেছি, আপনি ভগিনীর আলয়ে ফিরিয়া যান,—এবং আপনি যে অন্যায় করিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলুন।

লিয়র। অর্থাৎ "আমায় ক্ষমা করো" এই কথা বলিয়া তাহার দুয়ারে দাঁড়াই!

রিগান। কিন্তু আপনি যতই বলুন, এক্ষণে তাঁহার নিকট ফিরিয়া যাওয়া আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে। আপনি তাঁহাকে যেরূপ অভিসম্পাৎ করিতেছেন, তাহাতে আমার প্রতিও ত আপনি ঐরূপ করিতে পারেন!

লিয়র। না রিগান, তাহা মনে করিও,—তোমাকে কিছু বলিব না। তবে সেখানে আর আমি কিছুতেই যাইতেছি না! যথার্থই সে আমার চক্ষুঃশূল হইয়াছে। যথার্থই বিষধর সর্পের ন্যায় সে আমায় দংশন করিয়াছে! পৃথিবীর সকল দুঃখ ও কষ্ট, সকল জ্বালা ও যন্ত্রণা তাহাকে ঘিরিয়া রাখুক, ইহাই আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি! তোমায় কিছু বলিব না। তোমার ও কোমল প্রকৃতি,—আমার এ দগ্ধবুক শীতল করিবে। তাহার চক্ষু অতি ভীষণ,—যেন বুকে আগুন জ্বালিয়া দেয়। কিন্তু তোমার চক্ষু স্নেহ ও করুণামাখা।—তুমি নিশ্চয়ই আমার অনুচরবর্গ কমাইতে বলিবে না;—এ চরমদশায় কোনরূপে আমায় মনস্তাপ দিবে না।—আশা করি, তোমার লোকজনও এ বৃদ্ধকে শত অপমানে জর্জ্জরিত করিবে না। মা আমার! তোমার কর্ত্তব্য তুমি বেশ জানো।—আমার বিশ্বাস, তোমার সে কর্ত্তব্য তুমি পালনও করিবে।

কিন্তু রিগানের কর্ণে সে কথা স্থান পাইল না। এদিকে দূত আসিয়া সংবাদ দিল, গনারিল সেখানে আসিতেছেন। গনারিল ইতিপূর্ব্বে সেই পরিচারকের নিকট রিগানকে যে পত্র পাঠাইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার আসিবার কথাও ছিল।

গনারিলকে তথায় উপস্থিত হইতে দেখিয়া, উন্মত্ত লিয়র দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, এই পাপীয়সীই রিগানের মন ভাঙ্গিবার চেষ্টায় আসিয়াছে। তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"পিশাচি! বৃদ্ধের এই শ্বেত শ্মশ্রু দেখিয়াও, তোর একটু ভয় হইতেছে না? পুনরায় তোর ঐ কলঙ্কময় মুখ দেখাইতে লজ্জা হইল না?——রিগান, আমারই সম্মুখে তুমি এই পিশাচীর হস্তধারণ করিয়া বেড়াইবে?"

গনারিল। এত রাগের কারণ কি?—আমি করিয়াছি কি? বুড়া, বুড়ার মত থাকিবে,—তাহার আবার এত রাগ-রাগিণী কেন?

রিগান। পিতঃ! মিথ্যা কলহে প্রয়োজন কি? এক মাস এখনও পূর্ণ হয় নাই, ভগিনীর সহিত আপনি ফিরিয়া যান।—অন্ততঃ অর্দ্ধেক লোকজন কমাইয়া দিন;—তারপর এক মাস অতীত হইলে আমার এখানে আসিবেন।

লিয়র। কি! গনারিলের সহিত ফিরিয়া যাইব? পঞ্চাশ জন লোক কমাইয়া দিব? কেন, তাহার অপেক্ষা ত অরণ্য ভালো!—বাঘ, ভালুক,—তাহাদিগের সাহচর্য্যও ত তাহার অপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ! না, গনারিলের সহিত ফিরিয়া যাইব না;—তাহা হইবে না। বরং সেই দাম্ভিক ফ্রান্স-অধিপতি,—বিনা যৌতুকে যে, সেই কন্যাটাকে লইয়াছে,—বরং তাহার কাছেও যাইব,—ভিক্ষাস্বরূপ তাহার সিংহাসন-তলে দাঁড়াইয়া কিছু যাজ্ঞাও করিব তথাপি গনারিলের সহিত ফিরিব না! তাহা অপেক্ষা বরং এই ভৃত্যের ভৃত্য হইয়া থাকিব!

গনারিল। সে আপনার ইচ্ছা।

লিয়র। আমি করযোড়ে মিনতি করিতেছি, দোহাই তোমার,—আমায় উন্মত্ত করিও না! তোমায় আমায় আর কখন সাক্ষাৎ হইবে না। চিরদিনের জন্য বিদায় চাহিতেছি। দেখ, তুমি আমার কন্যা,—আমারই রক্ত মাংস সব;—কিংবা আমার এই দূষিত রক্তে তুমি কোন মহাব্যাধি!—কিন্তু আর আমি তোমায় কোন ভৎর্সনা করিব না। তোমার শাস্তি আপনা হইতে হইবে। আমি নীরবে সহ্য করিব। তুমি যাও;—আমি আমার দল বল লইয়া রিগানের নিকটেই থাকিব।

কিন্তু দুষ্টা রিগান এইবার স্পষ্টই বলিল, "না, তাহা হইবে না। পঞ্চাশ

জন লোকেরই বা আবশ্যক কি? যখন আমার গৃহে থাকিবেন, আমার দাসদাসী-তেই আপনার সেবা করিবে। আর যখন ভগিনীর আলয়ে থাকিবেন, তখন ভগিনীর পরিচারকেরাই আপনার সেবায় নিযুক্ত থাকিবে।"

তারপর কি ভাবিয়া বলিল, "ভালো, আমার এখানে যখন আসিবেন, তখন পঁচিশ জন লোক লইয়াই আসিবেন।"

লিয়র। রিগান, রিগান! তুমি এ কথা বলিলে? পঁচিশ জন লোক লইয়া তোমার এখানে আসিতে হইবে?——গনারিল, বরং তোমার সহিত যাইব,—তুমি পঞ্চাশ জনকে আশ্রয় দিতে চাহিয়াছ!

গনারিল। আপনি স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখুন,—অনর্থক এই লোক জনের ব্যয়ভার বহন করা!—এক জনকেও রাখিবার প্রয়োজন দেখি না।

লিয়র। আর কিছু বলিও না! আর কিছু শুনিব না!——মহাদুঃখী লিয়র! হায়, ভিক্ষুকের ন্যায় লিয়রের জীবন! এখন কেবল সহিষ্ণুতা চাই। পিশাচী-দের এই দারুণ দংশনে যেন পাগল হইয়া না যাই,—হে দেবতা! মুক্তপ্রাণে এই প্রার্থনা করি! এই বৃদ্ধ, মহাদুঃখী আমি,—বয়সের ন্যায় দুঃখের পর দুঃখ আসিয়া আমায় আক্রমণ করিতেছে;—পিশাচী রমণীর অস্ত্রাঘাতে এই বৃদ্ধের দেহে যেন শোণিত না বহে! আর তোমরা,—হে সয়তান-সঙ্গিনি! ভীষণ প্রতিহিংসার আগুনে তোমাদিগকে দগ্ধ করিব কি না, তাহা এখন জানি না! কিন্তু যাহাই হউক, জগৎ তাহাতে শিক্ষালাভ করিবে। ভীত-বিস্ফারিত নেত্রে জগৎ তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিবে।—কাঁদিব না! কাঁদিবার অগ্রে এই দেহটা শত সহস্র ভাগে খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে।—উঃ! উন্মত্ততা! হায়, বুঝি আমি উন্মত্ত হইলাম!

মর্ম্মাহত লিয়র সে নরকপুরী হইতে বহির্গত হইলেন।

তখন অতি ভীষণ ঝড় উঠিয়াছিল। আকাশ ঘোর অন্ধকার। সমস্ত জগৎ গভীর অন্ধকারে আবৃত। বজ্রের গম্ভীর শব্দে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত।

বাহ্যজগতে এই তুমুল ঝড়; লিয়রের অন্তরে ইহা অপেক্ষাও ভীষণ ঝড়!

কেহ ডাকিল না, কেহ থাকিতে বলিল না।——বাহিরের সেই তুমুল দৃশ্য,—সেই ভীষণ ভয়াবহ দৃশ্য, লিয়রের অন্তরের মহাপ্রলয় দেখিবার জন্যই যেন লিয়রকে আহ্বান করিল! তখন সেই বাহিরের ঝড় ও ভিতরের ঝড় উভয়ে

মিলিয়া, এক ভীষণ বিপ্লবে পরিণত হইল। স্বরে স্বর মিলিয়া গেল। উন্মত্ত লিয়র উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে সেই মহাপ্রলয় অবসানের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সেই ভীষণ দুর্য্যোগে, সেই গভীর অন্ধকার রাত্রিতে, ঝড় ও বৃষ্টির সহিত সংগ্রাম করিবার জন্যই যেন লিয়র রিগানের ভবন হইতে বাহির হইলেন। সে ভীষণ অন্ধকারে, সে প্রবল ঝড় বৃষ্টিতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপও নাই। প্রান্তরের ন্যায় তৃণশূন্য ভূমি, সেই ভীষণ রাত্রিতে অতি ভীষণ প্রতীয়মান হইতেছিল। কিন্তু কন্যাগণের পৈশাচিক ব্যবহারে,—যে মনস্তাপে উন্মত্ত লিয়রের মর্ম্মদাহ হইতেছিল,--লিয়র বুঝিয়াছিলেন, এই ভীষণ দুর্য্যোগময়ী রজনী তদপেক্ষা ভীষণ হইবে না!

অনেক দূর অতিক্রম করিয়া লিয়র অবশেষে এমন এক স্থানে উপস্থিত হইলেন, যেথানে ঝড় ও বৃষ্টি হইতে কিছুতেই আপনাকে নিরাপদ করা যায় না! প্রবল বাতাস ও অবিশ্রান্ত বারিধারা, সেই বৃদ্ধের মস্তকের উপর দিয়া বহিয়া চলিল। লিয়র আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতার সহিত সকলই উপেক্ষা করিলেন। মেঘের সেই ভয়ানক গর্জ্জন, মুহুর্মুহু বিদ্যুতের সেই ভয়াবহ দ্যুতি,—তাঁহাকে ভীত করিতে পারিল না। তাঁহার মনে জাগিতেছিল,—সয়তানী পিশাচী কন্যাগণের সেই নির্ম্মম অকৃতজ্ঞ ব্যবহার! তাহার তুলনায়, কি ছার বাহিরের এ মহাঝড়?—ঝড়ের সহিত জীবনের এ মহাসংগ্রাম!

এই অবস্থায় পড়িয়া উন্মত্ত লিয়র আবেগভরে কহিতে লাগিলেন,

“হে বাতাস, আরও প্রবলবেগে বহিতে থাক,—সমুদ্র গর্জ্জিয়া উঠুক,—পাপের ধরা তন্মধ্যে ডুবিয়া যাক্! জগতের বুকে মানবের অস্তিত্ব যেন বিলুপ্ত হয়! হে ঝড়, হে বৃষ্টি, আরও বহিতে থাক,—মনের সাধে তোমাদের পূর্ণ-ক্ষমতা প্রকাশ করো! তোমরা আমার কেহ নও,—আমার কন্যাও নও,—তোমাদিগকে আমি অকৃতজ্ঞ বলিব না! জীবনের অন্তিম সোপানে দাঁড়াইয়া,—বৃদ্ধ জীর্ণ ঘৃণিত দূরীকৃত হতভাগ্য এই আমি,—যাও, মাথার উপর দিয়া প্রবলবেগে বহিয়া যাও! না, আর কিছু না, আর কিছুই না,—নীরবে সকলই সহ্য করিব!”

এই অবস্থায়ও, লিয়রের সহিত তাঁহার সেই ভাঁড় উপস্থিত থাকিয়া, সমান

দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতেছিল। সেও লিয়রের অনুসরণ করিয়াছিল। এইরূপ দুর্দ্দশায় পড়িয়াও সে, তাহার সেই স্বাভাবিক শ্লেষ ও ব্যঙ্গ ছাড়িল না। লিয়রের সেই অরুন্তুদ ক্রন্দনে সে বলিল, "মহারাজ, একে এই ভয়ঙ্করী রাত্রি, তার উপর এই দারুণ দুর্য্যোগ,—খামকা কেন কষ্ট পাই? চলুন, আপনার কন্যাগণের নিকট আশ্রয়-ভিক্ষা করি!—বৃথা বিলাপে প্রয়োজন কি?"

লিয়র এ সময় ভয়ঙ্কর উন্মত্ত,—কোন উত্তর করিলেন না।

এদিকে, পরম প্রভুভক্ত কেণ্ট, সেই অবস্থায়ও লিয়রকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিলেন। খুঁজিতে খুঁজিতে তিনি প্রভুর উদ্দেশ পাইলেন। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"প্রভু! মহারাজ! আপনি এখানে? যে নিশাচর জন্তু রজনীর অন্ধকার ভালবাসে, এই রাত্রি, তাহার পক্ষেও ভয়াবহ! এই তুমুল ঝড়ে, আরণ্য জন্তুগণও তাহাদিগের গহ্বরে লুকাইয়াছে! ওঃ! মানুষে এ কষ্ট সহিতে পারে না!"

লিয়র তখনও পর্য্যন্ত সেই ঝড় ও বৃষ্টিকে সম্বোধন করিয়া প্রাণের আবেগে উন্মত্ততা প্রকাশ করিতেছিলেন। তিনি পুনরায় বলিলেন, "কষ্ট কি! যাহার বুকের ভিতর মহাপ্রলয়, এই ঝড় বৃষ্টি তাহার কাছে কি? মন যখন চিন্তাশূন্য অবস্থায় থাকে, দেহ তখন অতি অল্প ক্লেশ ও ব্যথা অনুভব করে। আমার মনে এখন যে চিন্তা,—যে চিন্তায় এখন আমি তন্ময় হইয়া আছি, এই ঝড় বৃষ্টির সহস্র গুণ অধিক কোন দুর্য্যোগে এখন আমি বিচলিত হইব না! দেখ, আর সব গিয়াছে, হৃদয়ে কেবল একই কথা জাগিতেছে!—এই হাত, মুখে আহার তুলিয়া দেয়,—মুখ, দন্তাঘাতে সেই হাতকেই ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিল,—ভাবো দেখি, ইহার বাড়া দুঃখ আর কি আছে?"

কেণ্ট্ কত বুঝাইলেন, লিয়র তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না। নিকটে একটা অতি সামান্য পর্ণকুটীর ছিল, শেষে কেণ্ট্ তন্মধ্যে আশ্রয় লইবার জন্য প্রভুকে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "মহারাজ, আপনি ইহার মধ্যে আসুন।"

লিয়র। না, আমায় একাকী থাকিতে দাও।

কেণ্ট্। ইহার মধ্যে আসিয়া অগ্রে আপনাকে রক্ষা করুন!

লিয়র। তুমি কি আমার বুক ভাঙ্গিয়া দিতে চাও?

কেণ্ট্। প্রভু, বরং আমারই এই বুক সহস্র খণ্ডে ভাঙ্গিয়া ফেলিব,—আপনি এই কুটীরে আসুন!

লিয়র। ও-হো-হো! কি ভয়ানক! কি ভয়ানক! কি ভীষণ রাত্রি!—গনারিল্, রিগান্, পিশাচী তোরা,—বৃদ্ধ লিয়রের আজ কি দশা করিয়াছিস্, দেখ্! না, থাক্,—আঁর সে কথায় কাজ নাই। ঐ কথা মনে পড়িলেই বুকটা কেমন করিয়া উঠে! মনে হয়, বুঝি আমি পাগল হইলাম!

কেণ্ট্। মহারাজ, ভিতরে আসুন।

লিয়রের সেই ভাঁড় সর্ব্বাগ্রে সেই কুটীরে প্রবেশ করিল। কিন্তু সহসা ভীত হইয়া বাহিরে আসিল। সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"মহারাজ! সাবধান, সাবধান, এখানে আসিবেন না,—একটা ভূত!"

ভূতের অনুসন্ধানে জানা গেল, ভূত একটা পাগল! সে হতভাগ্য বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে সেখানে আশ্রয় লইয়াছে। লিয়র সেই পাগলের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া, তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া বলিতে লাগিলেন,—"নিশ্চয়ই এ ব্যক্তি ইহার কন্যাগণকে সর্ব্বস্ব দিয়া এমন পথের কাঙাল হইয়াছে! (পাগলের প্রতি) তুমি কি কিছুই রাখিতে পারো নাই?—আমারই মত সর্ব্বস্ব খোয়াইয়াছ?

ভাঁড়। সব খোয়ায় নাই, মহারাজ! ঐ যে কোমরে এক টুক্রো কম্বল জড়ানো আছে!—ও, ওটুকুও রাখিয়াছে।

লিয়র। আমার কন্যাগণের ন্যায় তোমার কন্যাগণের মস্তকেও বজ্রাঘাত হউক।

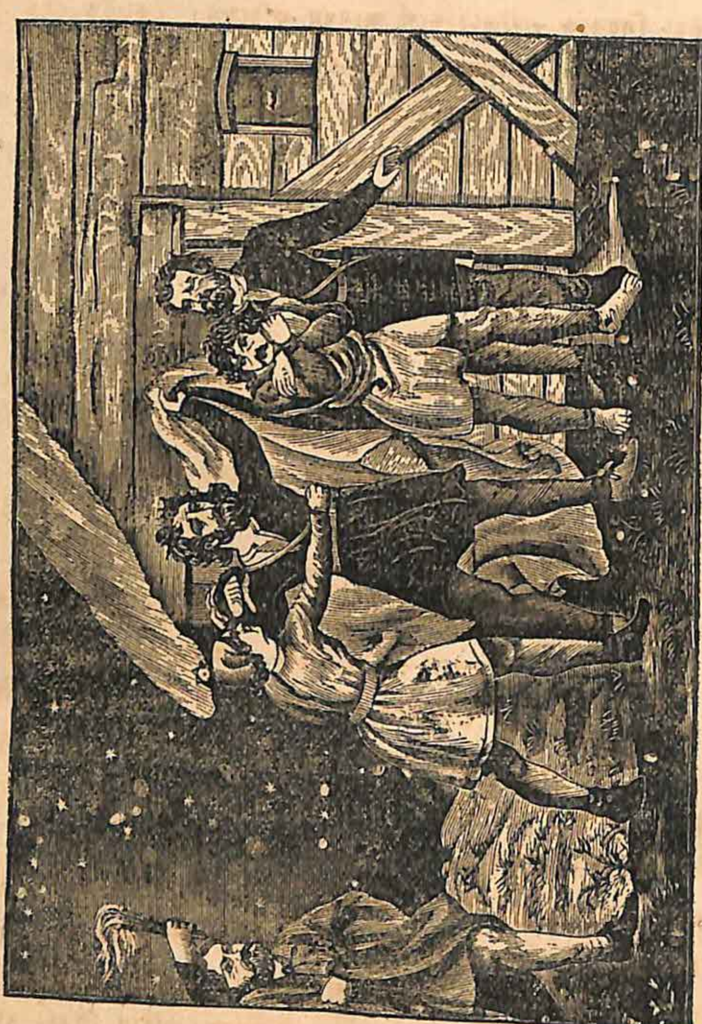
কেণ্ট্। মহারাজ, ইহার ত কন্যা নাই।

লিয়র। নিশ্চয়ই আছে!—অকৃতজ্ঞ, পিশাচী কন্যা ব্যতীত, পিতার এমন দুর্দ্দশা আর কেহ করিতে পারে না!

পাগল। কি মজা! কি মজা!

ভাঁড়। মজার রাত্রিই বটে।—আমাদের সকলকেই দেখিতেছি, পাগল বানাইয়া দেয়! কি গ্রহ!

ঝড় ও বৃষ্টি তখনও তুমুলবেগে বহিতেছে। কেণ্টের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, লিয়র উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। এমন সদাশয় পিতাকে এমন দুর্দ্দশাপন্ন করিয়া, পিশাচী কন্যাদ্বয় কি ভীষণ মহাপাপ করিয়াছে,



তাহা ভাবিয়া কেণ্ট ব্যথিত হইলেন। তাঁহার চক্ষে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। তখন উন্মত্ত লিয়র ঘোর উন্মত্ততায় সম্পূর্ণ জ্ঞানশূন্য হইয়া, আপনার পরিধেয় বসন পর্য্যন্ত ছিন্ন ভিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কেণ্ট, প্রভুর দুর্দ্দশায় ব্যথিত হইয়া, যাহাতে প্রভু প্রকৃতিস্থ হইতে

পারেন, সেই উপায় অবলম্বন করিলেন। পর দিন প্রাতে কোন প্রকারে বুঝাইয়া লিয়রকে ডোভার দুর্গে আনয়ন করিলেন। কেণ্টের সেই স্থানে যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। তাঁহার অনুচরেরা তাঁহার আদেশমত লিয়রের সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। তিনি লিয়রকে যথাযোগ্য সম্মানের সহিত তথায় রাখিয়া ডোভার হইতে প্রস্থান করিলেন।

---

(৯)

কেণ্ট ফ্রান্সযাত্রা করিলেন।

লিয়রের কনিষ্ঠা কন্যা কর্ডিলিয়া এখন ফ্রান্সের মহারাণী। কেণ্ট ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি কর্ডিলিয়ার সাক্ষাতে তাঁহার পিতার দারুণ দুর্দ্দশার কথা একে একে সমস্তই বর্ণন করিলেন। গনারিল্ ও রিগানের সেই পৈশাচিক ব্যবহারের কথা আনুপূর্ব্বিক বলিলেন। সে কথার প্রতি অক্ষরে, প্রভুভক্ত কেণ্টের স্নেহপ্রবণ হৃদয় পরিব্যক্ত হইতে লাগিল। সে দুঃখের কথা বর্ণন করিতে করিতে, মর্ম্মস্থল হইতে শোণিতধারা বহিয়া, অশ্রুরূপে তাঁহার নয়নে প্রকটিত হইতে লাগিল! সেই ডাকিনী রাজকন্যাদ্বয়ের পৈশাচিক ব্যবহারের উল্লেখ করিতে করিতে, তাঁহার দেহ কম্পিত হইতে লাগিল। সরলা কর্ডিলিয়া, পিতার সেই চিরভক্ত, একান্ত বিশ্বস্ত, পরম সুহৃৎ কেণ্টের সেই মূর্ত্তি ও তাঁহার মুখের সেই মর্ম্মস্পর্শিনী কথা শুনিয়া সকলই বিশ্বাস করিলেন। তাঁহার হৃদয় অতিশয় ব্যথিত হইল। তিনি যেন চক্ষের সমক্ষে, বৃদ্ধ পিতার সেই চরম দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বোধ হইল, যেন ভীষণ অন্ধকার রাত্রিতে অতি ভীষণ ঝড় উঠিয়াছে, ঝড়ের সহিত প্রবল বারিবর্ষণ হইতেছে, মহুর্মুহু বজ্রপাতে চারিদিক্ কম্পিত হইতেছে,—আর অনাবৃত দেহে ও অনাবৃত মস্তকে তাঁহার পিতা—মহারাজ লিয়র অতি দীন হীন কাঙ্গালেরও অধম হইয়া, সেই অনাবৃত প্রান্তরে উন্মত্তবেশে ছুটিয়া বেড়াইতেছেন!—আর এদিকে তাঁহার ভগিনীদ্বয়, পিতৃদত্ত সেই অতুল বিভবের অধিকারিণী হইয়া মহা পাপপঙ্কে ডুবিয়া রহিয়াছে!

স্নেহের প্রতিমা কর্ডিলিয়া বৃদ্ধ পিতার সেই দুর্দ্দশা ভাবিয়া, আকুলক্রন্দনে

বুক ভাসাইতে লাগিলেন। তারপর সেই অশ্রুপূর্ণ লোচনে, করযোড়ে তাঁহার স্বামীর নিকট গিয়া বিস্তারিত বিবরণ জ্ঞাপন করিয়া প্রার্থনা করিলেন,—"প্রভু, আমায় অনুমতি দাও, আমি সৈন্য-সাহায্যে ইহার প্রতিকার করি। পিতার এ দুর্গতি আমি আর শুনিতে পারি না। পিতার রাজ্য পিতাকে দিয়া, তাঁহার সিংহাসনে তাঁহাকে বসাইয়া, ডাকিনী ভগিনীদ্বয়কে সমুচিত শাস্তি দিব;—তুমি আমায় এই অনুমতি দাও।"

ফ্রান্স অধিপতি পত্নীর প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন।—কর্ডিলিয়া সৈন্য-সামন্ত লইয়া ডোভার দুর্গে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লিয়র সেই ডোভার দুর্গেই ছিলেন,—কেণ্ট সেই দুর্গে তাঁহাকে রাখিয়া গিয়াছিলেন। সেখানে অনেক লোক জন তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু এক দিন সহসা সকলকে ফাঁকি দিয়া, লিয়র কোথায় পলাইয়া গেলেন। তখন কর্ডিলিয়া চারিদিকে আপন অনুচরগণকে পাঠাইলেন। একদিন সেই অনুচরেরা এক দুর্গমস্থানে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল,—লিয়র তখন আরও উন্মত্ত। অনুচরগণ দেখিল, তৃণে তৃণে রাজমুকুট গাঁথিয়া লিয়র মাথায় পরিতেছেন! লতাতন্তু সংগ্রহ করিয়া তাহাতে রাজ-পরিচ্ছদ নির্ম্মাণপূর্ব্বক আপন অঙ্গে পরিতেছেন! আর মনের আনন্দে আপনার মনে উচ্চৈঃস্বরে গান গাহিয়া বেড়াইতেছেন! তাহারা লিয়রকে কোনও মতে দুর্গে আনিল। পিতার সেই শোচনীয় অবস্থার কথা শুনিয়া, কর্ডিলিয়ার চক্ষে অজস্র জলধারা বহিতে লাগিল। সুদক্ষ চিকিৎসক আনাইয়া কর্ডিলিয়া পিতাকে দেখাইতে লাগিলেন।—বড় সাধ, পিতার সহিত দেখা করিয়া, তাঁহার চরণ সেবা করেন; কিন্তু চিকিৎসক নিষেধ করিলেন। বলিলেন, "এখন দেখা করিলে হিতে বিপরীত ঘটিতে পারে।" কাজেই কর্ডিলিয়া আপাততঃ পিতার সহিত দেখা করিতে পারিলেন না, চিকিৎসকদিগকে বলিয়া দিলেন,—তোমরা আমার পিতাকে ভালো করিয়া দাও, তোমাদিগকে প্রচুর পুরস্কার দিব।"

চিকিৎসকগণ তাঁহাকে আশা দিলেন; বলিলেন, "রীতিমত বিশ্রাম এবং নিদ্রা,—এই রোগ উপশমের প্রধান উপায়। আর যে পর্য্যন্ত না ইহাঁকে কিছু আরোগ্য করিতে পারিতেছি, সে পর্য্যন্ত আপনি ইহাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না।"

তাহাই হইল। তারপর, যথন চিকিৎসাগুণে লিয়র স্বাভাবিক অবস্থা পাইতে লাগিলেন, তথন অল্পে অল্পে তাঁহার স্মৃতিপথে পূর্ব্বকাহিনী জাগিতে লাগিল। যথন লিয়র ও কর্ডিলিয়ার পরস্পরের সাক্ষাৎ হইল,—সে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! কর্ডিলিয়া চক্ষের জলে বুক ভাসাইতেছেন, আর স্নেহপ্রবণ হৃদয়ে বার বার পিতাকে সাদর সম্ভাষণ করিতেছেন;—লিয়র সহসা কিছু বুঝিতে পারিলেন না। সকলই তাঁহার স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তাঁহার বোধ হইল, কর্ডিলিয়া বুঝি কোন দেবী,—তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার দুঃখে কাঁদিতেছেন! সে দেবীর সে মধুর আকৃতি, সে পবিত্র মুখমণ্ডল, কর্ডিলিয়ারই অনুরূপ!—তবে কি এ কর্ডিলিয়া? "কর্ডিলিয়া" "কর্ডিলিয়া" বলিয়া ডাকিতে লিয়রের বড় সাধ হইতেছে,—কিন্তু ভয়, পাছে কেহ উপহাস করে। কর্ডিলিয়া পিতার চরণে প্রণতা,—লিয়র চিনিয়াও চিনিতে পারিতেছেন না।

ক্রমশঃ লিয়র বুঝিলেন,—এই রমণী স্বর্গের দেবী নহেন,—মরুভূমে ওয়েসিসের ন্যায় কঠিন ধরাবুকে মূর্ত্তিমতী দেবী-প্রতিমা,—তাঁহার সেই পরিত্যক্তা ও উপেক্ষিতা কন্যা কর্ডিলিয়া! লিয়র আপনার পূর্ব্বঅপরাধ স্মরণ করিয়া ক্ষমা-প্রার্থনা করিবার জন্য দাঁড়াইলেন। কর্ডিলিয়া পিতার চরণে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "পিতঃ! আমি যে আপনার স্নেহের তনয়া,—সেই কর্ডিলিয়া! আমি আপনার চরণে প্রণাম করিতেছি। নিষ্ঠুর ভগিনীগণের শত অপরাধ,—আপনাকে ভক্তিসম্ভাষণে সকলই আমি ভুলাইয়া দিতেছি। আহা, তাহারা কি নিষ্ঠুর! আপনার এই জীর্ণ দেহ, এই বৃদ্ধ বয়স,—ঐ সকল তাহারা কিছুই দেখিল না! সেই ভীষণ দুর্য্যোগেও বাটীর বাহির করিয়া দিতে পারিয়াছিল! তখন যদি শত্রুর কুক্কুর আসিয়াও দংশন করে, তবুও লোকে সেই কুক্কুরকে আশ্রয় দেয়!"

তারপর, ধীরে ধীরে যথন সকল কথা লিয়রের মনে পড়িতে লাগিল, তাঁহার স্মরণ হইল, তিনি অন্য দুই কন্যাকে সর্ব্বস্ব দিয়া এই নিরপরাধ সরলাকে সকল প্রকারে বঞ্চিত করিয়াছেন! অনুতাপে দগ্ধ হইয়া তিনি বলিলেন, "তাহাদিগকে সর্ব্বস্ব দিয়াছি, তথাপি তাহাদিগের এই ব্যবহার,—আর কর্ডিলিয়া, মা আমার! তোমায় ত আমি কিছুই দিই নাই,—তুমি এমন সদয় ব্যবহার করিতেছ কেন?—তুমি তাহাদের অপেক্ষাও কঠিন দণ্ড আমায় দিতে পারো!"

কর্ডিলিয়া। না বাবা, অমন কথা বলিবেন না!

লিয়র। আমি এখন কোথায়?—ফ্রান্সে?

কর্ডিলিয়া। না বাবা,—আপনি আপনারই রাজ্যে।

লিয়র। দেখ, মিথ্যা বলিয়া আমায় প্রবোধ দিও না।

কর্ডিলিয়া। না পিতঃ! মিথ্যা বলি নাই,—আমি সসৈন্যে ডোভারে আসিয়াছি,—আপনার রাজ্য আপনাকেই দিয়া যাইব।

স্নেহময়ী কন্যার অপার স্নেহে ও সুদক্ষ চিকিৎসকগণের চিকিৎসাগুণে লিয়র অল্পে অল্পে আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলেন। তাঁহার চিত্তবিকার দূরীভূত হইতে লাগিল।

---

(১০)

এদিকে কর্ডিলিয়া-আনীত সেই ফ্রান্স-সৈন্যের সহিত গনারিল ও রিগান-সৈন্যদলের সংগ্রাম বাধিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, তাহাতে কর্ডিলিয়ার সৈন্যগণই পরাজিত হইল। শেষে, বিজেতা শত্রুদিগের হস্তে লিয়রের সহিত কর্ডিলিয়া বন্দিনী হইলেন। গনারিল ও রিগানের সৈন্যপক্ষের অধিনায়ক ছিল,—ডিউক অব্ গ্লষ্টর। তাহার কথা পরে বলিব।

শত্রুহস্তে পড়িয়া কর্ডিলিয়া পিতাকে বলিলেন, "পিতঃ! আমি ত এখন বন্দিনী। ভালো করিতে আসিয়া যুদ্ধ করিলাম। এখন কি আমি একবার ভগিনীদিগের সহিত দেখা করিতে পারি না?"

লিয়র। না, না, না! চল মা, দুই জনে কারারুদ্ধ হই! পিঞ্জরে বিহঙ্গের ন্যায় দুইজনে সেখানে গান করিব। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ চাহিবে, আর আমি নতজানু হইয়া তোমার নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিব!—প্রার্থনা করিব, গান গায়িব, কত গল্প করিব।—রাজার কথা, রাজ্যের সংবাদ, যুদ্ধের খবর,—লোকে কত কথাই বলিবে, তাহাই শুনিব।—কে হারিল, কে জিতিল, বন্দী থাকিয়াও তাহা জানিতে পারিব।—জগতে প্রতিনিয়ত কি রহস্যের ব্যাপার চলিতেছে,—জগতে না মিশিয়াও তাহাই দেখিব!

যথাসময়ে পিতাপুত্রী কারারুদ্ধ হইলেন।

এখন সেই দুই পাপিষ্ঠা ভগিনীর কথা কিছু বলিব। পিশাচী গনারিল ও রিগান পিতার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, প্রকৃতিগত কি একটা মহাপাপ লইয়া তাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। স্বামীকে লইয়া যে, তাহারা সুখে জীবনাতিবাহিত করিবে, তাহার সম্ভাবনা ছিল না। অতদিনে, তাহা কার্য্যেও পরিণত হইল। দুই ভগিনী অল্প দিনে পরস্পরের স্বামীর প্রতি যথেষ্ট অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে লাগিল। এবং আশ্চর্য্য এই যে, উভয়ে একই ব্যক্তির উপর অবৈধ প্রণয় সংস্থাপিত করিল। সে ব্যক্তি এক মহাপাপী;—তাহার পিতার যথার্থ উত্তরাধিকারীকে সর্ব্বস্ব হইতে বঞ্চিত করিয়া আপনি সকল বিষয়-বিভবের অধিকারী হইয়া, ডিউক অব্ গ্লষ্টর উপাধি গ্রহণ করিল। যোগ্য ব্যক্তির সহিত যোগ্য ব্যক্তিরই প্রেমের বিনিময় হইয়া থাকে। এদিকে অল্প দিনে ডিউক-অব্-কর্ণওয়াল মরিয়া গেলে, পাপিষ্ঠা রিগান নিষ্কণ্টকে অন্তরের চিরপোষিত পাপকামনা চরিতার্থ করিল;—অর্থাৎ ঐ নীচাশয় ব্যক্তির উপপত্নী হইল। ইহাতে সেই জ্যেষ্ঠা ভগিনী পাপীয়সী গনারিল হিংসায় জর্জ্জরিত হইয়া, আপনার পথ পরিষ্কার করিবার জন্য, ভগিনী রিগানকে বিষপ্রয়োগে ইহসংসার হইতে সরাইয়া দিল। গনারিলের স্বামী, দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর এই আচরণ অবগত হইয়া, তাহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। পাপীয়সী গনারিল, মনস্কামনা পূর্ণ হইবার পথে পুনরায় বাধা পড়িল দেখিয়া, আত্মহত্যা করিল।

এইরূপে বিধির বিধান বা প্রকৃতির প্রতিবিধান সুসিদ্ধ হইল।

লোকসাধারণ গনারিলের এইরূপ পরিণাম দেখিয়া, মহা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের সেই আনন্দের সহিত, একটা বড় বিষাদের ঘন মেঘ আসিয়া মিশিল। হাসির উৎস সহসা কোথায় অন্তর্হিত হইল!

গনারিল, ডিউক-অব্-গ্লষ্টরের প্রতি যে অবৈধ প্রণয় সংস্থাপিত করিয়াছিল, তাহার ফলে, পরস্পরের পরামর্শমত, পাপিষ্ঠ গ্লষ্টর, কর্ডিলিয়াকে কারাগারে হত্যা করিবার জন্য, গোপনে ঘাতককে আদেশ দিয়াছিল! হায়, যথাকালে পাপিষ্ঠের সে পাপাদেশ প্রতিপালিত হইল।—স্বর্গের পারিজাত অকালে শুকাইল!

লোকসাধারণ বিধাতার বিচারের এই রহস্য বুঝিতে না পারিয়া মনে করিল, বুঝি সরলতা ও পুণ্য-পবিত্রতা, সর্ব্বদা সর্ব্বকালে এ জগতে অক্ষুণ্ণ থাকিয়া চির-

জয়ী হইতে পারে না! কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা যে কি, এবং প্রকৃত শুভ অ বা কি, ক্ষুদ্রবুদ্ধি মোহান্ধ মানব তাহা কি বুঝিবে?

দুর্ভাগ্য লিয়র সেই স্নেহময়ী মৃতকন্যাকে বুকে করিয়া, নির্নিমেষ নয়নে তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন! চাহিয়া চাহিয়া আত্মহারা হইলেন! কর্ডিলিয়া যে মরিয়াছে, ইহা বুঝি তাঁহার বিশ্বাস হইল না!—লিয়র আবার ঘোরতর উন্মত্ত হইলেন। সেই উন্মত্ত অবস্থায়, সেই স্নেহের পুত্তলিকে ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন—"ওহো! কি ভয়ানক! কি ভয়ানক!—ডাক্ তোরা,—চীৎকার কর! পাষাণে গঠিত তোদের এ দেহ;—দেখ্, যদি তোদের ন্যায় জিহ্বা আমার থাকিত,—গভীর চীৎকারে আমি স্বর্গ মর্ত্ত বিদীর্ণ করিতাম!—ওহো! সে গিয়াছে!—জন্মের মত আমার কর্ডিলিয়া গিয়াছে! হায়, আমি জানি, সে গিয়াছে!—ওরে, এক খণ্ড স্বচ্ছ দর্পণ আনিয়া দে,—আমি একবার দেখি, আমার এ সোণার প্রতিমার মার আমার নিশ্বাসের একটু দাগ তাহাতে ধরে কি না!—ওহো! এ তো মরে নাই!"

সমবেত দর্শকমণ্ডলী বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে সেই অতি শোচনীয়—অতি মর্ম্মান্তিক করুণদৃশ্য দেখিতেছিল। সে দৃশ্যে কাহারও চক্ষে এক বিন্দু অশ্রু ঝরিতে ছিল না।—নির্নিমেষ নয়নে অবাক্ হইয়া সকলে তাহা দেখিতে ছিল। —হায়, সে দৃশ্য ক্রন্দনেরও অতীত!

স্নেহের ধন, নয়নপুত্তলি, বৃদ্ধের একমাত্র অবলম্বন যে, চিরদিনের জন্য এ জগৎ ছাড়িয়া যাইতেছে, এ কথা অতি কষ্টেও লিয়র বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। উদ্‌ভ্রান্ত লিয়রের চক্ষে ভ্রম হইতে লাগিল,—এই বুঝি কর্ডিলিয়ার ওষ্ঠাধর একটু কাঁপিল; এই বুঝি তাহার বসনাগ্রভাগ একটু নাড়িল;—কিন্তু হায়, সে সকলই ভ্রম,—নিদারুণ ভ্রম,—সুগভীর মোহ!—লিয়র আবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"কর্ডিলিয়া! কর্ডিলিয়া! মা আমার! এক-বার উঠ! কি বলিতেছ মা,—ভালো করিয়া বলো! আ-হা-হা! কণ্ঠস্বর কি মধুর! এমন মেয়ে কি জগতে কাহারও আছে?—মা আমার! তোমায় যে ফাঁসিতে ঝুলাইয়াছে, আমিও তাহাকে প্রাণে মারিয়াছি!"

বস্তুতঃ, পাপিষ্ঠ গ্লষ্টরের পরিণাম তাহাই হইয়াছিল বটে। যখন পাপের ষোলকলা পূর্ণ হইল, তখন পৃথিবী সে মহাপাপীর ভার, হৃদয়ে ধারণ করিতে



পারিয়া তাহাকে সরাইয়া দিল! পাপিষ্ঠ সারাজীবন ভীষণ প্রতারণায় পনার স্নেহময় পিতাকে পর্য্যন্ত প্রতারিত করিয়াছিল,—সরল হৃদয় ভ্রাতার দ্ধে অতি ভীষণ ষড়যন্ত্র করিয়া আপনার অভীষ্টসিদ্ধির পথ পরিষ্কার করিয়া [illegible] ও [illegible] তাকে এইরূপে প্রতারিত করিয়া মনে ক[illegible]ছিল, [illegible] ক্রীড়া[illegible] মাত্র;—পাপপুণ্য, দণ্ডপুরস্কার,— নির্ব্বোধ [illegible]নাসৃষ্ট। কিন্তু এতদিনে পাপিষ্ঠের সে ভ্রম ঘুচিল।—এতদিনে [illegible]য় ও অধর্ম্মের ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। পাপিষ্ঠ নাকি পিতার

বিবাহিতা পত্নীর গর্ভজাত নহে,—তাই পিতার যথার্থ উ
বিবাহিতা পত্নীর পুত্র—ভ্রাতা এড্‌গারকে বিধিমতে নির্য্যা
চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। শেষে বিধির বিধানে,
গ্লষ্টর, ভ্রাতা এড্‌গারের হস্তে সেহলোক পরিত্যাগ করিল।
উন্মত্ত লিয়রের শেষ প্রলাপবাক্য, এক হিসাবে ঠিকই হইয়াছি

এইবার পার্শ্বে পরম প্রভুভক্ত চিরবিশ্বাসী কেণ্ট
ছদ্মবেশ ত্যাগ পূর্ব্বক সেখানে উপস্থিত হইলেন। লি
কিছুক্ষণ ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ চাহিয়া রহিলেন। চাহিয়া চাহিয়া
কি কেণ্ট ?”

কেণ্ট্ কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক নতজানু হইয়া বলিলেন, “আমি আ
সেবক,—সেই চির-ভৃত্য আর্ল-অব্-কেণ্ট। আমি ছদ্মবেশে কা
অভিহিত হইয়া, প্রভুর সেবায় জীবন কৃতার্থ করিয়াছি!”

কিন্তু বিষম চিত্তবিকারে লিয়র সে কথা পরিষ্কাররূপে
ধারণা করিতে পারিলেন না।——নিদারুণ শোক, তাঁহার হৃ
করিল। ধীরে ধীরে তাঁহার শোকদীর্ণ দেহ ভূমিতে অবন
উপস্থিত দর্শকবৃন্দ অতি কাতরনয়নে দেখিল,—দারুণ শোক,
—লিয়রের মহাদুঃখপূর্ণ জীবনের অবসান হইয়াছে!

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।